মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত

ধর্মমঙ্গল

গুরুদাস কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং
ভূতপূর্ব গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

ও

বর্ধমান মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের বাংলা ভাষা ও
সাহিত্যের অধ্যাপিকা এবং
ভূতপূর্ব গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীসুনন্দা দত্ত

সম্পাদিত
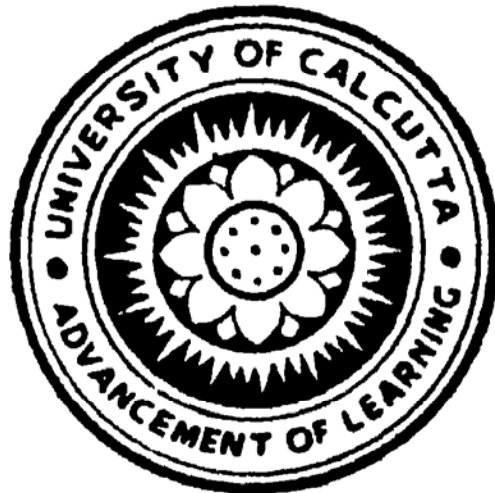
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬০

মূল্য—১২৲

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাব্রতী

বর্ধমান সাহিত্য সভার ভূতপূর্ব সভাপতি

হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হল। সম্পাদনার কাজে তত্ত্বাবধান করেছেন পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। সম্পাদনার আদর্শটি তিনিই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহ না থাকলে এত শীঘ্র এই বই ছাপা সম্ভব হত না। আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বইটির একটি প্রুফ দেখে দিয়েছেন। সন্দেহস্থলে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছি। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বর্ধমান সাহিত্য সভা মানিকরামের পুথি এবং শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়ের সংকলিত মানিকরামের শব্দকোষ ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন।

বইটিতে ছাপার ভুল কিছু কিছু আছে। শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দিয়েছি। অন্যান্য মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে উল্লেখ করিনি।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত
শ্রীসুনন্দা দত্ত

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল পুথির ৪ (খ) পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল পুথির ২৫ (ক) পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল পুথির ১৫৬ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

ভূমিকা

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। সম্পাদনা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং দীনেশচন্দ্র সেন। পুথি সংগ্রহ করবার আগ্রহ শাস্ত্রী মহাশয়ের বরাবরই ছিল। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের পুথি সংগ্রহের ইতিহাসটি তিনি নিজেই বলেছেন। "সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে।"[১] ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দীনেশবাবু এই পুথিটির আলোচনা করেন। দীনেশবাবু বলেছেন নানা কারণে গ্রন্থ ছাপবার সময়ে ভুলত্রুটি থেকে গেছে। পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন।

১ হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভূমিকা, পৃষ্ঠা [২]

একটি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করেই ধর্ম্মমঙ্গল সম্পাদিত হয়েছিল। মানিকরামের ধর্মমঙ্গলের আর কোন পুথির উদ্দেশ বহুকাল পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ধর্মমঙ্গল রচয়িতার পুথি (খণ্ডিত অথবা সম্পূর্ণ) কয়েকখানি মিললেও মানিকরামের পুথির সংবাদ এতকাল পাওয়া যায়নি। শাস্ত্রী মহাশয় যে পুথিখানি কপি করিয়েছিলেন সেখানিরই বা কী গতি হল আজ পর্যন্ত তার হদিস আমরা পাইনি। কিছুকাল আগে 'বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা'র জন্য পুথি সংগ্রহ করবার সময় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল অন্যান্য পুথির সঙ্গে মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের একটি পুথি পান। প্রস্তুত গ্রন্থ ছাপা বই এবং এই পুথিটির উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হল।

২

সাহিত্যসভার পুথিটি হুগলি জেলার মানিকরামের বাসভূমি বেল্‌টে গ্রাম থেকে প্রাপ্ত। প্রথম যখন পুথিখানি হস্তগত হয় তখন মনে হয়েছিল এইটিই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধর্ম্মমঙ্গলের পুথি। কেননা পুথির লিপিকাল সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থের পুথির লিপিকালের সঙ্গে হুবহু এক। কিন্তু সাহিত্য-সভার পুথির সঙ্গে ছাপা ধর্ম্মমঙ্গলের সর্বত্র মিল নেই। ভাষায় অনেক পরিবর্তন আছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয়, সাহিত্যসভার পুথিতে নেই এমন অনেক ছত্র ছাপা ধর্ম্মমঙ্গলে আছে এবং ছাপা ধর্ম্মমঙ্গলে নেই এমন অনেক ছত্র সাহিত্যসভার পুথিতে আছে। এই থেকে মনে হয় ছাপা ধর্ম্মমঙ্গলের পুথি এবং সাহিত্যসভার পুথি এক ও অভিন্ন নয়। হয়ত উভয় পুথি একটি আদর্শ পুথির নকল।

সাহিত্যসভার পুথিখানি সম্পূর্ণ। কিন্তু শেষের দিকে কয়েক পাতা কিছু কীটদষ্ট। তুলোট কাগজের পুথি। পুথির আকার ১৫" ইঞ্চি × ৫½" ইঞ্চি। পুথিটির প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা সমান নয়। কোনও পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র, কোনও পৃষ্ঠায় ১৩, আবার কোনও পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র আছে। মোট ১৫৬ পত্রে অর্থাৎ ৩১০ পৃষ্ঠায় পুথিটি সমাপ্ত। পৃষ্ঠার মার্জিনে পালার উল্লেখ আছে। অক্ষরের ছাঁদ স্পষ্ট। গোটা গোটা লেখা। সাহিত্যসভার পুথিটির লিপিকর একজন নন। অন্তত দুজন লিপিকর পুথিটি প্রস্তুত করেছিলেন। একজন লিপিকরের নাম পাচ্ছি রামচন্দ্র গাঙ্গুলি—"লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র গাংগুলী"। এক জায়গায় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নামও আছে। একজনের লেখা নয়

বলে বানানে সর্বত্র একই আদর্শ অনুসৃত হয়নি। উচ্চারণ-শিথিলতার জন্যও একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাচ্ছি। যেমন—হইল, হল্য, হৈল, হইল্য, হৈল্য, হল, হৈইল্য ইত্যাদি। পুথির মাঝামাঝি থেকে—করে>কোরে ; হয়ে>হোয়ে ; করিল>কোরিল ; হইল>হোইল ইত্যাদি বানানও আছে। মাঝামাঝি থেকে হসন্ত চিহ্নের বাহুল্যও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমন কি 'আনন্দিত' শব্দটির বানান 'আনন্দিৎ' লেখা হয়েছে। এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত ভাষাবিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একটি উড়িয়া বানান পেয়েছি—'ক্রুপায়'।

পুথিতে যেরকম বানান ছিল আমরা সর্বত্র সেরকম রাখিনি। যেখানে আবশ্যক মনে করেছি সেখানে পাঠ শুদ্ধ করে দিয়েছি। যেখানে অর্থ পরিষ্কার হয়নি সেখানে অর্থদ্যোতক শব্দটি বসিয়ে পুথির পাঠ পাঠান্তরে দিয়েছি। তবে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলির সঠিক অর্থ বোধগম্য হয়নি। সেক্ষেত্রে পুথির পাঠ অবিকৃত রেখেছি। কারণ অষ্টাদশ শতকে এমন বহু শব্দ এবং বাক্‌রীতি ছিল (যে-কথা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলেছেন) যেগুলি এখন প্রচলিত নয়। যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত কিংবা দেশী বিদেশী শব্দের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়নি সেখানে পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা বর্জন করে শব্দ অবিকৃত মুদ্রিত করেছি। প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখলে কোন কোন শব্দের অর্থ মোটামুটি ধরা যায়। সে সব অর্থ 'শব্দসূচী'তে দিয়েছি। আমাদের সংশয়স্থলে প্রশ্ন-চিহ্ন যোগ করেছি।

৩

মানিকরাম গাঙ্গুলির নিবাস আধুনিক হুগলি জেলার বেলডিহা (বেল্‌টে) গ্রামে। কবি যে বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে পাই—গোপাল গাঙ্গুলির পুত্র সুদাম গাঙ্গুলি, তার ছেলে অনন্তরাম, অনন্তরামের পুত্র গদাধর, গদাধরের ছেলে মানিকরাম। মানিকরামেরা ছয় ভাই। মানিকরাম সকলের বড়। এক ভাই দুর্গারাম কোন কারণে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চম ভ্রাতা রামতনু 'রসিক রসে পূর্ণ'। সম্ভবত কাব্যকলা ভাল বুঝতেন। চতুর্থ ছকুরাম ধর্মমঙ্গলের গায়েন ছিলেন।

গাএন হবেক তোর চতুর্থ সোদর।
জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর॥

মানিকরামের উল্লিখিত অভয়া সম্ভবত ভগিনী। মাতা কাত্যায়নী।

মানিকরামের অপর রচনা শীতলামঙ্গল। পুথি মাত্র সাতখানি পাতায় সম্পূর্ণ। সেখানেও ভনিতা ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ :

বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
তব পদে করিল প্রণতি ॥[১]

পিতামাতার প্রতি মানিকরামের সশ্রদ্ধ ভক্তি লক্ষণীয়।

পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভুবনে।
পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে ॥

আগেই দেখেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন। ধর্মমঙ্গলের অন্যতম সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব দেখেছেন। কিন্তু ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবতা নন সে সুনিশ্চিত।[২] ধর্মপূজার পুরোহিত ডোম সম্প্রদায়ের লোক। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কারণে ধর্মঠাকুরের প্রতি বিশেষ প্রীতিপক্ষপাত ছিল না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মের ইঙ্গিতগুলি সুস্পষ্ট একথার কোন সার্থকতা নেই। দ্বিতীয়ত মানিকরাম যে "জাতি যায়" বলে আশঙ্কা করেছিলেন সে বৌদ্ধত্বের জন্যে নয় বরং অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজ্য দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী গাইবেন বলে। আসল কথা ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় উদার মনোভাবটি সকল মঙ্গলকাব্যে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি অনুসৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর বিরোধ আছে সত্য কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে এর মধ্যে একটা উদার সমন্বয়ের নির্দেশ আছে। বিশেষত ধর্মমঙ্গলে দিগ্‌বন্দনাতে মানিকরাম সে কৈফিয়ত সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন।

একেতে অনন্তমূর্তি লীলার কারণে।
অতএব ভেদ কর্‍্যা বন্দে কবিগণে ॥
আমিহ করিব ভেদ তাথে দোষ নাই।
এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাঁই ॥

১ প্রবন্ধমালা ১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৪ ॥ মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল ॥ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল : ভূমিকা ॥ শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীসুনন্দা সেন

অন্যত্র,

না বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ
নিস্তার নাহিক তার।
একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয়
এই বেদ-ব্যবহার॥

এই থেকে মানিকরামের ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় পাই।

মানিকরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। যদিও তিনি বলেছেন যে তাঁর তর্কশাস্ত্র চর্চা করবার আর অবকাশ হয়নি তথাপি গ্রন্থের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বুঝতে পারি কবি সংস্কৃত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণ ভালভাবেই জানতেন। লাউসেনের শিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে-সমস্ত বইয়ের নাম করেছেন তাতেও এইটি প্রমাণিত হয়। মানিকরামের গ্রন্থে তৎসম শব্দের বাহুল্য। এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

৪

অন্যান্য ধর্মমঙ্গলরচয়িতার মত মানিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ এবং আত্মপরিচয়-কাহিনী কাব্যরসে সিঞ্চিত। তবে রূপরামের রচনার মত ভাবঘন এবং গভীর নয়।

সেকালে আর দশজন ব্রাহ্মণ ছেলের মত মানিকরাম পঠনপাঠনের জন্যে নানা দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। অনেক কিছু পড়ে তর্ক শেখবার আশায় ভুড়াড়ি গেলেন। এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন "মাএর হএছে এথা অকাল মরণ।" এ স্বপ্ন তাঁকে বড় বেজেছিল।

উচ্চৈঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা।
কি হইল হায় হায় কোথা গেল মা॥

মানিকরাম যখন শোকে আকুল তখন ধর্ম এসে দেখা দিলেন। সংসারের মর্ম বুঝিয়ে ধর্ম কবিকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন 'ভবনে চল ঝাট।' রাত্রের স্বপ্নের বৃত্তান্ত কবি মেনে নিলেন। সকালে উঠে তর্কাচার্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুঙ্গিপুথি সহ দেশের দিকে রওনা হলেন। বিদ্যাচর্চায় ডোরও

পড়ল সেইখানে। সেকথা মানিকরাম অন্যত্র বলেছেন।[১] সে যাই হোক কবি দুশ্চিন্তা নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছিলেন বলে বেতালনে এসে নদী পার হয়েই পথ হারিয়ে ফেললেন। সূর্য অভিমুখী হয়ে যেতে যেতে খাটুলে পৌছলেন। পথশ্রমে ক্লান্তও হয়েছিলেন। দৈবে সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মানিকরামের দেখা হল।

কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।
দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাটে॥
পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।
অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে॥

ব্রাহ্মণকে দেখে কবির আশা হল। বেশ আনন্দও পেলেন। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কবির কিছু 'শাস্ত্র আলাপন'ও হল। ব্রাহ্মণ নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন। বিপ্রের নাম রাজ্যধর বিদ্যাপতি। ধাম রঙ্গাপুরে। বিপ্র মানিকরামকে পঠনপাঠনের জন্যে তাঁর সদনে যেতে বলে গেলেন। তারপর ব্রাহ্মণ বললেন তুমি এগিয়ে যাও। মানিকরাম এগিয়ে যেতেই বিপ্রকে আর বৃক্ষতলে দেখতে পেলেন না।

আঁখি পালটিতে হল অন্ধকারময়।
বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময়॥

সুতরাং কবি তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে খুঙ্গি পুঁথি রেখে বৃক্ষতলে বসে রইলেন। এমন সময়ে এক পণ্ডিত এলেন। তাঁর গলায় ধর্মের 'পাদুকা দুটি' বাঁধা আছে। তিনি মানিকরামকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই পথে রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেছেন? মানিকরাম পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সংবাদে আপনার প্রয়োজন কি? পণ্ডিত কবিকে বললেন, তুমি তাঁকে চিনতে পার নি। এখনি তাঁর পরিচয় পাবে। তার আগে 'পদ্মতুল্য পাদুকা সম্প্রতি কর সেবা'। মানিকরাম চমকে উঠলেন। চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সামনে এক সরোবর দেখতে পেলেন।

পাড়ে গিএ দেখিনু পীযূষতুল্য জল।
প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদল॥

---

১ দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে ধর্মের মঙ্গল।
যার লেগে পড়াশুনা ঘুচিল সকল॥

পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দমতি।
তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি॥

স্নান করে উঠতেই দেখেন সরোবর নেই। পণ্ডিতও নেই। কবি ধর্মের ধ্যান করে অপর সলিলে পদ্ম নিবেদন করলেন। বেলা পড়ে এলে কবি আপনার 'বাসে' ফিরে এলেন। রঙ্গাপুর তিন দিনের পথ। হাজিপুর পার হয়ে তারাজুলির তীরে কবি যখন এসে পৌছলেন তখন আবার সেই বিপ্রের সঙ্গে দেখা। এবারে বিপ্রের অন্য মূর্তি। 'সাক্ষাৎ শমন'। হাতে আসা বাড়ির পরিবর্তে দারুণ বাড়ি। কবি একা। জনমানব নেই। সুতরাং তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিপ্র যখন কবিকে বধ করবেন বলে শাসালেন তখন মানিকরামের স্তুতি ছাড়া উপায় রইল না। তিনি বললেন ব্রাহ্মণের দস্যুবৃত্তি কখনও কেউ শোনেনি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সুতরাং এসব কথা ব্রাহ্মণ ভালই বুঝবেন। বিপ্র নাছোড়। তিনি বললেন, মানিকরাম একটা বর্বর। আর বিপ্রের দস্যুবৃত্তি! সে তো বাল্মীকিও করেছেন। মানিকরাম কেঁদে ফেললেন। বললেন 'তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে'। ব্রাহ্মণ কবির ব্যাকুলতায় হেসে ফেললেন। বললেন, আমার হাজিপুরে কিছু কাজ আছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি যাও। আমি কাজ সেরেই আসছি। কবিও 'তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জপুর ক্ষিপ্র'। কিন্তু কবির আশা সফল হল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাজ্যধর বিদ্যাপতির সংবাদ পেলেন না। কবি সাতপাঁচ ভেবে বাড়ি ফিরে এলেন। এসেই জ্বর। ভীষণ জ্বরে কবি অস্থির হয়ে পড়লেন। এই সময়ে শিয়রদেশে দেখেন সেই বিপ্র। সেই বিপ্র

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ॥
গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়া।
নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া॥

মানিকরাম এবারে আর ছাড়লেন না। বিপ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বিপ্রও পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত নিজের পরিচয় দিলেন। বিপ্র হচ্ছেন বাঁকুড়ারায়। তিনিই বিশ্বের কারণ। অনেক ভক্তকে তাঁর চরণে ঠাঁই দিয়েছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ভিন্ন নয়, অভিন্ন। সঙ্কটকালে কবি যদি তাঁকে স্মরণ করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর অভয়পদের আশ্রয় দেবেন। বারমতি

রচনা করবার জন্যে মানিকরামকে বললেন। নিজের বীজমন্ত্র দিয়ে দিলেন। ধর্মমঙ্গল রচনা করলে 'জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর'। শুনে তো কবি অস্থির চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা 'স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে'। ধর্ম বললেন, আমি যার সহায় তার এত ভয় কেন? মানিকরাম দ্বিজত্বের দোহাই দিয়েছিলেন। জগতঈশ্বর বললেন, আমি তোর জাতি। অতএব নির্ভয়ে কবিতা রচনা কর। আর কবির কাজ তো শুধু নকল করা।

নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল।
ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল॥

ধর্ম কবিকে সাহস দিয়ে ময়ূরভট্টের কথা পাড়লেন।

ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ॥

ধর্মের 'বাজি'তে 'স্বপক্ষ বিপক্ষ' সমান হবে। কবিকে একথা বলেই 'প্রভু হল্যা অন্তর্ধান'। কবি গীত রচনা করলেন।

পুরানো বাংলা কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশটুকু ব্যক্তিগত আবেগে উজ্জ্বল। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর অনেক কবিই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ঘনরামের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ পাইনি। মানিকরাম যা বলেছেন তার মধ্যে গতানুগতিকতার ছোঁয়া আছে। কিন্তু অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতার স্পর্শ এই অংশটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

মানিকরাম সেকালের শ্রোতাদের সম্বন্ধে সচেতন। তাঁদের হালচাল ভাল ভাবেই বুঝতেন। কাব্যের রস অপেক্ষা অলঙ্কার এবং ব্যাকরণজ্ঞান একশ্রেণীর আদরণীয় ছিল। কবিদের এঁদের সমঝে চলতে হত। সুতরাং দেবদেবীবন্দনার সঙ্গে শ্রোতাদেরও সন্তুষ্ট করতে হত।

কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোড়হাত।
গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত॥
আর বন্দি সমাহিতে সুজ্ঞানীর পা।
বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা॥

ধর্মের দোহাই সব কবিই দিয়েছেন। মানিকরামও বাদ যাননি। কেননা 'বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায়' 'বিষম ধর্মের মায়া করাতের ধার'।

'যে গায়' এবং 'গাওয়ায়' তার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয়। যে ধর্মকে অবহেলা করে তার কুষ্ঠ আদি ব্যাধি সুনিশ্চিত। এ ছাড়া পাপীদের জন্যে ঢালাও বন্দোবস্ত কবি করেছেন, 'নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর্জর'। মানিকরাম দিগ্‌বন্দনাতে নিজগ্রামের দেবতার বন্দনাও করেছেন।

বেলডিহায় বাঁকুড়ারায় বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে॥

এ থেকে বুঝতে পারি কবির নিজগ্রামের দেবতা ছিলেন বাঁকুড়ারায় অর্থাৎ ধর্মঠাকুর। সম্ভবত শীতলসিংহ কোন প্রতিবেশী গ্রামের জাগ্রত দেবতা।

৫

মানিকরামের গ্রন্থ রচনা কাল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মানিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির ছত্রগুলি উদ্ধার করছি।

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত॥

এই থেকে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছিলেন এই ভাবে[১]

ঋতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭) = ৬৪৭
সিদ্ধি (৮) যুগ (২) পক্ষ (২) = ৮২২
১৪৬৯

অর্থাৎ মানিকরামের গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু মানিকরামের গ্রন্থ এত প্রাচীন হতে পারে না। মানিকরাম রূপরামের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান॥

রূপরামের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল হচ্ছে ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[২] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে

১ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩॥ দীনেশচন্দ্র সেন

২ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৫/০॥ শ্রীসুকুমার সেন এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

মানিকরামের গ্রন্থ এর পরে লেখা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কবির বংশলতা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বংশলতা আলোচনা করে তিনি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বলেছিলেন, ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।[১] বংশলতিকাটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

যোগেশচন্দ্রের তালিকায় ছকুরামের নাম বাদ পড়ল কেন বুঝতে পারছি না।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়।[২] তাঁর মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাল হবে ১৪৮৯ শকাব্দ অথবা ১৫২৯ শকাব্দ। সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।[৩] তাঁর মতে

ঋতু (৬), বেদ (৪), সমুদ্র (৭) = ৬৪৭
সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২) = ২৪২৪

৩০৭১

এই তারিখটিই ঠিক। কেননা আচার্য যোগেশচন্দ্র কবির রচনকাল নির্দেশের শ্লোকটির শেষের দুই ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাও পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মানিকরাম গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক। এমন কি একটি ইংরেজি শব্দও পেয়েছি (তবল<stable)। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ ॥ শব্দ-সংখ্যা লিখন-প্রণালী ॥ বিভূতিভূষণ দত্ত

৩ প্রবাসী, ১৩৩৬, পৌষ, কবিশকাঙ্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রভাব আছে বলে মনে করি। মানিকরাম যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের বন্দনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনেকে যোগেশবাবুর গণনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ গ্রন্থসমাপ্তিকালে অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে মদনমোহন বিগ্রহ ছিল না। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে "বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন বণিআড় গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ-গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া আছেন। ইঁহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এখনও মদনমোহন আছেন।"[১] তা ছাড়া আমরা সকলেই জানি বিগ্রহ অপসারিত হলেও বিগ্রহের অদৃশ্য উপস্থিতি সকলেই বিশ্বাস করেন।

৬

ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা নেই। মানিকরামে আছে। ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা না থাকা আশ্চর্যের বিষয়। দিগ্‌বন্দনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে কারণে মানিকরামের দিগ্‌বন্দনার পরিচয় মূল্যবান্।

বেলডিহার বাঁকুড়ারায়, শীতলসিংহ; ফুলুয়ের ফতেসিংহ; বৈতলের বাঁকুড়ারায়; পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম; শ্যামবাজারের দলুরায়; দেপুরের জগৎ-রায়; গোপালপুরের কাঁকড়াবিছা; সিয়াসের কালাচাঁদ; ইঁদাসের বাঁকুড়া-রায়; গবপুরের স্বরূপনারায়ণ; মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ; পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি; বরুজগ্রামের মোহনরায়; গুড়ুচের শীতলনারায়ণ; আলগুচিন্যার ক্ষুদিরায়; আকুটি কুলেমালার ধর্ম; বন্দিপুরের শ্যামরায়; জাড়াগ্রামের কালুরায়; যাজপুরের দেবগৃহ (ধর্ম দেবতার পীঠস্থান); তারাহাটের তারকেশ্বর; শিয়ড়ের শান্তিনাথ; ফুলুয়ের ফুল্লেশ্বর দোলেশ্বর; কামেশ্বরের নেড়াদেউল; ব্রাহ্মণভূমের ঝাড়েশ্বর; চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর; বেতাইয়ের কোঙরেশ্বর; ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর; খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর; বালিগড়্যার তারকেশ্বর; কাশীর কাশীশ্বর; বগড়ির কৃষ্ণরায়; বিষ্ণুপুরের মদনমোহন; গয়ার গদাধর; নীলাচলের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা; বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ; প্রয়াগের মাধব; দ্বারিকার দ্বারিকা-নাথ; অযোধ্যার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা; সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ; পাণ্ডুগ্রামের শ্যামচাঁদ; ধুলেপুরের কেলেসোনা (আশ্চর্য যে রাধা ঠাকুরানী কৃষ্ণের ডাইনে

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১ প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃঃ ৩৫০ ॥ কবি শকাঙ্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায়

মানিকরামের গ্রন্থ এর পরে লেখা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কবির বংশলতা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বংশলতা আলোচনা করে তিনি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বলেছিলেন, ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।[১] বংশলতিকাটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

যোগেশচন্দ্রের তালিকায় ছকুরামের নাম বাদ পড়ল কেন বুঝতে পারছি না।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়।[২] তাঁর মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাল হবে ১৪৮৯ শকাব্দ অথবা ১৫২৯ শকাব্দ। সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।[৩] তাঁর মতে

ঋতু (৬), বেদ (৪), সমুদ্র (৭) = ৬৪৭
সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২) = ২৪২৪
৩০৭১

এই তারিখটিই ঠিক। কেননা আচার্য যোগেশচন্দ্র কবির রচনকাল নির্দেশের শ্লোকটির শেষের দুই ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাও পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মানিকরাম গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক। এমন কি একটি ইংরেজি শব্দও পেয়েছি (তবল < stable)। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ ॥ শব্দ-সংখ্যা লিখন-প্রণালী ॥ বিভূতিভূষণ দত্ত

৩ প্রবাসী, ১৩৩৬, পৌষ, কবিশকাঙ্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রভাব আছে বলে মনে করি। মানিকরাম যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের বন্দনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনেকে যোগেশবাবুর গণনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ গ্রন্থসমাপ্তিকালে অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে মদনমোহন বিগ্রহ ছিল না। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে "বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন রণিআড় গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ-গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া আছেন। ইঁহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এখনও মদনমোহন আছেন।"[১] তা ছাড়া আমরা সকলেই জানি বিগ্রহ অপসারিত হলেও বিগ্রহের অদৃশ্য উপস্থিতি সকলেই বিশ্বাস করেন।

৬

ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা নেই। মানিকরামে আছে। ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা না থাকা আশ্চর্যের বিষয়। দিগ্‌বন্দনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে কারণে মানিকরামের দিগ্‌বন্দনার পরিচয় মূল্যবান্।

বেলডিহার বাঁকুড়ারায়, শীতলসিংহ; ফুলুয়ের ফতেসিংহ; বৈতলের বাঁকুড়ারায়; পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম; শ্যামবাজারের দলুরায়; দেপুরের জগৎ-রায়; গোপালপুরের কাঁকড়াবিছা; সিয়াসের কালাচাঁদ; ইঁদাসের বাঁকুড়া-রায়; গবপুরের স্বরূপনারায়ণ; মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ; পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি; বরুজগ্রামের মোহনরায়; গুড়ুচের শীতলনারায়ণ; আলগুচিন্যার ক্ষুদিরায়; আকুটি কুলেমালার ধর্ম; বন্দিপুরের শ্যামরায়; জাড়াগ্রামের কালুরায়; যাজপুরের দেবগৃহ (ধর্ম দেবতার পীঠস্থান); তারাহাটের তারকেশ্বর; শিয়ড়ের শান্তিনাথ; ফুলুয়ের ফুল্লেশ্বর দোলেশ্বর; কামেশ্বরের নেড়াদেউল; ব্রাহ্মণভূমের ঝাড়েশ্বর; চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর; বেতাইয়ের কোঙরেশ্বর; ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর; খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর; বালিগড়্যার তারকেশ্বর; কাশীর কাশীশ্বর; বগড়ির কৃষ্ণরায়; বিষ্ণুপুরের মদনমোহন; গয়ার গদাধর; নীলাচলের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা; বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ; প্রয়াগের মাধব; দ্বারিকার দ্বারিকা-নাথ; অযোধ্যার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা; সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ; পাণ্ডুগ্রামের শ্যামচাঁদ; ধুলেপুরের কেলেসোনা (আশ্চর্য যে রাধা ঠাকুরানী কৃষ্ণের ডাইনে

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১ প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃঃ ৩৫০ ॥ কবি শকাঙ্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায়

আছেন এখানে) ; বাগনাপাড়ার বলরাম ; কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ ; তমলুকের জিষ্ণুহরি ; গোরুটীর রামগোপাল ; বোড়র বলরাম ; যাজপুরের রাধাশ্যাম ; মাহেশের জগন্নাথ ; চন্দ্রকোণার রঘুনাথ ; অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ; বালসীর নারায়ণ , কাটোয়ার ঘাটে চৈতন্যনিতাই ; কামারহাটীর দেশড়ার ; ওপড়াশের পঞ্চানন ; ভিতরগড়ের সত্যপীর ; মনাইচকের ও মিলিকির মোকাম ; ফুলুয়ের জয়দুর্গা ; বৈতলের ঝকড়াই ; খেপুতের খেপাই ; আমতার মেলাই ; কালীঘাটের কালী ; মৌলার রঙ্কিণী , বিক্রমপুরের বিশালা ; বড়দার বিশালা ; রাজবলহাটের রাজবল্লভী ; সিয়াখালার এবং বন্দিপুরের বাস্থলী ; বেতাইয়ের সর্বমঙ্গলা ; বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ; কামরূপের কামাখ্যা ; হিংগুলাটের হিংগুলাটেশ্বরী ; বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যাচলবাসিনী ; পুরুষোত্তমের বিমলা ; কাশীর অন্নপূর্ণা ; ঢাকার ঢাকেশ্বরী ; আরুড়ের অপর্ণা ; কিরীটিকোণার কিরীটেশ্বরী ; যাজগ্রামের বিরজা ; আশ্বিনকোটার অষ্টভুজা ; সেনপাহিড়ের শ্যামরূপা ; খাতড়াবর মহাকালী ; পড়াশের ঘাঁটু ; নাড়চে গ্রামের শ্রীসর্বমঙ্গলা ; আম্বুড়ের বিশালা ; মড়াগড়্যার বাণেশ্বরী , লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী ; লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী ; বুঞায়ের চণ্ডী ; রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী ; মানসরূপের মনসা ; ছিরামপুরের ত্রিপুরাসুন্দরী , বেলার চণ্ডী ; ছাতনার বাস্থলী ; তমলুকের বর্গভীমা ; রায়খাঁর কালী ; শানিঘাটের শুভা ; শাটীনন্দীর লক্ষ্মী ; পলাশির পলাশ-চণ্ডিকা ; ভাঁড়ারগড়ের ভাঁড়ারচণ্ডী ; খীর গ্রামের নৃমুণ্ডমালিনী ; তালপুরের ষষ্ঠী ; গোগ্রামের ভগবতী ; ময়নাপুরের ষষ্ঠী—এই সমস্ত দেবদেবীকে মানিকরাম নতি জানিয়েছেন্।

দিগ্‌বন্দনার বর্ণনায় লক্ষণীয় হল ফুলুই, পড়াশ, বেতার, চন্দ্রকোণা অঞ্চলগুলি। ফুলুইয়ের তিনজন ঠাকুর, চন্দ্রকোণার দুজন, বেতারের দুজন, পড়াশের দুজন ঠাকুরের নাম পাচ্ছি। এই গ্রামগুলির গ্রামদেবতা দুজন কিংবা তিনজন থাকাতে মনে হয় সমস্ত দেবতাই সমান প্রসিদ্ধ ছিলেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে যে যে দেবদেবীর বন্দনা আছে তার মধ্যে মানিকরামের সঙ্গে মিল সামান্যই। রূপরামে মুসলমান ফকিরের, গাজীর, পীরের উল্লেখ কিছু বেশী। চন্দ্রকোণা, রাজবলহাট, বর্ধমান, কালীঘাট, কুলেমালা, সেয়াখালা, তালপুর, জাড়গ্রাম, লাউগ্রাম, শ্রীরামপুর, বেতায় (বেতার) মৌলা, তমলুক ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ রূপরামেও আছে কিন্তু দেবদেবীর মিল সর্বত্র নেই। মানিকরামের দিগ্‌বন্দনাতে বিস্তৃতি কিছু বেশি। যাদুনাথের ধর্মপুরাণে

যে দিগ্‌বন্দনা আছে তার সঙ্গে মানিকরামের মিল সামান্যই। তমলুকের বর্গভীমার কথা মুকুন্দরাম থেকে মানিকরাম সকলেই উল্লেখ করেছেন। মৌলার রঙ্কিণী এই রকম আর একজন প্রসিদ্ধ দেবী। বিক্রমপুরের বিশালা অপর প্রসিদ্ধ দেবী। ধর্ম ঠাকুরের নামান্তর যা পাচ্ছি অর্থাৎ শীতলসিংহ, ফতেসিংহ, যাত্রাসিদ্ধি, দলুরায়, মোহনরায়, শ্যামরায়, ক্ষুদিরায়, কৃষ্ণরায়, বাঁকুড়ারায় সেগুলি রণদেবতার ইঙ্গিত দেয় বলে মনে হয়।[১]

৭

কবি তাঁর কাব্যকে শ্রীধর্মমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নোতনমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল বলেছেন। নোতনমঙ্গল বলার সার্থকতা নিয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন এ কাব্য ময়ূর-ভট্টের পরেই রচিত। কিন্তু কাব্যরচনাকাল এত আগের নয়। মানিকরাম নূতন অর্থে অভিনব বুঝিয়েছেন। 'নূতন'এর এই অর্থ সেকালে চলে গিয়েছিল। কবিও কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য দাবি করবার জন্যে নূতন বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন। মানিকরামের কাব্যের অপর নাম বারমতি। ঘনরামও বলেছেন বার দিনে এ কাব্য গীত হয়। 'বারমতি'র আধুনিক উচ্চারণ ঘনরামে পাই বার্মতী। ধর্ম মানিকরামকে স্বপ্নে বলেছিলেন

বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি॥

এই বারমতি কে কে করেছিলেন তার একটি তালিকা মানিকরাম দিয়েছেন। প্রথম, দেবনারায়ণ; দ্বিতীয় দেবতার রাজা সম্ভবত ইন্দ্র; তৃতীয়, রাজা মহীশ্বর; চতুর্থ, চাঁপায়ের কূলে ফুক দত্ত; পঞ্চম, রাজা হরিচন্দ্র; ষষ্ঠ, রাজবংশ কাশী; সপ্তম, রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে; অষ্টম. লাউসেন জালন্দার বাঘবধ করে; নবম, লাউসেন তারাদীঘিনীরে কুমীর বধ করে, বারুয়ের মেয়ের দর্প চূর্ণ করে; দশম, কাঙুরে কর্পূরধলকে পরাজিত করে; একাদশ, ঢেকুরে ইছাঘোষ নিধনের দ্বারা; দ্বাদশ, হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় করে। এই বারমতি গীত হত রাত্রে ও দিনে। সেকথা মানিকরাম স্থানে স্থানে বলেছেন

হরি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর।
রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর॥

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃঃ ৮/০॥ শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

সুতরাং দিনে ও রাত্রে এই দুই ভাগে প্রত্যেকটি পালা ভাগ করা হত। এই বারমতির মধ্যে আমাদের গ্রন্থে আছে হরিচন্দ্রের পালা থেকে (রাজবংশ কাশী বাদে)। সুতরাং বন্দনা সহ মোট সাতটি মতির কাহিনী চব্বিশটি পালায় গীত হত। দেবনারায়ণ, ইন্দ্র, রাজবংশ কাশী এবং ফুক দত্তের এবং রাজা মহীশ্বরের কী গতি হল সে সম্বন্ধে জানবার কোন ইঙ্গিতই কবি তাঁর রচনায় রেখে যাননি।

মানিকরামের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু ঘনরামের মিল নেই। ঘনরামের সমস্ত অংশটি তুলে দিচ্ছি। ঘনরামের বর্ণনায় কিছু ঐতিহাসিক উপাদান থাকতে পারে।

প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজা।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আদ্যপূজা॥
ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সপ্রতুল।
মাণিক দীপের মাঝে ধর্মের দেউল॥
তৃতীয় মথুর ঘোষ পূজে ধর্মরাজে।
ধেনু ধান্য ধনধর্মে ধরণী বিরাজে॥
চেরে পূজে মহীমুখ ব্রাহ্মণ শরীর।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্মের মন্দির॥
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে।
যে জন জন্মিল ধর্ম-ললাটের ঘামে॥
ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্মের দিল পূজা॥
জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্মের পূজা দিল।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল॥
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন।
যার ঘরে হইল ধর্ম অতিথি ব্রাহ্মণ॥
আসাই চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর।
সিজান ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর॥
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্বকাল॥
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত॥
ধর্মপূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব॥

একাদশে সেবক বাইতি হরিহর।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপনন্দন।
অবনী এসেছ ধর্ম-পূজার কারণ ॥

৮

মানিকরাম ধর্মপূজার একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সামুলার জবানিতে। ধর্মপূজায় শুদ্ধ মতি এবং পবিত্র মনোভাব প্রয়োজন। 'ইন্দ্রিয় নিগ্রহ' করে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বারজন ভকতা অর্থাৎ ধর্মের সেবাব্রতী এই পূজায় প্রয়োজন। আর

স্বচ্ছশীলা প্রবীণা সধবা সীমন্তিনী।
বেছ্যা লবে মনমত দ্বাদশ আমিনী ॥

কর্মকার, নাপিত, মালাকর, কুলাল নানাবিধ সংস্কারের কাজে লাগবে। উড়ি ধানের চাল, ঘৃত, মধু, চিনি, নারিকেল, কলা, সুপারি, হরীতকী, দধি, দুগ্ধ, পূজার উপকরণ। 'ধূমলের জন্যে' চাই ধূপ দীপ ধুনাচুর দণ্ড। সূর্যের অর্ঘ্যের জন্যে দরকার প্রচুর পুষ্প—এর মধ্যে জবা ফুল চাইই। আর চাই চম্পকপুষ্প। বাদ্যকর, বৃষ, পুরোহিত তো আছেই। এ-সমস্ত নিয়ে 'চাঁপায়ের কূলে' গিয়ে ধর্মসেবা করতে হয়। কুম্ভকার ঘট, লুয়ের ("গাজনের পূর্বে একটি কালো রংয়ের ছাগলকে সাংজাতোক্ত ছাগ-সংস্কারের বিধানে সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। সেই ছাগল ইচ্ছামত ভ্রমণ করে। ইহাকেই 'লুইয়া' বলে"[১]) হাঁড়ি, মুক্তিকলস, দণ্ড (ধুমুচি), দেরখো (দীপবৃক্ষ), প্রদীপ, সরা, মালসা এবং প্রত্যহ মন্থই হাঁড়ি জোগান দেয়। নাপিত পূজার সম্মার্জনা করে। তাকে অন্যবিধ কাজও কিছু করতে হয়। মালাকরের কাজ হচ্ছে পুষ্প জোগান দেওয়া। গৃহভরণ ক্রিয়ার এই সমস্ত বিবরণের জন্যে 'শ্রীধর্ম-পুরাণ' দ্রষ্টব্য।[২] ধর্মপূজার প্রথমেই সামুলা ত্যাগের আদর্শের কথা বলেছিল। এই ত্যাগ যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার উদাহরণ রঞ্জার শালে ভরে এবং লাউসেনের নবখণ্ডে পরিচয় পেয়েছি। লাউসেনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের

১ শ্রীধর্ম্মপুরাণ, পৃষ্ঠা [১] ॥ ময়ুরভট্ট বিরচিত ॥ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
২ ঐ ॥ গৃহভরণ গাজনের বিবরণ।

মাহাত্ম্যস্থাপন। রঞ্জার ছিল পুত্রকামনা। ধর্মপূজা পুত্রকামনার জন্যে করা হয় গৃহভরণ গাজনে তার উল্লেখ আছে। ধর্মপূজার এক অংশকে সাংযাত পদ্ধতি বলা হয়। সাংযাতের ইতিহাস প্রাচীন। প্রাচীন কালে রাজারা নদীতীরে সম্মিলিত হত উৎসব-অনুষ্ঠানে। শুভ মঙ্গল কামনা ছিল এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। ধর্মপূজাবিধানেও দেখি চাঁপায়ের কূলে রঞ্জার শালেভরের সময়ে অসংখ্য গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল। একপ্রকার মিছিলের মত করে চাঁপায়ের কূলে যেতে হয়েছিল। সুতরাং একে যে সাংযাত বলা হবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই।[১] ধর্মমঙ্গলে আছে।

যথাকালে যাত্রা কৈল লয়ে ধর্মজাত।
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করে সর্বজনা।
ঢাক ঢোল আদি করি বাজায় বাজনা॥

৯

ঘনরাম মানিকরাম ইত্যাদির কাব্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকথা এবং রামকথা যে সেকালে অসামান্য জনপ্রিয় ছিল এই কাব্যই তার অন্যতম নিদর্শন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গত ব্যবহৃত। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। লাউসেন, কর্পূর, রঞ্জাবতী, কর্ণসেন, মহামদ এদের প্রসঙ্গ রাম-কৃষ্ণ-কথার আধারে স্থাপিত। কবি যেন রামায়ণ মহাভারতের অনুরূপ আদর্শ ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত দেখে উল্লাস বোধ করেছেন। জাতির ধ্যানে এবং মননে রাম-কৃষ্ণ যে কতটা স্থান জুড়েছিল এই সকল কাহিনী থেকে তা বুঝতে পারি। মানিকরামের কাব্যে লাউসেন কর্পূর প্রায়শই রাম এবং লক্ষ্মণ—কখনও কখনও ভরত শত্রুঘ্ন। আবার কদাচিৎ লব কুশ।

কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই॥
শ্রীরামের সঙ্গে যেন চলিলা লক্ষ্মণ।

কৃষ্ণ বলরাম হচ্ছেন ধর্মমঙ্গলে লাউসেন কর্পূর। রঞ্জাবতী কৌশল্যা কর্ণসেন দশরথ। হনুমানের কীর্তিকলাপ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও আছে। হনুমান্

---

১ বিচিত্র সাহিত্য (১ম খণ্ড)॥ শ্রীসুকুমার সেন। মঙ্গল-নাটগীত-পাঁচালি ইত্যাদি

মনসামঙ্গলে চাঁদের সর্বনাশসাধনে তৎপর হয়েছিলেন। এখানে পাত্র মহামদের জারিজুরি ভেঙ্গে দিয়েছেন। লাউসেনকে যে-কোন বিপদ্ থেকে উদ্ধার করেছেন। হনুমান্ বার বার রামচন্দ্রের দোহাই দিয়েছেন। লাউসেনের সঙ্গে লাউদত্তের মৈত্রীবন্ধন হলে কবির রামায়ণকাহিনী মনে পড়ে যায়

মৈত্রভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল।

কুমীরকে বধ করে লাউসেন কুমীরকে পাপজীবন থেকে মুক্তি দিলেন। রামচন্দ্রের পদরেণুস্পর্শে অনেক শাপগ্রস্ত নরনারী মুক্তি পেয়েছিল। লাউসেনের সম্বন্ধেও কবি বলেছেন

ধরণীর ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক।
সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক॥
তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি।
শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী॥

আবার মহামদকে বার বার কংসের ন্যায় কৃতান্ত বলা হয়েছে। মহামদও আপনাকে কংস মনে করতেন। সুতরাং কংসনিধন কাহিনী লাউসেন-মহামদ কাহিনীতে অতি সহজেই ঢুকে পড়েছে।

১০

ঢেকুরের নৃপতি সোমঘোষ বিদ্রোহী হলে গৌড়েশ্বর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। গৌড়নৃপতির সামন্ত কর্ণসেনের চার ছেলে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও সোমঘোষকে পরাজিত করতে পারেনি। 'আদ্য ঢেকুর পালা'র পরে রঞ্জাবতী কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। গল্পের এই রকম সূচনাতে কালিদাসের কুমারসম্ভবের কথা মনে করিয়ে দেয়। অসুরের অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম কামনা করেছিলেন দেবতারা। এখানেও অনেক অমিল সত্ত্বেও লাউসেনের জন্মবৃত্তান্ত এবং ইছাই ঘোষের নিধনের মধ্যে অনুরূপ কাহিনী-পরিকল্পনা দেখতে পাই। আদ্য ঢেকুর পালাতে ঘনরামে সোমঘোষের ছেলে ইছাইএর এবং সেনাপতি 'লোহাটা'র কথা আছে। মানিকরামে তা নেই।

রঞ্জার শালেভর কাহিনী মর্মস্পর্শী। কবি অনুরূপ একটি কাহিনী সামুলার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—হরিচন্দ্রের উপাখ্যান। এই হরিচন্দ্র

ঐতিহাসিক ব্যক্তি এককালে এমনও একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেকথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। হরিচন্দ্রের কাহিনী কয়েকটি কাহিনীর সম্মিলিত রূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য স্থলে শুনঃশেপের কাহিনী পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক। বরুণের বরে তিনি রোহিত নামক পুত্রসন্তান লাভ করলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত রোহিতকে বলি দিতে সম্মত হলেন না। রোহিত বনে পালিয়ে গিয়ে অজীগর্ত নামে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেল। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপের বলির ব্যবস্থা হল। অজীগর্ত অর্থলোভে এই কাজে সম্মতি দিয়েছিলেন। শুনঃশেপ প্রার্থনা জানালেন। দেবতারা তুষ্ট হয়ে শুনঃশেপের বন্ধন মোচন করলেন। ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্তে পাই হরিচন্দ্র। কদাচিৎ হরিশ্চন্দ্রও মেলে। রোহিতের স্থল নিয়েছে লুহিচন্দ্র (লুহিচন্দ্র রোহিতের পরিবর্তিত রূপ)। এই কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর কাহিনী। দাতাকর্ণের কাহিনী সর্বজনবিদিত। কর্ণপত্নীর আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ বিচলিত হননি। ধর্মঠাকুরই সেই ব্রাহ্মণ। স্থতরাং কতকটা কল্পনা বাকিটা বৈদিক-পৌরাণিক উপাখ্যানের আধারে হরিচন্দ্র-কাহিনী নির্মিত।

হরিচন্দ্র পালায় আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানিকরাম সামুলার মুখ দিয়ে হরিচন্দ্র পালা উত্থাপন করেছেন। ঘনরাম করেছেন রঞ্জাবতীর জবানিতে। ঘনরামে নেই মানিকরামে আছে এমন কতগুলি ঘটনার উল্লেখ করছি। রাজা হরিচন্দ্র অপুত্রক এই অপবাদ রাজার পরিচারিকা হাড়িনী দিয়েছিল। রাজা এই অপমান ভুলতে না পেরেই বল্লুকার তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে দেখা হল। মুনির নির্দেশমত রাজারানী অনাদ্য-পূজা করলেন। চন্দ্রবাণ রচনা করে ঝাঁপ দিলেন। দ্বিখণ্ডিত হয়ে পুত্র-কামনা করলেন। ধর্ম পুত্রবর দিলেন। মৃতবৃক্ষ মুঞ্জরিত করে ধর্মের মহিমা দেখান হল। রাজারানীর পুত্র হল শাপভ্রষ্ট শক্রধর লেট্টা। ঘনরামে না থাকলেও এর অনেকগুলি বিষয় যাদুনাথের ধর্মপুরাণে আছে।[১] যাদুনাথের ধর্মপুরাণে চন্দ্রবাণের কথা নেই। শক্রধর লেট্টার পরিবর্তে পাই বিদ্যাধরের কথা। যাদুনাথের কাহিনী বিস্তৃত এবং তাতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ আছে

১ সাহিত্য-প্রকাশিকা ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ যাদুনাথের ধর্মপুরাণ ॥ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

যা অন্যত্র নেই। এইসব দেখে মনে হয় মুলে হরিচন্দ্র পালাটি অনেক বড় ছিল। কালক্রমে সে আখ্যানটি ক্ষীণ হয়ে আসে।

বাঘবধ পালাটি কৌতূহলোদ্দীপক। কুমীরবধ পালায় তেমন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু কবি বাঘবধ পালাটিকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন। গৌড়েশ্বর এবং ইছাইঘোষের দ্বন্দ্বের মধ্যে লাউসেনের ভূমিকা স্পষ্ট। কিন্তু বাঘবধ পালার সার্থকতা কি? কেবলমাত্র লাউসেনের বীরত্বপ্রদর্শন? একটি কারণ যে লাউসেনের বীরত্বপ্রদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় যে এর মধ্যে একটা মহাকাব্যের প্যাটার্ন ক্ষীণভাবে বয়ে গেছে। বাঘবধ পালাটি তার অন্যতম প্রমাণ। লাউসেন গৌড়ে যাবার পথে বাঘের অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেল। সুতরাং কর্পূরের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর ক্ষাত্রবীর্য অত্যাচার নিবারণে এগিয়ে এল। মূল কাহিনীর গতিবেগ শ্লথ হলেও কবি এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। এই কাহিনীটি রূপকথার বর্ণনার মত। বাঘের আচার-আচরণেও পশুসুলভ হিংস্রতা এবং মনুষ্যসুলভ বিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ যা হয়েছে তাও রূপকথার যুদ্ধের মতই। পশুর এই জাতীয় আচরণ বিস্মৃত যুগের রূপকথার কাহিনীগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করে। রামচন্দ্র রাবণ বধ করবার আগে এইরকম নানা যুদ্ধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন এসব কাহিনী বাল্মীকি রচনা করেননি সংগ্রহ করে দিয়েছেন মাত্র। এই অজস্র উপকাহিনী নিয়ে মহাকাব্য সমুন্নত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য-প্রণেতাও দেশের কোন কোন প্রচলিত রূপকথা কিংবা কাহিনীকে এমন কৌশলে ধর্মমঙ্গলে জুড়ে দিয়েছেন যে কাহিনীটি কোথাও বেমানান হয়নি। বুঝতে পারি সেকালের শ্রোতারা আবেগে উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় এবং পরম দুশ্চিন্তায় এই কাহিনীটি উপভোগ করেছেন। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও তাঁদের মনে লাগেনি। যদি লাগত তাহলে মূল কাব্যের আস্বাদন করতেই তাঁরা পারতেন না।

ধর্মমঙ্গলে বারুইপাড়া, সুরিক্ষার পাট এই গল্পগুলিও যেন ঠিক অনিবার্য গতিতে আসেনি। এগুলিও যেন বিচ্ছিন্ন কোন কাহিনী ছিল। কবি কৌশলে সুবিন্যস্ত করেছেন, এই মাত্র। গোর্খবিজয় কাহিনীতে কামরূপে নারীশাসিত নারীরাজ্য দেখেছি। এ যদি কেবল গালগল্প হত তাহলে একে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা তো নয়। বারুইপাড়ার কাহিনী এবং

সুরিক্ষার কাহিনীর মধ্যে আতিশয্য আছে কিন্তু যেটুকু সত্য আছে তাতেও প্রমাণ হয় যে নারীদের এই জাতীয় আচার-আচরণ একেবারে অবাস্তব কিছু নাও হতে পারে। গোর্খবিজয় নাথসাহিত্যের কাহিনী। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি যোগের বিষয় সেই কাহিনীতে একটা বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। সুরিক্ষার পাঠেও লাউসেনকে সব চাইতে যে প্রশ্নটি নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছিল তা হচ্ছে

অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয়।

এ সাদৃশ্য আকস্মিক না হবারই সম্ভাবনা।

আর একটি ক্ষুদ্র অথচ সরস কাহিনী সফল্লা কর্তৃক লাউসেনকে অজয় কাটারি দান। অবশ্য এ কাহিনীটি লাউসেনের গল্পের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত নয়। মোট কথা, রামায়ণ মহাভারতে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি মূল কাহিনীকে আশ্রয় করে অনেক শাখা কাহিনী পল্লবিত হয়েছে।

১১

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্য অষ্টাদশ শতকের। সেই সময়কার বাংলা সাহিত্যের যে রূপ পাই মানিকরামের কাব্যেও তার প্রকাশ। কলিযুগের অনাচারের যে 'লিস্টি' ঘনরাম এবং মানিকরাম দিয়েছেন তাতে করে সে-যুগের একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যে যে বিশেষ সুখশান্তি ছিল এমন কথা বলা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিশেষ করে ঘনরামের কাব্যে রাজ্যের এবং রাজার মঙ্গলচিন্তার কথা শুনেছি। মানিকরামও বার বার সে কথা বলেছেন,

রাজার মঙ্গল হল্যে রাজ্যের মঙ্গল।

মানিকরাম একথা আরও কয়েকবার বলেছেন। মহামদ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যে যে অনাচার আরম্ভ করেছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা মানিকরাম দিয়েছেন।

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্থ দেও নিত্য॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সত্ত্ব গুণাকার করে॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব॥

শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল। এ দুঃখ বাস্তব মানিকরামের সমসাময়িক লোকের পক্ষে। সুতরাং 'রাজ্যের মঙ্গলে'র জন্যে আদর্শ রাজার আকাঙ্ক্ষা মানিকরামের পক্ষে স্বাভাবিক।

গৌড় রাজদরবারের যে ছবি মানিকরাম প্রকাশ করেছেন তাতে ঐতিহাসিকতা বিশেষ কিছু আছে কিনা জানি না। তবে তখনকার দিনে রাজসভার বর্ণনার সঙ্গে মানিকরামের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই। তখনকার রাজসভায় শাস্ত্র আলোচনা চলত।

সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।

পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে 'রায়বার'ও পড়া হত। ভাটেরা এসে এই রায়বার পড়ত। রামায়ণ মহাভারতও ভাটেরা পাঠ করতেন। কারকুন মুহুরি মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করত। বড় বড় রাজকর্মচারীরা রাজাকে ঘিরে বসত। এদের বিশেষ কোনো বিবরণ মানিকরাম দেননি। মোখাদিম, মণ্ডল, বারভূঞা এরা রাজার বিভিন্ন কার্যের সহায়ক। সৈন্যও কিছু কিছু থাকত—

শোভে সব রাউত সম্মুখে সমকাল ॥

জমাদার, কোটাল, শিকদার, সর্দারের উল্লেখও রাজসভার বর্ণনাতে আছে। মহাপাত্র বসতেন রাজার বাম পাশে।

রাজসভার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের সৈনিকদের কথা বলতে হয়। বলা বাহুল্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে ঐতিহাসিকবৃন্দ সেকালের যুদ্ধের একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। এই কারণে এর গুরুত্ব আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেণের মেয়ে'তে যে যুদ্ধদৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা মানিকরাম থেকে নেওয়া। সৈন্যদের মধ্যে ছিল—বন্দুকী, পদাতি, সিফাই, অশ্বারোহী, ঢালি, পাইক, সুবাদার, মল্ল, শার্ঙ্গীধর, বাগদী, খোজা, মোগল, পাঠান, খানসামা, কাজি, মুস্তকিম, সেকজাদা, মীর, মদ্দ, গাজি। যুদ্ধের সময় অনেক চতুর নাগরিক নানা রত্নের আশায় যুদ্ধের সাজ পরে থাকত। তীর, ধনুক, গুলিগোলা, ইত্যাদি ছিল যুদ্ধের অস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ঘোড়া এমন কি উটও যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। হাতী তো ছিলই। যুদ্ধের সময় 'লক্ষণ' মানা বোধ হয় নিয়ম ছিল। কুলক্ষণের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মানিকরাম

পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে।
কলস্বরে প্লক্ষডালে কালপেঁচা ডাকে।
খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে খায় মড়া।
কল ডাকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া॥

এসব নিয়ম মানার সুন্দর দৃষ্টান্ত সেকালে খুবই ছিল।[১] সেকালে বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোক নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে দিন চালাত। কর্মকার, কুলাল, মালাকর, শুঁড়ি, ইত্যাদির কথা তো মানিকরাম বার বার বলেছেন।

মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত বলে মানিকরামের কাব্যেও সেই ধারার অনুসরণ দেখি। যেমন সাধভক্ষণ। পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, নয় মাসে সাধ। রঞ্জার সাধভক্ষণের একটি বিস্তৃত বর্ণনা ধর্মমঙ্গলে আছে। এই সূত্রে রন্ধনের তালিকা আছে। নবজাতকের বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলতেও কবি ভোলেননি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছু ধন বিতরণ করা হত। ছয় দিনে সুতিকাষষ্ঠী, নয়দিনে নত্তা, একুশ দিনে অরণ্যষষ্ঠীর পূজা, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন। পাঁচ বছরে বিদ্যারম্ভ। পণ্ডিত বিদ্যাশিক্ষা দেন। সেকালের বিদ্যাচর্চার যে বিবরণ মানিকরাম দিয়েছেন তা সামাজিক দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইত্যাদি বর্ণপরিচয়ের পর ব্যাকরণ পড়তে হত। বৈয়াকরণদের মধ্যে ছিলেন পাণিনি। কলাপ, ভাষ্যের ব্যবস্থাও ছিল। তারপরে সাহিত্য-চর্চা। মুরারি, ভারবি, ভট্টি, নৈষধ, পিঙ্গল, কালিদাস ছিল পাঠ্যতালিকায়। অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আগম, তর্কশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে হত। ফিজিক্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থাও ছিল। নানাদেশ থেকে মল্লেরা আসত। মানিকরাম একটি দেশের নাম করেছেন সে হচ্ছে মণিপুর।

সেকালের বিবাহের বর্ণনা পেয়েছি লাউসেনের বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহ-প্রাঙ্গণ সুন্দর করে সাজাতে হত। নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। অধিবাসের দিনে সধবা নারীরা জল সইত। মঙ্গলের জন্যে সধবা নারীদের এই জল সহা ব্যাপারটি ছিল। এই প্রসঙ্গে মানিকরাম এয়োগণের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা থেকে সেকালের মেয়েদের নামবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। যুবতীরা জল নিয়ে এসে বাড়িতে রাখত। তারপর নান্দীমুখ। বর-বরণ এবং পরে স্ত্রী-আচার। এর পর যৌতুকদান। এর পর

---

১ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী॥ শ্রীসুকুমার সেন

বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকে খাইয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। পরের দিন প্রভাতে কনের বরের বাড়ী যাত্রা। ধর্মমঙ্গলের ৩৪৬-৩৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবাহের খুটিনাটি বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিয়েছেন মানিকরাম। সতিনীর জ্বালাযন্ত্রণার উজ্জ্বল চিত্র পাই লখ্যা ডুমনী এবং অমলার কথা কাটাকাটিতে।

অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই।
কিসের চেটাস কর কার ধন খাই॥
সতিনী শেলের কাঁটা সভে বলে তিতা।
সতা হত্যে রাবণ রামের হরে সীতা॥

* * *

চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত।
জলন্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘৃত॥
স্বামীর সুয়াগী তুমি সোনা দুলে কানে।
আমি পরি ছেড়া কাঁথা এই দুস্খ মনে॥

অনুরূপ বর্ণনা আছে কলিঙ্গা কানড়া সুয়াগী বিমলার বাকোবাক্যে। সেখানে আছে

সদা সতিনীর সবক্র গতি।
বিনা দোষে জ্বলে বিষের বাতি॥
সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।
উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা॥

পতিনিন্দার কথা পাচ্ছি বারুইপাড়া পালাতে। চৌতিশা পাই ইছা ঘোষের দেবী বন্দনাতে। ঘনরামে এইটি কলিঙ্গার জবানিতে রচিত। সে-যুগের বিশ্বাস, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের কথাও মানিকরাম বলেছেন। লাউসেনের যাত্রাকালে রঞ্জাবতী

মস্তকের কেশ বেন্ধে দিল মন্ত্র পড়ে।

বিবাহে জ্যোতিষগণনা অবশ্য মান্য ছিল। কন্যার বিবাহে যৌতুকের ঢালাও বন্দোবস্তের কথা ধর্মমঙ্গলে আছে। বিবাহের পূর্বে ষষ্ঠীপূজার ভালো বিবরণ মানিকরাম দিয়েছেন ৩৫৪—৩১৫ পৃষ্ঠায়।

শুঁড়িবাড়ির বর্ণনা ঘনরাম এবং মানিকরাম উভয়েই দিয়েছেন। শুঁড়িনীর

চালাকির, ছলচাতুরির দৃশ্য বাস্তব গুণোপেত। মানিকরাম কালুর আচার আচরণে বন্য উচ্ছৃঙ্খলতা ফুটিয়ে তুলতে ঘনরামের তুলনায় অধিক সফল হয়েছেন।

১১

ধর্মমঙ্গলে চরিত্র-পরিকল্পনায় গতানুগতিক ধারার অনুসরণ আছে। গ্রন্থের নায়ক লাউসেন ধর্মের দ্বারা লালিত, পালিত এবং আশ্রিত। লাউসেনের সব জয়-পরাজয়ের মূলে ধর্মঠাকুর। সেই কারণে এই চরিত্রটি দেবলোকের ছায়ায় পরিকল্পিত। একবার মাত্র পৃথিবীর জন্যে তার দুঃখ আন্তরিকতার সুরে ধ্বনিত হয়েছিল। স্বর্গে যাবার মুখে লাউসেনের পৃথিবীর জন্যে শোক পাঠককে স্পর্শ করে। গৌড়েশ্বরের নাম পাই না। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্যও নেই। থাকবার কথাও নয়। কেননা গৌড়েশ্বর গ্রন্থের বিদেহী চরিত্র। মহামদের খলতা, নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তিনি নির্বিকার। শত প্রমাণ সত্ত্বেও তিনি মহামদকে আশ্রয় দেন। আসলে গৌড়েশ্বরের কথা বলবার জন্যে কবির আগ্রহও ছিল না। রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়েই তিনি খালাস। দ্বন্দ্বের বীজটি বপন করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত করলেন। মহামদ রঙ্গমঞ্চ জাঁকিয়ে বসল। গৌড়েশ্বর মহামদের হাতের পাঁচ—পুতুল। মামা-ভাগ্নের কলহই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্তু। মহামদের চরিত্রের সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভাগ্নের উন্নতিতে মামার ঈর্ষা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। দ্বিতীয়ত মহামদের ঈর্ষার আরও একটা কারণ ছিল। তাকে না জানিয়ে ভগ্নীকে বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের হাতে তুলে দেওয়াতে তার অভিমানে বড় বেজেছিল। সুতরাং কর্ণসেনের পুত্রের নিধনই তার একমাত্র কাম্য হল। এমন কি বোনের উপরও সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'আঁটকুড়ি' বলে তিরস্কার করতে মহামদের বাজেনি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কালু-লখ্যা এবং তাদের পুত্র সাখাসুরার চরিত্রে। কালুকে লাউসেন সঙ্গে করে এনেছিলেন। এদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কষ্টে দিনাতিপাত করত। শূয়ার চড়িয়ে দিন চলত। স্বভাবতই এদের এই জীবনযাত্রা কবিকে স্পর্শ করেছিল। এক খ্যাত কবি বলেছিলেন 'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।' এ নিবেদন চণ্ডীর কাছে নয় পাঠকের নিকট। মানিকরাম ব্যাধজীবন আঁকেননি তিনি

যাদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তারা রাখালিয়া। রাজার চাকর। কালুর আবির্ভাব-লগ্নটি মানিকরাম স্মরণীয় করে রেখেছেন

কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥
হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ হাঁকে।
সাঙনি সামলি ধনি কালি বল্যা ডাকে ॥
ম্লান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির‍্যা।
কটিতে কৌপীন তায় গণ্ডা দশ গির‍্যা ॥
তৈল বিনে তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের ডেড়ি ॥

কপালের কষ্ট হত না যদি কালু মনের মত কাজ পেত। অসীম তার সাহস, অমিত তার শক্তি। সে শক্তি, সাহস অপচিত হচ্ছে দেখে কালু বীরের খেদ। সেনের দেখা পেয়ে কালু তাই উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়ে দেয়। যাদের জীবনের পরিচয় হচ্ছে

কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।

তাদের হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্তনে আনন্দের জোয়ার আসে। লাউসেনের সঙ্গে কালু সদা সর্বদা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষে কালু 'জেতের ব্যভার' ত্যাগ করতে পারেনি। শুঁড়িনীর গৃহে তার আচরণ কিংবা অর্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক এনে দিয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে কালু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি একরঙা নয়। সেনের অবর্তমানে তার অসঙ্গত আচরণ মানুষের অন্তরের রহস্যেরই পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। স্বর্গে যাবার সময় কালু বেঁকে বসেছিল। কেননা

কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেতের ব্যবহার ॥
স্বর্গ গেলে সভ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥

সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাই পাবে।
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে।
কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ॥

সংসার যে অসার নয়, এখানেই যে মানবজীবনের সুখ শান্তি কালুর জবানিতে তা পরিষ্কার। মঙ্গলকাব্যের এই ইহলোকমুখী চেতনা কালুর চরিত্রে স্পষ্ট। দেবাদিদেবের চাইতে সংসারের সুখ বড়।

কালুর স্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনা। দীনেশচন্দ্র সেন এই চরিত্রটির একটি আলোচনা করেছেন ভারতী পত্রিকায়।[১] ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রটি শাশ্বত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। লখ্যার চরিত্রে বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ, কর্তব্য, তীক্ষ্ণ বিচার এবং বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে এর জুড়ি পাওয়া শক্ত। অথচ এই চরিত্রটির কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। জাতে সে ডুমনী। সুতরাং 'কান্তা' বোনার কাজ তাকেও করতে হত। আর লোহাটার মারফত জেনেছি কালুর পরিধানে থাকত কলাপাতের কৌপীন। ঘরের ছাউনি ছিল হোগলার। সেও 'দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা'। কালু 'পুখুরে পুখুরে' লোটা কুড়িয়ে বেড়াত, চাগুনি হাতে 'শোকর' চরাত। আর ইছা ঘোষ বলেছেন অন্নজল কালুর জুটত না

আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার।
কুড়্যা ছিল উড়্যা যেত দিবসে দুবার॥

ভাঙ্গা ঘরের খোঁটা, অন্নাভাবের খোঁটা লখ্যাকে নিশ্চয়ই শুনতে হত। কালুও মর্মপীড়া অনুভব করেছিল। কালকেতুর তেআঁটিয়া তালের জন্যে ফুল্লরার কষ্ট আমরা অনুমান করতে পারি, লখ্যা ডুমনীর স্বামীও 'হাণ্ডা দশ' ভাত খেতেন। সুতরাং কালু লাউসেনের আশ্বাস পেয়ে যখন আনন্দে বিভোর তখন লখ্যারও আনন্দ হয়। কিন্তু লখ্যা ধীর স্থির। কালুকে লাউসেন নিয়ে যেতে চাইলে লখ্যা বলল

নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই।
তাঁর আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর‍্যা যাই॥

---

১ ভারতী॥ ১৩১০

চাকর হইয়া যদি করি অন্যমত।
এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥
পদছায়া দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়া।
লয়্যা চল নৃপ কাছে ছাড়ান করিয়া ॥

কালু অবোধ। লখ্যা সেই অভাব পূরণ করেছে। 'নৃপতির লবণে'র কথা যদি লখ্যার মনে না থাকত তবে তার চরিত্রের গৌরব থাকত না। মহামদের চক্রান্তে সেনের অবর্তমানে রাজ্যের যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখন কালু বীর ঘুমে অচেতন। লখ্যা সকলকে সজাগ থাকতে বলেছিল। সতীন অমলার কাছে জুটেছিল উপহাস আর লাঞ্ছনা। কালুর কাছে পেয়েছিল ভৎর্সনা। তখন লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনার মত বলেছিল

মায়ে পোয়ে যাব মোরা সমরে সাজিয়া।
জাতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়া ॥

উপকারীর ঋণ শোধের জন্যে এই রকম বীরত্ব বিরলদৃষ্ট। পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে লখ্যার বুক আনন্দে নেচে উঠেছিল। নিজে বীরত্বের পূজারী বলে সাথার বীরত্বের উপরেও তার অগাধ বিশ্বাস। হরিহর সাথার যুদ্ধে মৃত্যুর কথা লখ্যাকে বললে

লখ্যা বলে নয় বাছা না কর কৌতুক।
মরুক তোমার বাপ মনে পাই সুখ ॥

এই উক্তি বীরাঙ্গনার। সাথার প্রতিদ্বন্দ্বী এ-জগতে কেউ আছে একথা মা বিশ্বাস করতে পারে না। একবার সে নিজেও স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিল

লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘরে।
চোদ্দ গাছ তালকে বিঁধ্যাচি এক শরে ॥
থুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের খানা।
আচরণ তোমার বিশেষ আছে জানা ॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা।
শরে বিন্ধে ভুফার করিতে পারি শিলা ॥

এর পরীক্ষাও তাকে দিতে হয়েছিল। সাথার মৃত্যুর পর লখ্যা উপায়ান্তর না দেখে নিদ্রিত কালুকে বহু চেষ্টা করে যুদ্ধে পাঠাল কেননা 'এখন সেনের

ধার ধারি অভাগিনী'। ব্রতকথায় ব্রতিনীদের কামনার কথা সহজেই মনে আসে

রণে রণে এয়ো হব ধনে ধনে সুয়ো হব
কালে পুত্রবতী হব।

লখ্যারও ছিল এই কামনা। নিজে যুদ্ধ করে পুত্র স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েও যখন যুদ্ধে জেতা গেল না তখন লখ্যা লাউসেনের গৃহে এসে রাজপুরাঙ্গনাদের জাগাতে চাইলে

সাথাই সমরবীর বার ডোম মহাবীর
সভে তারা পড়্যাচে সমরে॥
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞি সখা
এবে হল্য অনর্থভাজন।
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতিপুত্র প্রাণপণে
পরিশোধ কর্য্যাচে লবণ॥
রাখ যদি কুললাজ ত্বরায়ে সমরে সাজ
নিবেদিনু সভার গোচর।

সুতরাং

কলিঙ্গা কামড়া আগো উঠ দিদি ঝাঠ জাগ
বিপত্ত্য পড়িল রাত্রিকালে॥

লখ্যা ডুমনীর এই উক্তির মধ্যে শোক আছে বেদনা আছে কিন্তু শত্রুর হাত থেকে কুলমান রক্ষা করা যে প্রত্যেক বীরের যথার্থ কাজ সে সম্বন্ধে সচেতন করে দেবারও একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ভাবতে অবাক্ লাগে না যে এই চরিত্রটি নিয়ে একটি নাটক সৃষ্টি হয়েছিল।

ভাষাবিচার

মানিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। পুথির লিপিকালও গ্রন্থরচনার ৭।৮ বছর পরের। সুতরাং মানিকরামের সময়ের ভাষার নিদর্শন পুথিতে পুরোপুরি বজায় আছে। ধর্মমঙ্গলের ভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি।

১। উপসর্গ-যুক্ত : অত্যাকুল, অমুখে, আপ্লাবিত, নিষ্পথে, বিদম, সক্রোধিয়ে, সচঞ্চল, সবিকল। সুগঠন, সুবচন, সুমঙ্গল, সুতীক্ষ্ণ, সুকথনে, সুমুখে, সুশয্যায়, সুদিনে, সুতনু, সুসংসার, সুনিপুণ, সুচ্ছন্দ, সুনাদিতে, সুখাদে, সুসম্প্রীত, সুপ্রকাশ, সুতিথি, সুশোভন, সুতান, সুবুদ্ধি, সুপ্রলাপ, সুকাব্য, সুকোপে, সুদীর্ঘ, সুমনা, সুনাগর, সুকপালে, সুমুখে, সুসিদ্ধ, সুযুক্তি, সুকথন, সুচিত্র, সুরচিত, সুসার, সুপট্টের, সুবিহিত।

২। দুরূহ সন্ধি : কিঞ্চিতদূর্ধ্ব, তত্তুচ্ছিষ্ট, উর্ধ্বাস্যে, ঈষদাস্যে (সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী ঈষদ্ধাস্যে)

৩। স্বরবিপর্যয় : মোটুক < মুকুট।

৪। অনুনাসিকের প্রয়োগ : ভেঁগ্যা, গুঁয়ালাম, উধাঙ, রেঁধ্যা, সঁপ্যা, সাঁগা, বিঁধ্যাচি, দাঁ (দাম), ছেঁড্যা, বেঁধ্যা, হাঁসে, ভাঁগা (ভাঙ্গা, পুথির পৃঃ ৬২ ক), ঝাঁপ।

৫। য়, ব-শ্রুতি : নিয়ড়ে < নিকটে, আয়ড়ে, আগ্বায়্যা, সাজ্বা, যাবা (যাওয়া)।

৬। ক > গ : উগি < উঁকি, কগু < কহুক, দিগে দিগে < দিকে দিকে।

ফ > প : লাপ্ < লাফ < লম্ফ।

ল > ন : নুচি < লুচি, নুকায়ে < লুকায়ে < লুকাইয়া।

অ > আ : আমনুষ্য, আবস্থা, আমিয়া, আন্নমস্ক, চাণ্ডালী।

ঠ > ট : পাট < পাঠ।

ব > ভ : সভাই < সবাই।

ও > উ : পুহাল < পোহাল, দুহে < দোঁহে, হুগলের < হোগলের, দুহাই < দোহাই।

৭। মানিকরামের সৃষ্ট শব্দ : নিমর্ম, নিশর্ম, অবিসার, ধিয়রে, বাহুলার।

৮। শব্দদ্বৈত : ধাকাধোঁকা, লাথালোথা, ফেলাফেলি, ঠেলাঠেলি, উলটি-পালটি, হুড়াহুড়ি, ঢুঁসাঢুঁসি, কসাকসি, আলাতুলা, উঠুডুবু, হাঁকাহাঁকি, হুলাহুলি, পেলাপেলী, ধুসেমুসে, চটচাট, থরথর, চটপট, দড়বড়, গুড়গুড়, কাটাকাটি, ছুটাছুটি ইত্যাদি।

৯। বিপ্রকর্ষ : জনম, নিরমান, নিরমল, নিরদয়, ধৈরয, মনমথ, খেয়াতি, মরম, বরিষণ, ভরম, ধেয়ান, দরশন, তরসিয়ে (ত্রাস), অলপ (অল্প), মুকুতা, গরিহণ (গ্রহণ), পদুমা ইত্যাদি।

১০। অপিনিহিতির প্রাচুর্য : ক্রিয়াপদে : বল্যে, শুন্যা, বেছ্যা (=বাছিয়া), কর্যা, ডাক্যা, পাল্য (=পাইল), বল্যা, হয়্যা, দেখ্যাছ, ভুল্যা, বেচ্যা, জিন্যা, ওলায়্যা, এল্যায়া, পুড়্যা (=পুড়িয়া), বেচ্যা, ফেল্যা, তুল্যা, কর্যাচি, হয়্যাচে, ভর্য়া (=ভরিয়া), দেখ্যা, মেল্যা, পেয়্যা, আল্যা, ছিন্যা, বেঁধ্যা, এস্যা, কর্যাছে, যেয়্যা, থাক্যা থাক্যা (=থাকিয়া থাকিয়া), ফুরাল্য (=ফুরাইল), লাগ্যা, সাজ্যা, কেট্যা, চরায়্যা, (=চরাইয়া), পেত্যা (পাতিয়া), পালাল্যে (=পালাইলে), আস্যাচি, খায়্যাচে, মেন্যা, নেড়্যা, চেড়্যা, পড়ায়্যা, সঁপ্যা, আন্যা, বস্যা, শুত্যে ইত্যাদি।

নামশব্দ : মেয়্যা, আয়্য (অবিধবা), বেণ্যা (=বানিয়া <বণিক), হেত্যার (=হাতিয়ার)।

১১। অভিশ্রুতি : মেগে (মাগিয়া), জিনে (জয় করিয়া), ইত্যাদি।

১২। উচ্চারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বরসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। পুথির বানানে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বরসঙ্গতির ব্যাপকতাও লক্ষণীয়। যেমন, হোইল, রোসিক (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), হোএ (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), কোরে (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), কোর্পুর (পুথির পৃষ্ঠা ৬২খ)।

১৩। পদান্ত 'য়' ও 'হ' লোপ : অধ্যা<অধ্যায়, আগ্র<আগ্রহ, মো<মোহ, লো<লোহ।

১৪। পদান্ত অ-এর লোপ আগেই ঘটেছিল। মানিকরামের পুথিতে এই ব্যাপারের ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি লক্ষণীয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি

তবে তূর্ণ তাম্রস তুলিয়ে তখন্।
স্নান কোরে লাউসেন্ সেবে নিরঞ্জন্॥
জলেতে আকির্ণ জন্তু জথাবিধ জ্ঞান্।
তদুপোরি পদ্ম পুষ্প দিল পোড়ে ধ্যান্॥ (৬১খ)

১৫। আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য : তাজি, টাটু, সিফাই, বেরিজ, তৈরফ, হেত্যের, জামা, নজর, জাহির, দাখিল, বক্সিস (=বক্সির), তক্সির, হুকুম, বাজার, জমি, ফিকির, খাসা, মোখাদিম, কারকুন, জমাদার, সর্দার, শিকদার, কাগজ, চাকর, মশ্কিল, পরানা (=পরোয়ানা), তলপ, মোহর, কুনিশ, হুজুত, হাজির, মাফিক, কয়্যাদ (=কয়েদ), লাগাম, জিন (ঘোড়ার—), নকিব, ফুকরে, নফর, নজরে, খবর, বাহাদুর, পাগড়ি, তরাল (=তরোয়াল), খাতির, নিকলে, ইনাম ইত্যাদি।

১৬। উপভাষার পদের প্রয়োগ : নুকায়ে (=লুকাইয়া), আনু (=আসিলাম), আলুম (আসিলাম), থুইল, থুয়ো, পানু, লড়ে, আঁচুড়ে, মোটুকু, ভালর তরে, থুবেক, মেগে (=মাগিয়া), চেলের (=চাউলের), চালু (=চাউল), মলাম (=মরিলাম), ছা (=বাচ্ছা), কাঁকালে, নুচি, তেখন (=তখন) ইত্যাদি।

১৭। সর্বনামের বিশিষ্ট পদ :

(ক) উত্তম পুরুষ : আমি, আমার, মোরে (=আমাকে), আমা (=আমাকে), আমাকে, আমাদিকে, আমাদিগে, মোরা, আমাদের।

(খ) মধ্যম পুরুষ : তোমার, তুমি, তুয়া, তুহুঁ, তুই, আপুনি।

(গ) প্রথম পুরুষ : তেঁহ (=তাঁহারা, তিনি), তার (=তাহার), তোর।

(ঘ) সাকল্যবাচক : সবে (=সবাইকে), সভার (সবার)।

১৮। কারকবাচক অনুসর্গ : তরে (স্বামীর—, ভালর—), বই (দিবস কতেক—), সমীপে (সদন—), হত্যে (বুদ্ধি—), হতে (দুর্বাসা মুনির—), দিয়ে (উগি—), লেগে (পুত্র—, নাতিটির—), লাগি (পরের তনয়—), দিয়া (প্রেম আলিঙ্গন—), জন্য

(পাক—), অর্থ (পারণ—, বেতন—, কিমর্থ, যদর্থে), সনে (তার—, দৈত্য—), সাথ (স্তুতিথিত্র—), হেতু (উদ্ধার—)।

১৯। সেকালের কথ্যরূপের দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য :

(ক) মল্য নাঞি, জানি নাঞি, ছাড়িব নাঞি, জুড়ে নাঞি, সরে নাঞি, মোরে নাঞি, জানি নাঞি, করে নাঞি, রণে নয়, ফুটে নাঞি।

(খ) 'বাসি' বা 'বাসা' এখন ভালবাসা বা ভালবাসি অর্থে প্রযুক্ত। সেকালে এই শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার ছিল : যেতে বাসি ভয়, ভয় বাসি, সেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি, ভাতার বাসে ভিন্ন, না বাসিবে ভিন্ন, না বাসিতে আন, ঈশ্বর বাসে পর, ভাগ্য করে বাসি, তেন তোমাকে বাসি, বচন বলিতে বাসি ইত্যাদি।

২০। কারকবাচক বিভক্তি :

অধিকরণে য়ে <এ : জগতীয়ে, ধরণীয়ে, সরণিয়ে, অমরাবতীয়ে, পৃথ্বীয়ে, ঢেঁকিয়ে, অগ্নিয়ে।

কর্ম-সম্প্রদান কারক কে, এ, রে : যাব নাই জলকে, জলকে যাবে গো, কালি যাব কাশীকে, প্রহ্লাদে, ধর্ম যারে দিলা দেখা।

শূন্য বিভক্তি : কান্তা সম্বোধিয়া।

করণ কারকে 'এ' বিভক্তি : বলে কিবা করে, ভূরি বুদ্ধে।

২১। নামধাতুর প্রাচুর্য লক্ষণীয় : ত্যাজিও, নিবেদিয়ে, পরিক্রমি, ইচ্ছি, জিজ্ঞাসিয়ে, কাম্পাইয়া, তরসিয়ে, নির্বাচিয়া, নিবেশিয়া, প্রণমিয়া, নিরমিয়া, নির্মাইল, পাসুরেছ, সম্বোধিয়ে, প্রবোধিয়ে, পাসরিলা, নিমন্ত্রিয়ে, নিরখিয়ে, প্রতারিয়া, পুরাহ, উলাইল, গরাসিল, প্রবেশিল, বিচারিল, ওলাইবে, নিরোধিয়া, নিরীক্ষিয়া, আমন্ত্রিয়া, সমর্পিলা, মুটকীয়ে, তরসিয়ে, আঁচুড়ে, জিয়ন্তয়ে, দংশিবেক, নিবারিতে, প্রসবিল, সক্রোধিয়ে, জিন্যা, নিষেধিলাম, নমস্কিয়া ইত্যাদি।

২২। কথ্য ভাষা হইতে গৃহীত এই নামধাতুর পদগুলি লক্ষণীয় : বেরাল্য, বেরাইল (=বাহিরাইল), বেয়্যা (=বাহিরিয়া), পারিয়া (=পারাইয়া), পের্যাতাম (=পারাইতাম)।

২৩। স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় যুক্ত ক্রিয়াপদ : ধরিবেক, যাইবেক, দংশিবেক, ভঞ্জিবেক, খাবেক, কহিলেক, দিলেক, হবেক, কর্মিলেক, ফেলিলেক, পারিলেক, হইবেক, বেড়িলেক, বঞ্চিলেক, বান্ধিলেক, বাঁচালেক, পাইলেক ইত্যাদি।

২৪। অনুজ্ঞার একটি বড় বিশেষত্ব পদান্তে 'ও' পরিবর্তে 'য়' প্রয়োগে : যায় (=যাও), খায় (=খাও), লয় (=লও), নেয় (=লেও)।

২৫। অনুজ্ঞা ভাবে মৌলিক বর্তমান কালের বিভক্তি :

(ক) প্রথম পুরুষের বিভক্তি : কগু (=কহুক), দেগু (দিউক), জুড়াগু, লগু।

২৬। নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমানের কালের বিভক্তিতে কয়েকটি পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে : কসি (=কহিস), খাস্থ (=খাইসুক), দিস, নিস, চাসি (চাহিতেছিস), বসি (বইস, বস), করিসি (=করিতেছিস), ইত্যাদি।

২৭। অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ : চিন্তহ, উরহ, শুনহ, পূরহ, সাজাহ, পুরাহ ইত্যাদি।

২৮। পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিভক্তি 'ছি' ও 'চি' দুই রূপেই পাওয়া যায় :

(ক) শুনেচি, কর্যাচে, হয়্যাচে, বুজেচি, নির্মিয়েচে, বোলিচে, বধ্যাচি, পেয়েচ, দিয়েচি, কেটেচি, দিয়াচেন ইত্যাদি।

(খ) করেছি, মেরেছে ইত্যাদি।

২৯। অতীত কালে উত্তম পুরুষে 'লাম', 'লেম', 'লুম' ও 'নু' এই বিভক্তি পাওয়া যায় :

(ক) নারিলাম, ছিলাম, এলাম, পেলাম, পালাম, হইলাম, গেলেম, আলুম ইত্যাদি।

(খ) আনু, জিজ্ঞাসিনু, বুঝিনু, কৈনু (করিলাম), হনু (হইলাম) ইত্যাদি।

৩০। একেবারে আধুনিক কালের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান একটি পদে রয়েছে। যেমন : গ্যায় (দেয়)।

৩১। যৌগিক কর্ম-ভাব বাচ্যের উদাহরণও যথেষ্ট আছে : কয়া নাঞি যায়, না যায় খণ্ডন, বোঝানে না যায়, কহা নাহি যায়, কহনে না যায় ইত্যাদি।

৩১। সংস্কৃত অনুজ্ঞার পদ অন্তত একটি আছে : ভজস্ব।

সূচী

ধর্ম্মমঙ্গল

নিরঞ্জনায় নমঃ

বন্দ নিরঞ্জন সৃজন পালন
দেবতার চূড়ামণি।
তোমার মহিমা অপার অসীমা
কি বলিতে আমি জানি॥
তোমার আগমন না জানি কেমন
সকলি তোমার ঠাঞি।
অতি জ্ঞানহীন তাহে অভাজন
আমারে ত্যাজিও নাঞি॥
দেবতা কিন্নরে পশু পক্ষী নরে
সকলে সমান দয়া।
উরহ আসরে রক্ষ নায়কেরে
দেহ চরণের ছায়া॥
কৈলাসশিখর ত্যজি একবার
কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান।
আপনার গুণ শুনহ আপন
প্রভু দেব ভগবান॥
তুমি পরাৎপর বিষ্ণু মহেশ্বর
কে আছে তোমার পর।
তুমি কৃত্তিবাস অনন্ত আকাশ
তুমি সূর্য শশধর॥
ইন্দ্র আদি দেব অমর বৈভব
তুমি বিধাতার বিধি।
তুমি জ্যোতির্ময় পুরুষ অব্যয়
নাহি জন্ম জরা আদি॥
ধবল আসন ধবল ভূষণ
ধবল চন্দন গায়।

ধবল অম্বর ধবল চামর
ধবল পাদুকা পায় ॥
পরম সাদরে পূজিলে তোমারে
ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়।
মনের আঁধার ঘুচে সবাকার
আপদ দূরেতে যায় ॥
মার্কণ্ডেয় মুনি কয়্যা কটুবাণী
ধবল হইল অঙ্গে।
বল্লুকার তীরে পূজিল তোমারে
নানা বাদ্য গীত রঙ্গে ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনি লোটায়ে
কহিল কাতর বাণী।
হলে অনুকূল ব্যাধি দূরে গেল
আনন্দিত মহামুনি ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা সর্ব্ব গুণে তেজা
দানেতে কর্ণ সমান।
অকাতর হয়ে তোমারে পূজিয়ে
পুত্র দিল বলিদান ॥
কাতর কিঙ্কর ডাকে বারে বার
মনে বড় কষ্ট পাই।
হইয়া সদয় শত্রু কর ক্ষয়
প্রভু বলরাম কানাই ॥
মনে অভিলাষ রচি ইতিহাস
তোমার আদেশ পেয়ে।
অনুকূলা হবে সমাপ্ত করিবে
চরণের ছায়া দিয়ে ॥
অজ্ঞান কুমতি কি জানি যে স্তুতি
নিবেদিয়ে তুয়া পায়।
তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১॥

ওঁ নমো গণেশায়

জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ।
দূর কর দুরাত্মার দাসের কলুষ॥
গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্দ্রবদন।
মহেশজ মহামূর্তি মূষিকবাহন॥
সৃষ্টিদাতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ।
রুধিরে পূর্ণিত তনু রবির প্রকাশ॥
বেদে বলে ব্রহ্মময় বিশ্বের কারণ।
সর্বসিদ্ধ হয় সদা সেবিলে চরণ॥
কৃপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক।
মহিমা বিশ্বের রূপ মঙ্গলসূচক॥
ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ।
দয়া করে দীনহীনে পদছায়া দেহ॥
হর বিঘ্ন বিঘ্নরাজ পূর মনোরথ।
ও চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবত॥
অজ্ঞান কুমতি অতি স্তুতি কিবা জানি।
নিজগুণে অকিঞ্চনে তারিবে আপনি॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দূর কর দ্বন্দ্ব।
অন্তকালে পাই যেন চরণারবিন্দ॥২॥

দুর্গার বন্দনা

জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জনি।
সেবক স্মরণে উর সিংহবাহিনী॥
অকৃতি অবোধ অতি নাই কিছু জ্ঞান।
আপনার গুণে মাতা কর পরিত্রাণ॥
রচিব ধর্মের গীত মনে অভিলাষ।
হৃদয়কমলে বসে কর সুপ্রকাশ॥
বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।
পূর্ণ হয় জননী আপনি দিলে মন॥

রসনায় রঙ্গিণী আসিয়ে কর খেলা।
লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা॥
ভকতবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী।
মায়ের কত কোটি চন্দ্র চরণ উপরি॥
কিবা শোভা করে তায় কনকমঞ্জীর।
দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির॥
অরুণ কিরণ কত করেছে প্রকাশ।
পূর্ণভাবে পদতলে প্রভু কৃত্তিবাস॥
আপনি অনন্ত শক্তি ঈশ্বরী অম্বিকা।
বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা॥
কালিদহে কালীয় দমনে কুতূহলা।
রাধাসনে বৃন্দাবনে কৈলে রাস খেলা॥
চতুর্দ্দিকে গোপীগণ মধ্যে রাধা কানু।
ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতনু॥
চূড়ধড়া পরিলে হইলে কুতূহলী।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রাসে বাজালে মুরলী॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে।
করিলে কৌতুক ক্রীড়া কালিন্দীর কূলে॥
হরষে গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ।
ব্রজলীলা পূর্ণ করি মথুরা গমন॥
অসুর বধের কালে হলে দিগম্বরী।
ত্রিভুবন রাখিলে আপনি অসি ধরি॥
মুণ্ডমালা পরিলে রুধির কৈলে পান।
শবশিশু শ্রুতিমূলে দুলে অবিশ্রাম॥
সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া।
জগতজননী তুমি তুমি সর্বজায়া॥
রজোগুণে বিষ্ণু তুমি তমোগুণে ভব।
সৃজন পালন ধ্বংস তোমা হতে সব॥
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা।
পতিতপাবনী তুমি পুরাণে বিদিতা॥

রাবণ বধিলে তুমি রাম অবতারে।
সীতার উদ্ধার কৈলে বান্ধিয়া সাগরে॥
যে জন তোমাতে মতি অনুক্ষণ রাখে।
হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণ্ঠে যায় সুখে॥
দাণ্ডাইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস।
সেবক স্মরণে মাতা ত্যজহ কৈলাস॥
তাল মান রাগ যন্ত্র কিছুই না জানি।
পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি॥
সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়ক।
ঘটে বসে নৃত্য গীত নিত্যানন্দে দেখ॥
যোগিনী ডাকিনী গণে দেহ অনুমতি।
অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি॥
ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে লৈয়া।
আমার আসরে বস জয় জয় দিয়া॥
মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার।
অজ্ঞান বুঝিতে নারে করে অহংকার॥
যেজন আমার আসরে করে আভিঘাত।
সদ্য তার হয় যেন সবংশ নিপাঁত॥
দ্বিজ শ্রীমানিকরাম করিল বন্দনা।
সেবক স্মরণে উর পূরহ বাসনা॥৩॥

গৌরাঙ্গবন্দনা

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌর হরি।
অপার মহিমা গুণ কি বলিতে পারি॥
নামের মহিমা গুণ করিতে প্রকাশ।
আপনি করুণাময় করিলে সন্ন্যাস॥
অচেতন শচীমাতা লোটায় অবনী।
মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি॥

কি হবেক বিষ্ণুপ্রিয়ার কেহ নাহি আর।
নদীয়া নগর হল দিবসে আঁধার ॥
জলপিণ্ড তোমার আমার মনের আশ।
আমি মলে তবে তুমি করিবে সন্ন্যাস ॥
আমার বধের ভাগি ভারতী ঠাকুর।
কি না মন্ত্র দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর ॥
আমি বড় অভাগিনী আর কেহ নাই।
সন্ন্যাসী না হয় বাছা শুন রে নিমাই ॥
প্রবোধ করিয়া মায় প্রভুর গমন।
বৃন্দাবন পূর্বলীলা হইল স্মরণ ॥
স্বরূপ সম্ভার সঙ্গে আর সখাবৃন্দ।
গদাধর অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ ॥
কটিতে কৌপীন ডোর করেতে করঙ্গ।
শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ ॥
প্রকাশ করিলে প্রভু খোল করতাল।
সংকীর্ত্তনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল ॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচেন গৌর।
দু নয়নে প্রেমধারা বহে দুরদুর ॥
হরিনাম যেচে দিলে অধম চণ্ডালে।
যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে ॥
জগাই মাধাই ছিল অতি দুরাচার।
হরিনাম দিয়ে কৈলে তাদের উদ্ধার ॥
কে বুঝিতে পারে প্রভু কিবা রূপলীলা।
পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি গেলা ॥
দেখিয়া নিকুঞ্জধাম যমুনার তটে।
অমনি প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে ॥
বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান।
গদাধর পানে তবে প্রভু ফিরে চান ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কূলস্থলে পড়ি।
শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি ॥

পাষণ্ড পাতকী জীবে করিলে উদ্ধার।
গোলোকের পতি নদেয় গৌর অবতার॥
মুঞি বড় অধম নর মহিমা কি জানি।
হৃদয়ে কন্দরে স্ফুর করুণে আপনি॥
ত্রিদশে দয়াল নাই তোমার সমান।
ভক্তরূপী ভক্তবৎসল ভগবান॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি কর বন্ধুজন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সতৃণদশন॥৪॥

শিবঠাকুরের বন্দনা

জয় জয় মহেশ্বর মহিমা বিশ্বের পর
মহাতন্ত্রে আদ্য করি মানে।
ভুবন পালনকর্তা ভবসিন্ধু ভয়হর্তা
ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে॥
দারুণ দুরাত্মা ব্যাধ প্রাণী বধে দুরাসদ
মুক্ত হইল তোমার পরিতোষে।
অপার তোমার মায়া বৃকাসুরে কৈলে দয়া
হরিভক্তি দিলে অনায়াসে॥
রাবণ অমর ঐরি হরিল রামের নারী
রুষ্ট হইলে অধম দেখিয়া।
অন্তে দিলে মোক্ষধাম তারক রামের নাম
নিজগুণে লইলে তারিয়া॥
তুমি তম রজ সত্ত্ব পরম কারণ তত্ত্ব
কেবা জানে তোমার মহিমা।
আগম নিগম সার উপায় নাহিক আর
চতুর্বর্গে নাহি যার সীমা।
পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র
সুরতরু লেখনী বিসার।

সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে
তথাপি গুণের নাহি পার ॥
অমর অখিল গুরু কৃপাময় কল্পতরু
অনীশাত্মা পুরুষ অব্যয় ।
তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ,
তোমা হতে হরিভক্তি হয় ॥
বাণরাজা বিল্বপাতে সেবিল সহস্র হাতে
বর দিয়া বশ তার হলে ।
কৃষ্ণের সহিত রণ কম্প হল ত্রিভুবন
কৃপা করে আপনি তারিলে ॥
কি জানি তোমার স্তুতি তুমি অগতির গতি
বেদে বলে বিধাতার বিধি ।
কেবল অনন্য ভাবে একান্ত হইয়া সেবে
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি ॥
পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পূর্ণের কাম
পতিত পাবন প্রভু তুমি ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দয়া কর নিজগুণে
দীন হীন অকিঞ্চন আমি ॥৫॥

গণেশায় নমঃ

দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ ॥

বিধুকায় অবনত বন্দ শৈলাসুতা-সুত
বিনায়ক বিঘ্নবিনাশন ।
জ্যোতির্ময় যোগেশ্বর যোগী জগতের পর
জপ যজ্ঞ যোগের কারণ ॥
বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কয়
অন্যমতে প্রধান পুরুষ ।

যোগপাটা জপ মাল জটাজুট শোভে ভাল
যথেষ্ট ভূষণ জবাঙ্কুশ ॥
মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে
মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়।
সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত
শশাঙ্ক লজ্জিত শিখা তায়।
পরি পরিধান ভাল পিলু পুণ্ডরীক ছাল
ত্রিনয়ন মূষিকবাহন।
গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিঘ্নরাজ
গবস্তিত গজেন্দ্রবদন ॥
দশন আঘাত করি বধিয়া দুরন্ত অরি
রুধির ঝলকে নিরন্তর।
তাহাতে ত্রিরূপ তনু জিনিয়া সিন্দূর ভানু
তাহে কিবা শোভে শশধর ॥
কপালে উজ্জ্বল ফোঁটা কনক মানিক ছটা
নিশিদিন করে ঝলমল।
মোহন মকুট মাথে মুকুতা মণ্ডিত তাতে
মূর্তি দেখে মদন বিকল ॥
সুরাসুর নাগ নর সেবে তোমা নিরন্তর
নতি করে নীরজ চরণে।
আমি সে অজ্ঞানে মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
যোগী যারে যোগে নাহি জানে ॥
ব্যাস আদি মুনিবর সংপুট করিয়া কর
তোমার চরণ করে ধ্যান ॥
তব কৃপালোকনেতে কৃত কর‍্যা সংস্কৃতে
বিরচিলা অনেক পুরাণ ॥
আমি এই ইচ্ছি চিতে ভাষা-ছন্দ বিরচিতে
অনাদিমঙ্গল বারমতি।
পরিপূর্ণ নিজ গুণে কর কৃপাবলোকনে
যেন লোকে না হয় অখ্যাতি ॥

সিদ্ধিদাতা শুভময় দিয়া শ্রীচরণদ্বয়
ভবঘোর ভবে কর পার।
বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর বারেক স্মরণে ওর
তোমা বিনা কে আছে আমার॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে অভয় চরণ-আশে
অচলায় অবনত কায়॥
এই নিবেদন মোর মনভীষ্ট সিদ্ধ কর
নায়কে হইবে বরদায়॥৬॥

নমো নিরঞ্জনায় নমঃ

উলূকবাহনং ধর্মং কামিন্যা সহিতং শিবং।
কুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধর্মং নমাম্যহং॥

পুটকরে করি নতি তুমি ধর্ম যুগপতি
পুরুষ প্রধান পুরাতন।
তুমি বিধি হরিহর তোমার নাহিক পর
তুমি কৈলে এ তিন ভুবন॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি তম রজ সত্ত্ব
দয়াময় দেব চূড়ামণি।
আর্য সনাতন জিষ্ণু ইন্দ্র অজ মহাবিষ্ণু
তুমি প্রভু সকল আপনি॥
নাহি আদি মধ্য অন্ত কর পদ কায় পান্ত
শোক মৃত্যু জরা জন্ম ভয়।
উল্লূক উপরে ভর শূন্যগতি নিরন্তর
শূন্যরূপী সদানন্দময়॥
ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের দ্যুতি
ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।
ধবল চন্দন গায় ধবল পাদুকা পায়
ধবল বরণ সিংহাসন॥

ধবল বর্ণের ফোঁটা ধবল উজ্জ্বল জটা
ধবল বর্ণের চাঁদমালা।
ধবল চাঁদুয়া খাট ধবল নিশান পাট
ধবল বরণে ঘর আলা॥
রামাই কংসাই নীল শ্বেত বড় দয়াশীল
চারি যুগে এ চারি পণ্ডিত।
বল্লুকা নদীর তীরে দেহারা দক্ষিণ দ্বারে
করিলেন পুরটে মণ্ডিত॥
নিরাকার সআকার হলে দশ অবতার
আপে হতে আপনি অভেদ।
মীনরূপে প্রথমেতে ঔদধি উদক হতে
উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ॥
কূর্ম রূপে অবতরি ধরিলে মন্দার গিরি
তৃতীয়ে বরাহ রূপ হলে।
সৃষ্টি হেতু সৃষ্টিপতি রসাতল হতে তথি
পৃথিবীর উদ্ধার করিলে॥
দুষ্ট দর্প নাশ করি নরসিংহ রূপ ধরি
হিরণ্যকে করিলে নিধন।
পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি ভূপে
সুরপতি সন্তোষ কারণ॥
জমদগ্নি সুত হলে ক্ষত্রিয় ছেদন কৈলে
ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তবার।
সপ্তমে শ্রীরামরূপে বধি দশানন ভূপে
সুরগণে করিলে নিস্তার॥
বলরাম রূপ হয়ে ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে
বনে কৈলে গোধন রক্ষণ।
বধিলে প্রলম্বাসুরে বুদ্ধ কল্কি হলে পরে
তুমি নাথ ত্রিলোকতারণ॥
ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে স্মরে
সেবে যদি ও রাঙ্গা চরণ।

অধনের ধন হও অপুত্রকে পুত্র পায়
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি বিমোচন ॥
কৈলাস ত্যজিয়া ওর নিজ দাসে কৃপা কর
নিজ গুণে অনুকূল হয়ে।
তোমার গুণানুবাদ রচিব কর‍্যাচি সাধ
পূর্ণ কর পদছায়া দিয়ে ॥
এই নিবেদন করি কৃপাময় দণ্ড চারি
আসরে হইবে অধিষ্ঠান।
ভনে দ্বিজ মানিকরাম পূর মোর মনস্কাম
দানপতির চিন্তহ কল্যাণ ॥৭॥

সরস্বতী-বন্দনা

বিধিবাক্যে বহু স্তুতি বন্দ দেবী সরস্বতী
বেদমাতা বিষ্ণুর বল্লভা।
বিরিঞ্চি বাসব আদি ধ্যান করে নিরবধি
অপার মহিমা জানে কেবা ॥
শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতাম্বর পরিধান
শ্বেত ভূষা শোভে কলেবর।
ধবল তুষার হার রূপে নাশে অন্ধকার
শ্বেত বীণাসুমণ্ডিতকর ॥
সুবেশা স্বভাব রঙ্গে সদা কাল ফিরে সঙ্গে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
হরিগুণ গানে সদা নিত্যানন্দ সপ্রমদা
অভিসারে বিভোলা আপনি ॥
খুঙ্গি পুঁথি মস্যাধার নিরবধি সঙ্গে যার
নিজ করে লেখনী রঞ্জিত ॥
ভক্তগণে মুক্তি দেহ সঙ্কটে তারিয়া লহ
পূর্ণ কর মনের বাঞ্ছিত ॥

যুগল নূপুর পায় সদাই পঞ্চম গায়
নখবিম্বে চন্দ্রের প্রকাশ।
ধবল সকল বেশ মালতী মণ্ডিত কেশ
তরুণ তিমির করে নাশ ॥
যে জন স্মরণ করে জড় বুদ্ধি যায় দূরে
জগত জুড়িয়া হয় যশ।
তত্ত্বজ্ঞানী সেইজন সেহ কৃষ্ণ পরায়ণ
ত্রিভুবন সদা তার বশ ॥
নিজ গুণে কর দয়া দেহ দুটি পদ ছায়া
সঙ্গীতের বিঘ্ন কর দূর।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে এই আশা মোর মনে
হব তব চরণে নূপুর ॥৮॥

[দিগ্‌বন্দনা]

নমো নিরঞ্জনায় নমঃ

গানারম্ভকালে বিঘ্নবিঘাত কারণ।
চৌদিকে বন্দিব দেবদেবীর চরণ ॥
একেতে অনন্তমূর্তি লীলার কারণে।
অতএব ভেদ কর‍্যা বন্দে কবিগণে ॥
আমিহ করিব ভেদ তাথে দোষ নাই।
এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাঁই ॥
প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর ॥
বেলডিহার বাঁকুড়ারায় বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে ॥
ফুলুয়ের ফত্তেসিংহ বৈতলের বাঁকুড়ারায়
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায় ॥

পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়া জয়জয়কারে॥
দেপুরের জগৎরায়ে যোড় কর্য়া কর।
গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর॥
সিয়াসের কালাচাঁদে ত্রিদাসের বাঁকুড়ারায়।
বন্দিব বিস্তর নতি কর্য়া নত কায়॥
গোপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরে রূপনারায়ণে॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহায়।
বরুজা গ্রামের বন্দিব মোহনরায়॥
গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব শীতলনারাণে।
আলগুচিন্যার ক্ষুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটি কুলেমালার ধর্মে করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিব চরণ॥
জাড়াগ্রামের কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
যাজপুরে দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করে চিত॥
তার পর বন্দি সদা শিবের চরণ।
উৎপত্তি প্রলয় প্রতিপালন কারণ॥
তারাহাটের তারকেশ্বরে কর্য়া প্রণিপাত।
শুদ্ধভাবে বন্দিব সীহড়ের শান্তিনাথ॥
ফুলুয়ের ফুল্লেশ্বর বন্দি দোলেশ্বরে।
কামেশ্বরে বন্দি নেড়াদেউল ভিতরে॥
ব্রাহ্মণভূমের বন্দিয়া ঝাড়েশ্বর।
চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বরে বন্দি তারপর॥
বেতার কোঙরেশ্বরে বন্দি কুতূহলে।
ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর ঘণ্টেশ্বর থানাকুলে॥
বালিগড়্যার তারকেশ্বরের বন্দিয়া চরণ।
ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা শিরে যার রন॥
বহুস্তুতি করে বদ্যিনাথের নিকটে।
কাশীতে বন্দিব কাশীশ্বর করপুটে॥

তার পর বন্দিব বিগ্রহপাদপদ্ম।
ভিন্ন ভিন্ন নামধাম ভিন্ন ভিন্ন সদ্ম ॥
সরসহৃদয়ে বন্দি বগড়ির কৃষ্ণরায়।
নিরবধি ঘর্ম তার শ্রীঅঙ্গে চুআয় ॥
বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিল প্রভু বিপ্রের সদনে ॥
ধরণী লোটায়ে বন্দি গয়ার গদাধর।
নীলাচলে জগন্নাথ বন্দি তারপর ॥
বলরাম সহিত সুভদ্রা সমিভ্যারে।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপদ সমুদ্র কিনারে ॥
কি রূপ মহিমা গুণ কহনে না যায়।
প্রভুর প্রসাদ অন্ন বাজারে বিকায় ॥
বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের বন্দিয়া চরণ।
প্রয়াগে মাধব বন্দি পূর্ণ সনাতন ॥
দ্বারিকানাথের পদ বন্দি দ্বারিকায়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বন্দি অযোধ্যায় ॥
সাঅড়াকোণের রামকৃষ্ণে সাদরে বন্দিয়া।
পাণ্ডুগ্রামের শ্যামচাঁদে বন্দিব নত হৈয়া ॥
ধুলেপুরের কেলেসোনায় করি শির-ধার্য।
ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য ॥
বাগনাপাড়ার বলরামে বন্দি ভক্তি করি।
কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ তমলুকের জিষ্ণুহরি।
গোরুটীর রামগোপাল বোড়র বলরাম।
বন্দিয়া বন্দিব যাজপুরের রাধাশ্যাম ॥
মাহেশের জগন্নাথ সহ সুরবৃন্দে।
চন্দ্রকোণার রঘুনাথে বন্দিব সানন্দে ॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথে বন্দি স্বতান্তরে।
বালসীর নারায়ণে নতি করে পরে ॥
কাটোয়ার ঘাটে বন্দি চৈতন্য নিতাই।
স্বভাব সভক্তবৃন্দ সঙ্গে দুটি ভাই ॥

তার পর বন্দি বহু করিয়ে স্তবন।
কামারহাটী দেশড়া পড়াশের পঞ্চানন ॥
ভিতরগড়ের সত্যপীরে করিয়া সেলাম।
মনাইচকের বন্দি মিলিকির মোকাম ॥
তার পর আদ্য নিত্য অনন্তরূপিণী।
অষ্টাঙ্গ বিগ্রহে বন্দি লোটায়ে অবনী ॥
ফুলুয়ের জয়দুর্গা বৈতলের ঝকড়াই।
ক্ষেপুতে খেপাই বন্দি আমতার মেলাই ॥
কালীঘাটে কালী বন্দি কৃতাঞ্জলি হয়ে।
যার যোগিনী যোগান সুধা কটরা পূরিয়ে ॥
মৌলার রঙ্কিণী বন্দি দৃঢ় করে মন।
বিক্রমপুরের বিশালার বন্দিয়ে চরণ ॥
বড়দার বিশালা বন্দি পুট কর‍্যা কর।
চতুর্ভুজ মুক্তকেশ করেতে খর্পর ॥
রাজবলহাটে রাজবল্লভী বন্দি হয়ে প্রীত।
শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত ॥
আনন্দ তরল চিত্তে দিয়ে করতালি।
সিয়াখালায় বন্দিপুরে বন্দিব বাসুলী ॥
বেতার বন্দিব জয়জয়সর্বমঙ্গলা।
কৃপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা ॥
বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার বন্দি পদদ্বয়।
দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয় ॥
কামরূপে কামিখ্যা বন্দি কর‍্যা নানা স্তুতি।
যাঁর যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে ফিরে দিবারাতি ॥
হিংগুলাটে হিংগুলাটেশ্বরী হরিপরায়ণী।
বিন্ধ্যাচলে বন্দি বিন্ধ্যাচলবিলাসিনী ॥
পুরুষোত্তমে বিমলা কাশীতে অন্নপূর্ণা।
ঢাকায় ঢাকেশ্বরী আরুড়ে অপর্ণা ॥
কিরীটিকোণায় কিরীটেশ্বরী যাজগ্রামে বিরজা
আশ্বিনকোটায় বন্দি দেবী অষ্টভুজা ॥

সেনবাহিড়ে শ্যামরূপায় জোড় করে আঁটু।
খাতরের মহাকালী পড়াশের ঘাঁটু॥
নাড়চে গ্রামে বন্দি শ্রীসর্বমঙ্গলা।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে অতি কুতূহলা॥
আমুড়ের বিশালায় বন্দি ভক্তি করি।
মড়াগড্যা গ্রামের বন্দিব বাণেশ্বরী॥
লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী।
বুঞায়ের চণ্ডী রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী॥
মানসরূপে মনসায় তৃণ দন্তে করি।
আঁকড়ি ছিরামপুরে বন্দি ত্রিপুরাসুন্দরী॥
বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাসুলী।
তমলুকের বর্গভীমা রায়খার কালী॥
শানিঘাটে শুভা বন্দি লক্ষ্মী শাটীনন্দ্যে।
পলাশিএ পলাশচণ্ডিকা পদারদ্বন্দ্বে॥
ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী।
বন্দি সর্মিঙ্কীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী॥
তালপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।
গোগ্রামে ভগবতী বন্দি জোড়করে॥
ময়নাপুরের ষষ্ঠী বন্দি বস্ত্র দিয়া গলে।
দীঘির উত্তর দিকে চালতার তলে॥
যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।
তার তার পদে মোর কোটি কোটি প্রণাম॥
নতশিরে বন্দিব শ্রীগুরুপাদপদ্ম।
প্রণতিপূর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবৃন্দ॥
বিশেষিয়া বন্দি মাতাপিতার চরণ।
যাহা হইতে দেখিলাম সকলে ভুবন॥
জ্ঞানহীন অভাজন অতি দুরাচার।
না জন্মিল পিতৃমাতৃভক্তির সঞ্চার॥
পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভুবনে।
পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে॥

যোগিনী ডাকিনী বন্দি মুখ-দূষী তথা।
তা সবার পুত্র আমি তাঁরা মোর মাতা॥
আর বন্দি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
না লইবে দোষ যদি মিলাতে না জানি॥
কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোড়হাত।
গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত॥
আর বন্দি সমাহিতে সুজ্ঞানীর পা।
বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা॥
ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।
বিধিমতে কর তার মস্তক মুণ্ডন॥
অনাদি বন্দিএ দ্বিজ শ্রীমানিক গায়।
হরিধ্বনি কর সভে বন্দনা হইল সায়॥৯॥

[বন্দনা সমাপ্ত]

[প্রথম পালা]

নমো ধর্মায়

এক মনে যে করে শ্রবণ এই কথা।
প্রিয় হঅ প্রভুর প্রসন্ন থাকে ধাতা ॥
করণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া।
কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া ॥
না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ।
খস্যা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ ॥
যেরূপে করিলা কৃপা জগত বল্লভ।
শুন শুন বন্ধুজন নিবেদি এসব ॥
পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে।
ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে ॥
আরম্ভ করিতে পাঠ একমাস গেল।
বিষম ধর্মের মায়া বিজোগ হইল ॥
দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন।
মায়ের হএছে এথা অকাল মরণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা।
কি হইল হায় হায় কোথা গেল মা ॥
শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।
প্রবোধ করেন মোরে. কহিএ পুরাণ ॥
নিয়ত খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা।
মা বাপ লইএ ঘর কে কর্যাচে কোথা ॥
শরণ পঞ্জর ধর্ম সভাকার গতি।
মঙ্গল হবেক রাখ তার প্রতি মতি ॥
না কান্দ না কান্দ বাছা নিদ্রা তেজে উঠ
ভট্টাচার্যে কহিএ ভবনে চল ঝাট ॥
স্বপ্ন দেখে সবিস্ময় সুখ নাঞি মনে।
প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে ॥

বিদায় হইএ আমি লএ খুঁগি পুঁথি।
উভরড়ে ধ্যাএ যাই অতি শীঘ্র গতি॥
বেতালনে উপনীত বেলা দণ্ড ছয়।
দৈবে নদী পার হতে দিশাহারা হয়॥
স্থর্য অভিমুখ কর‍্যা গমন সত্বর।
খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর॥
কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।
দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাটে॥
পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।
অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে॥
অতিবৃদ্ধ অনন্য বচন অতি স্থির।
দেখিতে দেখিতে হল্য যুবত্ব শরীর॥
পরিচয় পেলাম পণ্ডিত বিলক্ষণ।
আভাসে কিঞ্চিত হল শাস্ত্র আলাপন॥
বাহুল্য করিএ মোরে কহিলেন নাম।
রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঞ্জপুরে ধাম॥
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হবে।
অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যাবে॥
জগতে তোমার যশ হবেক যে রূপে।
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে॥
অগ্রসর হএ জাঅ কহিলেন হেসে।
আমিহ এল্যাম তিনি রহিলেন বসে॥
আঁখি পালটিতে হল অন্ধকারময়।
বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময়॥
বৃক্ষমুলে বসিলাম রেখে খুঁগি পুঁথি।
একজনা পণ্ডিত আসিএ উপনীতি॥
ধর্মের পাদুকা দুটী বাধা আছে গলে।
বসিলা বিশ্রাম হেতু সেই বৃক্ষতলে॥
জিজ্ঞাসা করিলে মোরে যতনে ত্বরিতে।
রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেলা এই পথে॥

কি হেতু তাঁহাকে খোঁজ কিবা প্রয়োজন।
পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন॥
চিনিতে নেরেচ বাছা দ্বিজবর কেবা।
পদ্মতুল্য পাদুকা সম্প্রতি কর সেবা॥
পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ।
সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ॥
চমকিত হল্য শুনে চাই চারিপানে।
দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে॥
পাড়ে গিএ দেখিনু পীযূষ তুল্য জল।
প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদল॥
পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দ মতি।
তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি॥
সজ্ঞান করিএ স্নান গমন সত্বর।
ফিরে চেএ দেখি ফের নাঞিঃ সরোবর॥
এখানে পণ্ডিত নাই নাঞিক পাদুকা।
বৃক্ষ মূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা॥
ধ্যান কর্য়্যা তখন ধর্মায় নমঃ বল্যা।
সেই পদ্ম অপর সলিলে দিলাম ফেলে॥
বেলা অবসানকালে উপনীত বাসে।
রঞ্জাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে॥
হাজিপুর পার হএ হলেম ত্বরিত।
তারাজুলি তীরে গিএ তূর্ণ উপনীত॥
পূর্বরূপ সেই বিপ্র দাণ্ডাইএ পথে।
আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে॥
নির্জন নিভৃত স্থান নাহি লোক জন।
সমীপে এলেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন॥
বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃতি।
কাতর হইএ কত করিলাম স্তুতি॥
দ্বিজ হইএ দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত।
আমি কি বুঝাব আমি আপনি পণ্ডিত॥

বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর।
দস্যুবৃত্তি করেছে বাল্মীক মুনিবর॥
বুঝি তোর আজ হল বিখেড়ে মরণ।
এত শুনে মোর হল অঝোর নয়ন॥
বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।
তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে॥
ঈষৎ হাসিএ তবে কহিলেন দ্বিজ।
হাজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ॥
তুমি যাও বস গিএ আমার ভবনে।
না করিব বিলম্ব আমি আসিব এক্ষণে॥
বিমুখ হইএ দেখি না দেখিএ বিপ্র।
তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জপুর ক্ষিপ্র॥
জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘরে ঘরে।
রাজ্যধর বিদ্যাপতি নাই রঞ্জপুরে॥
ব্যামোহ বিস্তর পেএ ফিরে এলাম ঘর।
যথোচিত চিন্তায় উৎকট হল জ্বর॥
শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য।
দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দ্বিজ॥
কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ॥
গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়া।
নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া॥
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি তুমি বট কেবা।
দ্বিজ কন দেশেড়ায় কৈলে যার সেবা॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়ারায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান॥
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ॥
ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে।
চতুর্ভুজ করে তাকে রেখেচি নিকটে॥

আর ভক্ত সুদামা অনন্ত করে মানে।
প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনেছ পুরাণে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমি দেব তিন।
ভজিবে অভেদ করে না ভাবিবে ভিন॥
যে মূঢ় বুঝিতে নারে ভেদ করে রাখে।
সে মূঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে॥
সত্য কর কবিতা করিবে সুনিশ্চয়।
তবে মোর তথাস্তু প্রত্যয় মনে হয়॥
অঙ্গীকার করিলাম অনেক যতনে।
ভক্তি রহু মম পদে ভগবান ভনে॥
বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি।
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি॥
নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল।
ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল॥
গাএন হবেক তোর চতুর্থ সোদর।
জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর॥
এতেক শুনিএ মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥
জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ॥
স্বপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান।
এতেক বলিএ প্রভু হল্যা অন্তর্ধান॥
দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া।
এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেক দয়া॥

শ্রবণে কলুষ হরে সিদ্ধ হয় কাজ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা ধর্মরাজ ॥১০॥

নমো নিরঞ্জনায় নমঃ

প্রলয় বর্ণন শুন নিরঞ্জন
কহিএ পুরাণমত।
পৃথ্বী হত্যে নাশ হত বজ্রাকাশ
দিবারাত্রি হল হত ॥
চন্দ্র দিবাকর যতেক অমর
তোমা প্রভুর শরীরে লীন।
সপ্ত স্বর্গ নাশ দিক পক্ষমাস
খেচর ভূচর গণ ॥
অতল বিতল সপ্ত রসাতল
সন্নিধি সমুদ্র সাত।
অসুর কিন্নর আদি চরাচর
সকলি হইল পাত ॥
সৃষ্টি করি লয় দেব দয়াময়
আপনি রহিলে শূন্যে।
চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে ॥
ইচ্ছা হল্য মনে প্রভু তেকারণে
সৃজিলে উলূক পক্ষে।
তাহার উপর শূন্যে করি ভর
ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে ॥
না পাইএ জল উলূক বিকল
তৃষ্ণাএ তাপিত প্রাণ।
হএ কৃপাযুত দিএ সুধামৃত
উলূকে করিলে ত্রাণ ॥
সেই সুধাবিন্দু হল কত সিন্ধু
সকলি ডুবিলা জলে।

শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি
তিন মূর্তি সেইকালে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব
ইহার উপমা কিবা ।
শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিন
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা ॥
আন্ত আন্ত্যা সনে তিরোধান মনে
দিএ যোগ জন্য মায়া ।
দীন হীন জনে কৃপা দৃষ্টি মনে
দোঁহে দেহ পদছায়া ॥
না বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ
নিস্তার নাহিক তার ।
একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয়
এই বেদ ব্যবহার ॥
ভজন পূজন কিছু নাহি জ্ঞান
দয়া কর নিজগুণে ।
ও রাঙ্গা চরণ করিএ স্মরণ
দ্বিজ শ্রীমানিকরাম ভনে ॥১১॥

তদুদ্দেশে তিন দেব তপস্যায় মন ।
কঠোর করিলা কত কে করে গণন ॥
দিবারাত্রি দেবদেব প্রতি দৃঢ়মতি ।
জানিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি ॥
মায়াকরে মায়াধর মৃত দেহ হএ ।
ভকতবৎসল যান ভুবনে ভাসিএ ॥
তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্যা ।
তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা ॥
বিশ্বনাথে বিধি জেনে করেন বিনয় ।
দীনবন্ধু দেব দেব তুমি দয়াময় ॥

তোমা হতে সকল সকল হতে তুমি।
তোমার মহিমা তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
পূর্ণভাবে কন তবে প্রভু পরব্রহ্ম।
সৃষ্টি সৃজন কর ছাড় যোগধর্ম॥
বল্যা এত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর কাছে গেলা।
করতারে কমলাক্ষ কহিতে লাগিলা॥
নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি।
জীবের জীবন ধন জগত চিন্তামণি॥
এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন।
রজগুণে কর তুমি সৃষ্টির পালন॥
বাড়িল বিষ্ণুর মনে বিয়োগ সংশয়।
শিবের সাক্ষাতে গেল সদানন্দময়॥
কিবা ঈশ্বরের কর্ম কিবা রূপ মায়া।
তিনে এক একে তিন তিনে এক কায়া॥
সেই বিষ্ণুমায়া সে আপনি ভগবতী।
জগত মোহিত যাতে জীবের সঙ্গতি॥
তদুদ্দেশে সে তপস্যা করেন শিব ব্রহ্ম।
মৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন ধর্ম॥
হাত্তনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।
জলের হিল্লোলে দূরে গেলা জগন্ময়॥
পুনর্বার পরাৎপর পূর্বরূপে এল্যা।
জগন্নাথ যোগেশ্বর যোগেতে জানিলা॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি পরাৎপর॥
না পাই দেখিতে কিছু নাহিক নয়ন।
আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন॥
ঈশান করিলা তবে ঈশ্বর কারণে।
ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে॥
কৃত্তিবাসে করতার কন পুনর্বার।
মহারুদ্র রূপে সৃষ্টি করিবে সংহার॥

কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণ গান ॥১২॥

তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্যা।
শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা ॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে ॥
রুদ্রাণী রুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে।
কমঠ পবনে ভর করিলেন তবে ॥
ধরণী ধরণীধর ধরিলা যখন।
চারিবেদ চতুর্মুখ করিলা সৃজন ॥
সপ্তসিন্ধু সহিত সৃজিলা তবে ক্ষিতি।
দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগ্‌গজ দিক্‌পতি ॥
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল।
এই সপ্ত সিন্ধু আর সপ্ত রসাতল ॥
দেবতার বাস হেতু দীপ্তমান করি।
সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি ॥
ভুলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন।
দেবতা দানব আর যক্ষ রক্ষগণ ॥
পতঙ্গাদি সৃজিলা পর্বত পশু পক্ষ।
কৃমি কীট কমঠ কর্কট লক্ষ লক্ষ ॥
পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ খেচর ভূচর।
আকাশ অনিল আর অপর বিস্তর ॥
বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি।
ধরাধর অপ্সর কিন্নর নদনদী ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি
বিদিত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে।
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ॥

ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রমাণ্য।
ইহাতে যদ্যপি করে পাপ কিম্বা পুণ্য॥
সে সব অক্ষয় হয় শুন বন্ধুজন।
অতএব পাপ ত্যজ পুণ্যে দেহ মন॥
দৃঢ় ভক্তি হবে গুরু দেব দ্বিজ প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ চিরকাল মতি॥
শয়নে স্বপনে সদা সাধুসঙ্গ লবে।
অনায়াসে অপার সিন্ধু অবশ্য তরিবে॥
তুলসী বৈষ্ণবে সেবা তায় মন করে।
হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে॥
পতিত পাবন নাম শুনেছি পুরাণে।
অন্তকালে দিয় স্থান অভয় চরণে॥
বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর।
পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর॥
না যায় খণ্ডন প্রভু কপালের লেখা।
দেসড়ার মাঠে ধর্ম যারে দিলা দেখা॥
হুকুম হইল গীত করিতে বর্ণন।
নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিলা নিরঞ্জন॥
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায়।
শ্রবণে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ পায়॥১৩॥

স্বষ্টির বর্ণন এই পুরাণ প্রমাণ।
অতঃপর কহি কিছু পুরাণ আখ্যান॥
ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর।
বিশ্রাম করহ প্রভু পাদুকা উপর॥
এই নিবেদন করি ও রাঙ্গা চরণে।
কাশীনাথে বিশ্বনাথে রাখিবে কল্যাণে॥
রমানাথে রক্ষা কর রাজ রাজেশ্বর।
ও রাঙ্গা চরণে প্রভু মাগি এই বর॥

একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজা।
যোগীবেশে গেল যথা নির্জরের রাজা॥
মাথার জটায় বেধে ফটিকের মালা।
বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা॥
করে শিঙ্গা ডম্বুর কপালে ঊর্ধ্ব ফোঁটা।
কুব্জ খর্ব কলেবর কান্ধে যোগপাটা॥
অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপা।
চলে যেতে চারিদিকে চরণ পড়ে কাঁপা॥
সুরমাঝে শক্র বসে শর্মমান চিত্ত।
হেনকালে ধর্মরাজ আরম্ভিল নৃত্য॥
ডম্বুর ডিণ্ডিমডিম শিঙ্গায় সুতাল।
বম্বু বম্বু ববম্বু বাজে ঘন গাল॥
সুরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ।
নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন॥
হুড়াহুড়ি পড়ে গেল হরিহর বাসে।
ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে॥
তিলোত্তমা রম্ভা আদি কন্যা কত শত।
ঊর্বশী মেনকা আর অন্য অন্য যত॥
নাচে নাচে নিরঞ্জন নিমিষ নয়নে।
ভ্রূকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে॥
তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শান্তা।
রম্ভাবতী শক্রসুতা সে বড় দুরন্তা॥
তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন।
হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্চ্ছাপন্ন॥
ছল পেয়ে ছলা করে ছেড়ে নৃত্যক্রিয়া।
রোহিতাক্ষে রম্ভাকে কহেন রুষ্ট হৈয়া॥
হ্যাদে ছুঁড়ি হাস্যা মোর ভঙ্গ কৈলি নৃত্য।
অপার আনন্দে দুঃখ জন্মাইলি চিত্তে॥
বুড়া বলে ব্যঙ্গ কর বুকে নাহি ডর।
মনে কর একি বা কি হবেক নশ্বর॥

জিজ্ঞাসিয়ে জনকে জানিস আমি কেবা।
কাকে ভজে কার দাস করে কার সেবা॥
যৌবন গৌরবে হাস জান নাই বুঝি।
পরাৎপর প্রতিকূল প্রায় তোকে আজি॥
তিলোত্তমা আদি করে উর্ব্বশী মেনকা।
তো হইতে তারারূপে ত্রিগুণ অধিকা॥
তবে কেন মোরে দেখে তারা নাহি হাসে।
তথ্য কহি তোর এত অহঙ্কার কিসে॥
ইহার উচিত এই অভিশাপ পূর্ণ।
পৃথিবীতে জন্মিতে হইল তোকে তূর্ণ॥
মোরে দেখে উপহাস করিলি যেমনি।
অতি বৃদ্ধ পতি তোর হইবে তেমনি॥
তা সহ সম্ভোগ তোর হবেক দুর্লভ।
যেন না করিতে পাস যৌবন গৌরব॥
নিজ দোষে বৈমুখ হইলি স্বর্গ সুখে।
বলি শুন বিলম্ব না সহে আর তোকে॥
শক্রসুতা শাপ শুনে করে হাহাকার।
অমনি পড়িল কেঁদে পদযুগে তাঁর॥
নিরঞ্জন জেনে নতি করে নতকায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়া রায়॥১৪॥

কহে করপুটে রম্ভাবতী।
মোরে রক্ষ রক্ষ যুগপতি॥
আমি অবলা অল্প বোধ।
নহে উচিত করিবারে ক্রোধ॥
আদি অনাদি পুরুষ তুমি।
চর্ম্মচক্ষে কি চিনিব আমি॥
ইবে শরণ লইনু তোমা।
কর অপরাধ মোর ক্ষমা॥

শক্র আদি করে সুরকুল।
তুমি হও সবাকার মূল॥
কেবা তোমার বৈভব জানে।
অন্ত অনন্ত না পায় ধ্যানে॥
সৃষ্টি সৃজন পালন ধ্বংস।
তুমি তিনরূপে অবতংস॥
বুদ্ধি যারে যেই মত দেহ।
ঋত করে সেই মত সেহ॥
মোরে দিয়া কুমতিকলাপ।
দিলে অতি গুরুতর শাপ॥
জানে জগতে জগতপর।
চিত্তে হয় অতিশয় ডর॥
করে বঞ্চিত স্বর্গেরি সুখে।
ক্লিপ্ত করিলে ভজন্ত দুঃখে॥
কেহ নাহি তোমা বিনে আর।
দয়া করে দুস্‌খে কর পার॥
স্তুতি শুনে তুষ্ট নিরঞ্জন।
রসাভাসে রম্ভাকে কন॥
চিত্তে ভাবিয়া ভূদেবনাথ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গাথ॥১৫॥

আমি যে কহিয়াছি সেকি হবেক লঙ্ঘন।
কথা শুন ইন্দ্রকন্যা ত্যজহ ক্রন্দন॥
বেণু রায় অভিধান বাসুড়ায় বাস।
ধর্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ॥
বিমলা বনিতা তার বৈদগ্ধী অতি।
সুশীলা সুগতচিত্ত সৎকৃতা সুমতি॥
তাহার জঠরে জন্ম লভ লঘুগতি।
নৃলোকে তোমার নাম হবে রঞ্জাবতী॥

কর্ণসেন কুলশ্রেষ্ঠ নিবাস ময়না।
সৎ অতি তব পতি হবেক সে জনা॥
আর এক উক্তি কই অর্ঘ করি ধর।
পৃথিবীতে পূজার প্রকাশ গিয়ে কর॥
রম্ভা কয় তব আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে।
কিন্তু আমি এই কালে নিবেদি গোচরে॥
পূজার প্রকাশ যদি করিব নিশ্চয়।
স্মরণ করিলে হবে সঙ্কটে সদয়॥
ত্রিলোকতারণ কন তথাস্তু তোমাকে।
স্মরণ মাত্রে সঙ্কটে সদয় হব সুখে॥
দেবমানে দ্বাদশ বৎসর হলে পাত।
পুন তোমা কৈলাসে আনিব অচিরাত॥
এত শুনি রম্ভাবতী অষ্টাঙ্গ লোটাএ।
প্রণাম করিল পুন প্রণতি করিএ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লুকাইল কতি।
প্রকাশিতে ধর্মপূজা পরমাণু গতি॥
বিমলা বেণুর জায়া বিশ্বেতে বিখ্যাত।
দৈবযোগে সেদিন হয়েছে ঋতুস্নাত॥
অবশ্য হইতে চায় ভাবীর লিখন।
রম্ভা এসে তার গর্ভে লভিল জনম॥
দিবস গণনা ক্রমে নয় মাস গেল।
পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল॥
নিরুপম পদ কন পন (?) বিশেষ।
কায় কান্তি যেন কৈল কালিন্দীর বেশ॥
আভায় অরিষ্টবাস অন্ধকারে আল।
কন্যা দেখে দোঁহাকার কৌতুক বাড়িল॥
সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষষ্ঠীপূজা।
নত্তা কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা॥
সাত মাসে সুদিন করিএ শুক্লপক্ষে।
দিলেক ওদন রাজা দুহিতার মুখে॥

সৌদামিনী সমতুল দেখিএ সুতনু।
রঞ্জাবতী আখ্যান থুইল রায় বেনু॥
এইরূপে হঅ পূর্ণ দুই তিন বছর।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা মায়াধর॥১৬॥

বাড়ে রঞ্জা বিগ্রহেতে বাপের সদনে।
শুক্লপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে॥
কায়কান্তি কমনীয় কামধনু ভুরু।
রাম রম্ভা ইব অতি সুগঠন উরু॥
নাসিকার প্রভায় লজ্জিত খগপতি।
সুরচিত মত্ত করী দেখে মৃদু গতি॥
পদ্মের মৃণাল জিনি প্রবেষ্ট দুখানি।
রূপ দেখে রাত্রিদিন ভাবে রাজরানী॥
কি করিব কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর।
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে সুন্দর॥
এইরূপ স্ত্রী পুরুষে করেন ভাবনা।
ভাবীর লিখন ভাই না যায় খণ্ডনা॥
দিবস কতেক বই বেণু রায় মল।
ধর্মপত্নী বিমলা সে অনুমৃতা হলো॥
পিতৃমাতৃ বিয়োগে মাহুত্যা রঞ্জাবতী।
ক্রন্দনে নয়নে লোহ ঝুরে দিবারাতি॥
প্রবোধ করিয়া তায় পাত্র মিত্র প্রজা।
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল মাহুত্যাকে রাজা॥
দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্‌খ দেও নিত্য॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সত্ত্ব গুণাকার করে॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব॥

দেশে ছেড়ে দেশান্তরে পলাইয়া গেল।
সহর নগর গ্রাম শূন্যময় হলো॥
পিতা বই প্রজার পালন পাঁচ দিন।
না পারিল মাহুত্যা করিতে মতিহীন॥
পরদ্রোহীর কভু ভাল নাহি হয়।
দিনে দিনে সকল হয়ে এল ক্ষয়॥
প্রচুর পাইয়া পীড়া পরিহরি দেশে।
গৌণ হয়ে গৌড়ে আইল গৌড়েশ্বর বাসে॥
সঙ্গে লয় অনুজা ভগিনী রঞ্জাবতী।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবি যুগপতি॥১৭॥

বরাসনে বৈশ্যা রায় মহামদা আশা পায়
প্রণাম করিয়া কেঁদে কয়।
পরলোকে গেলে পিতা মাতা হল্যা অনুমৃতা
অভাগার শুন দুস্থ চয়॥
পিতার বিয়োগে রাজা পাত্র মিত্র আর প্রজা
দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গেল।
বিধি হল প্রতিকূল দাণ্ডাতে নাহিক স্থল
হায় মোর হেন দশা হলো॥
তুমি পিতা সুতা ভর্তা বিশেষে রাজ্যের কর্তা
দয়া করে রাখ নিজ কাছে।
বলি দড় বুঝ মনে তোমা বিনে ত্রিভুবনে
দেখ মোর আর কেবা আছে॥
হেন কালে দাসীমুখে শুনে ভানুমতী শোকে
কি হইল বল্যা আইল ধেয়ে।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিলা অনাদি ভাবিয়ে॥১৮॥

ভানুমতী রঞ্জার গলা ধরে ছেন্থা।
উচ্চস্বরে করুণা করিয়া কয় কেঁদে॥

বড় শেল বলি মোর রহিল গো বুকে।
মৃত্যুকালে না পারিনু দেখিতে বাপ মাকে ॥
সেই যে এস্যাচি না গেলাম অদ্যাবধি।
ঘুচিল বাস্থড়ে যাওয়া বিধি হল বাদী ॥
দুর্বলের বিষাদে বৃক্ষের ঝরে পাত।
প্রিয়া বোলে প্রবোধ করিল নরনাথ ॥
ভানুমতী রাজরানী রঞ্জাকে কোলে করি।
অন্তঃপুরে গেল শেষে শোক পরিহরি ॥
প্রাণের অধিকা রঞ্জা অনুজ ভগিনী।
অনেক আশ্বাস কৈল ভূপাল ঘরণী ॥
এখানে মাহুদ্যা পুন মহীনাথে কয়।
নতি কর‍্যা বহুত লোচনে নীর বয় ॥
যদি বলো আপনি আমাকে দেশে যেতে।
নিবেদি যে কর্ম না হবে আমা হতে ॥
আর দেশে না যাইব ওহে মহাবল।
আন্তিকে রব তব যোগাইয়া জল ॥
শান্তমূর্তি দয়াশীল সদাই আপনি।
নৃপতির প্রধান নরেন্দ্র চূড়ামণি ॥
মহীধর মাহুদ্যার দেখে কাকুবাদ।
পাত্র করে রাখে দিয়ে অনেক প্রসাদ ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায় ॥১৯॥

[প্রথম পালা সমাপ্ত]

[দ্বিতীয় পালা]

দৈবে হল মহামদ গৌড়ের পাতর।
নিরবধি নেস্ত ভার দিলা নৃপবর॥
আর দিলা আজ্যগ্য (?) উত্তম সজ্জা করি।
পটুকা পামরি পাগ সোণাধারা জরি॥
হাটক হীরার হার হেমান্বিত হয়।
বাজুবন্দ বলয় বসন পট্টময়॥
আনন্দের অবধি নাই অনুদিন গেল।
নৃপতির পুষ্যাভিষেকের কাল হল॥
লোক দিয়া লঘুগতি লেখিয়া লিখন।
দেশে দেশে রাজাগণে দিলা নিমন্ত্রণ॥
সমাচার মাত্রে সে যে সদনে সত্বর।
গৌড়ে আইল গৌড়ের ভেটিতে গৌড়েশ্বর॥
জনে জনে নাম ধাম করিয়া জিজ্ঞাসা।
সমাদরে তা সবারে লএ দিল বাসা॥
জিজ্ঞাসায় জানিল মাহুদ্যা মহীক্ষিপ।
আসে নাই সোমঘোষ ঢেকুরের নৃপ॥
মাহুদ্যার মহাক্রোধ জন্মিলা অন্তরে।
না পাসুরে নৃপে কয় অভিষেক পরে॥
আমি যার খাই তার অবশ্য করি কার্য।
উচিত কহিতে চাই ওহে নৃপ আর্য॥
অঙ্গ বঙ্গ অবধি আছয়ে রাজা যত।
তথ্য জানি তারা সবে তোমা অনুগত॥
সমাচার পাবা মাত্রে সন্তোষ হইএ।
সদন সাক্ষাতে দেখ সবে আইল ধেএ॥
হেদে বেটা সোমঘোষ আভীর নন্দন।
না আইল তব আজ্ঞা করিল লজ্ঘন॥
মৃত্যু তুল্য মহতের আজ্ঞা ভঙ্গ হলে।
এ দুঃখ আমার চিত্তে দগদগ জ্বলে॥

সে বেটার পূর্বাপর জানি সব তত্ত্ব।
গৌড়ে ছিল তোমার তাতের হয়ে ভৃত্য ॥
গোরক্ষা করিত সদা বেতন ব্যতীতে।
সন্ধ্যা হলে সেরেক তণ্ডুল পেতো খেতে ॥
দৈবে ক্ষিতিনাথ খাজনা সাধিতে তাহারে।
পাঠাইলা কৃপাযুত হইএ ঢেকুরে ॥
কিন্তু কপালের কথা কিরূপ তা জানি।
শুনেচি সেখানে রাজা হয়েছে আপনি ॥
এখন তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে বেটা।
মরি মরি মনস্তাপ মহীপাল টুটা ॥
ভৃত্য হয়ে ভর্তাকে যে না রাখয়ে ভয়।
দেখ বুঝে দণ্ড তাকে দিবা যুক্তি হয় ॥
শুনে কোপে কম্পবান হল গৌড়েশ্বর।
কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥
জবালাল সমতুল্য যুগল নয়ন।
গোঁপে তা দিয়া করে গভীর গর্জন ॥
আমার আদেশ লঙ্ঘে এত অহঙ্কার।
জনেক লোক যেয়ে মাথা কেটে আন তার ॥
রাজাগণ কোপ দেখিয়া রাজার।
কলরোল করে উঠে করে মারমার ॥
সাজ রে সাজ রে সাজ যাইব ঢেকুর।
ক-মন্তরে গোঁপের করিব দর্পচুর ॥
সলম্ফে নিশানদার নিশান ফুঁকুরে।
ধায়াধাই পড়ে গেল গৌড় নগরে ॥
অভিষেকে এসেছিল ভূপাল যাবন্ত।
সাজিয়া চলিল সবে সমরে দুরন্ত ॥ অত্র ভনিতা ॥২০॥

অতিশয় ত্বরিতে চাপিয়া করিতে
আগুদলে চলিল পাএ।
কোকনদ যুগলে কোকনদ সমতুল
কোপে অতি কাম্পাইয়া গাএ॥
চলিল কর্ণাট করিয়া কাট কাট
ত্বরগতি অনীকিনী সাথে।
তার পাছু সামন্ত নৃপতি দুরন্ত
ধাইল শরাসন হাথে॥
কোচের ভূপতি আরোহণে যূথপতি
সঙ্গতি নাথ দুই সেনা।
লইয়া নিজ দল চলিল হরিপাল
কলিঙ্গ কত বীর রানা॥
বীর চান্দ বরাভূঞা চলিল যাচিমুঞা
শির পর রচিয়া পাগে।
ধরিয়া ধনুঃশর চাপিয়া হয়বর
শিখর ধাইল বেগে॥
কাউর তেলেঙ্গ তুঙ্গ মানস বঙ্গ
দ্রাবিড় মগধ ভোট।
বারেন্দ্র বেগে ধায় সাঁজোয়া দিয়া গায়
পেটিতে ঢাকিয়া পেট॥
কর্ণসেন নৃপবর ময়নায় ঘর
তাহার তনয় চারি।
সনাতন সুবল বিজয় কমল
চলিল কোলাহল করি॥
গজপতি গর্জ্জিয়া চলিল তর্জ্জিয়া
সহ তার কত শত কোল।
মল্ল শল্লিপুরে চলিল কত ঝুরে
কোপে ধায় কর্পূর ধবল॥
এককালে বাদ্য বাজে কত পদ্য
তিগেতিনী ডিমি ডিমি ডম্ফ।

গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ ধিকতাং ধাঁ ধাঁ
আকতাং আঠু জগঝম্প ॥
কাড়া করে ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢ্যাম করে ঢেঙ্ ঢেঙ্
ঢ্যাং ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢঙ্ ঢোলে ।
মৃদঙ্গ ধৈতা তাধৈ ধৈতা
থৈ থৈ থৈ থৈ রোলে ॥
অশ্বের দড়বড়ি দাঁতের কড়কড়ি
বারণ বৃংহিত তায় ।
সেনার নিঃস্বনে লোকের হেন মনে
প্রলয় হইল প্রায় ॥
হইয়া নিকুর বেড়িল ঢেকুর
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ।
নিদান কারণ অনাদি চরণ
স্মরণ করিয়া মনে ॥২১॥

দূত মুখে সোম ঘোষ শুনে অবান্তর ।
কাতর হইল ভয়ে কাঁপে কলেবর ॥
কেবল ভরসা তার দেবী দশভুজা ।
যাঁর কৃপা হইতে সে ঢেকুরের রাজা ॥
তাঁহার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে ।
করপুটে স্তুতি তাঁকে করে সকরুণে ॥
বল করে চড়ে যান গৌড় নৃপবর ।
হের মা নয়ন কোণে হয়েছি কাতর ॥
তোমা বিনে আমার নাহিক অন্য কেহ ।
দয়া করে দয়াময়ী পদছায়া দেহ ॥
আমার ভরসা মাত্র অভয় চরণ ।
হাতের হেতের হয়ে হান সেনাগণ ॥
কৃপা কর কিঙ্করকে কলুষ নাশিনি ।
করাল বদনা কালী খর্পর ধারিণি ॥

খড়্গহস্তা খরতরা ক্ষুর (অস্ত্র) ধরি।
নখে খণ্ড খণ্ড ক্ষিপ্র কর ক্ষেমঙ্করী॥
গজারিবাহিনী গৌরী গিরীন্দ্রনন্দিনী।
গড় রক্ষ গুণান্বিকা গণেশ জননী॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা কর চিত্তের আনন্দ।
ভয় পেয়ে ভব জায়া ভাবি পদ দ্বন্দ্ব॥
গজসৈন্য গর্জ্জিছে গলার শব্দ ঘোর।
বাসুলী বারণ কর বপু কাঁপে মোর॥
ছাম্বালে ছদ্মতা ছাড় ছয় নয় করি।
বাহু দণ্ডে প্রবেশ করিয়ে বধ বৈরী॥
হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল যে কালে।
দিগম্বরী রূপে রক্ষা আপনি করিলে॥
সেই মত দাসে রক্ষ ধর নিজ খাণ্ডা।
আমা হেতু আজ রণে উর উগ্রচণ্ডা॥
নচেৎ নিস্তার নাই নিবেদি গো তারা।
ত্রাণ কর তূর্ণ মোরে ত্রিভুবনসারা॥
স্তুতিয়ে তাহারে তুষ্টা হয়্যা ত্রিদিবেশী।
অম্বরে উরিয়া কন অট্ট অট্ট হাসি॥
ওরে বাছা সোমঘোষ শুন মোর ভাষ।
অনুকূলা আছি আমি দূর কর ত্রাস॥
যাও যুদ্ধ কর গিয়ে কিসের ভাবনা।
তুমি লক্ষ্যে থাক আমি বিনাশিব সেনা॥
জান সত্য আমি অনুকূলা থাকি যাকে।
শক্রাদি দেবতা দেখে ভয় করে তাকে॥
কি করিতে পারে কোন তুচ্ছ গৌড়পতি।
সানন্দে সংগ্রামে সাজাহ লইয়া ছাতি॥
ভবানীভাষণে ভয় ত্যজে সোমঘোষ।
রণে সাজে মেঘ সম রবে করে রোষ॥
পরিলেক প্রভাকর প্রভা বীর ধটি।
আস্ফালন করে অঙ্গে মাখে বীর মাটি॥

গর্জ্জিয়া গোপের সুত গোঁপে দেয় তার।
সিংহনাদ ছাড়ে বক্ষে করে হুহুঙ্কার॥
কাল তুল্য কোপে দন্ত কড়মড় করে।
কাঁপিতে কাঁপিতে রণ টোপ নিল শিরে॥
সাজ্যা গায় মোজা পায় ভালে অর্ধ চন্দ্র।
মর্ত্ত্যে সুরত কি বা স্বর্গে বা কি ইন্দ্র॥
আয়ুধ আসার ইনি লইল ইষ্বাস।
কালপৃষ্ঠ কলম্ব কৃপাণ চন্দ্রহাস॥
অন্য অস্ত্র অনেক লইল দেখে খর।
লম্ফ দিয়া চলিল চলিএ হয় নর॥
সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে।
জয় ঘণ্টা জয় ঢাক জয় তূরী বাজে॥
গোয়ালা সাজিল কত নাহি তার লেখা।
নৃপতির লস্কর নিকটে দিল দেখা॥ অত্র ভনিতা॥২২॥

অভিমুখ অবংসে হইয়া দড়বড়।
দুই দলে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড়॥
অম্বরে অম্বিকা অষ্ট নায়িকা সহিতে।
আয়োধন দেখিতে উরিলা সিংহরথে॥
নৃপসেনা রোষে ঘোষে বেড়ে বীর দাপে।
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ এড়ে এক চাপে॥
সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয়।
অঙ্গে ঠেকে সে সব হইল চূর্ণময়॥
তা দেখিয়া নৃপসৈন্যে লাগিল টাটক।
কালীজয় বোলে নাচে ঘোষের কটক॥
বেড়িলেক চারি আনি হইয়া নৃপদলে।
নিম্নাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে॥
তুরগ দাবিয়া ঘোষ তরোয়ার উর্য্যা।
কেটে চলে ক্রোধ ভরে কাট কাট কর্য্যা॥

লম্ফ দিয়া জটে গিয়া ধরে বাহুবলে।
একচোটে মাহুত সহিত কেট্যা ফেলে॥
সাজোয়ান সারেঙধর যা পায় সাক্ষাতে।
নির্দয়ে নির্ঘাত চোট চোটায় দুহাতে॥
কার কার চরণ নাসিকা গেল কাটা।
হস্তপদ গেল কারও হলো খোঁড়া ঠুটা॥
কেহ করে মরি মরি কেহ করে হায়।
পেট কাটা গেল কারো পট্টিশের ঘায়॥
কার গেল দন্ত ওষ্ঠ কার গেল দাড়ি।
ব্যথায় ব্যথিত কেহ ভূমে যায় গড়ি॥
তা দেখিয়া ত্রাসে কেহ তৃণ দন্তে করে।
রাখ রাখ রাখ বীর না মারিস মোরে॥
কবন্ধকদম্ব আর ছিন্নমুণ্ডচয়।
রণস্থল একাকার রক্তে নদী বয়॥
ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল ভূপতির দল।
জয়ী হইল যুদ্ধে সমঘোষ মহাবল॥
সাংযুগীনে সেবক সংগ্রামে হল দেখা।
হেরি রোহে অট্ট অট্ট হাসেন কালিকা॥
কর্ণসেন স্থত চারি সবে তেজঃপুঞ্জ।
গেল নাই জন্য ত্যেজে যুঝে হয়ে যুঞ্জ॥
স্থবল বিজয় আর কমল সনাতন।
ঘোষে করে চারি জনে বাণ বরিষন॥
শেল শূল মারে কেহ কেহ গুলি তীর।
নির্ঘাত বাজিয়া অঙ্গে নিকলে রুধির॥
কৈল যুদ্ধ যেরূপ কহিব তার কিবা।
কিন্তু সোমঘোষে সদা অনুকূল শিবা॥
তেজের কি ত্রুটি তার চরণ আশিসে।
সহ্যি না করিতে পার্য্যা রুষে গেল শেষে॥
তরসিয়ে তরোয়ারে মুঠে ধরে এঁটে।
একচোটে চারিজন ফেলিলেক কেটে॥

তা দেখে নায়িকা সহ হইয়া সন্তোষে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা গেলেন কৈলাসে॥
না পারে খণ্ডিতে লোক যে থাকে কপালে।
কর্ণসেন অপুত্রক হন বৃদ্ধকালে॥
প্রাণ লয়ে পলাইয়ে আল্য যারা যারা।
গৌড়ে এসে সমাচার দিল তারা তারা॥
শুনিয়া ঘোষের দর্প সরিৎপতিসুত।
বাক্য না নিঃসরে মুখে হল স্তব্ধ কত॥
অপর কাহিনী কিছু শুন বন্ধুগণ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥২৩॥

দৈবে এসে এক ভৃত্য কর্ণসেনে দিল তত্ত্ব
শুন ময়নার অধিকারী।
ঢেকুরে ঘোষের সনে পড়েছে সম্মুখ রণে
তোমার তনয় চারি॥

এতেক ভৃত্যের মুখে।
শুনে রাজারানী শোকে॥
কেশবাস নাহি বান্ধে।
ভূতলে লোটায়ে কান্দে॥
করাঘাত মারে বুকে।
উচ্চৈঃস্বরে ঘন ডাকে॥
কমল ওরে সনাতন।
আস্থ আস্থ বাপধন॥
তোমা সবাকার মুখ।
না দেখে বিদরে বুক॥
এ ঘর বসতি মোর।
দিনে হল অন্ধকার॥
বৃদ্ধ কালে বাপ মায়।
ত্যজিতে উচিত নয়॥

পালন করেছি ক্লেশে।
পালন করিবে শেষে॥
এই মনে ছিল আশ।
করিলে তাহা নৈরাশ॥
রাজরাণী এই মত।
ক্রন্দন করিছে কত॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গাঅ।
সদা সখা বাঁকুড়ারায় ॥২৪॥

বাপে হতে মায়ের তনয়ে বাড়া স্নেহ।
দিবারাত্রি রানীর নয়নে ঝোরে লোহ॥
পুত্র শোক সম দুঃখ নাহি ভূমণ্ডলে।
বরঞ্চ মরণ ভাল মিটে এককালে॥
দারুণ বিধাতা যাকে প্রতিকূলাচারে।
শাখা মূল শুদ্ধ তার সকল সংহারে॥
চারি পুত্র মোল সেনের চারি বৌ শেষে।
অনুমৃতা হল তারা স্বামীর উদ্দেশে॥
পুত্রবধূ শোকে রানী ব্যথিত অন্তরে।
পরান ত্যজিল তার কতদিন পরে॥
জায়া পুত্রবধূ মল্য সব দেখে শূন্য।
বিকল হইল বড় সেন নৃপ মান্য॥
কহেন কপালে বিধি এই লেখা ছিল।
সংসারের সব স্থখ এক কালে ঘুচিল॥
তবে আর আমার কি কাজ গৃহাশ্রমে।
কৃষ্ণ ভজি মিথ্যা কেন ভ্রমি মনোভ্রমে॥
কি কাজ রাজত্বে বৃথা কার তরে করিব।
যার রাজ্য তাকে দিয়ে তীর্থে চলে যাব॥
এতেক বলিয়া সেন ত্যজি রাজ্য দেশ।
হরি বলে চলে হয়ে বৈষ্ণবের বেশ॥

সোনার ময়না পুরী রহিল পড়িয়া।
অনুরাগে যান সেন উদাসীন হইয়া॥
স্থানে স্থানে রয়ে পথে ভৃত্য সমিভ্যারে।
কতদিনে উপনীত গৌড় নগরে॥
বরাসনে বারামে বসেছে বসুপতি।
হেনকালে সেন গিয়ে করিল প্রণতি॥
শ্রদ্ধা করে সমাদরে ধরে তার হাতে।
এস বল্যা বসাইল আপন সাক্ষাতে॥
করুণে কাশ্যপী কান্ত করেন জিজ্ঞাসা।
কহ ভাই কর্ণসেন কেহ হেন দশা॥
সেন কন কি আর জিজ্ঞাসা কর রায়।
কপালের কথা কিছু কহা নাহি যায়॥
ঢেকুরে ঘোষের সনে যুঝে চারি সুত।
সম্মুখ সংগ্রামে তারা সবে হল হত॥
চিত্তচিন্তা সুচরিতা ছিল বধূ চারি।
অনুমৃতা হলো তারা অগ্নিকুণ্ড করি॥
তার সবার শোকে তার কত দিন বই।
জায়া মল হেন দশা হল শুন কই॥
সংসারের যত সুখ ঘুচিল সকল।
হেন জন নাহি কেহ মুখে দেয় জল॥
নির্বাচিয়া ভেবে গুণে বুঝে এই চিত্তে।
তোমার সাক্ষাতে এলাম বিদায় হইতে
লহ আপন রাজ্য দেহ অন্যজনে।
কিন্তু যেন পীড়িত না হয় প্রজাগণে॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর ব্যথা পেয়ে চিত্তে।
কর্ণসেনে প্রবোধ করেন কথা হিতে॥
কত শত হিত বুঝাইয়া তার পরে।
সভা হতে উঠে যে গেলা অন্তঃপুরে॥
জায়ার সহিত যুক্তি করে সংগোপনে।
রঞ্জার বিবাহ আজ দিব কর্ণসেনে॥

বুড়া বর বলে পাছে মহামদা শুনে।
মফঃস্বলে ডাকাইলা পুরোধা ব্রাহ্মণে॥
লুকাইয়া নিভৃতে গৌড়ের অধিপতি।
কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন রঞ্জাবতী॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
বেলডিহা গ্রামে ধাম বাঁকুড়ারায় সখা॥২৫॥

পৃথ্বীপতি পরাহেতে পড়িল সম্মুখে।
বার দিয়া বরাসনে বসিলা কৌতুকে॥
দূরে হতে চামর ঢুলাঅ ভৃত্যগণ।
বাজে বাদ্য বীণাদি সুতান বিলক্ষণ॥
ভূপাসনে ভূপের দক্ষিণে সেন বসে।
হেন কালে মহাপাত্র উপনীত এসে॥
পাত্রে দেখে পৃথ্বীনাথ আস আস বল্যা।
অন্যদিন হইতে বাড়া সমাদর কৈল্যা॥
পূর্ব্বাপর রূপে ভূপে করিয়া প্রণামে।
সেনে দেখে আক্রোশে বসে বামে॥
ভগ্নীর বিবাহবার্ত্তা শুনে লোক মুখে।
সুখ নাই মনে কিছু তনু দগ্ধা দুঃখে॥
হেট মাথা হয়ে কয় কর্যা পুটকর।
নিবেদন করি কিছু ওহে নৃপবর॥
উচিত কহ না হবে আদেশ আমার।
শুনি নাকি সেনে বিভা দিয়াছ রঞ্জার॥
রাজা কয় মিথ্যা নয় মূল কর্ম্মসূত্র।
অতএব দিয়াছি বিভা শুন ওহে পাত্র॥
বিচারে বুঝেছি সেন কুলে শীলে ভাল।
ধনে মানে রূপে গুণে ধরাতলে আল॥
সেনে যত প্রশংসা করিয়া কয় ভূপ।
মাহুদ্যার দ্বিগুণ হতেছে তাতে দুখ॥

ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পারে।
ভাবুটী করিয়া কিছু কয় কুমন্ত্রণা করে ॥
বড়ই বিরুদ্ধ দেখি খলের অন্তর।
কদাচিৎ বিচার না করে আত্মপর ॥
সেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাড়ি।
মনে মনে করে বেটা দাগাবাজ বড়ি ॥
আমার ভগ্নীকে বিভা করিলে হে পাল।
এখনে ইহার দিব সমুচিত ফল ॥
ভেবে এত ভূপে কয় ভাষি এক উক্তি।
একত্রে আসনে বসে অপুত্রক ব্যক্তি ॥
যার অঙ্গ পরশে অসংখ্য হয় পাপ।
তার সঙ্গে কর তুমি কি বুঝে আলাপ ॥
এখন তোমার আমি এক সের খাই।
আবশ্যক উচিত কহিতে এবে চাই ॥
জন্মে জন্মে যদি থাকে পুণ্যের প্রকাশ।
অপুত্রক দরশনে তৎক্ষণে বিনাশ ॥
এত শুনে রাজা গেল সভা হতে উঠে।
যোএ পেয়ে মহামদা সেনে কয় এটে ॥
সেনভায়া স্বসাপতি হলে কি আমার।
তবে যে করিতে হয় লৌকতা তোমার ॥
অন্য আর এতক্ষণে উচিত আছে কি।
যাহ গো সম্প্রতি মুখে চূণ কালি দি ॥
পশ্চাৎ সঙ্গত বুঝে করিব সুন্দর।
সেন কন আছি করবশে বরাবর ॥
জ্বলন্ত জ্বলন সম শুনে গেল জ্বলে।
কোপে সেনে গালি দেয় কটু কথা বলে ॥
হেঁরে বেটা আঁটকুড়া লজ্জা নাহি তোর।
বৃদ্ধকালে বিভা কৈলি পিতৃস্বসৃতা মোর ॥
মূল কথা মন দিয়া শুন তোরে বলি।
তদবধি আমার চক্ষের তুই বালি ॥

বলহীন বসিলে উঠিস হাঁটু ধরে।
কি আছে কপালে তোর কালি যাবি মরে॥
তুই বৃদ্ধ তোকে আর কি করিব নিন্দা।
কিন্তু তথ্য রঞ্জাবতী হইবেক বন্ধ্যা॥
সেন কন মহাপাত্র ভাল না কহিলে।
কথায় কি হয় হবেক কপালে থাকিলে॥
পুনরপি মহামদা কহে করে ক্রোধ।
নচ্ছার পাগল তুই তোর অল্প বোধ॥
বৃদ্ধ বন্ধ্যা দুজনার সঙ্ঘটন যার।
কি জানিস দেখ বুঝে কপাল কোথা তার॥
ছি ছি ওরে ছোঁছা ভেড়া ছার তোর জীবনে।
লোক মাঝে লাজে মুখ দেখাবি কেমনে॥
অহংকার এতেক আমার বুকে বসে।
বিবাহ করিলে ভেড়া যুক্তি না জিজ্ঞাসে॥
ভূপতিকে বলিস করিয়া ভারি ভূরি।
এখন কেমন তার প্রতীকার করি॥
সেন কন মহাপাত্র মোরে এত কেন।
দোষ না বুঝিয়া রোষ কর পুনঃপুনঃ॥
শুনিয়া সেনের কথা মহামদা দুষ্ট।
সহিতে না পেরে হল অতিশয় রুষ্ট॥
কোপে কাঁপে কাশ্যপী উরে কর রেখে।
তর্জন গর্জনে কয় নিশাচরে ডেকে॥
আদেশ আমার রাখ ইহা ছার কে।
ঘাড়ে ধরে হেথা হতে দূর করে দে॥
শচীবাক্য শুনে তবে ধাইল সত্বরে।
রেখে এল কর্ণসেনে নগর বাহিরে॥
এথা অন্তঃপুরে রঞ্জাবতী পাইল সমাচার।
মহামদ সেনেরে করেছে তিরস্কার॥
দাসী সঙ্গে করি রঞ্জা অতি শীঘ্রগতি।
সেনের সাক্ষাতে এসে হল উপনীতি॥

লজ্জা পরিহরি কান্ত প্রতি কিছু ভাষে।
শুন প্রাণনাথ চল যাই নিজ দেশে॥
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিলেক আমারে।
ফিরে আর এ মুখ না দেখাইব তারে॥
দোষ বিনা তোমার করিল তিরস্কার।
যদি কৃষ্ণ চান কথা কহিব ইহার॥
শুনিয়া কান্তার কথা সেন গুণবান।
আপনার নিজ দেশে করিল পয়ান॥
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিয়াছে রঞ্জাকে।
শোক শেল সম মোর পশে আছে বুকে॥
বার ব্রত বিস্তর করিল যজ্ঞ যাগ।
পূজা কৈল পুরস্থ যতেক দেবভাগ॥
না হইল তনয় তথাপি ভাবে ব্যথা।
হেনকালে সামুলাসুন্দরি আইল তথা॥
পিতৃস্বসাপুত্রী তার বয়সে প্রবীণা।
উপরোধ অনেক করিলা অভ্যর্থনা॥
বরাসনে বসাইয়া বলে বাক্য যোগ্য।
দিদি এলে আমার ভবনে বড় ভাগ্য॥
নিবেদি যতেক দুঃখ মনে মোর আছে।
না কহিয়া তোমাকে কহিব কার কাছে॥
ভাই হয়ে মাহুত্যা দিয়েছে বন্ধ্যাবাদ।
জর জর হৈল তনু জীতে নাহি সাধ॥
বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবার্চন।
কিছু না করিল সিদ্ধ কিসের কারণ॥
জানি তুমি জাতিস্মরা ত্রিগুণশালিনী।
তাতে হও অনাথের আথের আমিনী॥
তোমা হইতে পাইব ইহার উপদেশ।
সামুলা কহেন শুন তবে সবিশেষ॥
প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভু ধর্মরাজ।
সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ॥

আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি।
নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বন্ধ্যা পুত্রবতী॥
অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয়।
সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয়॥
শুনি এত সত্য কয় সানন্দিতা রঞ্জা।
কে কোথা পেয়েছে পুত্র করে তার পূজা॥
সামুলা কহেন শুনে সমুদয় বার্তা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবি বিশ্বকর্তা॥২৬॥

হরিচন্দ্রের পালা

হরিমুখি শুন হরিচন্দ্র উপাখ্যান।
অমরা নগরে ঘর অতি পুণ্যবান॥
প্রতিদিন আচারপূত পরম বৈষ্ণব।
বাসব কুবের জিনি বিস্তর বৈভব॥
রাজার ভার্যার নাম রানী মদনাবতী।
বয়স বহিল তবু না হল সন্ততি॥
স্ত্রী পুরুষে দুঁহে দুঃখ ভাবে দিবানিশি।
পুত্রহীন ব্যক্তি হয়ে প্রেতলোকবাসী॥
আত্মজ বিহনে আত্মা অকারণে রাখি।
পরকালে পুত্র বিনে পার নাহি দেখি॥
এইরূপ আক্ষেপ করয়ে রাজরানী।
অতঃপর শুন রঞ্জা অপূর্ব কাহিনী॥
একদিন হরিচন্দ্র উঠিয়া প্রভাতে।
হেমঝারি হাতে করি যায় হরষিতে॥
হেনকালে হাড়িনী হইয়া অভিসার।
সকালে উঠিয়া করে গৃহ সংস্কার॥
রাজাকে দেখিয়া চক্ষে ঢাকয়ে বসন।
উচ্চৈঃস্বরে স্মরে রাম কৃষ্ণ নারায়ণ॥

আঁটকুড় রাজার দেখিনু আজ মুখ।
বিফলে যাবেক দিন বড় পাব দুখ॥
না পাইব অন্নজল দিবস লঙ্ঘন।
পাপ হল পাপিষ্ঠের প্রত্যূষে দর্শন॥
হরিচন্দ্র এত শুনে হাড়িনী বদনে।
আপনাকে অত্যন্ত অধম করি মানে॥
অতিশয় আধি পেয়ে অন্তঃপুরে গেল।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা রানীকে কহিল॥
মদনা এতেক শুনে মনহিত ভাষে।
কান্ত চল কাননে কি কাজ রাজ্য দেশে॥
অকারণে ইহকাল করিলে বঞ্চন।
পরকালে পাবে ভজ শ্রীনন্দনন্দন॥
ভার্যার ভাষণ ভূপ ভেবে দৃঢ়চিত্তে।
সমর্পণ কৈল্য রাজ্য করে পাত্র মিত্রে॥
ত্যজিয়া সুখাদি ভোগ তনয় বিহনে।
প্রবেশ করিল দোঁহে দুর্গম কাননে॥
রঞ্জাবতী কহে দিদি কহ তার পরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে॥২৭॥

সামুলা কহেন পুন শুন ওগো রঞ্জা।
কত কাল কাননে ভ্রমিল রানী রাজা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল বল্লুকার তীরে
মার্কণ্ডেয় মুনি তথা ধর্মপূজা করে॥
আনন্দে মগন হয়ে শিষ্যগণ সঙ্গে।
নানা উপচার দিয়ে নৃত্য গীত রঙ্গে॥
পূজা সেরে সূর্যে শত অর্ঘ্য দিয়া দান।
নতি করে নিরঞ্জনে নিজস্থানে যান॥
হেনকালে হরিচন্দ্র হয়ে যোড়হাতে।
পড়িল মুনির পায় মদনা সহিতে॥

অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া দোঁহাকারে।
উপজিল দয়াধর্ম মুনির অন্তরে ॥
জিজ্ঞাসা করেন অতি করিয়া যতন।
কে তুমি আমার কেন ধরিলা চরণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে কয় কাশ্যপীর কান্ত।
আমার দুস্খের কথা নিবেদি যাবন্ত ॥
কৃষ্ণ মোরে দিয়েছেন সকল সম্পূর্ণ।
না দিলেন তনয় তাপিত সেই জন্য ॥
সেই হেতু সুখভোগ ত্যজিয়া সকলি।
স্ত্রী পুরুষে কাননে ভ্রমণ করিয়া বলি ॥
দৈবাৎ এলাম এই বল্লুকার কূলে।
তোমার সহিত দেখা হল ভাগ্যফলে ॥
এখন আমার এই উপজিল মর্মে।
পরকাল পেতে চাই পূজিব শ্রীধর্মে ॥
মুনি কন মহৎ করেছ মনে আশ।
তুমি ধন্য ধর্মভক্ত ধরায় প্রকাশ ॥
সংসার অসার সবে আদ্য সেই ধর্ম।
পরাৎপর প্রধান পুরুষ পর ব্রহ্ম ॥
সেবিতে তাহার পদ করেছ বাসনা।
ত্রিভুবনে দিতে নাই তোমার তুলনা ॥
বিধান বলিএ শুন নিবেশিয়া চিত্ত।
করিবে যেমন দান ক্রিয়া নিত্য নিত্য ॥
অনেক করিবে ক্লেশ নাহিক অবধি।
ত্যজিবে আসন তৈল তাম্বূল অবধি ॥
নাই তার কর পদ নাই তার অন্ত।
ধবল কেবল আভা ধ্যানেতে উপান্ত ॥
নিরাকার সাকার পুরুষ সনাতন।
ঈশ্বর সত্তার পর উল্লূক বাহন ॥
উপদেশ পেয়ে সুখী হয়ে রানী রাজা।
আরম্ভিলা বল্লুকায় অনাদ্যের পূজা ॥

অনাহারে স্ত্রী পুরুষে দোঁহে দিবারাত্রি।
কায়জ কামনা করে ক্লেশ করে কতি॥
চতুর্দিকে অনল করিয়া প্রজ্বলিত।
উর্ধ্বপদ অধশিরে রহে অবিরত॥
অঙ্গ হইল অবসন্ন অশন বিহনে।
তথাপিহ তবু চিত্ত মগ্ন তাঁর চরণে॥
প্রত্যহ পূজার পরে অর্ঘ্য দান স্বরে।
নৃত্য করে রাজা রানী উর্ধ্ববাহু করে॥
ভাবে হয় বিমহিত ভূমে গড়ি যায়।
দাতা কৃষ্ণ কোথা বলে কাঁদে উভরায়॥
ক্ষণে বলে জয় জয় জয় নিরঞ্জন।
অপুত্রকে পুত্র দেহ পতিতপাবন॥
এইরূপে আরও স্তুতি করিল বিশেষ।
না হইল প্রভুর তথাপি প্রত্যাদেশ॥
পুনরপি রাজারানী অর্ঘ্য নিল হাতে।
উদ্দেশে অর্পণ কৈল অখিলের নাথে॥
করুণা করিয়া কয় চক্ষে বয় ধারা।
দেখ ওহে দয়াময় প্রাণ ত্যজি মোরা॥
এত বলে প্রণমিয়া প্রদক্ষিণ কায়।
নিরমিয়া চন্দ্রবাণ ঝাঁপ দিল তায়॥
ক্ষুরের সমান ধার অতি খরশান।
পড়িবা মাত্রেতে অঙ্গ হল দুই খান॥
তথাপিহ পুত্রবর মাগে দুই জনে।
উচ্চৈঃস্বরে স্মরণ করয়ে সনাতনে॥
রঞ্জাবতী বলে দিদি কিবা হল তার।
শুনিয়া অন্তরে ভয় হইল আমার॥
সামুলা কহেন রঞ্জা শুন তারপর।
প্রভুর চরিত্র কথা পীযূষলহর॥
রাজারানী দোঁহে হেথা ত্যজিল জীবন।
বৈকুণ্ঠে প্রভুর হোথা টলিল আসন॥

ভক্তের অধীন সদা ভকতবৎসল ।
হনুমানে কন তবে হইয়া বিকল ॥
আজ কেন অকস্মাৎ ওরে বাছা হনু ।
না সহে উলূক ভার কাঁপে মোর তনু ॥
বেওরা করে ইহার কহিবে সব বার্তা ।
কোন ভক্ত সঙ্কটে স্মরণ করে কোথা ॥
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান করে মনহিত ।
করপুটে করতারে কহিলেন যত ॥
ভক্তের মরণ শুনি মারুতির মুখে ।
বাষ্পজলে পূর্ণ আঁখি ব্যস্ত হইলা শোকে
পাইয়া হৃদয়ে ব্যথা প্রভু মায়াধর ।
হরিচন্দ্রে সদয় হলেন দিতে বর ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
ধরামর রূপে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥২৮॥

ব্রহ্মচারী বেশ ধরি উলূক আরোহণ ।
বল্লুকার কূলে এসে দিলা দরশন ॥
মদনা সহিত ঝাঁপ দিয়ে চন্দ্রবাণে ।
হরিচন্দ্র পরান ত্যজেছে যেই থানে ॥
না কহিতে সময় বুঝিয়া হনুমান ।
বল্লুকার জলে লয়ে করালেন স্নান ॥
পদ্ম হস্ত প্রভু তার দিয়ে প্রতি অঙ্গে ।
রাজা রানী উঠিল পরান পেয়ে অঙ্গে ॥
প্রভুকে সাক্ষাতে দেখে প্রমোদে অমনি ।
স্তুতি করে হরিচন্দ্র লোটায়ে ধরণী ॥
বহুদিন দোঁহাকার বাঞ্ছা ছিল মনে ।
আজ লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিনু নয়নে ॥
প্রাণ দান দিলে যদি প্রভু পরাৎপর ।
পুরহ বাসনা মোর দিয়ে পুত্রবর ॥

ধর্ম কন ধেয়ে শুন বর যদি লবে।
কহ তবে পুত্র হলে আমাকে কি দিবে॥
অচলা ঈশ্বর কন এই পদ সার।
আমি কি কহিব কহ কি ইচ্ছা তোমার॥
পুনরপি প্রভু কন পার যদি তবে।
পুত্র হলে দ্বাদশ বৎসরে বলি দিবে॥
বচনে বসুধানাথ বারিপূর্ণ আঁখি।
না করে উত্তর কিছু ভাবে হএ দুঃখী॥
মদনা তখন কন মহারাজ শুন।
পুত্র হলে দিব বলি ভাব তার কেন॥
দ্বাদশ বছর তাকে বহুদিন আছে।
বর কেননা অঙ্গীকার কে মরে কে বাঁচে॥
শুনেছি সম্যক্ কথা সর্বলোকে কয়।
পুত্রের দেখিলে মুখ পরকাল হয়॥
ভামিনীর ভাষণে ভূপতি দিল সায়।
দিব বলি দেহ বর প্রভু দেবরায়॥
এত শুনি অনাদি আনন্দ হয়ে বড়।
বর দিলা সে কথা সুন্দর করে দড়॥
মদনা তখন কয় মনহিত বাক্যে।
মৃত বৃক্ষ মঞ্জরে যদ্যপি দেখি চক্ষে॥
তবে মরা বৃক্ষ মঞ্জরিল প্রভুর কৃপায়।
সুখী হল সাক্ষাতে দেখিয়া রানী রায়॥
প্রতি ডালে পুণ্য ফলে প্রতি ডালে ফুল।
ভ্রমর পঞ্চম গায় ভ্রমরী আকুল॥
তা দেখিয়া রাজারানী কহে পুনর্বার।
তনয় হইলে নাম কি রাখিব তার॥
ভূপতির ভাষণে ভাষেন ভগবান।
লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান॥
এতেক বলিয়া প্রভু হল্যা তিরোহিত।
অবিলম্বে ইন্দ্রের সভায় উপনীত॥

বিধি বিষ্ণু অবধি বরুণ বিশ্বনাথ।
শক্র আদি সুরগণে সবে প্রণিপাত॥
শক্রধর নেটে নাচে সুযন্ত্র সুতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুচঙ্গ রসাল॥
মদনে মোহিত লেট্টা ধর্ম্মের মায়ায়।
তাল ভঙ্গ তার হল তিমির আভায়॥
স্বকার্য সাধিতে শাপ প্রভু দিলা তারে।
জনম লভগে বাছা ভারত ভিতরে॥
শাপ শুনে শক্রধর সজল নয়ন।
বিনা অপরাধে শাপ দিলা নারায়ণ॥
তুমি হে ত্রিগুণনাথ ত্রিলোক তোমাতে।
সৃজন পালন ধ্বংস হয় তোমা হতে॥
তুষ্ট হল্যা নিরঞ্জন স্তুতি শুনে তার।
কহেন কিঞ্চিৎ কার্য করহ আমার॥
অমরা নগরে ঘর হরিচন্দ্র রাজা।
উগ্রতপ অনেক করিল মোর পূজা॥
বর দিয়া এসেছি বিয়োগভাবে পূর্ণ।
তুমি তার তনয় হইয়া জন্ম তূর্ণ॥
পূর্ণ হলে দ্বাদশ বৎসর দেবমানে।
রথে করে লয়ে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
এতেক শুনিঞা আরও পুন স্তুতি কৈল।
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ তিরোধান হইল॥
প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠে কৌতুক হয়ে মনে।
নোতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥২৯॥

হেথা রাজা রানী দোঁহে নিজ দেশে আল্য
পাত্রমিত্র প্রজাগণ বহু প্রীতি পাইল॥
সুখের নাহিক সীমা শোক গেল দূরে।
মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে॥

ভূপতি ভবনে আইল ভাবে গদগদ।
ধ্যান করে ঐকান্তিক হইয়া ধর্মপদ॥
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে আরম্ভিল রাজা।
ঘরে ঘরে অমরা নগরে ধর্মপূজা॥
সামুলা কহেন পরে শুন রঞ্জাবতী।
মদনা রাজার রানী হৈল ঋতুবতী॥
স্নানাশুদ্ধ হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে।
সুন্দর করিল বেশ সম্ভোগ লালসে॥
মদনা মদনভাবে হএ মুক্তকেশী।
কৌতুকে কান্তের সনে বঞ্চিলেক নিশি॥
অনাদ্যের আজ্ঞায় আসিয়া সত্বর।
মদনার উদরে জন্ম নিল শক্রধর॥
দুই এক মাস হতে গর্ভ গেল জানা।
সখী সঙ্গে বসে রঙ্গে আনন্দে মদনা॥
হাস্য পরিহাস করে হরষ অন্তরে।
পরস্পর দেখাদেখি করে পয়োধরে॥
এইরূপে তিন চার মাস হতে গত।
পাঁচমাসে পৃথ্বীপতি দিলা পঞ্চামৃত॥
সুখের নাহিক সীমা সাত মাস গেল।
পুরলোক পরস্পর সকলে শুনিল॥
অমরা নগরে হল্য আনন্দ উদয়।
ঘরে ঘরে নৃত্য গীত মহোৎসবময়॥
নয় মাসে নৃপতি লৌকিক ব্যবহারে।
সাধ দিল সুস্থ হেতু সুশস্ত বাসরে॥
সুখে সদা সমুদয় শেষ মাস গেল।
সুতি মাস হতে সুত প্রসব হইল॥
অরিষ্ট আলয় আলো কৈল অঙ্গচ্ছবি।
প্রায় যেন উদয় হৈল এসে রবি॥
তনয়ের তনুরুচি তরুণী দেখিয়া।
ধ্যান করে ধর্মপদ ধরণী লোটায়া॥

কাশ্যপী কায়জের কল্যাণ কারণ।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন কৈল বিতরণ॥
সাদরে সূতিকাষষ্ঠী পূজ্যা ষষ্ঠ দিনে।
নয় দিনে করিল নত্তা লইয়া বন্ধুগণে॥
লয়ে পুরনারীগণ আনন্দ আবেশে।
অরণ্যষষ্ঠীকে পূজে একুশ দিবসে॥
ষষ্ঠ মাসে শশিশুভে স্থতিথিএ সাথ।
আত্মজে ওদন দিল অমরার নাথ॥
অনাদি আজ্ঞায় হরিচন্দ্র গুণধাম।
গ্রহবিপ্রে ডেকে থুল লুহিচন্দ্র নাম॥
পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত হত্যে শুচিপক্ষে।
বিদ্যারম্ভ বালকের কৈল উক্ত ঋক্ষে॥
বিস্তারি কি কব কৈ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ
ষট্ শব্দে স্থন্দর হইল সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
তা দেখিয়া রাজারানী দুহে নিরন্তর।
আনন্দসাগরে ভাসে ভাবে পরাৎপর॥
এইরূপে প্রায় পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর।
সামুলা কহেন রঞ্জা শুন তারপর॥
বিষম ধর্ম্মের মায়া বুঝে কোন জন।
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন॥৩০॥

উলূক অশন আশে।
এসে হরিচন্দ্র দেশে॥
দেখ্যা চূত পত্রফলে।
বসিলা তাহার ডালে॥
অনাদ্যে অর্পিয়া তাকে।
ভক্ষণ করেন স্থখে॥
লুইচন্দ্র শিশুসঙ্গে।
নগরে খেলিছে রঙ্গে॥

গুলতাই কর‍্যা করে।
পক্ষী অন্বেষণ করে॥
দৈবযোগে হেনকালে।
এল সেই বৃক্ষতলে॥
পক্ষবরে হত্যে দৃষ্ট।
হল অতিশয় হৃষ্ট॥
কহে প্রভু হে অনাদি।
যেন এই পক্ষে বধি॥
তবে আমি আর কিবা।
করিব তোমার সেবা॥
এত বলে সেই পক্ষে।
বাটুল মারিল বক্ষে॥
বাজে বজ্র সমতুল্য।
মূর্চ্ছাপন্ন প্রায় হোল॥
প্রস্তুতি জপ্যায়্যা মর্ম্মে।
উচ্চৈঃস্বরে স্মরে ধর্ম্মে॥
সাহসে সস্বনে উড়ে।
প্রভু পদে গিয়া পড়ে॥
ব্যথায় ব্যথিত দেহ।
নেত্রযুগে বহে লোহ॥
করুণে কান্দিয়া কয়।
রাখ প্রভু প্রাণ যায়॥
ধর্ম্ম শুনে এত বলে।
উলূকে করিলা কোলে॥
অঙ্গে অঙ্গ পরশিতে।
ঘুচিল বেদনা রীতে॥
শরীর যে দেখে সুস্থ।
জিজ্ঞাসেন তত্ত্ব ত্রস্ত॥
কহ না কি হেতু দুঃখ।
দেখি তোমার ম্লান মুখ॥

ব্যগ্র হলে এত কিসে।
তা শুনে উলূক ভাষে॥
অমরা নগরে ধাম।
রায় হরিচন্দ্র নাম॥
তাহার তনয় মোরে।
বাটুল নির্ঘাত মারে॥
প্রায় পুণ্য ফলে প্রাণ।
লয়ে আনু ভগবান॥
উলূক এসে শুনে এত।
ধর্ম হৈলা হরষিত॥
স্মরণ হইল চিত্তে।
কহেন বিশেস তত্ত্বে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গায়।
সদা সখা বাঁকুড়ারায় ॥৩১॥

আমি সে বিভোল হএ রয়েছি পাসুরে।
ভাল হল্য ভাগ্যে বাপু দিলে মনে করে॥
সেই হরিচন্দ্র রাজা অপুত্রক ছিল।
উগ্রতপে অনেক কাল আমাক পূজিল॥
কৃপা না করিতে নির্মাইল চন্দ্রবান।
স্ত্রী পুরুষে দোঁহে শেষে ত্যজেছিল প্রাণ॥
শুনিয়া হনুর মুখে সে সব অবান্তর।
দয়া করে দোঁহাকারে দিয়েছিলাম বর॥
মাননা করেছে পুত্রে বলি দিব বলে।
চলনা চপলে যাই আসি গিয়ে ছলে॥
আনন্দিত উলূক এতেক বাক্য শুনি।
পুন কন প্রভু আগে হয়ে পুটাঞ্জলি॥
বিষম তোমার মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিতে পারি ওহে পরাৎপর॥

প্রাণপণে পৃষ্ঠে করে এত কাল বই।
তথাপিহ তব দণ্ডে পার নাহি হই॥
তুষ্ট হইলা উলূকের বাক্যে বিশ্বপতি।
হরিচন্দ্রে ছলিতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
উলূকারোহণ হয়ে অলক্ষ্যে গমন।
হরিচন্দ্র দেশে গিয়ে দিলা দরশন॥
গুপ্তভাবে উলূক রহিলা অন্তশ্চরে।
প্রভু হৈলা উপনীত রাজপুরদ্বারে॥
দুরন্ত রক্ষক ছেড়ে দেয় নাহি দ্বার।
হেলন করিতে নারে হুকুম রাজার॥
পদযুগে প্রণমিল হয়ে পুটকর।
জিজ্ঞাসিল জগন্নাথে যাবৎ অবান্তর॥
ধর্ম কন ধরাপালে সমাচার দেহ।
বল বল্লুকার ব্রহ্মচারী এসেছেন তেঁহ॥
দূত গিয়া দণ্ডধরে দিল সমাচার।
শুনে পুলকে তনু পূরিল রাজার॥
গলায় বসন দিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে।
পড়িল পঙ্কজ পায়ে অবনী লোটায়ে॥
অনেক করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে।
প্রভু বলে পুণ্যোদয় পাপাত্মার বাসে॥
পাদুকার প্রকাশ প্রাসাদে পুরে যথা।
অগ্রে করে অনাদিকে লয়ে গেল তথা॥
বিচিত্র আসন দিয়ে হয়ে গদগদ।
সুবাসিত সলিলে ক্ষালন কৈল পদ॥
পাদোদক লয়ে আগে ভক্ষণ করিল।
মাথে দিয়ে বাহু তুলে নাচিতে লাগিল॥
প্রভু কন পুত্র পেয়ে পাসরেছ পারা।
রাজা কয় সেকি হয় হেন নয় ধারা॥
তব নাম জপি সদা শয়নে স্বপনে।
বিকায়ে রয়েছি পায়ে পাসরি কেমনে॥

হরষিত হয়ে ধর্ম হরিচন্দ্রে কন।
এসেছি তোমার বাসে করাহ পারণ ॥
কালি গেছে একাদশী উপবাসী আছি।
মনে করে অনেক আশায় আসিয়াছি ॥
পূর্ণ করে ক্ষুধা তূর্ণ খেতে যদি পাই।
চতুর্বর্গ চায় যদি তাও দিয়ে যাই ॥
ভূপ ভনে ভাগ্যের নাহিক সীমা আজি।
পাপ জনু পবিত্র হবেক আজি বুঝি ॥
আজ্ঞা কর কি চাই প্রস্তুত করে আনি।
প্রভু কন শুন তবে সমুদয় বাণী ॥
আতপ তণ্ডুল চাই ওদন কারণ।
শাক সব্‌জি কিছু ব্যঞ্জন সাধারণ ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ তাতে প্রীত নয় বাড়া।
না হয় পারণা মোর মৎস্য মাংস ছাড়া ॥
এতেক ভারতী শুনে ভুবীশ্বর ভাষে।
অভাব নাহিক কিছু তোমার আশিসে ॥
যে কিছু কহিলে প্রভু সব দিতে পারি।
কি মাংস তোমার প্রীত বল তাই করি ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা।
কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা ॥৩২॥

ভূপতির ভাব বুঝে ভূলোকেশ কন।
অপর মাংসেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
পুত্র হলে বলি দিব পূর্বে বলেছিলে।
পূর্ণ হয় পারণ তাহার মাংস পেল্যে ॥
শুনিয়া রাজার চিত্তে চমৎকার হল্য।
যে আজ্ঞা বলিয়া উঠে অন্তঃপুরে এল্য ॥
অশ্রু বহে দুনয়নে হইয়া বিকল।
আমূলক অবান্তর কহিল সকল ॥

বিপরীত বেহার শুনিয়া স্বামী তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মদনার মুণ্ডে॥
মূর্চ্ছা হয়ে মহারানী পড়ে ভূমিতলে।
হায় হায় কি হল্য কি হল্য মন বলে॥
লুহিচন্দ্রে নিলয়ে লুকায়ে রাখি আমি।
কাটিয়ে আমার মাংস দেহ লয়ে তুমি॥
নচেৎ রাজত্ব দেহ বিপুল বৈভব।
নচেৎ বাছাকে লয়ে ভিক্ষে মেগে খাব॥
দুস্থ পেয়ে দশমাস গর্ভে দিলাম স্থান।
বাপের জীবন ধন আমার পরান॥
অনেক আশয় করে করেছি পালন।
দিব নাই বল গিয়া বিনয় বচন॥
রাজা কয় তুমি যে করেছ অঙ্গীকার।
বল দেখি বিধুমুখি উপায় কি তার॥
শোক ত্যজ বৃথা কেন শুন বলি মর্ম।
অঙ্গীকার কর্যা হয় না দিলে অধর্ম॥
রানী কয় মহারাজা যুক্তি এক শুন।
প্রচুর করিএ লও পুরট রতন॥
দিয়ে তার চরণে পড়িগে চল কেঁদে।
না ছাড়িব ধরিব দু করে করে ছেদে॥
দেখ্যা ধন বিনয় বচন বহুতর।
কি জানি যদ্যপি হয় কৃপালু অন্তর॥
তবে সে বাছাকে পাই নইলে শেষ ভাগে।
তোমায় আমায় প্রাণ তেয়াগিব আগে॥
প্রচুর প্রবাল মণি প্রবাল পুরট।
থাল উরে লয়ে আইল প্রভুর নিকট॥
দিয়ে তার পদযুগে পড়ে রাজারানী।
করপুটে কেঁদে কয় কাকুবাদ বাণী॥
রাখ প্রভু রাখ আমার দুঁহাকার প্রাণ।
দয়া করে দিয়ে যাও লুহিচন্দ্রে দান॥

পারণার্থে উরনাদি অপরিমিত।
আজ্ঞা কর আনি আমি যাতে হও প্রীত ॥
প্রভু কন লুহার পিশিত বিনা অন্য।
কিছুতে নাহিক প্রীত প্রিয়তর জন্য ॥
এতেক শুনিয়া পুন রাজা রানী বলে।
বরং রাজত্ব লও লুএর বদলে ॥
ধর্ম কন কি কাজ রাজত্ব ধনচয়।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কিছু খেতে পেলে হয় ॥
এসেছি আশয় করে যাব নাই ছেড়ে।
দিবে নাই দ্বারে থাকি উপবাসী পড়ে ॥
ভাব বুঝে রাজারানী ভাবে হএ দুঃখী।
উঠে গেল অন্তঃপুরে উপায় না দেখি ॥
অনেক রোদন করে নির্বাচিল এই।
পুনর্বার হবে সব প্রভু যদি দেই ॥
লুইচন্দ্র নগরে শিশুর সঙ্গে খেলে।
রাজা আল্য আপ্লাবিত লোচনের জলে ॥
রঞ্জাবতী কয় দিদি ধন্য ধর্মরাজ।
অখিল ঈশ্বর হয়ে এ সকল কাজ ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মরাজ সখা।
দ্বিজ রূপে দয়া করে দিল যারে দেখা ॥৩৩॥

হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব।
তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥
লুহিচন্দ্র বলে রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
খেলা ত্যজে ক্ষিপ্র করে আইস বাপ ঘরে ॥
জননী তোমার ডাকে খাও এসে কিছু।
উছর হয়েছে বেলা খেলা কর পাছু ॥
তাতের রুদিত বাক্যে ভাবে বুঝে ভায়।
আনন্দিত লুহিচন্দ্র নাচে এক পায় ॥

পুলকে পূর্ণিত তনু প্রেমধারা বয়।
সবিনয়ে শিশুদিগে সম্বোধিয়ে কয়॥
ফুরাল আমার খেলা হইল প্রসক।
ঐ দেখ উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন জনক॥
আজিকার মত আমি ভাই যাইব গৃহেতে।
প্রভু যদি করে কাল আসিব প্রভাতে॥
নচেৎ বিদায় ভাই হই এ জনমে।
না পাস্থর সখাগণ রেখ বেনে মনে॥
তারা কয় হেরে লুয়া এত দুষ্ট বাক্যে।
কেন অকস্মাৎ আমাদের শেল মারিস বক্ষে॥
লুইচন্দ্র কন শুন প্রাণসখাবৃন্দ।
কি জানি যদ্যপি থাকে ধাতার নির্বন্ধ॥
পুন ডাকে হরিচন্দ্র আস বাপধন।
চাঁদ মুখে চুম্ব খাই জুড়াক জীবন॥
প্রিয়তর পিতার বচন শুনে লুয়ে।
শিশুসহ তদন্তিকে তূর্ণ আইল ধেয়ে॥
ব্যস্ত হয়ে ভূপতি বালকে করে বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্বন করিল চাঁদ মুখে॥
লুয়া কয় হে পিতা অন্য দিন হত্যে।
আজ কেন অধিক হয়েছে স্নেহ চিতে॥
অকস্মাৎ এত কেন বিকল হইলা।
রাজা কন অনেকক্ষণ দেখি নাই বল্যে॥
কোলে করে কয় যে কাশ্যপীনাথ দ্রুত।
সদনে আইল স্বাস্তে হয়ে শোকযুত॥
লুহিচন্দ্রে রেখে ঘরে কান্দিতে কান্দিতে।
পুন আইল্য পৃথ্বীপতি প্রভুর সাক্ষাতে॥
প্রভু কন পারণার কাল বয়ে গেল।
প্রস্তুত কর না কেন অপরাহ্ন হল॥
এতক্ষণ সাপরাহ্ন বলে ধরাধর।
কে কাটিবে লুহিচন্দ্রে আজ্ঞা দেখি কর॥

প্রভু কন মদনা বসুক কোলে করে।
তুমি তাকে অকাতরে কাট কাতি ধরে ॥
নির্ঘাতন পিতা শুন্যা নৃপতি পুঙ্গব।
ব্যগ্র হয়ে বনিতারে বলিলেন সব ॥
কান্তবাক্যে কমলনয়নী কেন্দে কেন্দে।
লুহিচন্দ্রে লয়্যা বসে দুনয়ন মুদে ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কাতি ধরে হাতে।
পূর্বাস্য হইয়া বসে পুত্রেরে কাটিতে ॥
অম্বর সম্বরে নাই শুন্যা শোক পেয়ে।
নগরের লোক যত সবে এল ধেয়ে ॥
কেহ বলে হায় হায় কেহ বলে মরি।
কোথা হইতে আইল হেন দুষ্ট ব্রহ্মচারী ॥
খেলিবার সাথী তারা হইয়া বিকল।
গলাগলি করে কাঁদে লোটায় ভূতল ॥
লয়ে কাতি লঘু নৃপ গলে যায় দিতে।
ব্যস্ত হইয়া মদনা ধরিল তার হাতে ॥
রও নাথ বাছাকে বদন ভরে দেখি।
বড় অভাগিনী আমি প্রায় জন্মদুখী ॥
এত বলে ভাসে রামা নয়ন কবন্ধে।
বিকল হইয়া বহু বলে লুহিচন্দ্রে ॥
অনাথিনী করে মোরে কোথা যাবে বাপু।
আর না দেখিব মুখ তুমি শ্রেয় রিপু ॥
এ জন্মের মত সাধ ঘুচিল আমার।
মা বলিয়ে চাঁদ মুখে ডাক একবার ॥
অনেক করিয়ে ক্লেশ প্রাণ ত্যজে বাণে।
পেয়েছিনু অভাগিনী তোমা হেন ধনে ॥
বার বৎসরের কৈনু কার তরে অভাগী।
পুনর্বার পরান ত্যজিব তোমা লাগি ॥
রাজা কন আর কেন ওসব কথা কহ।
মোহ ত্যজ কৃষ্ণ যা করুন কাট দেহ ॥

এত বলি প্রেয়সীকে প্রবোধভারতী।
নিদয়েতে লুহিচন্দ্রে কাটে নরপতি॥
মস্তক কাটিয়ে কাটে কর পদ আর।
তা দেখে যতেক লোক করে হাহাকার॥
ঐমনি আছাড় খেয়ে পড়িল মদনা।
ব্যস্ত হয়ে তুলে তাকে যতেক অঙ্গনা॥
কাতরা হইয়া কেহ জল দেয় মুখে।
করাঘাত মারে কেহ আপনার বুকে॥
কেহবা নিচোলাচলে করয়ে বাতাস।
কেহ কান্দে উর্ধ্বমুখে না সম্বরে বাস॥
চেতন পাইয়া রানী ক্ষণেক ব্যতীতে।
লইয়া লুয়ার মুণ্ড লুকায় নিভৃতে॥ অত্র ভনিতা ॥৩৪॥

পিশিত প্রস্তুত করে অমরার কর্তা।
পাক হেতু প্রভু আগে পুছে গিয়া বার্তা॥
প্রস্তুত করিয়া আনু পাক আয়োজন।
শুভ কর শীঘ্র হয়ে রন্ধন ভোজন॥
ধর্ম কন ধর্মশীলা তোমার বনিতা।
শুনি নাকি সুপাচিকা সদাচারপূতা॥
পাক হেতু প্রেষিত করগে তাকে তুমি।
আগস নাহিক অনুমতি করি আমি॥
শুনে রাজা সত্বরে কহিল মদনাকে।
প্রেয়সী প্রভুর আজ্ঞা হইল তোমাকে॥
স্নান করে চপলে চড়ায়ে দেহ পাক।
অহ হল্য অতীত অতিথি অগ্রবাক॥
পতিবাক্যে পদ্মিনী করিতে গেলা স্নান।
পুত্রশোক প্রসূতি যে স্থির নহে প্রাণ॥
স্নান করে কূলে উঠে চৌদিগ নিহালি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ঘন লুহিচন্দ্র বলি॥

কোথা গেলে বাপধন আইস ডাকে মায়।
না দেখে তোমাকে মোর ছাতি ফেটে যায়॥
এতক্ষণ মা বলে ডাকিতে কতবার।
স্মরিতে বিদরে বুক সব অন্ধকার॥
অন্যের বালক দেখে হইয়া বিভোলে।
বাহু ধরে লুহিচন্দ্র বলে করে কোলে॥
তা দেখিয়া সধনি মাধিনি তুই দাসী।
লয়ে গেল নিকেতনে প্রবোধিয়ে আসি॥
পাকশালে প্রবেশ করিল পাক জন্য।
দাসী লয়্যা আয়োজন যোগাইল তূর্ণ॥
পুত্র লেগে পুড়ে প্রাণ আন নাই মনে।
শোকাকুলি হয়ে রামা বসিল রন্ধনে॥
প্রথমে রাঁধিল শাক স্থক্ত তারপর।
স্থপে দিয়া শুষ্ক পত্র সম্বরে সত্বর॥
ভাণ্ডাকি সহিত ভেজে কটু কটিল্লক (?)।
সিদ্ধ করে সূরন ভাজিল দিয়া ডক (?)॥
কাষ্ঠীবল পানিফল অন্য আর কত।
পৃথক পৃথক ভেজে করিল প্রস্তুত॥
রোহিত মৎস্যের জুস যতনে রান্ধিয়া।
রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া॥
পাক হল সমাপন সমাচার ভূপে।
দাসী গিয়ে দ্রুত কয় দ্বিকর আরোপে॥
কুনাথকিঙ্করী বলে কহে গিয়া তূর্ণ।
পারণ করসে প্রভু পাক হল পূর্ণ॥
ব্রহ্মচারী বলেন ব্যঞ্জন কি কি বল।
রাজা কয় অম্বল বিনে হয়েচে সকল॥
ধর্ম কন ধরাপাল ধার্য বলি শুন।
পিশিতের অম্বল বিনে না করি পারণ॥
এতেক বচন শুনে করে যোড়হাত।
পিশিত হয়েছে পাক বলে বসুনাথ॥

প্রভু কন পুনর্বার প্রভূত সুমনা।
লুকায়ে লুয়ার মুণ্ড রেখেছে মদনা॥
চমৎকার রাজার শুনিয়া হলো চিত্তে।
জায়াকে জানান গিয়ে যাবদীয় তত্ত্বে॥
শুনিয়া স্বামীর তুণ্ডে বচন অশাত।
মদনার মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
কহে কি কহিলে নাথ বিদরয়ে বুক।
দুঃখিনীকে পুন পুন কেন দেহ দুখ॥
লইয়া নিভৃতে মুণ্ড লুকায়ে রেখেছি।
তথ্য কই কান্ত তেঞি প্রাণ ধরে আছি॥
অপর মাংসের অম্বল করে বরং দিব।
থাকুক মুণ্ড চাঁদমুখ বাছার দেখিব॥
মোহ ত্যজ মহিষি গো মহীনাথ বলে।
কেন বৃথা কাতি ধরে কাটা যারে দিলে॥
কাল গেল কর অম্বল করুন পারণ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন॥৩৫॥

কাতরা কান্তের বোলে কাটা মুণ্ড করে কোলে
মদনাবতী কর‍য়ে ক্রন্দন।
এ ঘর বসতি মোর দিনে হল অন্ধকার
কোথাকারে গেলে বাছাধন॥
প্রাণ ত্যজে তীক্ষ্ণ বাণে পেয়েছিনু তোমা ধনে
আর ক্লেশ করে বহুতর।
বড় সাধ ছিল যাদু বিভা দিব হবে বধূ
করিব আনন্দে লয়ে ঘর॥
সে সাধ সকলি গেল অবশেষে এই হল
মুখবিধু না পালাম দেখিতে।
আশয়ে অরুষ হএ তোমার মস্তক লয়ে
রেখেছিলাম তায় হল দিতে॥

ইথে কি পরান বাঁচে কব দুখ কার কাছে
কেহ মোর নাহিক ব্যথিত।
তোমা ধন দিয়ে দান রাখে অভাগিনীর প্রাণ
কিনে লয় এ জনমের মত॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তোমা পাব
তুমি মোর নয়নের তারা।
হেসে হেসে এস্য ঘরে মা বলিয়ে ডাক মোরে
ডাকি তোমা হইয়া কাতরা॥
গর্ভে ধরে দশ মাসে পালন করেছি ক্লেশে
পালন করিবে দশ দিন।
সে আশা নৈরাশ হল্য বিধি বড় বিড়ম্বিল
ভাবিতে গুণিতে তনু ক্ষীণ॥
কাল রাত্রে তোমা লয়ে শয়নমন্দিরে শুয়ে
মনে কৈনু হইল প্রভাতে।
দিব টীকা ছত্র দণ্ড অমরা রাজত্ব খণ্ড
বড় শেল না পেলাম দিতে॥
তনয় না হয়েছিল তাতে বরং ছিল ভাল
হয়ে শোক বাড়িল দ্বিগুণ।
পাসুরি কেমনে ইহা না পূরিল মন স্নেহা
রহিল খেদ অন্তরে দারুণ॥
তোমার তাতের বাণী না শুনিয়া অভাগিনী
বিষরাশি খেলেম হাতে তুলে।
আগে না বুঝিয়া বাপু মা হয়ে হইলাম রিপু
মানিয়ে এলাম বলি দিব বলে॥
কান্তার করুণা শুনি কহিয়ে প্রবোধবাণী
প্রবোধ করিল হরিচন্দ্র।
কৈবল্য করিয়া মনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে
ভাবিয়া অনাদি পদদ্বন্দ্ব॥৩৬॥

শুনিয়া স্বামীর বাক্য সম্বরি ক্রন্দন।
অম্বলে লুয়ার মুণ্ড করিল রন্ধন॥
পুন গিয়া পৃথ্বীপতি প্রভুকে কহিল।
যে কহিলে তুমি তাহা প্রস্তুত হইল॥
বসুনাথ বচনে বিবুধনাথ কন।
কর গিয়ে চতুর্ভাগ ওদন ব্যঞ্জন॥
নৃপ কয় নতি হই নিজ যে (?) পদে।
ভোক্তা নাই চতুর্ভাগ ভুঞ্জিবেক কে॥
ধর্ম কন ভাগ দুই তোমার আমার।
দ্বিভাগ রহিল তার এক মদনার॥
আর যে রহিল ভাগ অবশিষ্ট এক।
শীঘ্র করে নগরের শিশু এক ডাক॥
আগে তাকে সর্ব অগ্রে করাএ অশন।
পশ্চাৎ পুন সে আমি করিব ভক্ষণ॥
এত শুনি নৃপতির নেত্রে অশ্রু বয়।
করপুটে কাতর হইয়া কিছু কয়॥
চরণে বচনচয় করি নিবেদন।
কি করে পুত্রের মাংস করিব ভক্ষণ॥
না পারিব অপরাধ ক্ষমহ আপনি।
সহরের শিশুকে বরং ডেকে আনি॥
ইহা যদি না কর অনাদি কন হাসি।
না করিব পারণা থাকিব উপবাসী॥
ভাষা শুনে ভয়েতে ভাবিত হয়ে ভূপ।
বনিতাকে বলে গিয়ে বচন স্বরূপ॥
শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে।
কান্দিয়ে করুণা করে কান্ত প্রতি ভাষে॥
কি করিলে প্রাণনাথ কেন আল্যা বলে।
কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে॥
ভূপ ভাষে ভয় পেয়ে ভাষা শুনে তার।
কিছু না কহিএ আলুম অস্তিকে তোমার॥

কি করিব বিধুমুখি বিষম হইল।
হরিচন্দ্র নাম মোর এত দিনে গেল॥
পতিব্রতা পতিবাক্য বুঝে সমুদয়।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল ভাগ চতুষ্টয়॥
দেখে দ্রুত দণ্ডধর দুঃখিত অন্তরে।
শিশু অন্বেষণে আইল সহর ভিতরে॥
হেনকালে অনাদি আনন্দ মায়া করে।
শিশুগণে নিভৃতে রাখিলা সম্বরে॥
খুঁজে না পাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিতিধর।
পুন আইল পুটপাণি প্রভু বরাবর॥
দীন হীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায়।
সত্য রূপে সখা যার সদা বাঁকুড়ারায়॥৩৭॥

রাজা কয় প্রভু শুন সমুচিত নিবেদন
বলি তুয়া চরণপুষ্করে।
আজ্ঞা পেয়ে প্রত্যাগার খুজিলাম সবাকার
শিশুমাত্র না পেলাম সহরে॥
কি করি এখন বল পারণ করিলে ভাল
অহাস অতিথি হল্য প্রায়।
যাহা হয় তোমার স্পৃহা বেরিতে করহ তাহা
রাখ মোর পূর্ব ধর্ম যায়॥
শুনে এত স্ববচন স্মিত মুখ নিরঞ্জন
ছদ্মতা করিয়া ভূপে কয়।
আমার বচন শুন সহরে যাইয়া পুন
ডেকে আন আপন নন্দন॥
শুনিয়া এতেক বাণী হরিচন্দ্র নৃপমণি
চমকিত চৌদিক নিহালে।
দুনয়নে বহে নীর ক্ষিতি অবনত শির
পড়িল প্রভুর পদতলে॥

বিকল হইয়া চিত্ত কহে অপ্রমতা তত্ত্ব
নন্দন আমার আর কোথা।
তুমি দিলে অনুমতি লয়ে খরশান কাতি
নির্দয় কেটেছি তার মাথা॥
পারণের হেতু বার পিশিত সমস্ত তার
আজ্ঞা দিলে করিতে রন্ধন।
এখন আপনি তারে কহ মোরে ডাকিবারে
শুনে চিত্তে হলো অনুক্ষন॥
ধর্ম কন ধরানাথ দেখগে তোমার সুত
সহরে শিশুর সঙ্গে খেলে।
এক্ষণে আমার বাক্য মনে কর অতি সত্য
পশ্চাৎ বুঝিবে সত্য পালে॥
এতেক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ
ধেয়ে এল সত্বর সহরে।
ঐমনি রুদিত মুখে লুহিচন্দ্র বলে ডাকে
বিকল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া তাতের বাক্যে লুহিচন্দ্র বলে সখে
ত্যজে খেলা ত্বরিত হইয়া।
আনন্দে পূর্ণিত কায় নেচে নেচে এক পায়
জনক নিকটে আইল্য ধেয়ে॥
পুত্র দেখে পৃথ্বীধর পসারে যুগল কর
বাছা আইস্য বলে কৈল কোলে।
আনন্দে বিভোল হয়ে নাচে করতালি দিয়ে
প্লাবিত অঙ্গ নয়নের জলে॥
পুত্রের হেরিয়া মুখ পাসরিলা সব দুখ
পরান পাইল হেন প্রায়।
দ্রুত এলো নিকেতনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে
সদা যার সখা বাঁকুড়ারায়॥৩৮॥

মদনা কান্দিছে পুন বসে পাকশালে।
লুইচন্দ্র মা বলে ডাকেন হেনকালে॥
পদ্মিনী পুত্রের বাণী শুনে অকস্মাৎ।
উগি দিয়ে চেয়ে দেখে দ্বারে দিয়ে হাত॥
দেখিয়ে স্বামীর কোলে সুত সীমন্তিনী।
ব্যস্ত হয়ে এল ধেয়ে ব্যাকুলা ঐমনি॥
পুলকে পূর্ণিত কায় পরম আনন্দ।
হরষিত লুইচন্দ্র হাসে মন্দ মন্দ॥
জনকের কোলে হতে জননীকে দেখে।
ঝাপ দিয়ে পড়ে কোলে মা বলিয়া ডেকে॥
বৈদ্যাগধি বির্ভতসে (?) বালকে করে কোলে।
চুম্ব খায় লক্ষ লক্ষ চাঁদ বদন মণ্ডলে॥
না সম্বরে অম্বর আনন্দনীরে ভাসে।
পরান পাইল হেন যেন মনে বাসে॥
পুত্রে পেয়ে পাসরিলা প্রতীতি সব।
দুয়ারে দুন্দুভি বাজে মহামহোৎসব॥
হেনকালে ধর্মরাজ হয় তিরোধান।
কায়জে আরোহে কৈলা কৈলাসে পয়ান॥
পৃথ্বীপতি পারণ কারণে স্থান করি।
দেখে গিয়ে প্রাসাদে নাহিক ব্রহ্মচারী॥
ব্যাকুল হইল বড় চায় চারিপানে।
দ্রুত গিয়ে দ্বারে যেয়ে কয় দ্বারিগণে॥
দেখেছিলে ব্রহ্মচারী গেল কোন বাটে।
দেখি নাই দ্বারিগণ কয় করপুটে॥
অনেক করে খুঁজিলেন উদ্দেশ না পেয়ে।
ভবনে আইল ভূপ ভাবিত হইয়ে॥
বনিতাকে বলে বহু ব্যথা পেয়ে মর্মে।
চর্ম চক্ষে চিনিতে নারিলাম প্রভু ধর্মে॥
পারণের নাম করে প্রভু এসেছিলে।
ছদ্ম দিয়া ছপরে ছলনা করে গেলে॥

সাবধান হয়ে শুন যে কহি তোমারে।
সদা চিত্ত রাখ তার চরণপুষ্করে॥
শুনিয়া স্বামীর মুখে এতেক ভারতী।
মোহ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে কয় মদনাবতী॥
বিষম তাহার মায়া বুঝিতে না পেরে।
অধর্ম হয়েছে কিছু অমাননা করে॥
দ্বিজগণে ডেকে এনে বিলক্ষণ মতে।
উপচার অশন করাও তার প্রীতে॥
কাঞ্চন মুকুতা আর চুনী মণিচয়।
দেহ ধেনু দুকূল অধর্ম হক ক্ষয়॥
অবশ্য হবেন তুষ্ট ব্রাহ্মণের তুষ্টে।
লুহিচন্দ্রে রাখিবেন কৃপাযুত দৃষ্টে॥
ভার্যার ভাষণ শুনে ভূদেব সকলে।
নিমন্ত্রিয়ে নৃপতি আনিলা কুতূহলে॥
ভক্তিভাবে তাঁ সবাকে করায়ে ভক্ষণ।
দিলেন প্রভুর প্রীতে প্রভূত রতন॥
সুখী হয়ে গেলা সবে যার যে সদনে।
নোতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥৩৯॥

সহরের লোক সব শুনে সমাচার।
ধৈর্য নাহি শুনে ধেয়ে আইল পুনর্বার॥
লুহিচন্দ্রে নিরখিয়ে হইয়ে বিস্ময়।
সঙ্গত হইয়া সবে পরস্পর কয়॥
কেহ বলে ভূপের ভাগ্যের সীমা নাই।
দয়া করে পুত্রে পুন দিলেন গোঁসাই॥
কেহ বলে কাতি ধরে কেটে যাকে দিলে।
পূর্ব পুণ্য ফলে তাকে পুনর্বার পাইলে॥
এত হয়ে সুখী বলে গেলা সবে বাসে।
এখানে মদনা কিছু লুহিচন্দ্রে ভাষে॥

নিষ্ঠুর তোমার বাপ ব্রহ্মচারী বাক্যে।
পারণ কারণ কেটে দিলেন তোমাকে॥
আমন্থুষ্য অন্তরে অভাগী কেঁদে মরি।
না দেখে তোমার চাঁদ বদন মাধুরী॥
লুহিচন্দ্র কয় মাগো নিবেদি চরণে।
না জেনে জনকে মোর দোষ দিলে কেনে॥
যখন রোদন কর রন্ধনের শালে।
তখন বসিয়া আমি ব্রহ্মচারী কোলে॥
কখন আমাকে পিতা কেটেছিল কও।
মিথ্যা বল সাধবের কন্যা তুমি নও॥
তনয়ের তুণ্ডে শুনে তরুণী অদ্ভুত।
লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত॥
শর্মী হয়ে সমুভুতি কর পুন কয়।
এত ডাকি অভাগী উত্তর দিতে হয়॥
লুহিচন্দ্র কয় পুন শুন বলি তাই।
ব্যগ্র হয়ে যখন উত্তর দিতে চাই॥
ব্রহ্মচারী মুনি সে বলে চুপ করে থাক।
ডাকুক জননী তোর না শুনিস ডাক॥
দেখিতে পাইবে বলে দুষ্ট ব্রহ্মচারী।
অন্তরে রাখিল মোরে অপিধান করি॥
রহিলাম চিত্তে হয়ে অত্যন্ত রভস।
দুইক্ষণে দেখিলাম ভুবন চতুর্দশ॥
আর এক আশ্চর্য প্রভাতে এক পক্ষে।
নির্ঘাত বাটুল তার মেরেছিনু বক্ষে॥
তখন পলায়ে গেল প্রাণ নিয়ে কতি।
জপিয়ে ধর্মের নাম কিছু পেয়ে ক্ষতি॥
এখন দেখিনু তাকে তদন্তিকে বসে।
বলে তুই কি ধর্মের দাস মোরে কয় হেসে॥
মেরেছিলে বাটুল জীবন যেত যদি।
সুন্দর সাজাই তবে দিতেন অনাদি॥

ভাল চাস এখন আমার বাক্য ধর।
পদ্মদলে প্রভুর পাদুকা পূজা কর ॥
এতেক মদনা শুনে আত্মজের মুখে।
ধরণী লোটয়ে ধন্যা মানে আপনাকে ॥
সুতকে শিখায়ে দেয় স্বঃশ্রেয়স বাণী।
পক্ষ যে বলেছে বাপু তাই কর্য্য তুমি ॥
প্রত্যহ প্রভাতে উঠ্যে পদ্ম কর্য্যা চয়।
শুদ্ধ চিত্তে সেবিবে প্রভুর পদদ্বয় ॥
সামুলা কহেন রঞ্জা শুনিলা সকলি।
সাবধান হয়ে শুন বিধি কিছু বলি ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে ত্যজিয়া সকলে।
জাত বিয়োজ জায়া যেয়ে চাঁপায়ের কূলে ॥
সঙ্গে লবে সজ্ঞান ভকতা বার ব্যক্তি।
পূজাবিধি যজনেতে যা সবার ভক্তি ॥
স্বচ্ছশীলা প্রবীণা সধবা সীমন্তিনী।
বেছ্যা লবে মনমত দ্বাদশ আমিনী ॥
কর্মকার নাপিত কুলাল মালাকর।
কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ॥
উড়ির তণ্ডুল ঘৃত মধু চিনি খণ্ড।
দধি দুগ্ধ ধূপ দীপ ধুনাচুর দণ্ড ॥
নারিকেল রম্ভা গুয়া হরীতকী আর।
যতনে গাঁথিয়া লবে চম্পকের হার ॥
পুষ্প লবে প্রচুর করিয়া জবা আদি।
আদিত্যের অর্চনায় অর্ঘ্য দান বিধি ॥
কহিলাম যে কিছু পূজার কালে চাই।
স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই ॥
রঞ্জা কন দিদি যদি উপদেশ দিলে।
শুভ হয় সকল আপনি সঙ্গে গেলে ॥
সামুলা কহেন আমি যাব কি লাগিয়া।
যাও তুমি চিন্তা কি বিশেষ দিনু কয়্যা ॥

এত বলি সামুলা সুন্দরী গেলা বাসে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদআশে ॥
হরি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর।
রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর ॥৪০॥

ইতি হরিচন্দ্রের পালা সমাপ্ত ॥

[দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত]

[তৃতীয় পালা]

রঞ্জার শালে ভর

শুনিয়া সামুলাবাক্য সুখী হয়ে রঞ্জা।
কৈল চিত্তে সর্বথা করিব ধর্মপূজা॥
সামুত্তা দাসীকে ডেকে কয় বিবরণ।
প্রস্তুত করিল যেয়ে পূজার আয়োজন॥
পূজিতে প্রভুর পদ যাব সেই স্থানে।
কি কহেন আগে দেখি কহি গিয়া সেনে॥
অবলার পতি গতি পুরাণে বিদিত।
এত বলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত॥
তুমি দিলে অনুমতি চাঁপায়েতে যাই।
পূজিলে প্রভুর পদ পুত্রবর পাই॥
ফিরে মুখ দেখাইব আসিব ময়না।
নতুবা এড়িয়া যাই ভেয়ের গঞ্জনা॥
আসি গিয়া অভাগিনী কর আশীর্বাদ।
প্রাণনাথ পূর্ণ যেন হয় মোর সাধ॥
রাজা দিল অনুমতি রঞ্জা প্রণিপাত।
যথাকালে যাত্রা কৈল লয়ে ধর্মজাত॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করে সর্বজনা।
ঢাক ঢোল আদি করি বাজায় বাজনা॥
সরণিয়ে সুমঙ্গল দেখে সর্বজনে।
ঘন ঘন স্মরণ করয়ে নিরঞ্জনে॥
নায়ে ভরে দিলেক নাবিক লঘুগতি।
কালিনী বাহিয়া চলে কুতূহল মতি॥
অনিল নিশানে নৌকা ছুটে ঐরাবত।
দিশারু মালুম কাটে দিশা করে পথ॥
রাকৃশা রাঘবদহ রেখে কতদূর।
পার হয়ে উদ্দীপন প্রায় দেবাসুর॥

দেবাসুরে দেউলে দেখিল দশভুজা।
যোগিনী ডাকিনী যাঁর যোগে করে পূজা।
দানখণ্ড তপোবন দক্ষিণে রহিল।
তথায় কপিল মুনি তপস্যা করিল॥
কুশদ্বীপে দেখিল নৃসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু ঘোর অসুর সংহার॥
তোয়ের তরঙ্গে তরি তারা যেন ছুটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল চাঁপায়ের ঘাটে॥
কিবা সে কানন শোভা আকীর্ণ কুসুমে।
মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে ভ্রমে॥
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে মহানন্দে।
অপূর্ব আরব করে আর পক্ষবৃন্দে॥
কোকিল কোকিলী বসে কদম্বের ডালে।
কুহুরবে সদাক্ষণ করে তার বোলে॥
কামার কানন কেটে কৈল্য দিব্যস্থান।
যাবৎ ভকতি কৈল জগতী নির্মাণ॥
চাঁপায়ের চারিঘাট চামীকরে বাঁধা।
লোহিত বরণ জল সমতুল সুধা॥
পূজাদ্রব্য যে কিছু প্রস্তুত করে তবে।
সচেল করিল স্নান জয়যাত্রী সবে॥
স্মরিয়া শূন্য মূর্তি বসিল সেবায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥৪১॥

বিধিশীলা বৈদগ্ধী বেণু রায় পুত্রী।
বরণ করিয়া দিল ভক্তেগলে উত্রী॥
স্থাপন করিয়া তবে জগতীয়ে ধর্মে।
নিযুক্ত হইলা সবে যার যেবা কর্মে॥
সুত আশে রঞ্জাবতী অতি শুদ্ধ ভাবে।
প্রথমে পঞ্চোপচারে পূজে পঞ্চ দেবে॥

অষ্টসিদ্ধি নবগ্রহ দশদিক্‌পাল।
মহেশ মহিষী মায়া পূজে মহাকাল॥
চন্দনে চর্চিত করে চম্পকের হার।
কায়মনে পূজে রঞ্জা দেব করতার॥
পূর্ণ করে স্বর্ণপাত্রে উড়ির তণ্ডুলে।
ঘৃত মধু আদি করে সংযোগ রসালে॥
অর্চিয়া অনাদ্য মূলে করিল অর্পণ।
কর্পূর তাম্বূল দিয়ে দিল আচমন॥
মূল মন্ত্র জপ করে শত অষ্টোত্তর।
ধুনা পুড়ে আমিনী ধর্মের বরাবর॥
এইরূপে অনেক কাল করিল অর্চন।
প্রসীদ না হইলা তবে প্রভু নিরঞ্জন॥
ভাবিত হইয়া রামা ভাসে অশ্রুনীরে।
জোঘর নির্মাণ করাইল তার পরে॥
যাত্রীসহ জোঘর প্রদক্ষিণ করি।
প্রবেশ করিল রঞ্জা প্রভু পদ স্মরি॥
পূর্বমুখে পদ্মিনী বসিল পুটকরে।
দিবাকরে অগ্নি জ্বেলে দিলা জোঘরে॥
একে সে জোয়ের ঘর তায়ে দিল ঘৃত।
উঠিল দারুণ অগ্নি অম্বর ব্যাপিত॥
তার মধ্যে রঞ্জাবতী মুদ্রিত নয়ন।
স্মরণ করয়ে চিত্তে ব্রহ্ম সনাতন॥
হৃদয়ে সহস্রদল কমলের মাঝে।
বিরাজিত উলূক বাহনে ধর্মরাজে॥
পুটপাণি প্রণমিয়া পুত্রবর মাগে।
অগ্নি জ্বলে দুর দুর করিয়া চতুর্দিগে॥
বিষম ধর্মের মায়া বুঝা নাই যায়।
না করে পরশ অগ্নি রঞ্জাবতীর গায়॥
জোঘর পুড়িয়া ভস্ম হইল যখন।
বেরাইল রঞ্জাবতী দেখে সর্বজন॥

প্রসাদ না হইলে যদি প্রভু পরাৎপর।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ শালে দিয়ে ভর॥
মরিব করিয়া কিছু মনে নাই আন।
কর্মকারে কয়্যা শাল করাইল নির্মাণ॥
হরিচক্র করেতে ধারে জ্বলে হীরা।
তড়িল্লতা তিমিরে তপন আছে ঘেরা॥
সুতীক্ষ্ণ কেবল সর্প জিহ্বার সমান।
মক্ষিকা পড়িলে তায় হয় দুইখান॥
তবে রঞ্জা যাত্রী সহ চাঁপায়ের জলে।
স্নান কর্য্যা জলে বসিল যথাকালে॥
সমাপন নিত্য সেবা করে সমাহিতে।
সবে হইল উপনীত শালের সাক্ষাতে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছা করি।
রঞ্জা দেই শালে ভর সবে বল হরি॥৪২॥

ত্রিপদী ছন্দ

ঈষৎ করুণা

তবে রঞ্জা বৈদগ্ধী জিজ্ঞাসা করিয়া বিধি
পুরোহিতে সকল আমূল।
আচমন আদি করে অপর সকল সেরে
শালে দিল ত্রিঅঞ্জলি ফুল॥
পরে লয়্যা অর্ঘ্যপাত্র ঈষৎ তুলিয়া গাত্র
ভক্তি করে দিল দিবাকরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি করিয়া অনেক স্তুতি
পুত্রবর মাগে পুটকরে॥
অহে ধর্ম যুগপতি তোমার ভরসা অতি
কর্য্যা মনে দৃঢ়তর মূল।
সে সুখ সম্পত্তি স্বামী ত্যজিয়া আইলাম আমি
তনুরাগে চাঁপায়ের কূল॥

দয়া করে দেহ বর প্রভুদেব পরাৎপর
নচেৎ নিবেদি সমাধান।
অভাগিনী বলি ডাক্যা দেখহে বৈকুণ্ঠ থেকে
শালে ভর দিয়া ত্যজিব প্রাণ॥
উদ্দেশে এতেক বলে পুন অর্ঘ্য নিল তুলে
অশ্রুধারা বয় দুনয়নে।
নিদান বিধান তন্ত্রে পুরোধা পড়ান মন্ত্রে
দিল অর্ঘ্য অভয় চরণে॥
চতুর্দিগে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘনে ঘন
স্মরণ করিয়ে ধর্মরাজে।
ঢাক ঢোল সানি কাঁশি শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী
কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে॥
তবে রঞ্জাবতী শেষে তনয় হবার আশে
প্রদক্ষিণ করে কুতূহলে।
সাহস করিয়া নাচে আগুয়ে পাছুয়ে আঁটে
লাফ দিয়া ঝাঁপ দিল শালে।
পড়িবা মাত্রেতে তায় কতি অঙ্গ গাঁথা যায়
কণ্ঠ পদ স্কন্ধ হৃদি মুণ্ড।
তথাপি সম্পুট করে উচ্চৈঃস্বরে পরাৎপরে
পুত্রবর মাগে তার তুণ্ড॥
ধারাধর ধারা যেন প্রতি প্রতি অঙ্গে হেন
রুধির নিকলে ফিঁক দিয়া।
এলায়ে পড়িল বাস সুচারু চাঁচর কেশ
মুখবিধু গেল ম্লান হয়্যা॥
রঞ্জা তেয়াগিল প্রাণ দেখে যত যাত্রিগণ
হা হা শব্দে করয়ে রোদন।
উৎকট হইল কাল ত্যজিয়া দুরন্ত শাল
উঠ রঞ্জা পূজ নিরঞ্জন॥
সামুলা অমলা দোঁহে বিকল হইয়া মোহে
কান্দে শিরে হানি করাঘাত।

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কৈবল্য করিয়া মনে
ভাবিয়া ত্রিদশনাথ নাথ ॥৪৩॥

তনয় লাগিয়া রঞ্জা তেয়াগিল তনু।
তা দেখিয়া ভাবিত ভবনে গেলা ভানু ॥
বৈকুণ্ঠে বসিয়াছিল বিশ্বলোকনাথ।
অনুস্থয়ে আসন টলিল আকস্মাৎ ॥
হনুমানে কন ডেকে হরষ বচন।
না সহে উলূক ভার কিসের কারণ ॥
এত শুনে হনু কয় চরণে ধরিয়া।
রঞ্জা মল্য চাঁপায়েতে শালে ভর দিয়া ॥
শুন হে সচ্চিদানন্দ সুরাসুররাজা।
পাঠায়েছ প্রভু তাকে প্রকাশিতে পূজা।
দয়া কর্যা দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥
চপলে চাঁপায়ে চল কিবা আর দেখ।
বিপুল ব্রহ্মার সৃষ্টি নষ্ট হয় রাখ ॥
রঞ্জার মরণবার্তা শুনে বিশ্বময়।
অধোমুখে ভাবিত হলেন অতিশয় ॥
চিত্তমধ্যে চিন্তিলেন চাঁপায়ে যাইব।
কিন্তু যত যাত্রিগণে দেখা নাই দিব ॥
ভেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী।
দেহ বায়ু মেঘগণ আমার সংগতি ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ইন্দ্র উঠে জোড় হাত।
ধারাধরে এনে দিল ধর্ম্মের সাক্ষাৎ ॥
রঞ্জাকে করিতে দয়া দেব নিরঞ্জন।
চপলে উলূকে চেপে চাঁপায়ে গমন ॥
অম্বুভৃৎ সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে ঐমনি।
পিতাপুত্রে পশ্চাৎ চলিলা প্রাভঞ্জনি ॥
হেনকালে আজ্ঞা দিলে অনাদি সকলে।
ঝাট কর ঝড় বৃষ্টি চাঁপায়ের কূলে ॥

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায় ॥৪৪॥

আজ্ঞা পেয়ে শর্ম্মী হয়ে সমীরণ মেঘং।
চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং ॥
গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ করে কুলকুলং।
চারি মেঘ চৌদিগে বরিষয়ে জলং ॥
শিলকণা ঝন্‌ঝনা পড়ে অনিবারং।
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং ॥
অবিরল সদাক্ষণ তড়িত প্রকাশং।
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং ॥
ত্রিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোকং।
সবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাকং ॥
ভূশবার একাকার নদ নদী খাতং।
মেঘভব করে রব সুখোচিত চিতং ॥
হৃদিমাঝে ধর্মরাজ পদপুণ্ডরীকং।
সদা ভনে ভাবে মনে দ্বিজ শ্রীমানিকং ॥৪৫॥

এইরূপে ঝড় বৃষ্টি হল দিবারাত্রি।
না পালান রঞ্জাকে ত্যজিয়া যত যাত্রী ॥
ধর্ম কন হনুমান হের শুন বাছা।
ঝড় জল সকল হইল প্রায় মিছা ॥
তুমি রে সুযুক্তি পাত্র শুন যুক্তি মূল।
চপল করিয়া যাও চাঁপায়ের কূল ॥
নিদ্রাছলে চেতন হরিবে সবাকার।
এত শুনে অনিল আত্মজ আগুসার ॥
পরম আনন্দ পেয়ে প্রভুর আদেশ।
মায়াতে হইলা শ্বেত মক্ষিকার বেশ ॥
চঞ্চল চরণে চাঁপায়ে উপনীতি।
শালে ভর দিয়ে যথা পড়ে রঞ্জাবতী ॥

মাংসহীন কলেবর আছে অস্থি মাত্র ।
তা দেখিয়ে বিকল হইল বায়ুপুত্র ॥
অবাক হইয়া কন অনন্তিকে আসি ।
ধন্য ধন্য রঞ্জাবতী ধর্মব্রত দাসী ॥
আমিনী সাংস্থর ভক্তা আদি দিবাকর ।
রঞ্জাকে বেড়িয়া সবে আছে নিরন্তর ॥
মায়ারূপা নিদ্রাতে মোহিত করে মন ।
একে একে সবাকার হরিলা চেতন ॥
হনু যদি চেতন হরিলা যোগবলে ।
অজ্ঞান হইয়া সবে পড়িল ভূতলে ॥
হরণ করিয়া হনু সবাকার চিত ।
ধর্মের সাক্ষাতে শীঘ্র হইলা উপনীত ॥
শুভ সমাচার শুনে খুসী নিরঞ্জন ।
অনিল আত্মজে দিলা আশিস বচন ॥
কিঙ্করীর বাসনা করিতে প্রায় পূর্তি ।
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হল্যা ত্যজে নিজমূর্তি ॥
ভুরু কামধনু তনু চন্দনে চর্চিত ।
বদন শারদ বিধু দেখি বিমোহিত ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে সভা সমুচ্চয় ।
করে দণ্ড কমণ্ডলু কৃপালু হৃদয় ॥
সমীরণসুত সঙ্গে রঙ্গে জগৎপতি ।
চাঁপাই নদীর কূলে হইলা উপনীতি ॥
রঞ্জা যথা শালে ভরে পরান ত্যজেছে ।
ব্যস্ত হয়ে বিশ্বকর্তা এলেন তার কাছে ॥
দাসীর দুর্গতি দেখে দেব দয়াময় ।
বাক্য না নিঃসরে মুখে হইলেন বিস্ময় ॥
শোকাবৃত সজল নয়নে সনাতন ।
উচ্চৈঃস্বরে রঞ্জাকে ডাকেন ঘনে ঘন্ ॥
তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার তরে ।
ব্যামোহ পাইয়া এলাম চাঁপায়ের তীরে ॥

পরান ত্যজেছ বাছা শালে দিয়া ভর।
দেখে দুঃখে বাছা মোর বিদরে অন্তর॥
এত বলে বিশ্বপতি বিভোল হইলে।
রঞ্জাকে করেন কোলে শালে হতে তুলে॥
গলিয়া পড়েছে মাংস অস্থিমাত্র সার।
সমীরণসুত পানে চান করতার॥
না কহিতে সময় বুঝিয়া হনুমান।
চাঁপায়ের জলে তার করাইল স্নান॥
কমণ্ডলু কমল লইয়া করতার।
অঞ্জলি করিয়া অঙ্গে দিলা তিনবার॥
তনু বহে রক্ত মাংসে হইল বিগ্রহ।
পূর্ব হতে অধিক নির্মল হইল দেহ॥
পদ্মহস্ত প্রতি অঙ্গে দিলা ভগবান।
হরি হরি বল সবে রঞ্জা পাল্য প্রাণ॥
হেনকালে মায়া করে লুকালেন ধর্ম।
কারে না দেখিয়া রঞ্জা হইলা নিশর্ম॥
বুঝি পারা প্রতারিয়া গেলেন করতার।
শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যজি পুনর্বার॥
এত বল্যা রঞ্জাবতী যায় ঝাঁপ দিতে।
ব্যস্ত হয়্যা ধর্মরাজ ধরিলেন হাতে॥
অত্যন্ত অজ্ঞান জ্ঞান নাই ধর্মাধর্ম।
আমি যাতে পাই পীড়া হেন কর কর্ম॥
নিরন্তর ভাব যাকে কর যার পূজা।
আমিহ সে জন হই শুন বাছা রঞ্জা॥
রঞ্জা কয় তুমি যদি দেব নিরঞ্জন।
স্বমূর্তি দেখায়ে কর সন্দেহ ভঞ্জন॥
ভকতবৎসল ধর্ম ভক্তের ভাষণে।
শুভরথে অম্বরে উড়িলা সেইক্ষণে॥ অত্র ভনিতা॥৪৬॥

ধবল পাদুকা পায় ধবল বসন।
ধবল উপবীত গলে ধবল ভূষণ ॥
ধবল চন্দন গায় চিকুর ধবল।
ধবল তিলক ভালে করে ঝলমল ॥
আজানুলম্বিত মালা হৃদয়ের মাঝে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে চতুর্ভুজে ॥
সম্মুখে সম্পুট করে শক্রাদি অমরে।
নত কায় নম্র শিরে নতি স্তুতি করে ॥
আলো করি পঞ্চবংশী বাজে সপ্তস্বরা।
মঙ্গল কাহাল কাঁসি মুরজা মন্দিরা ॥
দূর হইতে চামর ঢুলায় হনুমান।
লয়ে বীণা নারদ করে নৃত্য গান ॥
মূর্তিমন্ত সাক্ষাতে দেখিয়া মায়াধরে।
ভাবে গদগদ রঞ্জা ভাসে প্রেমনীরে ॥
কহে কেহ আমা সম কে আছে ভুবনে।
লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিনু নয়নে ॥
আর এক অভিলাষ আছয়ে আমার।
দেখিব নয়ন ভরে কৃষ্ণ অবতার ॥
বৃন্দাবন যমুনা দেখি বংশীবট।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শুনি কুঞ্জতট ॥
ভক্তের অধীন সদা ভক্তির ঠাকুর।
পূর্বরূপ কৃষ্ণ তনু হইল প্রভুর ॥
কিবাশ্চর্য বৃন্দাবন কুঞ্জের রচনা।
চাঁপাই হইল তায় শ্রীমতী যমুনা ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শোভা কিবা করে।
জয় জয় বংশীবট যমুনার তীরে ॥
বৃন্দাবনে কোকিল বিরহ করে গান।
রাসকুঞ্জে বিরাজ করেন রাধাশ্যাম ॥
এইরূপ প্রভুর রূপ নিরখি নয়নে।
পরিহার মাগে রঞ্জা পড়িয়া চরণে ॥

বিধি হরিহর তুমি অর্যমা অনন্ত
অনিল সলিল ইন্দু অনল কৃতান্ত ॥
ভকতবচ্ছল তুমি ভুবনের গুরু ।
অগতির গতি অতি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবন ।
সকল ত্যজি যে তেঞি লয়েছি স্মরণ ॥
ভাই হয়ে দুষ্টমতি দিয়েছে গঞ্জনা ॥
পুত্রবর দিয়ে মোর পুরাহ বাসনা ॥
তুষ্ট হয়ে তবে কন ত্রিলোক ঈশ্বর ।
তথাস্তু তোমাকে বাছা দিব পুত্রবর ॥
রঞ্জা কয় প্রভু মোর পূর্ণ হল সাধ ।
নিবেদন করি এক ক্ষম অপরাধ ॥
মায়ার বিরুদ্ধ মম মনে নাই কিছু ।
প্রায় হয় প্রতীত প্রত্যয় পাল্যে পাছু ॥
করতার কন বাছা কি প্রতীত চাই ।
তুষ্ট আছি তোমাকে এখনি দিব তাই ॥
এতেক শুনিয়া পুন কয় রঞ্জাবতী ।
এক বৃক্ষে ধরিবেক ফল চারিজাতি ॥
বসন বিছায়ে আমি বসি তার তলে ।
এক ফল পড়িবেক আমার আঁচলে ॥
এত শুনি আনন্দিৎ অখিলের পতি ।
মৃত বৃক্ষ মুঞ্জরিল দেখে রঞ্জাবতী ॥
আম্র গুবাক রম্ভা নারিকেল আর ।
চারি ফল ধরিল হইল চমৎকার ॥
তার তলে বসে রঞ্জা বিছায়ে আঁচল ।
ধর্ম কন মাগো বাছা বাঞ্ছা যেই ফল ॥
রঞ্জা কয় কৃপা যদি দাসীকে করিলে ।
আশা পূর্ণ আম্র ফল আঁচলে পড়িলে ॥
বায়ু বিনে বৃক্ষে হৈতে বৃন্ত খসে তার ।
ঐমনি পড়িল এসে আঁচলে রঞ্জার ॥

তা দেখে তরুণী তুষ্টা স্তুতি করে ধর্মে।
প্রত্যক্ষ পাইলাম সব সিদ্ধ হল্য কর্মে॥
কিরূপে হইবেক পুত্র অতি বৃদ্ধ পতি।
কৃপা করে তদর্থে করিবে অবগতি॥
তদর্থে না কর ভাব ভগবান ভাষে।
শয়ন করিতে যাবে যবে পতি পাশে॥
সেইকালে আমাকে স্মরণ করো মনে।
সুসিদ্ধ করাব ক্রিয়া পাঠাব মদনে॥
রঞ্জা কয় সিদ্ধ মোর হইল মনস্কাম।
তনয় হইলে তার কি রাখিব নাম॥
লাউসেন নাম থুয়ো নিরঞ্জন কন।
লাউ না খাইবে বাছা করিবে পালন॥
মনোরথ সিদ্ধ তো হইল বাছা তোর।
মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রঞ্জা জোড় করে কয়।
প্রকাশ করিব পূজা যেরূপেতে হয়॥
তবে ধর্ম পরব্রহ্ম হয়্যো তিরোধান।
কৌতুকে উলূকে চেপে কৈলাস পয়ান॥ অত্র ভনিতা॥৪৭॥

ব্যস্ত হয়ে রঞ্জাবতী ডাকে যাত্রিগণে।
ঐমনি উঠিল সবে পাইয়া চেতনে॥
কেমত আনন্দ হইল শুন সর্বজন।
লঙ্কাকাণ্ড বাল্মীকি দৃষ্টান্ত রামায়ণ॥
লক্ষ্মণ পড়িলা শেলে লোটায়ে ধরণী।
কি হৈল্য কি হৈল্য বলে ধান রঘুমণি॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় রড়।
অনেক টানিল শেল না হল্য বাহির॥
শ্রীরাম কান্দেন ধরে লক্ষ্মণের গলা।
তিলেক তোমার দয়া নাই ভাই বলা॥

কি হৈল্য কি হৈল্য প্রাণের ভাই রে লক্ষ্মণ।
আমা সভার সনে কেন আইলে বন ॥
বিকল হইয়া ডাকে চায় চক্ষু মেলে।
সভার সনে কথা কয় মুখ তুলে ॥
রামের রোদন শুন্যা আসিয়া সুষেণ।
পুট করে প্রণমিয়া প্রবোধ কহেন ॥
চিন্তা নাই চরণে নিবেদি চক্রপাণি।
গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী ॥
আনাতে আপনি যদি পার কোনরূপে।
লক্ষ্মণ পরান পান শুনহ স্বরূপে ॥
হনুমানে কন রাম দেব চক্রপাণি।
প্রাণের লক্ষ্মণে প্রাণ দান দেহ তুমি ॥
প্রভু রামের আজ্ঞা পেয়ে পবননন্দন।
আনিলা ঔষধি সহ গন্ধমাদন ॥
বাটিয়া তাহার রস নাস দিলা নাকে।
বেরাল্য দারুণ শেল শ্বাস আইল মুখে।
ঔষধ পরশে প্রাণ পাইলা লক্ষ্মণ।
দেখি আনন্দিত হৈল রাজীবলোচন ॥
আর সভাকার হইল অপার আনন্দ।
প্রকাশিল অগাধ সলিলে অরবিন্দ ॥
রঞ্জাবতী প্রাণ পেতে জয়যাত্রী যত।
সভাকার আনন্দ হইল সেই মত ॥
পুরোহিতে ডেকে পরে বৈদগ্ধী রঞ্জা।
দক্ষিণান্ত করে কৈল সমাধান পূজা ॥
তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী।
উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উত্রি ॥
ধর্ম্মের পাদুকা লয়ে দোলার উপর।
সদনে গমন সবে করিলা সত্বর ॥
ঢাক বাজাইয়া আগে চলিল বাইতি।
পুলকিতা প্রেমেতে পশ্চাৎ রঞ্জাবতী ॥

না করি বিলম্ব পথে চলে দিবানিশি।
অনুদয়া তীরে তূর্ণ উপনীত আসি॥
পদ্মাকর হতে দেখে নিকট ময়না।
আনন্দের সীমা নাই নাচে সর্বজনা॥
রত্নবাটী রস্‌করা রাখিয়া চলে বামে।
শুভক্ষণে সবে আসি উপনীত গ্রামে॥ অত্র ভনিতা॥৪৮॥

নানামত কতশত বাজয়ে বাজনা।
শুনে সহরের লোক ধায় সর্বজনা॥
রঞ্জা আইল শুনে সেন পুলকিতগাত্র।
আগুয়ে লইতে আইলা সঙ্গে পাত্রমিত্র॥
দুন্দুভি নিশান বাজে সবে আনন্দিত।
রঞ্জার সাক্ষাতে সেন হলা উপনীত॥
সেনে দেখে শশিমুখী মন্দ মন্দ হাসি।
পুটকরে নম্র শিরে প্রণমিল আসি॥
আশিস করিল সেন পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু ধর্ম পরিপূর্ণ করুন অভিলাষ॥
জিজ্ঞাসা করিব পাছু যতেক কথন।
প্রভুকে পূজি যে পুত্র পেয়েছ কেমন॥
দেখি দেখি বিধুমুখী দেও মোর কোলে।
শুন্যা এত রঞ্জাবতী সবিনয়ে বলে॥
প্রাণনাথ পাবে পুত্র প্রভু অনুকূল।
কহিব সকল কথা নিকেতনে চল॥
পুরোহিত পাদুকা লইয়া পুরঃসর।
সর্ব সমিভ্যারে রঞ্জা প্রবেশিলা ঘর॥
জলধারা দিয়া লয়ে ধর্মের পাদুকা।
প্রাসাদে রাখিল করে রতনবেদিকা॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় স্মরি।
শালে ভর সাঙ্গ হল সবে বল হরি॥৪৯॥

রঞ্জার শালে ভর সমাপ্ত॥

সেনের জন্ম

একদিন রঞ্জা সহ বসে কর্ণসেন।
চাঁপায়ের কথা সব জিজ্ঞাসা করেন॥
সত্য করি শশিমুখী সেবিলে যে ধর্ম।
হল কি না হল্য সিদ্ধ মনোহিত কর্ম॥
কান্ত করি নিবেদন কয় রঞ্জাবতী।
একে একে নিবেদন সে সব ভারতী॥
করিনু কঠিন পূজা কাতর অন্তর।
তিন দিন মরে ছিলাম শালে দিয়া ভর॥
ভক্তবৎসল ধর্ম নিত্য ভগবান।
পুত্রবর দিলা মোরে দিয়া প্রাণদান॥
সেন কন তুমি ধন্য পূর্ব পুণ্য ফেরে।
দেখ্যাছ প্রভুর পদ দুনয়ন ভরে॥
অপর সকল তত্ত্ব সম্ভ্রমে কহিব।
আনন্দের সীমা নাই অনুদিন গেল॥
ঋতুবতী রঞ্জাবতী হল শুভদিনে।
মহানন্দ মহোৎসব ময়না ভুবনে॥
নিষেধ দিবস পরে নিষেক দিবসে।
কুলাচার কর্ম রাজা করিল বিশেষে॥
কমলাঙ্গী কৌতুকে কমল নেত্রে দেখে।
বেশ করে বিধুমুখী বয়স্যাকে ডেকে॥
স্বামী সনে সম্ভোগ করিব বলে মন।
আঁচুড়ে চাঁচর চুলে বাঁধিল লোটন॥
মণ্ডিত করিল তাই মালতীর মালে।
পুরটরচিত ঝাঁপা পৃষ্ঠদেশে দুলে॥
চূড়ামণি চন্দ্র জিনি চারু চারু আভা।
কর্ণমূলে কাঞ্চন কুণ্ডল করে শোভা॥
হরষিতা হরিণাক্ষী হেরিয়া মুকুর।
পরিল প্রশস্ত ভালে প্রশস্ত সিন্দূর॥

চন্দনের বিন্দু তার চারু চারিপাশে।
বিমল সজলে যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে॥
কুরঙ্গ নয়ন কৈল উজ্জ্বল কজ্জলে।
বিধু দেখে বিমোহিত বদনমণ্ডলে॥
কমনীয় কুচযুগে কাঁচুলির শাখা।
কৃষ্ণাবতারের কথা কিছু আছে লেখা॥
স্বসাগর্ভে শত্রু হল শুনে কংস ভূপ।
বিনাশিতে চিত্তে চিন্তা করে বহুরূপ॥
কেবল কংসের প্রায় কাল উপস্থিত।
পুরস্কারে পুতুনাকে করিল প্রেষিত॥
পেয়ে আজ্ঞা পুতুনা পরমানন্দ মনে।
বিনাশিতে বাসুদেবে বিষ মাখে স্তনে॥
মায়াতে হইল নব কিশোর বয়সী।
নন্দের নিলয়ে লঘু উপনীত আসি॥
কৌতুকে যশোদা কৃষ্ণে কোলে করি বসে।
কপট করিয়া কথা কয় হেসে হেসে॥
আহা মরি এমন আত্মজ যশোদার।
যুগল নয়ন দেখে জুড়াল আমার॥
দেখি দেখি দেও মোরে দূরে যাক দুখ।
একবার অঙ্কে করে হেরি চাঁদমুখ॥
প্রিয়বাক্য পুতুনা প্রসাদে এত বলে।
যশোদার কোলে হতে কোলে করে তুলে॥
আহা মরি ওরে বাছা নন্দের নন্দন।
দুখিনীর দুগ্ধ পান কর বাপধন॥
তা জানিয়া ত্রিবিক্রম স্তনে দিয়ে মুখ।
এমন টানিলা তার বুকে লাগে হুক॥
বুক ধরি বিকল পুতুনা বলে মরি।
হেরিয়া মায়ের মুখ হাসিলেন হরি॥
আঁট করে দ্বিগুণ টানিলা আর বড়।
পুতুনা বিকল হয়্যা বলে ছাড় ছাড়॥

কাকুবাদ করে যত না শুনেন মানা।
বিপাকে পড়িয়া প্রাণ ত্যজিল পুতুনা ॥
পুতুনাবধ হৈল্য শুনি কংস ভয় পায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥৫০॥

আর তার আছে লেখা অপরূপ আলি।
কদমের তলে কৃষ্ণ বাজান মুরলী ॥
সুদামাদি সঙ্গে সখা বৃন্দাবন সারা।
কালিন্দীর কূলে হৈল কালি গাই হারা ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম কানাই বলাই।
ব্যগ্র হয়ে বিপিনে বেড়ান খুঁজে গাই ॥
কোনখানে কেশীবধ কালীয়দমন।
কোনখানে ধরে কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ॥
বৎস অঘ বকাসুর বধ কোনখানে।
কোথায় গোবিন্দে বস্ত্র মাগে গোপীগণে ॥
কোনখানে শ্রীরাসমণ্ডল চমৎকার।
যত গোপী তত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥
কার করে কর কার কুচে করার্পণ।
বিভোল হইয়া কার বদনে বদন ॥
অনঙ্গ তরঙ্গ হৈল্য উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হল্য চন্দনের ফোঁটা ॥
কোন গোপী কৃষ্ণে ধরি পসারিয়া বাহু।
পূর্ণিমার চান্দে যেন গরাসিল রাহু ॥
কোন গোপী সম্বসে সম্বিত মাত্র নাই।
ঠেস দিয়া ঠাকুরে শুইল ঠাঞি ঠাঞি ॥
কোন গোপী কৃষ্ণের কমল কোলে বস্যা।
তাম্বূল শ্রীমুখে তুল্যা দিলে হেস্যা হেস্যা ॥
রঞ্জার রতিকে ইচ্ছা হইল তা দেখে।
বয়স্যাকে বলে শয্যা বিরচিতে ডেকে ॥

আনন্দিতা রঞ্জার আদেশে তারা এল ।
শয্যা হেতু শয়ন সদনে প্রবেশিল ॥
রত্নপালঙ্কে শয্যা রমণীয় করি ।
রতন প্রদীপ জ্বেল্যা রাখে সারি সারি ॥
দিব্য দিব্য বালিশ ছুপাশে দিয়ে তায় ।
ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরকায় ॥
শয্যা নিরমিয়া দাসী সংফুল্ল হৃদয় ।
রঞ্জার নিকটে এসে সমাচার কয় ॥
রঞ্জা কয় কামে মত্তা হইয়া দারুণ ।
সেনে গিয়া শীঘ্র কয় শয়ন করুন ॥
সুন্দরীর শুভবার্ত্তা সেনে এসে কয় ।
শুভ কর শয়ন করিতে মহাশয় ॥
অতিবৃদ্ধ উঠিতে নাহিক তার শক্তি ।
তা দেখিয়া ভাবে তারা বিচারিল যুক্তি ॥
ছুহাতে ছুজনে ধরে তুলে ধীরে ধীরে ।
শয়ন করাল লয়ে শয়ন মন্দিরে ॥
সমাচার রঞ্জাকে কহিলে পুনঃ এসে ।
চন্দ্রমুখী চিত্রে সখী চলে হেসে হেসে ॥
চলিতে চরণে চারু নূপুরের ধ্বনি ।
রুনু রুনু রব করে রসাল কিঙ্কিণী ॥
পদ্মিনী প্রত্যুম্নবাণে পীড়িতহৃদয় ।
প্রবেশ করিল গিয়ে শয়ন নিলয় ॥
সেন শুয়ে মৃতপ্রায় শয্যার উপর ।
নাসার নিশ্বাস ক্ষীণ নাড়ে নাই কর ॥
স্মরশরে বৃদ্ধা হয়ে সীমন্তিনী সুখে ।
পায়ে দিল পঞ্চ তৈল পান দিল মুখে ॥
রসকথা রঞ্জা কয়্যা রসে গেল ভরে ।
কান্তার্থিনী শুইল কান্তকে কোলে করে ॥
সম্ভোগ লালসে সেনে সচেষ্টিত করে ।
ভুজলতা দিয়ে ভুজে আকষিয়া ধরে ॥

বলহীন বৃদ্ধ তায় ব্যামোহ হইল।
সে সকল দূরে যাও ফিরে নাই শুল॥
স্বরহীন শরীর অবশ শয্যা ছেড়ে।
নিদ্রা যায় নির্মর্ম হইয়া ভূমে পড়ে॥
তরুণী তরাস পেয়ে তুলিবারে গেল।
করার্ধ পর সেন মূর্ছিত হইল॥
তা দেখে ভাবিত হয়ে পেয়ে ভয় লাজ।
রোদন করয়ে রঞ্জা স্মরে ধর্মরাজ॥৫১॥

জাত গীত করুণা

হে হরি অচ্যুতানন্দ হে মাধব হে গোবিন্দ
গদাধর গোলোকবিহারী।
নিত্যব্রহ্ম সনাতন লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ
নরোত্তম প্রভু নরহরি॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দেব দেব দীনবন্ধু
কেশব যাদব জনার্দন।
দয়াময় কর দয়া দেহ দুটি পদছায়া
প্রভু কর দুর্গতি খণ্ডন॥
আমি বড় অনাথিনী ভালমন্দ নাই জানি
তবে কেন হেন হল গতি।
একূল ওকূল গেল কি করিতে কিনা হৈল্য
এ সঙ্কটে রক্ষ যুগপতি॥
তুমি অনাথের নাথ সকলি তোমার হাত
চিন্তামণি শ্রীমধুসূদন।
ভুবন পালন পতি তুমি অগতির গতি
জয়রাম জগৎমোহন॥
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু অখিল জগতগুরু
ত্রিলোকতারণ তুয়া নাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মতি রহু ও চরণে
পূর্ণ কর মনোরথ কাম॥

রঞ্জাবতী এত স্তুতি বিনতি করিতে।
স্বকর্ণে শুনিলা ধর্ম বৈকুণ্ঠ হইতে॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে।
প্রিয়বাক্যে প্রেষিত করিলা পঞ্চশরে॥
প্রভুবাক্যে পঞ্চ ধনু লয়ে পঞ্চশর।
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গমন সত্বর॥
কার্মুকে জুড়িয়া শর কোপে কম্পবান।
মারিল সেনের বুকে নির্ঘাত সন্ধান॥
তবে উঠিল গর্জিয়া সেন রঞ্জার উপর।
ঐমনি হুকরে করে ধরে পয়োধর॥
রতি সনে মহানন্দে মাতিল মদন।
ভুজে ভুজ মুখে মুখ জঘনে জঘন॥
প্রমত্ত হইল সেন প্রেয়সীর সঙ্গে।
তামরস ভাসে যেন রসের তরঙ্গে॥
চিন্তামণি ওখানে বৈকুণ্ঠে চিন্তিত।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত॥৫২॥

পৃথিবীমণ্ডলে পূজা প্রকাশ করিতে।
নানা ছল করে কন লেয়ে আদিত্যে॥
কিছু কার্য কর বাছা কহি শুন ভাষ।
পৃথ্বীয়ে লইয়াছিল পূজার প্রকাশ॥
তেকারণে ইন্দ্রকন্যা শাপ দিয়া তাকে।
পাঠায়েছি প্রকাশিতে পূজা মর্ত্যলোকে॥
ক্ষেত্রীবংশে কর্ণসেন ময়নার ঈশ্বর।
সে তার হয়েচে জায়া মোর প্রিয়তর॥
তুমি যদি তার গর্ভে জন্ম লভ ইবে।
তোমা হত্যে পূজার প্রকাশ হয় তবে॥
এত শুনে আদিত্য ঐমনি অশ্রুমুখে।
করতারে করে স্তব কাতর অধিকে॥

অপরাধ আমার ক্ষেমহ যুগপতি।
নিবেদি যুগল পায় যাব নাই ক্ষিতি॥
কর্মভূমে জন্ম লভে কিছু নাই সুখ।
দয়াময় আপনি পেয়েছ কত দুখ॥
দশরথপুত্র হইলে রাম অবতারে।
প্রভাতে হইতে রাজ্য অযোধ্যানগরে॥
মনে ছিল নৃপতির দিতে ছত্রদণ্ড।
না দিল কৈকেয়ী তায় হইল পাষণ্ড॥
কেড়ে নিল অঙ্গে ছিল রাজআভরণ।
করে দিল শিরে জটা বাকল বসন॥
ত্যজিয়া সুখাদি ভোগ রাজকার্যভর।
বেড়াইলা বনে বনে এ চৌদ্দ বৎসর॥
যথোচিত দুঃখ পালো জগতবান্ধব।
হরিল রাবণ সীতা হইল শোকার্ণব॥
কৃষ্ণ অবতারে হইলে শ্রীনন্দের নন্দন।
উদূখলে মা হইয়া করেছে বন্ধন॥
এ হেন দারুণ শাস্তি নবনীর তরে।
অদ্যাবধি চিহ্ন তার আছে ঐ করে॥
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু।
গহনে গোপাল বেশে চরাইলা গরু॥
পুতুনাবধ প্রভৃতি করিলা পর্যটনে।
কত না পাইলে কষ্ট কালীয়দমনে॥
অতেব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয়।
সহিতে নারিব দুঃখ শুন দয়াময়॥
নিরঞ্জন কন বাছা শুন রে ল্যায়্বাই।
তুমি যে কহিলে সব সত্য বটে ভাই॥
নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নানারূপ ধরি।
লোকের নিস্তার হেতু নানাকর্ম করি॥
প্রকাশ না হয় পূজা অন্যজন হইতে।
তেঞ্রি পাকে তোমাকে যতন করি যেতে॥

স্মরণ করিবা মাত্র সদয় হইব।
যে বর চাহিবে বাছা সেই বর দিব॥
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হলে দেবমানে।
বৈকুণ্ঠে আনিব পুন চাপায়ে বিমানে॥
অলঙ্ঘ্য প্রভুর বাক্য লঙ্ঘি বাসে ভার।
কত কষ্টে ল্যায়্‌বাই করিল অঙ্গীকার॥
এতক্ষণে তরাসে তার অঙ্গে এল জ্বর।
দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হৈল্য কলেবর॥
ধরাতলে ধর্মপূজা প্রকাশের তরে।
ল্যায়্‌বাই লভিল জন্ম রঞ্জার জঠরে॥
দুই এক মাসে রঞ্জা করে তুয়া ভুয়া।
তিন এক মাস হত্যে চিহ্ন গেল পাওয়া॥
কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে।
দিবসে দিবসে কত বলহীন হলে॥
ভূতলে শয়ন করে বিছায়্যা আঁচল।
অরুচি আসিয়া অন্ন করিলে কবল॥
ওদনাদি ব্যঞ্জনে কেবল দেখে বিষ।
ইচ্ছা হয় আমানি অম্বলে অহর্নিশ॥
নয়মাসে প্রাপ্ত যবে হইল রঞ্জার।
বসিতে উঠিতে নারে গর্ভ হৈল্য ভার॥
বড় কষ্টে উঠে যদি ধর‍্যা উরুবর।
উঠিলে ঘুরায় মাথা কাঁপে কলেবর॥
সাধ হেতু সংযোগ করিয়া শুভদিনে।
পুরোধার পুরস্ত্রীকে পৃথ্বীনাথ আনে॥
ভূদেবভামিনী ভব্যা ভূপবাসে এসে।
জিজ্ঞাসেন যতনে রঞ্জাকে হেসে হেসে॥
কহ কহ কি সাধ খাইবে রাজরানী।
নতি হয়ে নিবেদন করে নিতম্বিনী॥
শুষুনির শাক এনে সম্বরিবে তৈলে।
শেষে দিবে সর্ষপের বাটনা সিদ্ধ হলে॥

অল্প জ্বালে অল্প অল্প আসিবেক ফুটে।
দৃঢ় করে দিয়ে কাটি দিয় তাকে ঘেঁটে ॥
গুঁড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি।
অল্প লবণ দিয়ে গুলাইবে হাঁড়ি ॥
কটু তৈল কিছু দিয়ে সম্বরিয়া পুন।
প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন ॥
ঠিক বলি ঠাকুরানী ইহা যদি পাই।
এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই ॥
আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া।
যথোচিত জল দিয়া জ্বাল দিবে বাড়া ॥
সিদ্ধ হৈলে শেষে দিবে শোভাঞ্জনি ফুল।
কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল ॥
ঝোল রেখে ঝাল দিয়া জ্বাল দিও পরে।
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে ॥
চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাঁপা নটে শাকে।
অধিক লবণ দিয়া পাক কর্য তাকে ॥
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ।
প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ ॥
ঝোলে দিয়া কৈ মাছ করে চড়বড়ি।
তৈলতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি ॥
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর।
কাঠি দিয়া করে দ্রব যেন হয় ক্ষীর ॥
আধারে তুলাইয়া সব বাছিবে কণ্টক।
এই ব্যঞ্জনের চূড়া অরুচিনাশক ॥
তায় যদি কিছু হয় লবণ বিহীন।
খেতে পারি ঢের করে বস্যা সারাদিন ॥
শফরীর পেট চিরি বারি করে পোঁটা।
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা ॥
লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায়।
শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায় ॥

ব্রাহ্মণী রঞ্জার বাণী শুনে সেইমত।
শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধ্যা করিল প্রস্তুত॥
অনাদি ভাবিয়া রঞ্জা বসিল ভোজনে।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥৫৩॥

সাধ খেয়ে সুন্দরী সুন্দর পেল্য প্রীত।
অনুদিন ঐমনি আনন্দ যথোচিত॥
নিরবধি নিরাতঙ্কে নয় মাস গেল।
সুখ নাই কিছু আর সুতিমাস হৈল॥
দিবানিশি দাসীগণ করয়ে ভাবনা।
পুরস্ত্রী যে কষ্ট পায় প্রসব বেদনা॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে গড়ি যায়।
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায়॥
প্রবীণা প্রবীণা পাড়া পড়শির মেয়ে।
শুনিবা মাত্রেতে তারা সবে আইল্য ধেয়ে
কেহ কয় কিবা দেখ কথা বটে তাই।
কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ডাক দাই॥
প্রকার করিল কত প্রসব কারণে।
যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে॥
দ্রুত গিয়া দণ্ডধরে দাসী কয় বাণী।
দাই ডাক প্রসববেদনা পান রানী॥
পত্তনের প্রান্তে ঘর পাটি নাম তার।
স্বকর্ম্মে সুন্দর প্রজ্ঞা মান্য সভাকার॥
লোক দিয়্যা লঘু তারে নৃপতি আনিল।
প্রসব নিলয়ে পাটি প্রবেশ করিল॥
রঞ্জা কয় দাই দিদি দুঃখ পাই বড়।
বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড়॥
যদি ঘুচাতে পার প্রসববেদনা।
প্রভাতে পরাব কানে পুরটের সোনা॥

সামুলা অমলা কয় সোনায় কি আছে।
ধনাঢ্য করিব তোরে যদি ধন বাঁচে॥
কেহ কিছু কণ্ড কিন্তু মূল কর্ম্মসূত্র।
রঞ্জাবতী যথাকালে প্রসবিল পুত্র॥
আল্যা কৈল অঙ্গরুচি অরিষ্টআলয়।
তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদয়॥
নিরীক্ষিয়া আশিস করিল যত মেয়ে।
জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে॥
সমুদ্রে সম্বরে নাই সেনের আনন্দ।
বিলাইল বহুধন এনে বিপ্রবৃন্দ॥
গৌড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাম।
অম্ভোরুহঅঙ্ঘ্রি যুগে আমার প্রণাম॥
পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর।
অবিলম্ব আত্মজ হইছে এক মোর॥
পত্রপাঠে সমাচার সমস্ত জানিবে।
আনন্দে থাকয়ে যেন আশিস করিবে॥
নৃপতির প্রধান নরেন্দ্র-চূড়ামণি।
অন্নদাতা অভিকর্ত্তা আমার আপনি॥
নিয়ত নিকটে বদ্ধ কি লিখিব অধিকে।
কল্যাণ করেন য্যান কহিবে রানীকে॥
তপস্তের এহ দিয়া তারিখ তাহাতে।
লঘু কৈল্য নিয়োজিত নরাই নাপিতে॥
নাপিত লিখন লয়্যা লঘুগতি চলে।
উষৎপুরে উপনীত অপরাহ্ণ কালে॥
রাঙ্গামেটে রেখে বামে রাত্র দিন যায়।
পার হয়ে পরানচক্ পদুমা এসে পায়॥
চাঁদপুর গাঁ রাখিয়া চলে চপল করিয়া।
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া॥
আর আর অন্য গ্রাম রাখিয়া ত্বরিত।
গৌড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত॥ অত্র ভনিতা॥৫৪॥

ব্রাহ্মণী রঞ্জার বাণী শুনে সেইমত।
শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধ্যা করিল প্রস্তুত॥
অনাদি ভাবিয়া রঞ্জা বসিল ভোজনে।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥৫৩॥

সাধ খেয়ে সুন্দরী সুন্দর পেল্য প্রীত।
অনুদিন ঐমনি আনন্দ যথোচিত॥
নিরবধি নিরাতঙ্কে নয় মাস গেল।
সুখ নাই কিছু আর সুতিমাস হৈল॥
দিবানিশি দাসীগণ করয়ে ভাবনা।
পুরস্ত্রী যে কষ্ট পায় প্রসব বেদনা॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে গড়ি যায়।
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায়॥
প্রবীণা প্রবীণা পাড়া পড়শির মেয়ে।
শুনিবা মাত্রেতে তারা সবে আইল্য ধেয়ে
কেহ কয় কিবা দেখ কথা বটে তাই।
কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ডাক দাই॥
প্রকার করিল কত প্রসব কারণে।
যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে॥
দ্রুত গিয়া দণ্ডধরে দাসী কয় বাণী।
দাই ডাক প্রসববেদনা পান রানী॥
পত্তনের প্রান্তে ঘর পাটি নাম তার।
স্বকর্ম্মে সুন্দর প্রজ্ঞা মান্য সভাকার॥
লোক দিয়্যা লঘু তারে নৃপতি আনিল।
প্রসব নিলয়ে পাটি প্রবেশ করিল॥
রঞ্জা কয় দাই দিদি দুঃখ পাই বড়।
বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড়॥
যদি ঘুচাতে পার প্রসববেদনা।
প্রভাতে পরাব কানে পুরটের সোনা॥

সামুলা অমলা কয় সোনায় কি আছে।
ধনাঢ্য করিব তোরে যদি ধন বাঁচে ॥
কেহ কিছু কণ্ড কিন্তু মূল কর্ম্মসূত্র।
রঞ্জাবতী যথাকালে প্রসবিল পুত্র ॥
আল্যা কৈল অঙ্গরুচি অরিষ্টআলয়।
তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদয় ॥
নিরীক্ষিয়া আশিস করিল যত মেয়ে।
জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে ॥
সমুদ্রে সম্বরে নাই সেনের আনন্দ।
বিলাইল বহুধন এনে বিপ্রবৃন্দ ॥
গৌড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাম।
অম্ভোরুহঅঙ্ঘ্রি যুগে আমার প্রণাম ॥
পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর।
অবিলম্ব আত্মজ হইছে এক মোর ॥
পত্রপাঠে সমাচার সমস্ত জানিবে।
আনন্দে থাকয়ে যেন আশিস করিবে ॥
নৃপতির প্রধান নরেন্দ্র-চূড়ামণি।
অন্নদাতা অভিকর্ত্তা আমার আপনি ॥
নিয়ত নিকটে বদ্ধ কি লিখিব অধিকে।
কল্যাণ করেন য্যান কহিবে রানীকে ॥
তপস্যের এহ দিয়া তারিখ তাহাতে।
লঘু কৈল্য নিয়োজিত নরাই নাপিতে ॥
নাপিত লিখন লয়্যা লঘুগতি চলে।
উষৎপুরে উপনীত অপরাহ্ণ কালে ॥
রাঙ্গামেটে রেখে বামে রাত্র দিন যায়।
পার হয়ে পরানচক্ পত্নমা এসে পায় ॥
চাঁদপুর গাঁ রাখিয়া চলে চপল করিয়া।
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া ॥
আর আর অন্য গ্রাম রাখিয়া ত্বরিত।
গৌড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৪॥

গদ গদ গৌড়পতি গোবিন্দের গুণে।
বুধকুলে বেষ্টিত বসিয়া বরাসনে ॥
ভাগবত হতেছে পাঠ ভাবে ভুবীশ্বর।
চক্রপাণিচরিত্রে শ্রবণে চিত্রকর ॥
অনূঢ়া বাণের কন্যা ঊষা নাম তার।
ত্রিভুবনে রূপের তুলনা নাই যার ॥
অচ্যুত-আত্মজাত্মজ অনিরুদ্ধ সনে।
শর্ব্বরীতে বঞ্চিলেন সম্ভোগ স্বপনে ॥
রভস বাড়িল কত রসের তরঙ্গ।
শেষ না হইতে সুখ স্বপ্ন হৈল্য ভঙ্গ ॥
কথা গেল্যা কান্ত বল্যা কান্দে উভরায়।
সেই কথা শুনে রাজা বসিয়া সভায় ॥
হেনকালে নাপিত লিখন লয়ে দিল।
করপুটে পৃথ্বীনাথে কুর্নিশ করিল ॥
পাঠহেতু পত্র লয়ে পাত্রে দিল ভূপ।
আমূল হইতে পত্র শুনাইল স্বপ ॥
সেনের হয়েছে পুত্র শুনে গৌড়পতি।
অন্ত নাই এত হল আনন্দিতমতি ॥
হেসে হেসে হরষ বদনে সভা হইতে।
উঠে গেল অন্তঃপুরে সমাচার দিতে ॥
কুশল কান্তাকে কন কাশ্যপীর কর্তা।
রঞ্জার হয়েছে পুত্র রানী শুন বার্তা ॥
পশ্চিমে উদয় হইল্য পূর্ব্বের পূষণ।
নরসুন্দর গৌড়ে আইল লইয়া লিখন ॥
ভগ্নীর হয়েছে পুত্র ভানুমতী শুনি।
ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচে আনন্দে ঐমনি ॥
শুনে হৈল্য আর আর সবাকার সুখ।
মৃত্যু হৈতে অধিক হৈল মাহুদ্যের দুঃখ ॥
বিচারিল চিত্তে যুক্তি করিয়া নাবুড়ি।
আবশ্যক রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি ॥

নৃপতি নাপিতে লয়ে লঘু সেইক্ষণে।
শর্ম্মী হয়ে সম্মান করিল নানাধনে॥
বাজুবন্দ বলয়া কুণ্ডল কণ্ঠহার।
পটকা পামরি জাদ ঘোড়া জোড়া আর॥
তা দেখিয়া মহামদ মনে বিচারিল।
লোক লাজে নরসুন্দরে কিছু দিতে হল॥
না হইলে নৃপতির হবেক ন্যক্কার।
পশ্চাতে লইব কেড়ে করে তিরস্কার॥
এত বল্যা অবিলম্বে আইল এক হাতি।
রাজার সাক্ষাতে দিল নাপিতে নবতি॥
নাপিত বিদায় হয়্যা নৃপতির স্থানে।
গমন করিল সুখে ময়না অয়নে॥
হেন কালে মাহুদ্যে মন্ত্রণা করে মনে।
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অনুচরগণে॥
নরসুন্দর নরাই নগর হতে পার।
সকল লইল কেড়্যা করে তিরস্কার॥
লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা ধোকা মেরে।
রেখে আইল্য নিরাগসে পদ্মাপার করে॥
পুন আসে পাত্রচর পাত্রে দিল তত্ত্ব।
শুনিয়া পাত্রের হৈল্য শর্ম্মবান চিত্ত॥
কৃষ্ণকে বধিতে যেন ভাবে কংস ভূপ।
বধিতে রঞ্জার পুত্রে পাত্র সেই রূপ॥
ভিঁদা নামে চোর আছে অনন্ত বাজারে।
শত হেম তঙ্কা লয়্যা এল তার ঘরে॥
পাত্রে দেখ্যা ভিঁদা চোর প্রণিপাত হইল্য।
জোড়হাতে শ্রদ্ধাবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল॥
পাত্র বলে পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা আমার।
শুনেছি ভুবনে গুণ বিখ্যাত তোমার॥
ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনা।
দ্রুত গতি যাও ভাই দক্ষিণ ময়না॥

সেনের হয়েছে পুত্র শুনি লোকমুখে।
রাজার হইল আজ্ঞা বিনাশিতে তাকে ॥
জয়গাঁ জাইগির পাবে যত্নে কই শুন।
চপল করিয়া তাকে চুরি করে আন ॥
এত শুন্যা ডিঁদা চোর আনন্দিত মনে।
যাত্রা কৈল্য বিনাশিতে সেনের নন্দনে ॥
তিনবার বীজমন্ত্র করিল স্মরণ।
পাইয়া কংসের আজ্ঞা পুতনা যেমন ॥
চণ্ডীর চরণ চিত্তে চিন্তা করে চলে।
এক দৌড়ে উপনীত পদ্মাবতী কুলে ॥
রমতি রাখিয়া বামে রাত্রিদিন যায়।
গোবিন্দবাজার দিয়া গোলাহাট পায় ॥
দুর্গম জালন্দা পার হইল প্রত্যূষে।
পশ্চাৎ রাখিয়া চলে পুর কীর্তিবাসে ॥
আর আর অন্যগ্রাম এড়িয়া সত্বরে।
কুতূহলে উপনীত কালিন্দীর তীরে ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৫॥

রন্ধন ভোজন তথি করে রাত্রিশেষে।
নতি কর‍্যা নিত্যাপদে নগর প্রবেশে ॥
আল্যায়া মাথার কেশ মুখে মাখে ধূলা।
পিছল করিল অঙ্গে মাখে তৈল তুলা ॥
তিনবার বীজমন্ত্র করিয়া স্মরণ।
রাজপুরদ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
দেখে গিয়া দ্বারদেশে দুরন্ত কপাট।
নিমর্ম হইল কথ না পাইয়া বাট ॥
চিত্তমধ্যে চণ্ডীর চরণ চিন্তা করে।
বিমুক্ত হইল দ্বার বাসুলীর বরে ॥
তিনদ্বার তবে পার হইয়া তুরিত।
অরিষ্টআলয়ে ডিঁদে হইল উপনীত ॥

শিশুকোলে সীমন্তিনী শয়নে আছেন।
নব লব কোলে করে জানকী যেমন ॥
দীপ বিনে শিশুরূপে দশ দিক আলো।
তা দেখে ভঁিদার মনে উদ্বেগ বাড়িল ॥
অকাতরে কয় অশ্রু বয় দু নয়নে।
এমন বালকে লয়ে বধিব কেমনে ॥
কন্দর্পকুমার কিবা কিবা শ্যাম রাম।
কুমুদবান্ধব কিবা কিবা বাকি কাম ॥
এত বলে ভঁিদা চোর ঐমনি বিকলে।
রঞ্জার তনয় তুলে করিলেক কোলে ॥
ভয়ে ভেবে সাত পাঁচ গমন করিল।
কপাট লাগিল দ্বারে পূর্ব্বে যেন ছিল ॥
হেথা রঞ্জা শূন্য কোলে শিশু না দেখিয়া।
বাছা বাছা বলে উঠে বিকল হইয়া ॥
রোদন করেন রঞ্জা হইয়া নিমর্ম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ॥৫৬॥

কান্দে রঞ্জা তনয় লাগিয়া।
অভাগিনী মায়ের কোলে শয়ন করিয়াছিলে
কথা গেলে না গেলে বলিয়া ॥
শালে ভর দিয়ে প্রাণ তেয়াগিতে তোমা ধন
দয়া করে দিলে কীর্ত্তিবাস।
আনন্দে করিব ঘর তোমা লয়ে নিরন্তর
এই মনে ছিল অভিলাষ ॥
গর্ভে ধরে পেলাম ক্লেশে সার্থক না হল্য শেষে
হায় মোর কি ছিল অনীকে।
ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীরভরে স্তন ফাটে
তোমা বিনে দিব কার মুখে ॥
অন্ধক জনের নড়ি কৃপণ জনার কড়ি
তুমি মোর মানিক রতন।

পরান পুতুলি তুমি তোমা বিনে তিল আমি
না রাখিব এ ছার জীবন ॥
এইরূপে রঞ্জাবতী ব্যাকুল হইয়া অতি
দিবারাত্রি করয়ে রোদন।
ওথা ব্রহ্মলোকে বসে ধর্ম সুকথনে চিত্তশর্ম
অকস্মাৎ টলিল আসন ॥
সঙ্গে ছিল বায়ুসুত দেখে উচাটন চিত্ত
করপুটে কহেন ভারতী।
যে কারণে আজি ভব আসন টলিল তব
তত্ত্ব তার শুন যুগপতি ॥
তোমার সাধিতে কর্ম রঞ্জার জঠরে জন্ম
লেয়্যাই লভিল গিয়ে তদা।
আপনি সকল জান তথাপি সুমুখে শুন
মামা তার দুষ্ট মহামদা ॥
চক্র করে চোরে কয়ে চুরি করে গেল লয়ে
কান্দিয়ে বিকল রঞ্জাবতী।
ঈশ্বর এতেক বাণী হনুর বদনে শুনি
চিত্তে হইল অমানস্য অতি ॥
বেলডিহা গ্রামে বাস সঙ্গীতের অভিলাষ
পিতামহ অনন্ত আখ্যান।
ভাবিয়া ত্রিদশনাথ দ্বিজ গদাধরসুত
দ্বিজ শ্রীমানিক রস গান ॥৫৭॥

লাউসেনের জন্ম পালা

ইষ্টভাবে উলূক আনন্দ মনে মন।
কর্পূর সহিত পান যোগায় তখন ॥
হাসিলেন ধর্মরাজ হরষ বিভোলে।
মুখে হৈতে কর্পূর পড়িল মহীতলে ॥

বিষম ধর্ম্মের মায়া বিধি অগোচর।
শিশু তায় হইল্য এক পরম সুন্দর॥
শিশু দেখে সুরনাথ সন্তোষ হইলা।
বায়ুসুতে বিবরণ বিশেষ কহিলা॥
রোদন করিছে রম্ভা রাত্রি দিবাভাগে।
শিশু দিয়া শান্ত তারে শান্ত কর আগে॥
ল্যায়্যাই লইয়া আইস নিরখি নিপ্সরূপ।
কলেবরে কেমন হয়েছে কত রূপ॥
শুনে এত শিশু লয়ে সমীরণসুত।
মহানন্দে ময়নায় হইল উপনীত॥
উদ্ধব আখ্যান এক ছিল কর্ম্মকার।
বিষ্টি নামে বৈদগধি বনিতা তাহার॥
পুরঃ প্রবেশিতে পথে দেখা তার সনে।
হেস্তা হেস্তা হস্ত করে হনুমান ভনে॥
মাতৃহীন বালকে বারেক দুগ্ধ দিও।
বাঁচে যদি তোমার হইল তুমি নেও॥
এত বলে হনুমান দিয়া তার কোলে।
অনিমিষে অন্তর্ধান হইল্য যোগবলে॥
এথা ভিদা চোর পার হয়্যা ব্রহ্মপুরে।
দিবারাত্রি চলে পথে বিলম্ব না করে॥
তৃষ্ণায় বিকল হয়্যা তারাদীঘি তীরে।
ঢাল পেতে শুয়াইল সেনের কুমারে॥
সুধাসম সলিল পাইয়া সুখে খায়।
মোহিত হয়েছে মন ধর্ম্মের মায়ায়॥
হেনকালে হনুমান শঙ্খচিল বেশে।
ঢালে হতে শিশু লয়ে উঠিল আকাশে॥
তোয়ে হতে তীরে ভিদা ত্বরিত উঠিয়ে।
শোকাবৃত হৈল্য কত শিশু না দেখিয়ে॥
চমকিত চিত্ত হয়ে চারিপানে চায়।
দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায়॥

হরষ বিষাদ হইল ভাবে হেঁট মুখে।
বিরহবেদনা নাকি সতীনের পোকে॥
এত বোলে ভিঁদা চোর চপলে চলিল।
গৌড় নগরে গিয়ে উপনীত হইল্য॥
প্রত্যুষে উঠিয়া পাত্র পরে জামা জোড়া।
চাকর নফর সঙ্গে চেপে দিব্য ঘোড়া॥
রভস করিয়া যায় রাজার দরবার।
হেনকালে ভিঁদা চোর করিল জুহার॥
হয়ে হৈতে হয় নেবে হরষ বদন।
জিজ্ঞাসিল মহামদ মঙ্গল কথন॥
ভিঁদা কয় অনুকূল ঈশ্বর তোমাকে।
চুরি করে লয়ে আসি সেনের বালকে॥
তারাদীঘির তীরে তাকে শুয়াইয়া ঢালে।
যবে যেয়ে জল খেতে নাবিলাম জলে॥
আসিয়ে আতাই এক অন্তরীক্ষে তুলে।
রাক্ষসের দেশে তাকে দিলেক লয়ে ফেলে।
পাত্র বলে শত্রু যদি পুণ্যফলে মল্য।
আমার ভগিনী রঞ্জা আঁটকুড়ি হৈল॥
ওথা হনু ল্যায়্যায়্যা লইয়া লঘুগতি।
প্রভুর সাক্ষাতে দিয়া করিয়া প্রণতি॥
ক্রমিক হইতে সব কহিলেক মর্ম।
তনয়ে রঞ্জার দেখ্যা তুষ্ট হৈলা ধর্ম॥
ব্যস্ত হয়ে বিশ্বপতি বসালেন কোলে।
চুম্ব খান লক্ষ চাঁদবদন মণ্ডলে॥
অত্যানন্দে আলাদুলা করে অনুক্ষণ।
কপিলার দুগ্ধ কিছু করাল্য ভক্ষণ॥
এথা সেন অহর্মুখে আত্মজ লাগিয়া।
কাতর হইয়া কন কোটালে ডাকিয়া॥
কিরূপে নিবৃত্তি হয় রঞ্জার রোদন।
অবিলম্বে শিশু এক কর্য্য অন্বেষণ॥

রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল রাজার।
শিশু অন্বেষণে গেলা সহর বাজার ॥
এথা কামারের কান্তা উঠিয়া প্রত্যুষে।
গৃহকর্ম কৈল রামা গদগদ আবেশে ॥
কোলে করে সেই শিশু কুতূহল চিত্তে।
দুগ্ধ দেই ঐমনি দাণ্ডায়ে রাজপথে ॥
সেই পথ দিয়া যায় রাজার কোটাল।
কার শিশু কোলে তোর কহিবি তৎকাল ॥
কালিরাত্রে চুরি গেছে রাজার নন্দন।
নয়তো সর্বনাশ হবেক এখন ॥
কামারকামিনী কয় কাতর অন্তরে।
দিয়া গেছে এই শিশু এক দ্বিজবরে ॥
শিশু পেয়ে শীঘ্রগতি সন্তোষ অন্তরে।
দিলেক কোটাল লয়ে রাজার দরবারে ॥
হেরিয়া শিশুকে অতি হরষিত হয়ে।
অন্তঃপুরে নৃপতি দিলেক পাঠায়ে ॥
রঞ্জার দ্বিগুণ আর বাড়িল রোদন।
পরের তনয়ে লাগি পাড়াইব মন ॥
এ তনয় মোর নয় চিনি আমি তারে।
শ্রীধর্ম পাদুকা তার চিহ্ন ছিল শিরে ॥
কে করে খণ্ডন মোর কপালের কথা।
দিয়ে পুনঃ হরি নিল দারুণ বিধাতা ॥
ওথাওত বৈকুণ্ঠে জানিয়া নিরঞ্জন।
সদাগতি-সুতে কন স্বরূপ কথন ॥
লঘু যায় নিরোধিয়া ল্যায়্যায়্যা লইয়া।
রভস রঞ্জার হনু আইস গিয়া দিয়া ॥
প্রভুবাক্যে প্রাভঞ্জনি পেয়ে মহা প্রীত।
শর্বরীতে সেনের সদনে উপনীত ॥
সূতিকাসদনে রঞ্জা সুশয্যায় শুয়ে।
নিদ্রা যায় নিতম্বিনী নির্মর্ম হইয়ে ॥

হনুমান হরষিত হয়ে হেনকালে।
শুয়াইয়া ল্যায়্যাইয়ে রাখিলা তার কোলে
আনকদুন্দুভি যেন নন্দালয়ে আইলা।
যশোদার কোলে যথা কৃষ্ণকে রাখিলা॥
সেইমত হনুমান তিরোধান হলে।
জাগিয়ে যুগল শিশু যুবতী দেখিলে॥
অশ্বিনীআত্মজ যেন দেখি দুই জনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কিবা ভরত শক্রঘ্নে॥
প্রভাতে পদ্মিনী দুই পুত্র করে কোলে।
চুম্ব খায় লক্ষ চাঁদ বদন মণ্ডলে॥
পুলকে পুরিল তনু সীমা নাই সুখে।
দুই স্তন দিল বামা দোহাকার মুখে॥
এক পুত্র লেগে আমি তেজেছিলাম প্রাণ।
দয়া কর্য্যা দুই পুত্র দিলা ভগবান॥
আনন্দিতা রঞ্জা পেয়্যা যুগল নন্দন।
সমভাব করে সদা করয়ে পালন॥
জনকনন্দিনী যেন পেয়ে লবকুশে।
আনন্দে বঞ্চিল সদা বাল্মীকির বাসে॥
সেইমত সীমন্তিনী সুত দুই লয়ে।
বিলাপ করেন সদা বিধুমুখ চেয়ে॥
পাঁচদিনে পুরজনে আমন্ত্রিয়া আনি।
ঘটা করে নত্তা কৈল্য সেই নৃপমণি॥
দণ্ডধর দেহজের দীর্ঘায়ু কারণে।
সূতিকাসদনে ষষ্ঠী পূজে ষষ্ঠ দিনে॥
একুশ দিবসে পুন রঞ্জাবতী রঙ্গে।
অরণ্যষষ্ঠীকে পূজে পুরনারী সঙ্গে॥
খৈ দৈ নৈবিদ্য অপর উপচার।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘন বাজে জয় জয়কার॥
দিনে দিনে রস কত বাড়ে দোহাকার।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার॥৫৮॥

এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস গেল।
ষষ্ঠ মাসে সুদিনে শিশুকে অন্ন দিল॥
আমুশে অবনিপতি আনন্দে আত্মজে।
অঙ্গে দিল আভরণ যেখানে যে সাজে॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিল চরণে নূপুর।
বাছিয়া থুইল নাম লাউসেন কর্পূর॥
নয় দশ মাস যবে বয়স হইলা।
হামাগুড়ি দিয়া করে আঙ্গিনায় খেলা॥
ধর ধর করিয়া সেন ধরি করে আইসে।
হেস্থা হেস্থা জননীর কোলে গিয়া বৈসে॥
শঠ হয় কর্পূর সকল দুগ্ধ খায়।
তা দেখিয়া লাউসেন কেন্দে মোহ যায়॥
রঞ্জা বলে আইস মোর বাপের ঠাকুর।
তুমি দুগ্ধ খাও তবে খাবেক কর্পূর॥
কেঁন্থ নাই আজি রে আকাশে আড়্যা ফাঁদ
জনকে তোমার কয়্যা ধরে দিব চাঁদ॥
হেদে হেদে হেদে ওরে হাপুতির বাছা।
দেখ না কর্পূর দুগ্ধ খায় নাই মিছা॥
প্রবোধ করিল কয়ে প্রবোধ বচন।
দোঁহাকার মুখে রামা দিল দুই স্তন॥
দূরে গেল ক্রন্দন দুজনে দুগ্ধ খায়।
কোলে বসে কত বন্দে চরণ নাচায়।
দোঁহাকার রঙ্গ দেখে দোঁহে রাজা রানী।
সুখের সায়রে ভাসে দিবস রজনী॥
এইরূপে একাব্দ হইল প্রায় পূর্ণ।
দিনে দিনে রস কত বাড়ে ভিন্ন ভিন্ন॥
আধ আধ কহে বাক্য চলে মন্দ মন্দ।
দেখে রঞ্জা সেনের হতেছে মহানন্দ॥
নৃপ বলে নাচ নাচ নাচ বাপধন।
ঘাগর ঘুঘুর বাজে শুনিলা কেমন॥

শুনিয়া পিতার বাক্য অঙ্গভঙ্গী করে।
বদন করিয়া হেঁট নাচে ফিরে ঘুরে॥
নন্দের ভবনে যেন কানাই বলাই।
সেইমত সেনের ভবনে দুটি ভাই॥
বিভোল হইয়া রঞ্জা দেই করতালি।
এতদিনে ঘুচিল মুখের চূণকালি॥
নাচ রে বাছাধন নাচ রে যাদব।
ক্ষুদা পেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াব॥
তোমাদিগে পানু পূর্ব তপস্যার ফলে।
জনম সফল হগু আইস্য করি কোলে॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য তেজে দোঁহে খেলা।
ছুটে গিয়া মা বলিয়া ছেদে ধরে গলা॥
কোলে করি রঞ্জাবতী ঐমনি আনন্দে।
কত শত চুম্ব খায় বদনারবিন্দে॥
এইরূপে গেল প্রায় দুই তিন বৎসর।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর॥৫৯॥

পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স।
বিদ্যারম্ভে উক্ত কৈল্য অপূর্ব দিবস॥
নিবাস নগরে নরোত্তম নামধেয়।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলের পূজনীয়॥
সমাদরে সেন তারে সদনে আনিয়্যা।
সমর্পিলা সুতযুগ্মে সবিনয় কয়্যা॥
নরোত্তম নিত্য উভয়ে নিবিষ্টতা বড়ি।
আরম্ভ করাল্য বিদ্যা হাতে দিয়া খড়ি
অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইল সকলি॥
বরপুত্র ধর্মের ধীষণাবান্ হয়।
অনায়াসে দিন দশে বর্ণপরিচয়॥

ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত॥
অষ্টদিন আমূলক পড়্যা অভিধান।
দৃঢ় হৈল্য দোঁহাকার দিব্যাস্তরজ্ঞান॥
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র॥
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে॥
বাকি নাই শাস্ত্র কিছু সকল পড়িলা।
সেই কথা নরোত্তম সকল কহিলা॥
মল্লবিদ্যা দোঁহাকার করায় অভ্যাস।
ভাল হয় ভূপতি আমার শুন ভাষ॥
নানা ধন নরোত্তমে নৃপতি দিলেন।
সুখী হয়ে শুভ করে সদনে গেলেন॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন।
সমাপ্ত হইল পালা শুন বন্ধুজন॥
পূর্ণ করে হরিধ্বনি কর একবার।
তরিবে তরণী বিনা তুমি সুসংসার॥৬০॥

লাউসেনের জন্মপালা সমাপ্ত॥

[তৃতীয় পালা সমাপ্ত]

[চতুর্থ পালা]

আখড়া পালা

সেনের হইল ইচ্ছা শিখিতে স্মরণ।
কল্যাণ কামারে ডেকে কহেন তখন॥
পূর্বের আখড়া ঘর হয়্যাছে প্রাচীন।
লঘু যায়্যা লঘু কর নির্মাণ নোতন॥
শুনিয়া সেনের কথা সত্বর কল্যাণ।
অপূর্ব আখড়া ঘর করিল নির্মাণ॥
সন্নিধানে প্রাঙ্গণে পুতিল মালকাট।
তুপাশে তুসর রাখে দিব্য করে ঠাট॥
আখড়া নির্মাণ সুখী কর্ণসেন রায়।
পুরস্কারে কর্মকারে করিল বিদায়॥
মনে চিন্তে মহীপতি মল্ল পাব কোথা।
হেনকালে হরিদাস মণ্ডল এল তথা॥
ভাবিত দেখিয়া ভূপে ভাষে হরিদাস।
কি কারণে কহ সত্য কাঞ্চীর ঈশ॥
সেন কন শুন ভাই হরিদাস মণ্ডল।
মল্ল হেতু মোরে চিন্তা পাব কোথা বল॥
হেঁটমুখে ভেবে চিন্তে হরিদাস কয়।
মণিপুরে মল্ল ছিল মনোনীত নয়॥
মল্ল সারেঙধর আছে গোউড় নগরে।
শুনেছি যে হাজার হাতির তেজ ধরে॥
পত্র লেখে পৃথ্বীপতি পাঠাইয়া লোকে।
আরজ আমার রাখ আনায়ে তাহাকে॥
সেন কন সেকথা সম্প্রতি রাখ হাতে।
বিলম্বে সে বিস্তর হবেক যাতায়াতে॥
হয়্যা তুস্‌খি হরিদাস মণ্ডল গেলা ঘর।
মল্ল হেতু নিরবধি ভাবে নৃপবর॥

কৈলাসে জানিলা ধর্ম সেনের আরতি।
চিত্তে হৈল চিন্তাচয় চলাচল অতি॥
উল্লূক কহেন ডেকে প্রভু আদি কর্তা।
কি কারণে কর ভাব্য কহ সত্য বার্তা॥
অনাদি কহেন তবে বাছা রে উল্লূক।
হের আস্থা শুন হল্য যে কারণে দুঃখ॥
সেবক আমার হয় সেনের নন্দন।
সপদি করিতে চায় স্মরণ সাধন॥
মল্লহেতু মহীপতি মনে চিন্তা করে।
নিষ্ঠান্ত লপিত কয় পাঠাইব কারে॥
পূজার প্রকাশ মোর হবেক তা হত্যে।
এত শুনি উল্লূক কহেন জোড়হাথে॥
হনুমান হত্যে বীর নাহি হেন জন।
পাঠায় আপনি তাঁকে করিয়া যতন॥
শুনে উল্লূকের বাক্য সুখী নিরঞ্জন।
হনুমানে পাঠাইল কয়ে বিবরণ॥
আশুগজ আশু পায়্যা অনাদিআদেশ।
ব্যানন্দে ধরিল বীর বুড়া মল্লবেশ॥
নেড়া মাথা লম্বা দাড়ি নাহিক দশন।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুজ পুড়া এক যেন॥
গলায় গুঞ্জার মালা গায়ে রাঙা ধুলা।
বাহুযুগে বাজুবন্দ বিশাপের বালা॥
কাঁকালে জিঁজিঁর শিরে সোনার টোপর।
দুটা চক্ষু রক্তবর্ণ মূর্তি ভয়ঙ্কর॥
পায়ের অঙ্গুষ্ঠ বাঁকা করে মেলাপাড়া।
স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া॥
রামঃ রামঃ সীতারাম সদাই শরণ।
সেনের সদনে এসে দিল দরশন॥ অত্র ভনিতা॥৬১॥

মল্ল দেখে মহাসুখী ময়নার পতি।
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন ভারতী॥
কার পুত্র কি নাম নিবাস কোন দেশে।
শুন্যা এত শংসন শ্বসনসুত ভাষে॥
জনক আমার হন জগতের প্রাণ।
অযোধ্যা নগরে বাস রামদাস নাম॥
স্মরণসাধনে আমি সুনিপুণ বড়ি।
এই দেখ ঐ কর্ম্মে পাকাইলাম দাড়ি॥
শিষ্যের নাইক সংখ্যে শিখেছে অনেকে।
স্বেচ্ছা হয় শিখাইব তোমার বালকে॥
শুনে রাজা কর্ণসেন রানী রঞ্জাবতী।
দোঁহাকার অসীমা আনন্দ হল্য অতি॥
অবিলম্বে আনিয়া কর্পূর লায়সেনে।
প্রণাম করাল্যা মল্ল গুরুর চরণে॥
বুড়া মল্ল দেখে লাউসেন মনে ভাবে।
স্মরণসাধন শিক্ষা অ্যা হতে কি হবে॥
এক চড়ে এখনি ঘুরাতে পারি ঠাঁয়।
এত বল্যা লাউসেন মল্লপানে চায়॥
তা শুনিয়ে হনুমান্ কোপে কম্পবান্।
নয়ন যুগল হল্য জ্বলন বয়ান॥
কড়মড় করে দন্ত হুহুঙ্কার ছাড়ে।
অনন্তের সহিত অবনী খান লড়ে॥
ষোল সাঙ্গের পাথর এক খান ছিল পড়ে।
বদরি সমান তুলে বামবাহু নেড়ে॥
মৃত তুল্য মুটকীয়ে করে তাকে গুঁড়া।
কর্পূর কহেন দাদা ভাল বটে বুড়া॥
তা দেখিয়া লাউসেন কয় পেয়ে ভয়।
তুমি মোর মল্লগুরু হলে মহাশয়॥
সুখী হয়ে রঞ্জারানী লয়ে দুই সুতে।
সমর্পিয়ে দিলেক মল্লের হাতে হাতে॥

আর্তি করে আত্মজে মোর শিখাবে স্মরণ।
রোজ করে দিব কড়ি পঞ্চাশ কাহন॥
উপকাজ্যের উত্তরে আখড়া ঘর যথা।
লাউসেন কর্পূর সঙ্গে মল্ল গেল তথা॥ অত্র ভনিতা॥৬২॥

গুরুর চরণে করে প্রণতি প্রচুর।
তবে করে মল্লবেশ লাউসেন কর্পূর॥
গায়ে মাখে রাঁগা ধুলা পরে বীরধটী।
বন্ধ করি তেহেরি জিঁজিরে বান্ধে কটী॥
টোপর পরিল শিরে কনকরচিত।
গলায় মোহনমালা মানিক সহিত॥
পুরট পদক দুলে পূষণের প্রায়।
ধর্মের পাদুকা দুটি লেখা আছে তায়॥
স্মরণ সাধন করে সেনের নন্দন।
প্রথমে করিল শিক্ষা শ্বাসের হরণ॥
তারপর তরসিয়ে লয়ে ঢাল খাড়া।
ক্রমে ক্রমে শিখিল সকল মেলাপাড়া॥
সত্য সত্য সত পেলে একেক নিশ্বাসে।
মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষে॥
বরপুত্র ধর্মের বলের নাই সীমা।
ত্রিভুবনে কেহ নাই কি দিব উপমা॥
কসরতে করে কত উঠে বসে ঠায়।
শত হাথ পাঁচির ফলঙ্গে ফেঁদে যায়॥
বাহু কসাকসি করে বুকে ভাঙ্গে বেল।
মুটা করে সরিষা নিঙ্গুড়ে মাখে তেল॥
শূন্যমার্গে তরয়ার ফেলে দিই ফিকে।
অন্তরীক্ষে উঠে তার মুটে ধরে তেকে॥
পতঙ্গ সমান শূন্যে দেয় উড়া পাক।
চক্ষু দুটা ঘুরায় যেন কুমারের চাক॥

প্রমোদে পুরিল তনু রসে হল্য পূর্ণ।
লোহের বাটুল তপে কর‍্যা ফেলে চূর্ণ॥
তবে করে মল্লযুদ্ধ মল্লের সহিতে।
কসাকসি কতক্ষণ বাহুতে বাহুতে॥
ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটি পালটী।
একুশ হাত উঠে কেঁপে আখড়ার মাটি॥
হুড়াহুড়ি বারদণ্ড বাহু কসাকসি।
পায় পায় প্রহরণ মাথায় ঢুঁসাঢুঁসি॥
কাশ্যপী একস্বরে কছাড় খায়।
মহাশব্দে মাটি ফেটে গর্ত হয়ে যায়॥
সাতদিনে সকল স্মরণ হইল শিক্ষা।
মল্লগুরু বিদায় হইতে চায় দেখ্যা॥
লাউসেন কর্পূর বিকল হইল কেঁদে।
দুটি ভাই ধরে তার দুচরণ ছেদে॥
বিনয় করিয়া বলে বিনয় ব্যবহার।
তোমার সমান গুরু পাব নাই আর॥
দয়া করে দিন কতক থাক এইস্থানে।
শিখিব অপর কিছু সাদ আছে মনে॥
বলিতে কহিতে কথা ব্যস্ত হয়্যা শোকে।
ধেয়ে গিয়ে কর্পূর কহিল জননীকে॥ অত্র ভনিতা॥৬৩॥

শুনে রঞ্জা শোকযুতা সুতের বচনে।
মল্লের সাক্ষাতে আইল বিষণ্নবদনে॥
বিনয় করিয়া বলে বস্থ বাসদেব।
দিবস কতেক থাক বিদায় করিব॥
অভাব আমার কিছু নাহিক ভাণ্ডারে।
ধন দিয়ে ধনাধিক করিব তোমারে॥
কথা শুনে হেসে হেসে কয় কপিরাজ।
রাম নামে উদাসীন ধনে নাই কাজ॥

বাস ছাড়া বহুদিন অতএব যাব।
অচিরাৎ অপসরে আবার আসিব॥
প্রণাম করিল কেঁদে লাউসেন কর্পূর।
আশিস করিলা শক্র যাগু বলিপুর॥
এত বলে অন্তর্ধান হয়ে অনিমিষে।
হরষিত হনুমান গেলেন কৈলাসে॥
আত্মতত্ত্বে অনাদি আনন্দে চিত্তে বসে।
পুটপাণি প্রাভঞ্জনি প্রণমিল এসে॥
স্মিত মুখে শ্বসনসুতাকে সনাতন।
জিজ্ঞাসেন যত্ন করে যতেক কথন॥
হনুমান হেসে কন হে হে মায়াধর।
তোমার আদেশে গেলাম ময়নানগর॥
কি কহিব এক মুখে শোভা ময়নার।
কিবা কাঞ্চী কান্তি কাশী বৈকুণ্ঠ তোমার॥
ধনের ঈশ্বর রাজা ধনঞ্জের প্রায়।
রাশি রাশি রত্ন কত ঝাট নাই যায়॥
গত মাত্রে আমার সহিত হল্য দেখা।
ভব্যরতি ভূপতি ভক্তির নাই লেখা॥
পরিচয় পেয়ে হয়ে হরিষ অন্তরে।
প্রণাম করিল এসে লাউসেন কর্পূরে॥
সমর্পিয়ে দিলেক আমার হাথে হাথে।
শিখ্যা রামস্মরণ সকল দিন সাথে॥
অনাদি এতেক শুনে অনিলজমুখে।
সন্তোষ হইলা বড় সীমা নাই সুখে॥
হেথা রঞ্জা অবগতি আইল অন্তঃপুরে।
লাউসেন কর্পূর রহে আখড়ার নিয়ড়ে॥
হেনকালে সেন আইলে স্মরণ দেখিতে।
সুখী হয়্যা সাধিতে কহেন দুই সুতে॥
পিতার পাইয়া আজ্ঞা দুঁহে হয়ে প্রাধ্ব।
আরম্ভিল ঐমনি আনন্দে মল্লযুদ্ধ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৪॥

প্রথমত দুইজনে পশিয়া স্মরণে
প্রকোপে ঘন দেয় লম্ফ।
ধরাধর অনন্ত অবধি যাবন্ত
সকলে হইল কম্প॥
ঠেলাঠেলি সঘনে গভীর গর্জনে
যেমন যূথপতি যূথ।
কসাকসি বাহুতে করিয়া মহীতে
ঐস্থলে পড়ে যুগ ভ্রাত॥
হুহুঙ্কার হাঁকারে আসননিকরে
ময়না করে টলটল।
উলটিয়া কর্পূর লাউসেন উপর
প্রহারিল নির্ঘাত কিল॥
উলটিয়া সত্বরে ধরিল কর্পূরে
লাউসেন হইয়া ক্রুদ্ধ।
হুড়াহুড়ি হুটপাট্‌ ভাঙ্গিল মানকাট
হইল ঘোরতর যুদ্ধ॥
লাউসেন যেমনি কর্পূর তেমনি
দুঁহে হয় অতি বলবন্ত।
মেঘসম গর্জি উঠিল তর্জি
ক্রোধ হইল কৃতান্ত॥
মার্মার নিস্বনে কর্পূর লাউসেনে
ধরে গিয়ে রোষে হয়ে পূর্ণ।
দেখিয়া কর্ণসেন কহিয়া সুবচন
নিবারণ করিল তূর্ণ॥
বেলডিহা নিবাস স্মরি সদা ব্যাক্রোশ
অনাদি পদারবিন্দ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুচ্ছন্দ ॥৬৫॥

সুখী হলে সেন এলে সদনে সত্বরে।
লাউসেন কর্পূর রহে আখড়া আগারে॥
কর্পূর কহেন দাদা কর অবধান।
অল্পকালে উত্তম হইলে জ্ঞানবান॥
মোর বাক্য মন দিয়ে শুন মহামতি।
গৌড়ে চল গৌড়ের ভেটিতে গৌড়পতি॥
মহাপাত্র মামা তায় মায়ের অগ্রজ।
পরিচয় দিয়ে তার করাব সুখজ॥
ভাব করে ভাল মতে ভূপতির সনে।
চাকরি লইব চল চিত্ত যদি মানে॥
বার ভূঞে বার্ আছে আর মল্লমান্।
সভাকার কাছে মোরা হইব প্রধান॥
রাজার দরবারে গুণ করিব জাহির।
ন লাক টাকার ময়না করিব জাইগির॥
আর যে মাহিনা পাব নগদ ইরসাল।
দেশে এসে দিব তায় দেউল জাঙ্গাল॥
লাউসেন কয় ভাই সত্য তাই বটে।
বিদাই হই গিয়ে চল বাপার নিকটে॥
এত বলি ঐমনি আনন্দ দুটী ভেয়ে।
প্রণাম করিল এসে জনকের পায়ে॥
স্মিতমুখ সমুখে দাণ্ডাল দুটী জন।
দশরথ কাছে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বিদায় হইয়া বাপা তোমার গোচরে।
গৌড়ে যাব গৌড়ের ভেটিতে গৌড়েশ্বরে
সেন কন ওকথা আমাকে কয় নাঞি।
যাবে যদি যায় তব জননীর ঠাঞি॥
প্রভুকে পূজিয়ে প্রাণ তেজে শালে ভরে।
পেয়েছি কঠোর করে তোমা হুঁহাকারে॥
কেবল তোমরা তার প্রাণধন হয়।
সে যদ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পায়॥

এতেক শুনিয়ে দুঁহে চিন্তা কৈল চিত্তে।
জননী সে না দিবেন অনুমতি যেতে ॥
শ্রবণে কলুষ হরে কলি করে ভর।
দুমন করিলে হয় দুর্গতি বিস্তর ॥
আশ্বিনে অম্বিকে পূজা অষ্টলোকে করে।
গঙ্গাজল বিল্বদল নানা উপচারে ॥
কেহ বা প্রতিমা করে কেহ আনে পট।
গরিব কাঙ্গাল যারা তারা আনে ঘট ॥
হুলাহুলি সুখোদয় সভাকার ঘরে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেড়ে চণ্ডীপাঠ করে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা সুনাদিতে বাজে অনিবার।
জগৎসংসার জুড়ে জয় জয়কার ॥
থমক থঞ্জরি বাজে ঝর্ঝরি নিসান।
মেষাদি মহিষ কেটে দেয় বলিদান ॥
কেহ বা করে নৃত্য কেহ করে গীত।
প্রদক্ষিণ করে কেহ পুলকে পূর্ণিত ॥
চন্দনে চর্চিত করে শ্রীফলের দলে।
কেহ কেহ দেয় মায়ের চরণকমলে ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে কেহ কেহ মাগে বর।
কেহ কেহ বলে জয় ভবানীশঙ্কর ॥
এইরূপে অর্চনা করয়ে অষ্টলোকে।
কাত্যায়নী কৈলাসে কহেন কপর্দীকে ॥
বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায়।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৬৬॥

করপুটে কৃত্তিবাসে কহেন অদ্রিজা।
অষ্টলোকে অকালে আমার করে পূজা।
বাঞ্ছা বড় হয়েচে বিমৃজ্যে বলি তাই।
প্রভুর পাইলে আজ্ঞা পূজা নিতে যাই ॥

কে কেমন করে পূজা কার কত ভক্তি।
বর দিয়ে আসি গিয়ে করে আশাপূর্তি॥
ঈশ্বর এতেক শুনে ঈশ্বরীর মুখে।
মরমে পশিল শোক মগ্ন হইলা দুখে॥
চাহিয়া রহিল চিত্রপুত্তলির পারা।
কহেন তোমার বড় বিপরীত ধারা॥
বুড়া লোকে বাসে রেখে বিশ্বে চায় যেতে।
ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী কে দিবেক খেতে॥
অবশ হয়েচে অঙ্গ যেতে নারি উঠে।
সন্ধ্যাকালে সিদ্ধিগুলি কে দিবেক বেটে॥
বাঁচি নাই না দেখিলে বদন তোমার।
কথা যাবে কৈলাস করিয়ে অন্ধকার॥
পার্বতী বলেন প্রভু প্রণিপাত হই।
তিলার্ধ তোমার আমি তনু ছাড়া নই॥
আসিব তৎকাল আজ্ঞা দেহ না মোরে যেতে।
দিন দুই দেখা শুনা নেয়য়ের সাথে॥
অম্বিকার আর্তি দেখে কহেন ঈশান।
যাবে যদি যায় রেখে জয়খড়্গ খান॥
এবে শঙ্করের সম্ভাবনা নাই।
শুভাদি সকল ধনসেবকের ঠাঞি॥
আপুনি ভিকারি ভূচি ভাঙ্গ নাই ঘরে।
ভিক্ষা মেগে জন্ম গেল জগতের তরে॥
ভক্তের ভক্তিয়ে ভুলে দিয়ে এস যদি।
বিপাক হবেক বড় বাড়িব উপাধি॥
অসুরের উৎপাত হবেক অতিশয়।
হৈমবতী হেসে কন এও নাকি হয়॥
ঈশ্বরের অস্তিকে বিদায় এত বলে।
পদ্মা সঙ্গে সুরমাতা সুরপুরে আইলে॥
সুরপুরে ঘরে ঘরে সেবা করি সভে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়ে ভক্তিভাবে॥

কেহ দেয় কনকচাঁপার গেঁথে মালা।
কেহ দেয় চন্দ্রনাড়ু চিনি চাঁপাকলা॥
কেহ বা লইয়ে জবা পদ্ম শতদল।
পূজিল মায়ের দুটী চরণকমল॥
তুষ্ট হয়ে তূর্ণ তুষে তা সভার মন।
ইন্দ্রের আলয়ে এসে দিলা দরশন॥ অত্র ভনিতা॥৬৭॥

বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ করেন সুনাদে।
তৃতীয় মাহাত্ম্য শেষ মহিষাসুর বধে॥
সম্ভ্রমে উঠিয়ে শক্র সজল নয়নে।
ঐমনি পড়িলা মায়ের অভয় চরণে॥
শচীকে সত্বর কয়ে সুবাসিত জলে।
প্রক্ষালন করাইলা পদাম্বুযুগলে॥
বসায়ে বিচিত্রাসনে বেদির উপর।
বিরজা বিভোল হয়ে ঢুলায় চামর॥
পুলকে পূর্ণিত তনু প্রেমে গদগদ।
ষোড়শোপচার দিয়ে সেবা কৈল পদ॥
শক্র কয় শুভোদয় সেবকের ঘরে।
জননী এসেচে পূজা দেখিবার তরে॥
ইন্দ্রাণী আনন্দে আনিলা কনক চিরুণী।
আঁচুড়ে চাঁচর চুলে বেঁধে দিল বেণী॥
সুন্দর করিয়া দিল সিন্দূর কপালে।
চন্দনের বিন্দু তায় ইন্দু হেন জলে॥
অবিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখে দিল।
বহুমূল্য বিচিত্র বসন পরাইল॥
সোনার মোটুকু দিল শোভন মাথায়।
পুরট নপুর দুটী পরাইল পায়॥
গাঁথিয়ে গলায় দিলা পারিজাত মালা।
চামীকর চন্দ্রহার চুনি মণি পলা॥

প্রদক্ষিণে প্রণিপাত হৈল পুরন্দর।
শঙ্করী সন্তুষ্টা হয়ে শীঘ্র দিলা বর॥
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন।
বলির সদনে এসে দিলা দরশন॥
বলি বড় বৈষ্টব বিবিধ আয়োজনে।
অর্চিলা উমার পদ ঐকান্তিক মনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি করে নানা উপচার।
হাটক সহিত দিল ফণিমণিহার॥
তথা হইতে ত্রিপুরা ত্বরিত তুষ্ট মনে।
ব্রহ্মলোকে আইলা মাতা ব্রহ্মার ভবনে॥
প্রজাপতি পরিপূর্ণ করে আয়োজন।
প্রেমানন্দে পাদ্য দিয়া পূজিলা চরণ॥
আর আর উপচার দিয়ে একে একে।
শিবানী সন্তুষ্টা হয়ে আইলা শিবলোকে॥
আপনি পূজিলা হর হরষিত হয়ে।
ষড়ানন গণেশ পূজিলা জয় দিয়ে॥
তথা হৈতে বিদায় হইয়া তারপর।
অত্যানন্দে আবেশে আইলেন বাপঘর॥
পর্বতো পূজিলা দিয়া পুরটের ফুল।
মেনকা করিয়া পূজা উচ্চারিয়া মূল॥
দৃঢ়ভক্তি মা বাপের দেখি কুতূহলে।
বিদায় হইয়া চণ্ডী আইলা বিন্ধ্যাচলে॥
বিন্ধ্যাচলে বার দণ্ড বিলম্ব হইল।
ছাগল মাইস মেষ অনেক পরিল॥
কামরূপে কাত্যায়নী কতক্ষণ থেকে।
ভ্রমিলেন ভক্তের ভবনে পূজা দেখে॥
হেরে পূজা হৈমবতী হরিষ অন্তরে।
কালীঘাটে আইলে [ন] বেলা দ্বিতীয় প্রহরে॥
গঙ্গাজল বিল্বদল অগৌর চন্দন।
দিয়ে দুটী চরণ পূজিল দ্বিজগণ॥

শঙ্খ ঘণ্টা ঘন ঘোর বাজে বীণা সানি ।
সভে বলে জয় জয় শঙ্কর ভবানী ॥
এইরূপে সিদ্ধস্থান সকল ভ্রমিল ।
অবশেষে ময়না উপনীত হইল ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৮॥

মহানন্দে মহোৎসব ময়না নগরে ।
ধরাপাল আদি সবে ধর্ম্মসেবা করে ॥
ধবল আলাম উড়ে ধবল পতাকা ।
ধবল বর্ণের ঘর ধবল বেদিকা ॥
ধবল নিশান খাট ধবল পতাণ্ড ।
জর্ জর্ করিয়া জলে ধুনাচুর দণ্ড ॥
ঢাক ঢোল ঢেমচা সঘনে বাজে ঢের ।
পণ্ডিত পড়িছে বেদ দুয়ারে ধর্ম্মের ॥
এইরূপ অম্বিকা অন্তরে হইতে দেখে ।
কোপ্ মনে কহেন পদ্মাকে কিছু ডেকে ॥
জগৎজননী হই জগতের আদ্যা ।
প্রকৃতি প্রধান আমি আমি মহাবিদ্যা ॥
সুর নর সকলে আমার করে সেবা ।
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব বালক বৃদ্ধ যুবা ॥
বিবিধোপচারে পূজে বিবুধের রাজা ।
কি হেতু এখানে মোর করে নাই পূজা ॥
পদ্মা কন শুন মাগো পর্বতের ঝি ।
না করুক পূজা তার মনঃকথা কি ॥
তবে যদি জিজ্ঞাসিলে কহি শুন ক্রমে ।
কি হেতু তোমার পূজা নাহ্নি এই গ্রামে ।
লাউসেন নামে কর্ণসেনের নন্দন ।
ধর্ম্ম বিনে জানে নাই ধর্ম্মে আছে মন ॥
বরপুত্র ধর্ম্মের ধামিক বুদ্ধিবান ।
সেবে নাই অন্য দেবে স্মরে নাই নাম ॥

ধর্মসেবা করে খায় ধর্মের প্রসাদ।
ধর্মনাম জপে তিল আধ নাই বাদ॥
শুনিয়া পদ্মার মুখে সমুদয় বাণী।
ঈষদাস্য বদনে বলেন কাত্যায়নী॥
দেখিব কেমন বটে ধর্মের কিঙ্কর।
চল পদ্মা চপল করিয়া তার ঘর॥
মোহিব তাহার মন মোহিনীর বেশে।
কহিব রসের কথা অশেষ বিশেষে॥
যদি চায় ভুল্যা ভাবে না চিনে আমাকে।
এই খড়্গে কর্যা তবে কাটিব তাহাকে॥
যদি চিনে সত্য হয় ধর্মের কিঙ্কর।
তুষ্ট হয়্যা তবে তাকে দিয়া যাব বর॥
এত বল্যা সর্ব্বজয়া সুসম্প্রীত মনে।
বিশেষে করেন বেশ বিস্তর যতনে॥ অত্র ভনিতা॥৬৯॥

বিল্বমূলে শঙ্করীকে বসায়ে কিঙ্করী।
করে দিল কমনীয় কুন্তলে কবরী॥
উসর সে ঈষৎ বক্রিম রাখে বামে।
মণ্ডিত করিল তায় মল্লিকার দামে॥
তরুলতা জাতি জুতি আর কনকচাঁপা।
ঝলমল করে পৃষ্ঠে দুলে হৈমঝাঁপা॥
অলকা অলিকে দিল অরুণের ছটা।
সাজিল সুন্দর তায় সিন্দূরের ফটা॥
চন্দনের বিন্দু জেন ইন্দু সমব্রত।
বাঁ নাকে বেশর আর ডানি নাকে নত॥
কর্ণমূলে কুণ্ডল কেমন পেল শোভা।
ইন্দুকে বেড়িয়া যেন উড়ুকুল আভা॥
কজ্জলে করিল আলো কুরঙ্গনয়ন।
কাদম্বিনী কান্তি কাল মেঘের কোলে যেন॥

গলায় গঠিল যেন গজমতি হার।
তরুণ তিমিরে যেন তড়িল্লতাকার ॥
ভুজে ভাল সাজিল ভূষণ নানাভাতি।
করক সমান কুচে কাঁচলির পাঁতি ॥
রতনে জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন।
তায় লেখা কৃষ্ণ কথা অক্রুর আগমন ॥
ব্রজগোপীগণে দিয়া বিরহবেদনা।
মধুপুরে গেলা কৃষ্ণ সাধিতে মাননা ॥
মধুপুরে বিলম্ব হইল বহুদিন।
ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন ॥
শ্রীকৃষ্ণের বিরহব্যাকুল হয়ে চিত্ত।
ময়ূর ময়ূরী তারা পাসরিল নিত্য ॥
কোকিল কোকিলী গান করে নাই আর।
কৃষ্ণ বিনে কেবল হইল কায় সার ॥
প্রত্যহ প্রভাতে উঠে শ্রীনন্দ যশোদা।
কান্দেন কৃষ্ণের লেগে চিত্তে পেয়ে বাধা ॥
ধেনুগণ সভে শষ্প না কর‍্যা স্পন্দনে।
ঊর্ধ্ব পুচ্ছ করে চেয়ে মধুপুর পানে ॥
গোকুল কুঞ্জের মাঝে কৃষ্ণে নাই দেখে।
শ্যাম শ্যাম বলে কান্দে শ্রীমতী রাধিকে ॥
আর তায় আছে চিত্র অতি সুগঠন।
প্রভাতে যশোদা দধি করেন মন্থন ॥
হাত পেতে হেস্যা হেস্যা এসে চক্রপাণি।
দেয় মা যশোদা বলে মাগেন নবনী ॥
কোনখানে গোপীগণ কালিন্দীর কূলে।
বস্ত্র আভরণ রেখে নাম্বিলেন জলে ॥
আনন্দে করেন ক্রীড়া কৌতুক সাগরি।
হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলেন চুরি ॥
কদম্বের শাখায় রাখিয়া বস্ত্রগুলি।
আনন্দে বিভোল হয়ে বাজান মুরলী ॥

হেথা সভে জলক্রীড়া সমাধিয়া সুখী।
বিকল হইল বড় বস্ত্র নাই দেখি ॥
লজ্জবশে বস্ত্র দিয়া নিতম্ব যুগলে।
মুরলীর ধ্বনি শুনে কদম্বের তলে ॥
ব্যগ্র হয়ে বচন বলেন বহুরূপে।
বস্ত্র দেয় নচেৎ কহিব গিয়া ভূপে ॥
গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগো।
হরিকে হেরিয়া বস্ত্র হাথ তুলে মাগো ॥
কোনখানে গোপীগণ বড়ায়ের সাথে।
মথুরাকে যায় দধি বিক্রয় করিতে ॥
নটবর বেশে কৃষ্ণ কদম্বের তলে।
সঘনে বাজান বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥
সঙ্গত সঙ্কেত বাক্য শুনে দূর হৈতে।
বড়াই আগুয়ে আইল সমাচার দিতে ॥
হেসে হেসে কয় কথা কিছু নাই বাধা।
উঠে দেখ ওহে নাতি ঐ আস্তে রাধা ॥
কোনখানে আছে লেখা গোপশিশুগণ।
ধেনু লয়ে উষাকালে গোষ্ঠকে গমন ॥
দড়বড় এসে সভে যমুনার কূলে।
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি রাখালে রাখালে ॥
সাজ সাজ সজ্জ করে সঘনে সিঙ্গায়।
বের রে বের রে কানাই গোষ্ঠে যাব আয় ॥
আনন্দে ঐছনে করে আবা আবা ধ্বনি।
সাড় নাই সচকিতে শুনে নন্দরানী।
আছে তায় অপর অনেক চিত্র আর।
বিবরে বর্ণিতে হয় বড়ই বিস্তার ॥
এই কথা আর্থি করে যে জন শুনেন।
কৃপা করে কৃষ্ণ তাকে চতুর্বর্গ দেন ॥ অত্র ভনিতা ॥৭০॥

পুন পদ্মা পরাইল পাদাঙ্গদ পায়।
চলে যেতে চরণে পঞ্চম গুণ গায়॥
রুনু রুনু কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনতকার।
মনসিজে মোহিতে মোহিনী অবতার॥
এথা একা লাউসেন আখড়া ভিতরে।
নিদ্রাগত রাখিয়া কর্পূর গেলা ঘরে॥
হেনকালে হরপ্রিয়ে হেসে হেসে এসে।
কপটে কহেন কথা শিরোদেশে বসে॥
উঠ উঠ উঠ ওহে ময়নার পতি।
বারেক আমার বাক্যে কর অবগতি॥
বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেয় জ্বালা।
কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা॥
সংসারের সত্ত্ব করি সভে মোরে জানে।
তথাপিহ ভায় নাই ভাতারের সনে॥
এমন যুবতী আমি জগতের বন্ধ্যা।
সকল লক্ষণযুতা কিছু নাই নিন্দা॥
তেমনি পুরুষ তুমি ত্রিগুণে সম্পূর্ণ।
রসজ্ঞ রসের সিন্ধু রসাতলে ধন্য॥
যুবতী দেখি ডরে জেগে নিদ্রা যায়।
একবার আমার পানে চক্ষু মেলি চায়॥
এত শুনে লাউসেনের নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
অধোমুখে অনুস্থয়ে উঠিয়া বসিল॥
ঈষৎ কটাক্ষে চেয়ে মোহিনীর পানে।
ভয়েতে ভূপালসুত ভাবে মনে মনে॥
ইন্দ্রাণী উর্বশী কিবা অথবা অদিতি।
রুক্মী রেবতী কিবা রম্ভাবতী রতি॥
সাবিত্রী সুভদ্রা কিবা সত্যভামা সীতা।
অথবা মেনকা মাদ্রী হেমগিরিসুতা॥
অরুন্ধতী উষা কিবা অগস্ত্যের কান্তা।
কীটভকুমারী কিবা কিবা বাকি কুন্তা (?)

অহল্যা দ্রৌপদী কিবা কিবা মন্দোদরী।
রোহিণী রুক্মিণী কিবা গোমতী গান্ধারী॥
কিবা তারা অশ্বিনী অথবা লোপামুদ্রা।
ভগদত্তসুতা কিবা ভানুমতী ভদ্রা॥
এত বলি লাউসেন ভাবে মনে মনে।
সতী তারাপতি ছেড়ে আসিবেন কেনে॥
মোহিনী কহেন সুন মহীপালসুত।
তোমাকে কেবল দেখি অজ্ঞানের মত॥
যুবজন হয়্যা করে যুবতীকে ডর।
তার পারা ত্রিভুবনে না দেখি বর্বর॥
যে কৈ যথার্থ কথা যেন কর দ্রঢ়।
পরদারে পাপ নাই পুণ্য হয় বড়॥
এ কথার অতেব সন্দেহ আছে কি।
ইবে শুন আর এক উপদেশ দি॥
প্রজ্ঞাবান পরাশর পরম ধার্মিক।
মীনগন্ধা সহিত সম্ভোগ তার দেখ॥
ব্যাসদেব তার পুত্র বেদে মহামতি।
ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে দেখ ভুঞ্জিবেক রাত্রি॥
অনিল অঞ্জনা সহ ধর্ম কুন্তী সনে।
যেরূপ করিলা কর্ম জগজনে জানে॥
আন্ নানা কারিহ শুন কহি কিছু আর।
কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহার॥
শ্রীমতী রাধার সঙ্গে চিরকাল গেল।
বৃন্দাবনে বৃন্দা সনে ব্রহ্মকাম্য হৈল॥
সজ্ঞান অজ্ঞান কিবা কিবা সুর নর।
পরদারে প্রেমানন্দে প্রবর্ত বিস্তর॥
শুনে এত সেনের বচন নাই সরে।
শ্রীধর্মপদারবৃন্দ চিত্তে চিন্তা করে॥
মোহিনী স্যান মনে ভাব কি।
অপরঞ্চ আর কিছু উপদেশ দিই॥

যুবতীজনার পতি যদি হয় জরা।
স্মরশরে সে যুবতী জিয়ন্তয়ে মরা॥
তুমি হে নবীন আমি নবীন কিশোরী।
বুড় হৈলে ভাতার বনিতা হয় বৈরী॥
অতি রসে রে একান্ত হয়েছে মোর মন।
তোমায় আমায় যাব তীর্থ দরশন॥
স্যান কন সখা ধর্ম স্বরূপনারান।
পরস্ত্রীকে দেখি প্রায় মায়ের সমান॥
মোহিনী কহেন শুন দুর্লভ সদাকর।
যাচকা যুবতী ছাড়া অধর্ম বিস্তর॥
তুমি যদি কর শাস্তি সে মোর বন্ধন।
সহিতে না পারি আর স্বামীর ভৎর্সন॥
কুচনীর সঙ্গে করে কোতুক্ বেহার।
শয়ন সম্ভোগ মোর সব অন্ধকার॥
সিদ্ধির খিয়ালে সদা শুদ্ধ বুদ্ধিহীন।
হরিগুণে কেবল হয়েচে উদাসীন॥
অনল নয়ানে জ্বলে এই অনুক্ষণ।
কোপে ভস্ম হয়েছিল কৃষ্ণের নন্দন॥
বড় বেটা বাক্‌সিদ্ধ ছোট বেটা বীর।
এই অনুরাগে আমি কুলের বাহির॥
প্রচুর আছয়ে ধন পুষিব তোমাকে।
বিলাপ করিবে বসে বিচিত্র পালঙ্কে॥
ধর্মপুত্র লাউসেন ধরে দিব্যজ্ঞান।
মনে মনে সাত পাঁচ করে অনুমান॥
এ বোল একান্ত নয় অসতী যুবতী।
ভাবে বুঝি ভকতবৎসল ভগবতী॥
ভেবে এত লাউসেন সবিনয়ে ভাষে।
মহেশী এসেছে পারা মোহিনীর বেশে॥
কর অপরাধ ক্ষমা করি নিবেদন।
অকিঞ্চন দীনহীন আমি অভাজন॥

জগৎজননী তুমি জানা গেছে ভাবে।
হেরম্বজননী হও অনুকূলা ইবে॥
তুষ্ট হৈলে সেনের ভাষণে ভগবতী।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি॥৭১॥

ত্রিলোকতারিণী তবে কন লাউসেনে।
আমি যে জগতমাতা জানিলে কেমনে॥
ধন্য তুমি ধর্মপুত্র ধরণী উপর।
দেখে তুষ্ট হলাম বাছা মাগ দিব বর॥
সেন কন বর যদি দিবে সর্বজায়া।
সন্দেহ ভঞ্জন কর স্বমূর্তি দেখিয়া॥
বিনয় সেনের বাক্য সুনিঞা বিরজা।
তেজিয়া মোহিনী মূর্তি হৈলে দশভুজা॥
দক্ষিণ চরণ দিয়া সিংহের উপর।
দাণ্ডালেন দীপ্ত কর‍্যা দিস্ত দিগান্তর॥
কিঞ্চিতদূর্ধ্ব বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষ উপরে।
অষ্টদিগে অষ্টশক্তি অষ্ট শোভা করে॥
আনল উদ্যত শত পূর্ণ ইন্দু হেন।
অঙ্গ রুচি অতসী পুষ্পের আভা যেন॥
অম্লান পঙ্কজমালা অতি শোভা গলে।
বিশদন্তে হাসিতে বিজুরি যেন খেলে॥
সৌদামিনী শচী সম যেন শোভে জটাজূট।
গগনে ঠেকিল যেন মায়ের মাথার মকুট॥
জাস্তু পাল্য (?) যাবকে যুগল ছুটী পদ।
কিবা কাশ্মীর কান্তি কিবা কোকনদ॥
সোনার নপুর ছুটি সুনাদিতে বাজে।
সকল অঙ্গুলিময় শুকশিশু সাজে॥
যোগ পেয়ে চতুর্দিকে যোগিনীর ঘটা।
শিবাশত ইবা শব্দে স্তব্ধ ব্রহ্ম কটা॥

দশভুজা দীপ্ত হল্য দশাস্ত্রের সনে।
শঙ্খশক্তি শরচক্র ত্রিশূল দক্ষিণে॥
বামে ধনু ঘণ্টা আর খড়্গ চর্ম পাশ।
ভ্রূকুটি ভীষণাননে অট্ট অট্ট হাস॥
নিজ দন্ত খড়্গপাণি দুরন্ত দৈত্যকে।
নাগপাশে বাঁধ্যা শূল মেরেছেন বুকে॥
ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে ভয়ে লাউসেন।
ঐমনি পড়িলা ভূমে হয়ে অচেতন॥
কতকক্ষণ ব্যতীতে সম্বিত কথ পেয়ে।
করপুটে করে স্তব কাতর হইয়ে॥
নমো নিত্যো নিদ্রারূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণী॥
চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা বিঘাতিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণী॥
কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী।
নৃসিংহনাশিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণী॥
দক্ষের দুহিতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
নগারিবাহিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণী॥
বিশ্বের নিদানভূতা বরাহরূপিণী।
শ্রীনন্দনন্দিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণী॥
স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে ত্রিপুরা কহেন।
বর মাগ বাঞ্ছামত বাছা লাউসেন॥
সেন কয় সদয় হইলে যদি শিবা।
তব আশীর্বাদে আমার অভাব আছে কিবা॥
তবে কই তুমি না করহ আন।
দয়া করে দিয়ে যায় জয়খড়্গখান॥
উমা কন্ ইহা ছেড়ে মাগ অন্য বর।
ইহাতে আমার হয় অসুর সংহার॥
সেন কন শুন মাগো সঙ্গত বচন।
ইহা ছেড়ে অপরে নাহিক প্রয়োজন॥

লাউসেনে কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত রূপেতে।
জয় বল্যা জয়খড়্গ দিল তার হাথে ॥
দেবতা সকল মেলে দৈত্যবধ কালে।
আভরণ দিল আর অস্ত্র বিপুলে ॥
দণ্ডধর দিয়েছিল এই অস্ত্রময়।
ইহাতে হইবে তুমি সর্বত্রেতে জয় ॥
কহিছেন সেনকে শঙ্করী এই কথা।
হেনকালে কর্পূর পাতর এল তথা ॥
তা দেখিয়া ত্বরান্বিতে তিরোধান হয়ে।
পদ্মাসনে প্রস্থান স্বস্থান হরপ্রিয়ে ॥ অত্র ভনিতা ॥৭২॥

ক্রোধমুখে কর্পূর কহিছে লাউসেনে।
পরিহাস কর দাদা পরস্ত্রীয়ের সনে ॥
যায় যায় জানা গেল যেমন তোমার কাজ।
বলে দিব বাপকে এমন পাবে লাজ ॥
লাউসেন কয় দাদা শুন রে কর্পূর।
না দেহু এমন মতি অনাদি ঠাকুর ॥
এসেছিল জগৎমাতা এই তার প্রতক্য।
দয়া করে জয়খড়্গ দিয়ে গেল দেখ ॥
তুষ্ট হয়ে কর্পূর তখন তবে কয়।
এ জয়খড়্গের যোগ্য ফলা যদি হয় ॥
তবে দাদা ত্রিভুবনে কেবা আঁটে।
লাউ কয় দাদা সত্য তাই বটে ॥
জনকে কহিয়া ফলা নির্মাণ করাব।
মায়ের কাছে বিদায় হয়ে গৌড়দেশে যাব ॥
লাউসেন কর্পূর দোঁহে যুক্তি করে এথা।
জয়খড়্গ জন্য জঙ্গ বয়ে যায় তথা ॥
ঈশ্বরী ঈশ্বর সহ একাসনে বসে।
হরিনাম মাহাত্ম্য কথা জিজ্ঞাসেন হেসে ॥

হেন কালে নারদ মুনি ঢেঁকিয়ে চাপিয়ে।
উপনীত কৌতুকে কৃষ্ণের গুণ গেয়ে॥
হরষিত হরিদাস হয়ে নতকায়।
দণ্ডবত দেবঋষি দোঁহাকার পায়॥
কন্দুলে কেবল ইচ্ছা কাছে এসে বসে।
কানে কানে কৃত্তিবাসে কন্ হেসে হেসে॥
দেখে দুস্থ হইল দিতে এলাম সমাচার।
মামি হৈতে মামার মঙ্গল নাহি আর॥
দশ নাত্রি দম্পতী দুজনে কর ঘর।
কেহ কার বশ নয় সভে সতন্তর॥
বিপাক বিরুদ্ধে বিশ্ব ছাড়া এই।
ভব্য আমি ভাগিনা ভালর তরে কই॥
জিজ্ঞাস আমার কিবা বচন বিসরে।
জয়খড়্গ খান মামি দিয়ে আইলে কারে॥
আত্মভূআত্মজ মুখে এতেক কথন।
শুনে এত সদাশিব বিষণ্ণবদন॥
হায় হায় করেন কহেন নাত্রি শর্ম।
পর্বতের বেটী মোরে পুড়িলেক জন্ম॥
হল নাই ঘরে থাকা মোর হরিদাস।
রাক্ষসীর জ্বালায় করিব কাশীবাস॥
এত বলে সিদ্ধিঝুলি লয়ে সিঙ্গা আসা।
ক্রোধ করে কৃত্তিবাস যান করে গসা॥
পার্বতী পড়েন কেঁদে পদযুগ ধরে।
কার্তিক গণেশ কাঁদে কাকুবাদ করে॥
পদ্মা জয়া কান্দে আর নন্দী মহাশয়।
পলাইল নারদ পাইয়া মহাভয়॥
পার্বতী প্রভুকে পথ দেন নাই ছেড়ে।
কার্তিক গণেশ সিদ্ধিঝুলি কেড়ে॥
সিঙ্গা আসা নন্দী নিল দূরে গেল দুঃখ।
হাসিতে লাগিলা হর হইল বড় সুক্॥

পূর্ব্বরূপ ঈশ্বরী ঈশ্বর একাসনে।
বসিলেন কৃষ্ণকথা কথোপকথনে॥
বামভাগে কার্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে নন্দী ঢুলায় চামর॥
কৃশোদরী কুন্তা আর কমলা অমলা।
অত্যানন্দে এসে তারা নিত্য আরম্ভিলা॥ অত্র ভনিতা॥৭৩॥

ঢুন্দুভি আত্মং বাজিছে বাত্মং
তা কুটি তাথৈ রবে।
ব্রহ্মা আদি অমর বিষ্ণু মহেশ্বর
আনন্দে বিভোল সভে॥
বীণা সপ্তস্বরা মৃদঙ্গ মন্দিরা
বাজিছে বিনোদ বাঁশী।
সুললিত কেশা সুরম্য সুবেশা
বদনে বিনোদ হাসি॥
কটিতে কিন্‌কিনি রনুরনু ধ্বনি
সুচেল শোভিত তায়।
নাসায় বেসর অতি মনোহর
রতন মঞ্জীর পায়॥
বঙ্কিম নয়ন মনমথ মোহন
সৌদামিনী সম শোভা।
দশন সুন্দর অরুণ অধর
মধুকর মনলোভা॥
ভুরু কামধনু তপ্ত হেমতনু
খগেন্দ্র জিনিয়ে নাসা।
বাহু সুললিত নিতম্ব উন্নত
বল্লকী সমান ভাষা॥
নাচে বিদ্যাধরী ত্রিলোকসুন্দরী
আরাব করয়ে গান।

প্রেমের তরঙ্গ দ্রবময় অঙ্গ
হয়েছিলা ভগবান॥
তাতে দ্রবময়ী হইলা গুণ এই
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা।
দেবী সুরেশ্বরী ভুবনসুন্দরী
কলিতে কলুষভঙ্গা॥
মরণসময় হৃদয়ে উদয়
যদি হয় গঙ্গা নাম।
বিজয়ী শমনে চাপিয়ে বিমানে
যায় যথা যার ধাম॥
শুনি সুরগণ হলে রোমাঞ্চন
অঝোর নয়নে কান্দে।
বেলডিহা ধাম দ্বিজ মানিকরাম
রচিল টোটোক ছাঁদে॥৭৪॥

এইরূপে কৃশোদরী আদি অন্ত চিত্তে।
নিত্য নিত্য করে নিত্য নিত্যার সাক্ষাতে॥
দৈবাৎ দেবতাবৃন্দ দেবতার সঙ্গে।
উপনীত শিবের সমীপে সভে রঙ্গে॥
সুরগণ সম্ভ্রমে শঙ্করে সম্ভাষিয়ে।
বসিলেন বিশ্বনাথে বেষ্টিত হইয়ে॥
বীণা আদি বীরকালী বাজে নানা বাদ্য।
কাঁহাল কাঁসর কাড়া কাঁসি কত পদ্য॥
নাটিকার নাট্য দেখে নির্জর সকল।
ঐমনি অবন্ধ্যচিত্তে আনন্দে তরল॥
মধুমাস মনসিজে মত্ত হয়ে কুহু।
রমণ রমণী সঙ্গে করে মুহুর্মুহু॥
বিভচ্ছবিনিজে (?) দিয়ে বদন বদনে।
নর্তকীগণের দৃষ্টি হইল তার পানে॥

অবশ হইল অঙ্গ অনঙ্গের বাণে।
নিত্যভঙ্গ নাটিকার চায় চারিপানে॥
ক্রোধ করে কৃত্তিবাস কন তা সভাকে।
যায় যায় জনম লভ গে মর্ত্যলোকে॥
এতদিন বৈ যদি হইল অন্যমতি।
এস্থানে তোদের থাকা অনুচিত অতি॥
শিব শাপ দিতে দিল সুরগণ সায়।
পুটপাণি কেঁদে পড়ে পার্বতীর পায়॥
বিনয় বিস্তর করে বৈলজ্জে বলেন।
অভিশাপ আমাদিগে ঈশ্বর দিলেন॥
তুমি যদি কর রক্ষা তবে রক্ষা পাই।
নচেৎ সাগরস্থক্ এড়াইয়া যাই॥
নারী হয়ে জন্মিলে দুস্থ পাব নানা।
বিশেষত হত্যে হব পরের অধীনা॥
কাশ্যপীয়ে কাত্যায়নী কি করে যাইব।
তোমার অভয়পদ আর না দেখিব॥
রাখ রাখ রাজ্যেশ্বরী রাখ করে দয়া।
দয়াময়ী দাসীদিগে দেহ পদছায়া॥
বিমলা বলেন বৃথা বল বাক্য বাধ্য।
ঈশ্বর দিলেন শাপ আমার অসাধ্য॥
সত্য কৈ না পারিব সর্বথা রাখিতে।
যায় বাছা যেতে হোল জনম লভিতে॥
কামরূপে কর্পূরধল কিঙ্কর আমার।
কৈশোদরী তুমি কন্যা হয় গিয়া তার॥
কলিঙ্গা তোমার নাম হব রূপবতী।
ময়নার লাউসেন হইবেক পতি॥
কমন্তরে কুন্তাকে কহেন তবে ভাষ।
হরিপাল নামে রাজা সিমুলে নিবাস॥
পরেশী তাহার জায়া পতিব্রতা ধন্যা।
ত্বরায় লভ গে জন্ম হয়ে তার কন্যা॥

ত্রিলোক তোমার নাম হইবে কানড়া।
বলে বিশ্বজয়ী হবে বলিব কি বাড়া॥
বিভা হেতু গৌড়ের ভূপতি করে বল।
আসিবেক সেজে লয়ে নবলক্ষ দল॥
বিবরণ কয়ে বিশ্বকর্ম্মাকে পাঠাব।
নৈ মোন লোহার গণ্ডা নির্ম্মাণ করাব॥
সভামাঝে অসম্ভ্রমে লয়ে তীক্ষ্ণ খাণ্ডা।
ধর্মপুত্র লাউসেন কাটিবেক গণ্ডা॥
অপর সকল কথা সেকালে কহিব।
আমি গিয়ে লাউসেনে তোর বিভা দিব॥
কমলা অমলা প্রতি কন তারপর।
কালিদাস নামে রাজা বর্ধমানে ঘর॥
অভাব কিসের নাই সকল সম্পূর্ণ।
তোমরা তনয়া তার হয় প্রিয়া তূর্ণ॥
নৃপতি থুবেক নাম সুয়াগা বিমলা।
কামকান্তা জিনে হবেক নামেতে কুশলা॥
কালিদাস দিবে বিভা সেই লাউসেনে।
অতিভাবে একত্রে থাকিবে চারিজনে॥
উমার অলঙ্ঘ্য বাক্য না করে লঙ্ঘন।
তিন ঠাঞি জনম লভিল চারিজন॥
অতঃপর শুন সভে লাউসেনে লয়ে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়ে॥
ফলা নির্ম্মাণ গীত ইহার উত্তর।
হরি বলে বন্ধুজন সভে যায় ঘর॥৭৫॥

আখড়া পালা সমাপ্ত॥

খড়্গ পেয়ে লাউসেন সম্প্রীত মনে।
গৌড়ে যাব যুক্তি করে কর্পূরের সনে॥
কর্পূর কহেন দাদা কর অবধান।
তবে যাবে আগে ফলা করায় নির্ম্মাণ॥

শুনিয়ে সঙ্গতবাক্য সুখী হয়ে চিত্তে।
যবে হইল উপনীত জনক সাক্ষাতে॥
দুটী ভেয়ে দুটী পায় দণ্ডবৎ কৈল।
স্মিত মুখে সম্পুট করে সম্মুখে দাণ্ডাল্য॥
দশরথ সমীপে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পাণ্ডুরাজ সমীপে যেমন ভীমার্জুন॥
ব্যস্ত হয়ে কর্ণসেন এস এস বোলে।
করে ধরে কমস্তরে কোলেতে বসালে॥
কত শত চুম্ব খায় বদন কমলে।
বসুপতি বহু শর্মী বহু বাক্য বলে॥
কুল শীল প্রাণ ধন আমার তোমরা।
আঁখি পালটিতে করি দণ্ডে দণ্ডে হারা॥
অনেক অগ্নিয়ে জল দিয়েচ আমার।
হর্ষ হই হেরে মুখ তোমা দোঁহাকার॥
লাউসেন কর্পূর কয় করি নিবেদন।
তবে পিতা তুষ্ট কর দুজনার মন॥
কর্ণসেন কয় বাছা কি করিলে হয়।
লাউসেন কর্পূর কয় অন্য কিছু নয়॥
প্রত্যুষে গৌড় দেশে করিব প্রস্থান।
অদ্য মধ্যে সদ্য ফলা করায়ে নির্মাণ॥
কর্ণসেন কন বাছা অভাব কিসের।
দেখ গিয়া ভাণ্ডারে মোর ফলা আছে ঢের॥
শুনিয়ে তাতের বাক্য লাউসেন কয়।
দেখেচি সে আমার খড়্গের যোগ্য নয়॥
কালিকার দণ্ড খড়্গ কালের সমান।
তার যোগ্য ফলা চাই শুন সমাধান॥
শুনিয়ে সুতের বাক্য সেন সুখী অতি।
কুশল কামারে ডেকে কহেন ভারতী॥
বার কাহন বরাটিকে বেতনার্থ লহ।
অদ্য মধ্যে সদ্য ফলা নির্মাইয়ে দেহ॥

কুশল কহিছে শুন কাশ্যপীর কর্তা।
আপনি কহিলে অতি অসম্ভব বার্তা॥
নয় মাস নির্ম্মাণ যদি করি নিশি দিনে।
তথাপি ফলার পাটী ফুরাতে না জানে॥
সেন কন তবে বাছা সব অমঙ্গল।
কার্য ভাযে বুঝ্যা বাসে আইল কুশল॥
রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখে করস্থ রতন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে গেলা পাণ্ডুবন॥ অত্র ভনিতা॥৭৬॥

বসন্ত সময়ে বায়ু মন্দ মন্দ বয়।
কাননে কোকিলগণ কৃষ্ণকথা কয়॥
জাতি জুতী মালতী মাধবলতা ফুলে।
মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে বুলে॥
ভ্রমরা ভ্রমরী ভ্রমে ভক্ষ আশে তায়।
গুন্‌গুন্‌ করি তারা কৃষ্ণগুণ গায়॥
মোউর মোউরী পুচ্ছ উচ্চ করে তুলে।
কত বঙ্কে করে নৃত্য রাধাকৃষ্ণে বলে॥
শুক পক্ষ সকলে সম্বায় হয়ে সুখে।
উচ্চস্বরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ডাকে।
কুশল কামার দেখে কাননের শোভা।
বিষ্ণুর বেহার স্থল বৃন্দাবন কিবা॥
কিবা সে নন্দন বন কিবা চৈত্ররথ।
কিবা কাম্যকানন কৌরবকুল কৃত॥
কয়ে এত কামার সেখান হতে চলে।
বিপিনে কলার গাছ খুঁজে খুঁজে বুলে॥
সরল কদম্ব গাছ সন্নিকটে পাইলে।
কাটিতে কুঠার তুলে কৃষ্ণ রাম বলে॥
ব্যগ্র হয়ে বৃক্ষ বলে না কাটিস্‌ মোরে।
মন দিয়ে শুন বলি বচন বিসরে॥

বিশ্বের নিদান বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতারে।
ননিচোরা নাম তাঁর নন্দের মন্দিরে ॥
প্রতিদিন চূড়া ধড়া পরে পীতবাসে।
গহনে চরান গোরু গোপালের বেশে ॥
গোপীগণ মনমৃগ মোহিবার ফাঁসি।
বসিয়ে আমার তলে বাজাতেন বাঁশী ॥
শ্রীদাম প্রভৃতি ব্রজবালক সকলে।
বেশ কর‍্যা কৃষ্ণের দিতেন মোর ফুলে ॥
এক দিন গোপীগণ যমুনার তীরে।
বস্ত্র রেখে জলে নেবে জলক্রিয়া করে ॥
মহানন্দে মগ্ন হৈল সভাকার মন।
হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলা হরণ ॥
সেই বস্ত্র আমার শাখায় বেঁধে থুইলা।
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশী বাজাতে লাগিলা ॥
শ্রীচরণ শ্রীঅঙ্গ পরশে আমি ধন্য।
আমাকে কাটিলে তুমি হইবে উচ্ছন্ন ॥
কদম্ব গাছের কথা শুনিএ কুশল।
সেখান হইতে শীঘ্র এল বকুল বৃক্ষের তল ॥
কাটিতে কুঠার তুলে কৃষ্ণ রাম বোলে।
মূর্তিমন্ত হয়ে তাকে বৃক্ষ গালি দিলে ॥
মোরে না কাটিস ওরে কর্মকার মূর্খ।
কৃষ্ণের রক্ষিত আমি নই অন্য বৃক্ষ ॥
যে কালে যেতেন গোষ্ঠে যশোদা ঐছনে।
বনায়ে দিতেন বেশ বিস্তর যতনে ॥
মোউর পুচ্ছের চূড়া মটুক মাথায়।
আমার পুষ্পের মালা বেড়া দিয়ে তায় ॥
নবদল সহ তায় নব নব কলি।
সৌরভে সঞ্চয় হয়ে উড়ে বুলে অলি ॥
তাঁর সেই শ্রীঅঙ্গে আমার অঙ্গে অংশ।
আমাকে কাটিলে তুই হইবি নির্বংশ ॥

বকুল বৃক্ষের বাক্য শুনে ভয় পাইল।
তথা হইতে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে আইল॥
কুশল কুঠার তুলে কাটিবারে যায়।
ব্যগ্র হয়ে বিটপী বারণ কৈল তায়॥
বিষ্ণুরূপ বৃক্ষ আমি শুন বলি তোরে।
কভু যদি আমাকে ছেদন কেহ করে॥
যত পাপ হয় মাতৃপিতৃ বিঘাতনে।
তাহা হৈতে অধিক পাপ আমাকে ছেদনে॥
সাদরে সেবিলে মোরে সদ্য পায় ফল।
আমাকে কাটিলে তুই যাবি রসাতল॥
এই সব অসম্ভব উক্তি শুনে অতি।
ভয় পেয়ে কুশলের লোপ হৈল মতি॥
বিপিনে ফলার গাছ খুজে নাই পেয়ে।
বৃক্ষের তলায় বসে বিকল হইয়ে॥
দৈবযোগে নিদ্রা এসে আকর্ষণ কৈল।
বসন বিছায়ে সেই বৃক্ষতলে শুল॥
দুস্থ দেখে দয়া করে দ্বিজ রূপে এসে।
বনস্পতি স্বপ্ন কন শিরোদেশে বৈসে॥
এ বনে ফলার গাছ পাবে নাই তুমি।
চিত্ত নিবেশিয়ে যে কহি যে আমি॥
উট বাছা উপদেশ বলে যাই তোরে।
পালটে পাদপ আছে সেনের পগারে॥
ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ঝট।
তাহাতে হবেক ফলা তাকে যেয়ে কাট॥
এত বলে বনস্পতি হইলা তিরোধান।
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা নিজস্থান॥
কুশল কামার হেথা স্বপ্ন দেখে জাগে।
চিত্তে চমকিত হয়ে চায় চতুর্দিকে॥
কাননে মনুষ্য নাঞি কে কহিল কথা।
বুঝি মোরে অনুকূল হইলেন বিধাতা॥

সাত পাঁচ অনুমান করে দণ্ড ছয়।
লঘুগতি নিরাতঙ্কে আইল নিজালয়॥ অত্র ভনিতা॥৭৮॥

উপদেশ পেয়ে সুখী হয়ে কর্মকার।
পালটে ছেদনে চলে সেনের পগার॥
দূরে হৈতে দেখে বৃক্ষ ফলাযোগ্য বঠে।
কুশল কুশল ভেবে কৃষ্ণ বলে কাটে॥
অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে।
সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে॥
অর্ক গেল অস্তাচলে এমন সময়।
ভয় পেয়ে কামার কান্তাকে কিছু কয়॥
বিশেষে বিষম বড় রাজার দরবার।
না দিলে প্রভাতে ফলা না দেখি নিস্তার॥
তায় সে রাজার বেটা বড় আবুদেরে।
দেশে হইতে এখুনি দিবেক দূর করে॥
সে কয় সম্প্রতি আর উপায় কিছু নাঞি।
চুপচাপ করে থাক যা করে গোসাঞি॥
তবে রাত্রিযোগে করে রন্ধন ভোজন।
কিছু খেয়ে কৃষ্ণ বোলে করিলা শয়ন॥
ওথা তত্ত্ব ত্রিলোকতারণ জেনে ত্রস্ত।
বিশ্বকর্মে বিবরণ বলিলা সমস্ত॥
বিশাই বন্দিয়া তাঁর বিমল চরণ।
মহাসুখে ময়নাকে করিলা গমন॥
গঠিব করিয়ে ফলা পেয়ে বহু প্রীত।
কামারের শাল ঘরে হইলা উপনীত॥
পালটে পাদপ পেয়ে পরম আনন্দ।
রঙ্ক জল পেয়ে যেন বঙ্কিমে আনন্দ॥
বিশাই বনান ফলা বিলক্ষণ দৃষ্টে।
সুগঠন সুশোভন করে কূর্মপৃষ্ঠে॥

কাঞ্চনের কুবা দিলা ফলার উপর।
সোনার পর্বত যেন শোভে শশধর॥
বিশাই বিচিত্র করে ব্যানন্দে উল্লাস।
প্রথমে ফলার মাঝে লেখো কৈলাস॥
ধবল বর্ণের ঘর তায় ধবল খাট।
ধবল আলাম উড়ে ধবল বর্ণের পাট॥
তার মাঝে বিরাজ করেন ধর্মরাজ।
সম্মুখে সম্পুট করে দেবতা সমাজ॥
ধবল অম্বরধারী ধবল আসন।
ধবল চন্দন গায় ধবল ভূষণ॥
ধবল বর্ণের ছাতা পতাকা ধবল।
গলায় চাঁদের মালা করে ঝলমল॥
মহামুনি উল্লূক আন্তের কথা কয়।
যেরূপে হইল সৃষ্টি বৃষ্টির সঞ্চয়॥
দক্ষিণেতে হনুমান ঢুলায় চামর।
কৃতাঞ্জলি উত্তরে গরুড় মহাবল॥
পূর্বদিগে সূর্যোদয় হইল প্রভাতে।
পশ্চিমে উদয় চন্দ্র পূর্ণিমারাত্রে॥
তবে তায় লেখিলেন বৈকুণ্ঠভুবন।
রত্নসিংহাসনে বস্যা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
বৃন্দাবনে লেখিলেন বেহারের স্থল।
গোবিন্দে বেড়িয়ে গোপ গোপিনী সকল॥
তার মাঝে চমৎকার শ্রীমন্দিরখানি।
রভসে কৃষ্ণের কোলে রাধা বিনোদিনী॥
কোকিল কোকিলিনী বসে কদম্বের ডালে।
উচ্চস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে॥
তবে তায় লেখা দ্বারিকা দিব্যপুরী।
বিরাজ তাহাতে সদা করেন শ্রীহরি॥
গোকুলে লেখিলা নন্দ যশোদা রোহিণী।
বলরাম শ্রীদাম সুদাম নীলমণি॥

প্রভাতে লইয়া ধেনু বিপিনে পয়ান।
ধরিলা বংশীর গীতে যমুনা উজান॥
অযোধ্যা লেখিল তায় দৈবের ঘটনে।
দশরথ কৈল সত্য কৈকৈয়ের সনে॥
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গেলা বনবাস।
ভূপতি মলেন এথা ভাবিয়ে হুতাশ॥
ওথা রাম বিপিনে বঞ্চেন মহাসুখে।
রাবণ শুনিলা তত্ত্ব সূর্পনখার মুখে॥
যোগেশ্বরে যজিয়া যোগীর বেশ ধরি।
কাননে কপট করে কৈলা সীতা চুরি॥
পরান উড়িল চেয়ে কারে নাই দেখি।
হা রাম নাথ বলে কান্দেন জানকী॥
রাবণ সীতাকে লয়ে রথে চেপে যায়।
হেন কালে জটায়ু পক্ষ দেখিবারে পায়॥
ধেয়ে এসে রথ খান ধরে পক্ষবর।
রাবণ সহিত করে যুদ্ধ ঘোরতর॥
এতা লক্ষ্মণে সহ শ্রীরাম ধানুকি।
ব্যগ্র হলে কুটীরে সীতাকে নাই দেখি॥
না ধরে ধৈরয শোকে উচ্চাটন চিত্ত।
হা জানকী বলেন রাম হইলেন মূর্ছিত॥
রসোদয় রামকথা রচিত বাল্মীকে।
সমাদরে শুনিলে সংসার তরে সুখে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
দ্বিজ রূপে দয়া করে দেখা দিলে যায়॥৭৭॥

বিচক্ষণ বিশাই বিচিত্রে বড় প্রজ্ঞ।
ফলার উপরে লেখে যযাতির যজ্ঞ॥
বশিষ্ঠে জিজ্ঞাসে রাজা করিয়ে বিনতি।
ব্রহ্মশাপে বাপ মোর গেলা অধোগতি॥

বশিষ্ঠ বলেন তবে শুন বিবরণ।
নরমেধ যজ্ঞ কর নহুষনন্দন॥
অসংখ্য করিবে ঘৃত নিয়ম না হয়।
পূর্ণাহুতি কালে চায় বিপ্রের তনয়॥
দেশে দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কত আছে।
ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যদিপি কেহ বেচে॥
এত শুনে এক রথ পূর্ণ কৈল ধনে।
সুমন্ত্র সারথি যায় সুখচিত্ত মনে॥
পরদেশ স্বদেশ খুঁজিয়ে নাঞি পায়।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এড়িয়ে তবে যায়॥
সুমন্ত্র সারথি ডাকে এই ধন নেহ।
পুণ্য আট বছরের পুত্রে এক দেহ॥
তা শুনিয়ে দ্বিজগণ বলে দূর দূর।
কে তোকে দিবেক পুত্র কে আছে নিষ্ঠুর॥
কেহ বলে যযাতি রাজার মুখে ছাই।
ব্রহ্মহত্যা করিবেক শুনে ভয় পাই॥
আছিল সিদ্ধান্ত নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
পুত্র দিব বলিয়ে লইল সব ধন॥
ধন পেয়ে ব্রাহ্মণের সীমা নাঞি সুখে।
কুশধ্বজ বিজয় অর্জুন বোলে ডাকে॥
হেতা তিন সহোদর আনন্দে খেলায়।
পিতার শুনিয়ে বাক্য উভু রড়ে ধায়॥
অর্জুন বলেন দাদা অনুকূল ধাতা।
প্রায় বুঝি খেতে পাব্বা ডাকিছেন পিতা॥
আনন্দের সীমা নাই যায় ধামাধাই।
উপনীত সিদ্ধান্ত সমীপে তিন ভাই॥
কুশধ্বজে কোলে করে কহেন ব্রাহ্মণ।
বিক্রয় করি তোমা লয়ে কিছু ধন॥
এত শুনে কুশধ্বজ আগপায়ে নাচে।
বিদায় হইতে গেল জননীর কাছে॥

কুশধ্বজ প্রণমিয়ে জননীর পায়।
বিনয়বচনে মায়ে মাগেন বিদায়॥
ধন পেয়ে পিতা মোরে করিলা বিক্রয়।
এত দিনে হইল মোর আনন্দ উদয়॥
শুধিব কিঞ্চিৎ ধার সময় উচিত।
জননী বিদায় দেহ জনমের মত॥
আমাকে তোমার যখন পড়িবেক মনে।
তখন চাইবে তুমি অর্জ্জুনের পানে॥
কুশধ্বজ বদনে এতেক বাক্য শুনি।
মহীতলে অচেতনে পড়িল ব্রাহ্মণী॥
বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন।
কোলে করে কুশধ্বজে করেন ক্রন্দন॥
মরুক তোমার বাপ বৃথা কেন বাঁচে।
কি ছার ধনের তরে তোমা ধনে বেঁচে॥
প্রাণের দুসর মোর কুলের পঙ্কজ।
মায়া ছেড়্যা কোথা যাবে ওরে কুশধ্বজ॥
অভাগী তোমাকে লঞা ভিক্ষা মেগে খাব।
অনেক দুস্খের ধন কারে বিলাইব॥
কুশধ্বজ কয় মাগো কই সত্য সার।
সত্য নয় অনিত্য সংসার কেবা কার॥
পাবকে পড়িয়া আমি পুড়াইব ছাই।
আশীর্বাদ কর যেন কৃষ্ণপদ পাই॥
এত বল্যা লইলাম মায়ের পদধূলি।
ব্রাহ্মণী ভূতলে পড়ে করেন ব্যাকুলি॥
প্রণাম পিতার পায় পুলকিত গাত্র।
সিদ্ধান্ত বলেন বাপা তুমি সাধু পুত্র॥
আমার যেমন তুমি তুষ্ট কৈলে মন।
আশীর্বাদ করি পাবে কৃষ্ণ দরশন॥
এত শুনে কুশধ্বজ যেমনি বিদায়।
স্থমন্ত্র সারথি রথ সত্বর জোগায়॥

তথি করে আরোহণ আনন্দে তরল।
উপনীত হৈল রথ যথা যজ্ঞস্থল॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিলা পৃথ্বীধর।
বসায় বিচিত্রাসনে বেদীর উপর॥
পরাইল পট্টবাস সোনার নপুর।
পরিমল কুন্তলাদি ভূষণাদি প্রচুর॥
কুশধ্বজ অগ্নিকুণ্ড করে প্রদক্ষিণ।
উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণ বল্যা ডাকে বার তিন॥
নয়ানে নিকলে ধারা ঐমনি বিকল।
বলে কোথা হে অচ্যুতানন্দ ভকতবৎসল॥
হা কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ দীনবন্ধু হরি।
প্রভু দেখ অগ্নিকুণ্ডে আমি পুড়্যা মরি॥
ওখানে বৈকুণ্ঠে প্রভু বসিলা ভোজনে।
ওদন ব্যঞ্জন লক্ষ্মী জোগান আপনে॥
হেনকালে কুশধ্বজ করিলা স্মরণ।
ত্বরায় আইলা প্রভু তেজিয়া ভোজন॥
৫ কুশধ্বজ পড়ে গিয়া কুণ্ডের অনলে।
অনাথ বন্দিব কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
রাজাকে বলেন তবে রাজীবলোচন।
ব্রহ্মহত্যা কর বাছা কিসের কারণ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আমি লক্ষ্মীকান্ত।
ধরণী ধর্য্যাচি তেঞি হইয়া অনন্ত॥
ব্রহ্মশাপে বাপ তোর মুক্তিপদ পায়্যা।
এখনি যাবেক স্বর্গ চতুর্ভুজ হয়্যা॥
এত বল্যা বৈকুণ্ঠে গেলেন নারায়ণ।
অলক্ষ্যে আইল রথ দেখে সর্বজন॥
আনন্দিত নহুষ নৃপতি স্বর্গ যায়।
বিশাই অপর চিত্র লেখেন ফলায়॥
কেমনে লেখিলেন ধর্মের গাজন।
দ্বাদশ আমিনি আর ভক্তা বার জন॥

পুরোহিত দিবাকর মনোরথ কপিলা।
হরিহর বাইতি আদি যে কেহ আছিলা ॥
সামুলাকে লিখিলেন লাউসেনের মাসি।
আদ্যকালে আমিনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥
সারিশুকে লিখিলেন সোনার পিঞ্জরে।
হরষ বদনে বন্ধ্যা হরিনাম করে ॥
লেখিলা নিবিষ্টচিত্তে ময়না নগর।
কর্ণসেন রঞ্জাকে লিখিল তার পর ॥
তবে তায় লেখিলেন লাউসেন কর্পূরে।
ভূপতিদত্ত ঘোড়া অস্থির পাথরে ॥
কলিঙ্গা কানড়া আর সুআগা বিমলা।
এ চারি সতিনে অতি আনন্দে লিখিলা ॥
কালু বীর আদি করে তোমা তের জনা।
লখ্যাকে লিখিলা অতি অরুণলোচনা ॥
গৌড়েশ্বরে লিখিয়া লিখিলা ভানুমতী।
রাজার রমণী ধন্যে পতিব্রতা অতি ॥
পাত্র লেখিলা নখে ডোমনীর পাতনে।
দাঁতে খড় গলায় বড় চূণকালি কপালে।
মুখে তার মারে লাথি মদনের মা।
বেটা দেই লঘ্ঘি করে তুল্যা বাম পা ॥
কামিলা নির্মাণ করে রেখে ফলা খান।
তত্ত্ব দিলা নিরঞ্জনে হৈয়া তিরোধান ॥
এখানে কামার উঠে প্রভাত সময়।
শালঘরে শীঘ্র আইল সক্রোধ হৃদয় ॥
শালঘরে ফলাখান দপ দপ জ্বলে।
সূর্যের উদয় যেন উদয় অচলে ॥
তা দেখিয়া কর্মকার সবিস্ময় মনে।
লয়ে এল লঘুগতি দিতে নৃপ সন্নিধানে ॥
কৃষ্ণলীলামৃত কথা অপূর্ববর্ণন।
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ দৈবের ঘটন ॥

সপ্তাহের মধ্যে সর্প্যা দংশিবেক এসে।
এই কথা শুনে রাজা সভা করে বসে॥
লাউসেন কর্পূর বসে পাত্রমিত্র আর।
হেনকালে ফলা লয়ে দিল কর্ম্মকার॥
সেন আদি যে কেহ সভায় বস্যা ছিল।
ফলা দেখে সভাজন সবিস্ময় হল্য॥
লাউসেন কর্পূর সুখী হল্য অতিশয়।
জোড়হাথে যতনে জনকে আগে কয়॥
মনের মতন ফলা মগ্ন হৈলাম হেরে।
কর্ম্মকার বিদায় করিবে তুষ্ট করে॥
সুনিঞা সুতের বাক্য সেন গুণধাম।
দুইশত টাকার জায়গা দিলেন ইনাম॥
ঘোড়া জোড়া বীরবৌলী বিচিত্র পটুকা।
নগদ দিলেন আর এক মুটা টাকা॥
কামার সন্তুষ্ট হয়ে গেল নিকেতনে।
অনাদি ভাবিয়া দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে॥৮০॥

ফলা পেয়ে লাউসেন সুসম্পিত মনে।
গৌড়ে যাব যুক্তি করে কর্পূরের সনে॥
কর্পূর কহেন দাদা এমন কথা নাই।
বিদায় হইয়া চল জননীর ঠাঞি॥
লাউসেন কয় দাদা যুক্তি নয় ভাল।
যাবে যদি জননীকে না কহিয়া চল॥
চক্ষের আঅড় তিল না করেন যার।
তায় কি দিবেন যেতে সাত নদীপার॥
কর্পূর কহেন দাদা তুমি সে অজ্ঞান।
ত্রিভুবনে কে বা আছে মায়ের সমান॥
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা কল্পতরু।
তাঁ হতে সহস্রগুণে মাতা হন গুরু॥

দশ মাস দশ দিন ধরেছেন দুখে।
অধর্ম হবেক বলে না গেলে তাহাকে ॥
এই যুক্তি দুই ভেয়ে আখড়ায় করে।
আমিনা শুনিল সব থেকে অন্তশ্চরে ॥
বাক্য না নিঃসরে মুখে ব্যাকুল অন্তর।
ধেয়ে গিয়ে তত্ত্ব কয় রঞ্জার গোচর ॥
ঠাকুরানি শুন বাণী যে কই বিশেষ।
যুবরাজ পাতর যাবেন গৌড়দেশ ॥
আখড়ায় বসে যুক্তি করেন দুজনে।
সম্বর আনিতে গিয়ে শুনিনু স্বকর্ণে ॥
শুনে রঞ্জাবতী শোকে করে হায় হায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাথায় ॥
লাউসেন কর্পূর যদি গৌড়দেশে যাব।
বলে তবে অভাগী পরান নাঞি থুব ॥
যুক্তি করে রঞ্জাবতী দাসীর সহিত।
হেনকালে লাউসেন কর্পূর উপনীত ॥
ঐমনি আনন্দে এসে হেসে দুইজনে।
প্রণমিল জননীর যুগল চরণে ॥
স্মিতমুখ সম্মুখে দাণ্ডাইল দুইজন।
কৌশল্যার কাছে যেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥
সবিনয়ে স্বকার্য সশ্রেয় বার্তা ভাষে।
জননী বিদায় দেয় যাব গৌড়দেশে ॥
একান্ত হয়েছে ইচ্ছা আমা দুহাকার।
দেখিব কেমন বঠে রাজার দরবার ॥
মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব।
নম্ব হয়ে নৃপতির চাকরি লইব ॥
জাহির করিব গুণ সভার ভিতর।
লইব জাইগির করে ময়না নগর ॥
আর যে নগদ মাহিনা বারমাস পাব।
দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব ॥

রঞ্জাবতী কয় বাছা জঞ্জাল না কর।
ছয়মাসের পথ হবেক গৌড় নগর॥
শ্বাপদে আকীর্ণ পথ তায় নদী খাল।
কেমনে যাইবি তোরা দুঃখের ছায়াল॥
অভাগী মায়ের কথা এইবার রাখ।
ধনেতে নাহিক কার্য ঘরে বসে থাক॥
কোন ধন নাঞি মোর ধর্মের কৃপায়।
দিন দুকাহন কড়ি ঝেট লয়ে যায়॥
তোরা ধন তোরা প্রাণ তোরা আঁখিতারা।
পেয়েচি প্রভুকে পূজে প্রাণ করে হারা॥
না দিব একান্ত আমি যেতে গৌড়দেশ।
মহামদা পাপী আছে পাছে দেয় ক্লেশ॥
সে তোদের মামা নয় শত্রু হতে বাড়া।
বুদ্ধি তার বিরুদ্ধ বিনষ্ট বিশ্ব ছাড়া॥
শুনে এত লাউসেন কর্পূর কিছু কয়।
মহামদা নাবড়ে না কর কিছু ভয়॥
অনাদি পুরুষ যাকে অনুকূল সদা।
কি করিতে পারে তুচ্ছ মহামদা॥
আর জননী গো বলি শুন তত্ত্বে।
পিতামাতা পায় প্রীতি পুত্রের প্রভুত্বে॥
গুণবান্ হয়ে যেবা বসে থাকে ঘরে।
বড় সেই বর্বর বঞ্চিত বিধি তারে॥
শুনে এত রঞ্জাবতী সমুন্নতি কয়।
শুনি নাকি শেষ মাসে শুভযাত্রা নয়॥
ভূপালে ভেটিতে যাবে ভাল দিন করে।
শুভতিথি শুভযোগ শুভ বার হেরে॥
শুনিয়ে মায়ের কথা লাউসেন কর্পূর।
না দিল উত্তর বুঝে নিশ্চয় নিষ্ঠুর॥
যে কহিলে জননী করিতে হয় তাই।
এত ভেবে আখড়াকে এল দুই ভাই॥ অত্র ভনিতা॥৮১॥

এথা রঞ্জাবতী অতি শোকাকুল হয়ে।
কান্দিতে কান্দিতে তত্ত্ব সেনে কয় গিয়ে॥
লাউসেন কর্পূর গৌড়ে যেতে চায়।
কি করিব কান্ত কিছু না দেখি উপায়॥
কুলের রতন মোর কৃপণের কড়ি।
অথর্ব জনার আত্মা আঁধলার নড়ি॥
যদি যায় নৃপান্তিকে নিষেধ না শুনি।
শোকে তাপে পরান তেজিব অভাগিনী॥
শুনে এত সেন কন শোক তেজ দূরে।
গৌড় হইতে আন মল্ল সারেঙধরে॥
হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে।
ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে॥
আমি যে কহিলাম ইথে না ভাবিয় দুখ।
অবিরত বেটার দেখিবে চাঁদমুখ॥
শুনে এত রঞ্জাবতী সবিনয়ে ভাষে।
আপুনি পাঠায় লোক লঘু যেন এসে॥
ভূপতি এতেক শুনে ভেয়ের ভাষণে।
পাত্রকে লেখেন পত্র পরম যতনে॥
স্বস্তি আদি সাদর লেখিলা স্বসম্মত।
শুভ আদি সমাচার সবিশেষ যত॥
ইহ পত্রে অবধান কর মহাপাত্র।
অসীম তোমার গুণ নির্মল চরিত্র॥
আপুনি আমার প্রতি অনুকূল সদা।
ভগ্নী দিয়ে ভালরূপে রেখেচ মজ্জেদা॥
কি লেখে জানাব কিছু নাত্রি মনঃকথা।
তোমার একসের খাই তুমি অন্নদাতা॥
সিঙ্গাদার মুখে শুন সমাচার বাকি।
অপরঞ্চ অধিক আরজ এক লেখি॥
তোমার ভাগিনে তারা গৌড়ে যেতে চায়।
তোমার ভগিনী শুনে কেঁদে মোহ যায়॥

নিষেধ না মানে করে নিয়ত জঞ্জাল।
তথা হৈতে পাঠাইবে সারেঁধর মাল॥
এইরূপ লিখন লেখিয়া লঘু গতি।
সিঙ্গাদার নিয়োজিত করিল নৃপতি॥
সিঙ্গাদার সত্বর লিখন লয়ে গেল।
দিন দশে গৌড় দেশে উপনীত হল॥
রাজার দরবার পাত্র প্রাতঃকালে যায়।
মাথায় সোনার চিরা মকমলি পায়॥
দশ বিশ লোক সঙ্গে আগু পাছু তার।
হেনকালে জুহার করিল সিঙ্গাদার॥
নিবাস ময়না বলে নিকটে দাণ্ডাল্য।
পাগে ছিল পরআনা লইয়ে হাতে দিল॥
পত্র লয়ে ধীরে ধীরে পাঠ করে পাত্র।
ফিরে আইল বাসাঘর ফুলাইয়া গাত্র॥
সঘনে মুচড়ে দাড়ি গোঁপে দেয় তার।
রঞ্জার বেটার মাথা খাব এইবার॥
'থেকেচে ঠকের ঠাঞি আর যায় কোথা।
মল্লহাতে মৃত্যু তার লেখেচে বিধাতা॥
এত শুনে সারেঙধরে ডেকে এনে কয়।
তোমা হৈতে আমার অনেক ভ্রম রয়॥
ভাগিনে আমার ছুটা বড় বলবান।
বাপমায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি করে নতজ্ঞান॥
ঘরে না থাকিতে চায় যায় বাড়ী হয়ে।
কেঁদে কেটে ভগ্নীটি সে পাঠায়েছেন কয়ে॥
পুড়ে মরে পিতাবধি সে ছুটার সনে।
তুমি যদি যায় তবে তুষ্ট হয় মনে॥
সে কণ্ড না কণ্ড কিন্তু আমি দিলাম সায়।
হাত পা ভাঙ্গিবে যেন বসে থাকে ঠায়॥
পরানে বধিতে যদি পার ছেড় নাই।
অনেক ইনাম তবে পাবে মোর ঠাঁই॥

এত বলে এক মুঠা টাকা দিলা ধরে।
বিদায় হোইল মল্ল দণ্ডবৎ করে॥ অত্র ভনিতা ॥৮২॥

নারায়ণ নরোত্তম নিমাই নিতাই।
সনাতন শঙ্কর সুবল সাত ভাই॥
সভাকার জ্যেষ্ঠ হয় মল্ল সারেঙধর।
সাজিয়ে চলিল লাউসেনের উপর॥
পাছু রেখে গৌড় পবনবেগে ধায়।
পার হয়ে পদ্মাবতী পিলগ্রাম পায়॥
দিবারাত্রি চলে চলে পথে দিব্য করে ঠাট।
সব্যে রেখে সুরিক্ষার পাট গোলাহাট॥
ব্রহ্মডাঙ্গা বর্ধমান বামে রেখে এল্য।
আত্মগঙ্গা দামুর নাএ পার হল্য॥
দক্ষিণে রহিল গ্রাম সামগঞ্জ কেঠ্যা।
পার হইল উচালন্ পত্নুমা রাঙ্গামেট্যা॥
ভিতর গড়ে সত্যপীরে সেলাম করে এল।
উসৎপুর ঐমনি এক দোউড়ে পার হল্য॥
পশ্চাতে রহিল গ্রাম পুনেজোল সানা।
কালিনি হইয়া পার প্রবেশে ময়না॥
মাতুল রঞ্জার দাসী জল নিতে এল।
মল্লের সহিত দেখ্যা অর্ধ পথে হল॥
জিজ্ঞাসায় জানিল যতেক অবান্তর।
সঙ্গে করে লয়ে এল রঞ্জার গোচর॥
যত্ন করে যুবতী জিজ্ঞাসে পরিচয়।
শুনে তার শংসন সারেঙধর কয়॥
গৌড় নগরে ঘর নাম সারেঙধর।
আর এই সঙ্গে মোর সাত সহোদর॥
রঞ্জাবতী সুখী অতি পেয়ে পরিচয়।
সবিনয়ে স্বতুস্থ সারেঙধরে কয়॥

বালক আমার তুটি বলে নিরন্তর।
নৃপ সম্ভাষণে যাব গৌড় নগর॥
সাড় নাই অভাগীর শুনে শোক পেয়ে।
নিবারিতে নারি প্রাণ যায় বারি হয়ে॥
সেন সায় দিল তায় নাহি কিছু শঙ্কা।
হাত ভাঙ্গিয়া দেয় নেয় শত তঙ্কা॥
শুনে এত সারেঙধর সক্রোধ অন্তর।
মার্মার করিয়ে এল আখড়া নিয়ড়॥
সঙ্গে সাত সহোদর শমনের প্রায়।
পদাঘাতে পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে ধায়॥
কর্পূর লাউসেনে কয় দেখ দাদা দৃষ্টে।
কোথা হইতে আট বেটা মল্ল আসে বঠে॥
পরাক্রম দেখি ভারি পাছে এসে মারে।
পলাইয়া চল দাদা লুকাই গিয়ে ঘরে॥
লাউসেন কয় তবে বৃথা ধরি বল।
আট চড়ে আট জনকে নিব রসাতল॥
৫ এত বলে লাউসেন সিংহনাদ ছাড়ে।
অনন্তের সহিত অবনীখান নড়ে॥
তা শুনে সারেঙধর রোষে পূর্ণ হল।
যম সম তর্জন গর্জন করে এল॥
তবে তূর্ণ লাউসেন জিজ্ঞাসে বারতা।
কেন এলি কে তুই নিবাস তোর কথা॥
সারেঙধর কয় শুন বলি সবিশেষ।
নৃপতির মল্ল আমি নিবাস গৌড় দেশ॥
বিশ্বলোক জানে মোরে বলে নই কম।
আজি তোর বুঝিব কেমন পরাক্রম॥
শুনে এত সেন কয় সক্রোধ অন্তরে।
মরিতে আইলি বেটা ময়না নগরে॥
আশীর্বাদে ধর্মের এমন বল ধরি।
তোর পারা দশ জনকে এক চড়ে মারি॥

বিষম ধর্ম্মের মায়া বোঝানে না যায়।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৮৩॥

শুনে এত ক্রোধযুত মল্ল সারেঙধরং।
সেনে তর্জ্জি উঠে গর্জ্জি কাঁপে কলেবরং ॥
লাখ লাখ উড়া পাক ঐছনে লম্ফং।
ধরাধর থরথর বসুমতী কম্ফং ॥
লাউসেন যম যেন যবে হয়ে ক্রুদ্ধং।
মল্ল সনে ঐছনে করে ঘোর যুদ্ধং ॥
প্রথমেতে হাথে হাথে পরে পায় পায়ং।
কসাকসী ডুসাডুসি মাথায় মাথায়ং ॥
পেলাপেলী ঠেলাঠেলী প্রমদে প্রমত্তং।
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকী হোঁহে অপচিত্তং ॥
বলাহক সম ডাক ছাড়ে সিংহনাদং।
মার্মার অনিবার করে ঘোর শব্দং ॥
সারেঙধর সেনোপরো উভারিল কিলং।
যেন মিসে ভাদ্রমাসে পড়ে পাকা তালং ॥
কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং।
নির্ভরে সারেঙধরে মারে সুচাপড়ং ॥
ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মূর্চ্ছাপন্নং।
উলটিয়ে বেগে গিআ সেনে ধরে তূর্ণং ॥
হৃদিমাজ ধর্ম্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং।
সদা মনে ভাবি ভনে দ্বিজ শ্রীমানিকং ॥৮৪॥

লাউসেনে সারেঙধরে যুদ্ধ করে পুন।
চানূর মুষ্টিকে কৃষ্ণে চাপে নিয়া যেন ॥
নিজে যোধ লাউসেন নগ সম বল।
পদভরে পৃথিবী করে টলবল ॥

লম্ফ দিয়ে সারেঙধরের ধরে জটে।
দুহাতে দুরন্ত কিল দুম দাম পিটে॥
সামালিয়া সারেঙধর ধরে লাউসেনে।
যেমন করিল গ্রাস রাহু বৈকর্তনে॥
মহাবল লাউসেন ভ্রূভঙ্গ না করে।
ফিঁকে দিতে পড়ে গিয়ে দশ হাত অন্তরে॥
পরাভব সারেঙধর লাউসেনের ঠাঞী।
প্রচুর পাইল লজ্জা পরিশেষ নাঞী॥
যুক্তি করে এক কালে আট সহোদরে।
ঐমনি আক্রোশে গিয়ে লাউসেনে ধরে॥
বিপাকে পড়িল সেন মুখে নাই রা।
নির্দয় হইয়া তারা ভাঙ্গে হাত পা॥
আনন্দে উদ্ধত হোয়ে আট সহোদর।
রন্ধন ভোজন হেতু আইলা বাসা ঘর॥
এথা লাউসেন পোড়ে আখড়া ভিতরে।
বেথায় বিকল হয়ে ছটপট করে॥
অনেক আন্দাজ করে না পেরে উঠিতে।
কর্পূরে কহেন ডেকে কান্দিতে কান্দিতে॥
নিকট মরণ মোর এই কর কাজ।
এনে দেও পুষ্প জল পূজি ধর্মরাজ॥
কর্পূর কাতর শুনে কাতর বচন।
ততক্ষণে ত্বরায় দিল করে আয়োজন॥
শুচি হয়ে লাউসেন সেবে নিরঞ্জনে।
অনিবারা অশ্রুধারা বহে দুনয়নে॥
একে একে আসনাদি দিলা উপচার।
অর্ঘ্য দিয়ে মূলমন্ত্র জপে দশ বার॥
নতি করে লাউসেন নত হয়ে কায়।
রাখ প্রভু রাখ নাথ রাখ প্রাণ যায়॥
কৃপাময় কৃপাবলোকন কর এসে।
কাতর কিঙ্করে ডাকে কি নিশ্চিন্দে বসে॥

গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর।
করণ কারণ কর্তা কৃপার সাগর॥
যদুমণি জীবের জীবন জগন্নাথ।
সুখ দুঃখ শুভাশুভ সব তোমার্ হাত॥
বিনা দোষে মল্ল গেল হাত পা ভাঙ্গিয়ে।
দারুণ বেথায় প্রাণ যায় বারি হয়ে॥
আমার ভরসা ঐ চরণ তোমার।
তুমি না করিলে রক্ষে রক্ষে নাই আর॥
লাউসেন কৈল যেই এতেক স্তবন।
কৈলাসে ধর্মের তথা টলিল আসন॥
সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়ে।
জানিল যাবৎ বার্তা যোগেতে বসিয়ে॥
হনুমানে পাঠালেন কয়ে বিবরণ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন॥৮৫॥

যেই বেশে লাউসেনে শিখালে স্মরন।
সেই বেশ ধরে বীর করিলা গমন॥
কাশ্যপীলোচন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে।
উপনীত আখড়ায় সেনের সাক্ষাতে॥
পুটাঞ্জলি লাউসেন সজল নয়নে।
প্রণাম করিল মল্ল গুরুর চরণে।
নিবেদন করে বলেন নিবেদিয়ে তা।
সারেঙ মল্ল আমার ভেঙ্গেচে হাত পা॥
হনুমান কয় বাছা শুন বলি তোকে।
হাত পা হবেক ভাল বিনাশিবে তাকে
এত বলে অঙ্গে তার বুলালেন হাত।
অক্ষয় হইল যেন বর্জসম দাঁত॥
ভাল হৈল লাউসেন উঠিয়ে দাণ্ডাইল।
পূর্ব হইতে অধিক শরীরে বল হৈল॥

মার্মার করিয়ে চলে মল্লের উপর।
কাঞ্চপীলোচন ক্রোধে কাঁপে কলেবর॥
তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সারেঙধর শুনে এথা গুণিল প্রমাদ॥
প্রথমত পাঠাইল দুই সহোদরে।
অতি শীঘ্র এল তারা আক্রোশ অন্তরে॥
ধর ধর করিয়ে বেগে লাউসেন ধায়।
লম্ফ দিয়ে পড়ে গিয়ে হুঁহাকার গায়॥
পায়ে ধরে পাক দিয়ে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড়॥
তা শুনিয়ে তবে আইল আর তিন ভেয়ে।
লাপ্ দিয়ে পড়ে গিয়ে লাউসেনের গায়ে॥
ঐমনি ধরিল সেন যেমন উরণে।
মারিল নির্ঘাত কিল মল তিন জনে॥
শুনে সারেঙধর এল সক্রোধ অন্তর।
আর সঙ্গে আইল তারা দুই সহোদর॥
লাউসেন কয় বেটা অন্যায় করিসি।
এখুনি যমের ঘর পাঠাইব বসি॥
এত বলে অঙ্গুস্থয়ে ধরে দেয় পাক্।
কুম্ভকার নঙ্গুড়ে ঘুরায় যেন চাক॥
এমনি আক্রোশ করে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড়॥
আট জন মল্লকে মারিল লাউসেন।
ধেয়ে এসে মা বাপের বন্দিল চরণ॥
রঞ্জাবতী কর্ণসেন আশীর্বাদ দিল।
হাসিয়ে মল্লের কথা জিজ্ঞাসা করিল॥
লাউসেন কহে শুন নিবেদিয়ে তা।
মল্ল বেটা ভেঙ্গে ছিল হাত পা॥
হনুমান্ এসে হস্ত বুলালেন গায়।
ভাল হল হাত পা অধিক বল তায়॥

জিজ্ঞাসিলে যদি শুন যথার্থ বচন।
মেরে এলাম আট বেটা মল্লকে এখন ॥
শুনে রঞ্জা কর্ণসেন করে হায় হায়।
রাজার মল্লকে মেলে বড় দেখি দায় ॥
ঘর দ্বার যাবেক হইবে এই শেষে।
না পাব রহিতে বাছা ময়না প্রদেশে ॥
শুনে মা বাপের কথা লাউসেন বলে।
অকস্মাৎ এত কেন মিথ্যা ভয় পাইলে ॥
তাপ তেজ তার এত মন কথা কি।
আজ্ঞা কর এই ক্ষণে বাঁচাইয়ে দিই ॥
বিস্ময় হইল শুনে সেন রঞ্জাবতী।
সুবচনে লাউসেনে প্রশংসিল কতি ॥
চল বাছা বাঁচাইবে মল্ল আট জনে।
আমরা যাইব সঙ্গে দেখিব নয়নে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়ে লাউসেন চলে তথা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে দেবতা ॥৮৬॥

কর্ণসেন রঞ্জাবতী রহিল অন্তরে।
পুত্রের প্রভুত্বখান দেখিবার তরে ॥
লাউসেন ধর্মরাজে ধ্যান করে মনে।
বাঁচাইয়া দেহ প্রভু মল্ল আট জনে ॥
মা বাপের কাছে আমি করেছি প্রতিজ্ঞা
না পারিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা ॥
এই মোর আরজ তোমার ঐ পায়।
এত বোলে পুষ্পজল দিল তাদের গায় ॥
ধর্মের কৃপায় প্রাণ পাইল আট মাল।
মার্মার করিয়ে উঠে যেন মহাকাল ॥
কর্ণসেন রঞ্জাবতী আর লোক যত।
বিস্ময় হইল সভে দেখিয়ে অদ্ভুত ॥

সহরের সর্বলোক ধন্য ধন্য কয়।
লাউসেন নিশ্চিত মনুষ্য বলে নয়॥
সম্মান করিল সেন মল্ল আট জনে।
বিদায় হইয়া তারা গেল নিকেতনে॥
এথা লাউসেন পুন জননীর আগে।
নৃপ সম্ভাষণে গৌড়ে যেতে আজ্ঞা মাগে॥
তা শুনে রঞ্জার আর সুখ নাই শোকে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মেল্য বুকে॥
প্রিয় বোলে প্রবোধ করিয়া তবে কয়।
কুদিনে করিল যাত্রা কষ্ট পেতে হয়॥
যাবত জনমে যে না করে বাপ মায়।
সুধীমুখে শুনি বাছা সে করে যাত্রায়॥
দৈবজ্ঞে ডাকিয়ে দিব্য দিন করে দিব।
গতমাত্রে অতি শীঘ্র ফলাবাপ্তি হব॥
সুখী হল্য লাউসেন মায়ের বচনে।
কর্পূর সহিত আইল আখড়া ভুবনে॥
হেথা রঞ্জাবতী অতি হইয়া সত্বর।
নানা ধন লয়ে আইল দৈবজ্ঞের ঘর॥
ধন দিয়ে দৈবজ্ঞের ধরে দুটি হাতে।
কাকুবাদ কোরে কয় কাঁদিতে কাঁদিতে॥
লাউসেন যেতে চায় গৌড় নগর।
জিজ্ঞাসিলে কবে যাত্রা নাই সম্বৎসর॥
এই কার্য আপুনি যদ্যপি করাইবে।
অভাগীর প্রভু হে পরান বাঁচে তবে॥
এত কয়ে দৈবজ্ঞে আলয়ে আল দ্রুত।
রাম বলে রামরাত্রি হইল প্রভাত॥
লাউসেন কয় মাগো যাব গৌড় দেশ।
দৈবজ্ঞে ডাকিয়া দেহ দিন করে বেশ॥
তরুণী তৎকাল শুনে তনয়ের বাক্যে।
দৈবজ্ঞে আনিল ডেকে পাঠায়ে দাসীকে॥

তুষ্ট হয়ে লাউসেন তদন্তিকে তবে।
জিজ্ঞাসে যাত্রার দিন যোগ্য হয় কবে॥
দৈবজ্ঞ বলেন শুন শাস্ত্রসিদ্ধ কই।
বিলক্ষণ পাবে দিন বৎসরেক বৈ॥
দৈবজ্ঞের কথা শুনে লাউসেন হাসে।
আপুনি অপূর্ব বিদ্যা করেচ জ্যোতিষে॥
বুড়া হৈল্যে এত কাল বয়ে পাঁজিপুথি।
তথাপি তোমার জ্ঞান বার তিথি॥
দণ্ডবত করি যায় দিনে নাই কাজ।
আজি যাত্রা করিব যা করেন ধর্মরাজ॥
পুষ্যা কুলীরের চন্দ্র মিহিরের তিথি।
যেহেতু যাইব সিদ্ধি হবেক ঝটিতি॥
সর্বশাস্ত্র জানি আমি ধর্মের কৃপাতে।
অযোগ্য বচন কয় আমার সাক্ষাতে॥
লাউসেনের মুখে শুনে এতেক লপিত।
উঠে গেল দৈবজ্ঞ হইয়া অপ্রস্তুত॥
লাউসেন তবে কয় মায়ের সাক্ষাতে।
অপূর্ব দিবস আজ আজ্ঞা দায় যেতে॥
শুনে শোকে রঞ্জার নয়নে বহে ধারা।
চাহিয়ে রহিল চিত্র পুতলির পারা॥
ব্যগ্র হয়ে বলে বাক্য ব্যাকুল অন্তর।
নিশ্চয় যাইবে বাছা গৌড় নগর॥
মরি বাঁচি অভাগিনী তবে আর কি।
স্নান করে চটপট পাক করে দিই॥
ভোজন করিয়ে ভদ্র যাত্রা করে যাবে।
অভাগী মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় তবে॥
এত বলে আত্মজে করিতে গেল স্নান।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান॥৮৭॥

চিত্তের উদ্বেগে স্নান করিয়ে চপলে।
পাক হেতু প্রবেশ করিল পাকশালে॥
লঘু লয়ে আয়োজন জোগালেন দাসী।
পাক করে পদ্মিনী পুরট পিঠে বসি॥
শাক সুক্তা সুপ রেন্ধে সম্বরিল তৈলে।
ঘৃতে ভাজে ভণ্টাকি পটল পানিফলে॥
নানাবিধি ব্যঞ্জন সযুক্ত পঞ্চরস।
পরিপাটী করে পাক করিল পায়স॥
লাউসেন কর্পূর ভোজন করে সুখে।
আচমন করে পান ভুঞ্জিল কৌতুকে॥
দুটি ভেয়ে পরে দিব্য দুকূল মেখলা।
যতন করি আনিল জয়খড়্গ খোলা॥
স্মরণ করিয়া ধর্ম চরণারবৃন্দে।
যাত্রা কৈল্য দুটী ভেয়ে মনের আনন্দে॥
বিদায় হইতে গেল বাপের গোচর।
প্রণাম করিল কয়ে বিনয় বিস্তর॥
মায়ের চরণ ধরে নিল পদধূলি।
আশিস করিল রঞ্জা শোকেতে আকুলি॥
যেন কেহ কার প্রাণ কেড়ে লয়্যা যায়।
কোলে করে কমলবদনে চুম্ব খায়।
দুটী হাথে ধরে কয় দুখিতা দারুণ।
তোমা হৈতে কর্পূর আমার দশগুণ॥
কয়ো নাই কুবচন করো নাই দ্বন্দ্ব।
লয়্যা যাবে আগে করে না বলিবে মন্দ॥
খুধা না সহিতে পারে খাওাবে সকালে।
নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে॥
যথা কালে ওদনাদি পাক করে দিবে।
কোলে করে রাত্রিকালে শয়ন করিবে॥
মায়ের মরম কথা মনে যেন থাকে।
কোরো নাই কদাচ বিশ্বাস মাহুদেকে॥

মেস্বা মাসির কাছে পরিচয় দিবে।
পাবেন প্রভুর প্রীত প্রাণতুল্য হবে॥
তোমাদের মামী বঠে মহতের বেটী।
তায় আমায় ছিলাঙ একপ্রাণ দুটী॥
বরং তার সনে দেখা করিবা উচিত।
পরিচয় দিলে সে পাবেক বহু প্রীত॥
ডাকিনী যোগিনী পথে পাছে দেই পীড়া।
মস্তকের কেশ বেন্ধে দিল মন্ত্র পড়ে॥
লাউসেন কর্পূর বিদায় হয়ে সুখে।
গনমার্গে গমন করিল গৌড়মুখে॥
পালিতে পিতার সত্য রাম গেলা বন।
দিবসে আঁধার হৈল অযোধ্যা ভুবন॥
তেমতি আঁধার হৈল্য নগর ময়না।
কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে সর্বজনা॥
কর্ণসেন রঞ্জাবতী শোকে অচেতন।
রাম বিনা রাজরানী কৌশল্যা যেমন॥
গোপাল গাঙ্গুলি সুত গাঙ্গুলি সুদাম।
তদাত্মজ বিখ্যাত অনন্ত রাম নাম॥
তদাত্মজ গদাধর গুণে অকুপার।
শীতল সিংহ সদাই আপনি সখা যার॥
তদাত্মজ মানিক ধর্মের গীত গায়।
হরি বল বন্ধুজন পালা হৈল্য সায়॥৮৮॥

ইতি ফলা নির্মাণ আর সারেঙ মল্লের যুদ্ধ।
আর গৌড় যাত্রা সমাপ্তং॥

[চতুর্থ পালা সমাপ্ত]

[পঞ্চম পালা]

বাঘের জন্মপালা

এক মনে যেবা শুনে ধর্মের মঙ্গল।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় বাঞ্ছা নিরমল॥
পুরঃসর লাউসেন পশ্চাৎ কর্পূর।
শ্রীরামের সঙ্গে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
বাম কাঁধে ফলা আর ডাহিন কাঁধে ঝারি।
যুগল কিশোর রূপ যান ধিরিধিরি॥
গলায় গরুড় মণি করে ঝলমল।
শরতের শশিসম বদনমণ্ডল॥
পথের পথিক দেখে বলে অনুপাম।
কিবা রূপ দেখি যেন কৃষ্ণ বলরাম॥
অবাক হয়ে ঐমনি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়।
শ্রীরামলক্ষ্মণ বল্যা কেহ কেহ কয়॥
কেহ বলে অশ্বিনীকুমার দুটী ভাই।
এমন আশ্চর্য রূপ কভু দেখি নাই॥
পার হএ উসৎপুর পাইল রাঙ্গামেটে।
পশ্চাৎ রহিল গ্রাম পুন্যজোলকেটে॥
কাননে কুসুম তুলে কর্পূর পাতর।
কানে পরে করে নৃত্য কয় আমি বর॥
লাউসেন শুনে হাসে তাই বটে ভাই।
ভাল হল্য তোমার তবে বিভা দিয়া যাই॥
কর্পূর কহেন দাদা দণ্ডবৎ করি।
শুনে গায়ে আইল জ্বর মাথা ব্যথায় মরি॥
এই কথা কহিতে বলিতে বিলম্বন।
পার হয়ে পত্নুমা পাইল উচালন॥
বীরহাট বামে রেখে বর্ধমান পায়।
যশর জগৎবাটি এড়াইয়া যায়॥

কর্পূর কহেন দাদা মোটমাট নেয়।
ক্ষুধায় সর্বাঙ্গ কাঁপে খেতে কিছু দেয়॥
লাউসেন কয় ভাই এস এস যাব।
আগে যেয়ে বাজারে সন্দেশ কিনে দিব॥
তা শুনিয়া কর্পূর ধাইল পাছু পাছু।
সন্দেশ খাব না দিবে চিড়া মুড়ি কিছু॥
এই কথা কহিতে বলিতে বিলম্বন।
দূরে হৈতে দৃষ্টি হৈল দুর্গম কানন॥
দেউল দেহারা কত ইষ্টক আলয়।
পর্বতের প্রমাণ পাদপ্ বিপর্যয়॥
লাউসেন কর্পূরে জিজ্ঞাসা করে তত্ত্বে।
কহ দাদা কর্পূর যাইব কোন্ পথে॥
তোমার ভরসা আমি করি অনুক্ষণ।
অর্জুনের সারথি যেমন নারায়ণ॥
শ্রীরামের পক্ষে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর।
তেমতি তোমারে দেখি দাদারে কর্পূর॥
তুমি নয় মনুষ্য দেবতা সমতুল।
কহিবে ইহার তত্ত্ব জান আত্মমূল॥
শুনে এত কর্পূর সম্মুখে জোড়হাত।
নিবেদন শুন দাদা ময়নার নাথ॥
সকল কহিতে পারি ভূত ভবিষ্যতি।
পক্ষাবল সদা যার প্রভু যুগপতি॥
বামদিগের বর্ত্মনির নাহিক নির্ণয়।
সম্মুখের পথে গেলে মাস ছয় হয়॥
দক্ষিণের পথে গেলে দিন দশে যাই।
লাউসেন কয় শুনে তবে চল তাই॥
কাতর বচনে কয় কর্পূর পাতর।
তুমি যায় আমি দাদা ফিরে যাই ঘর॥
সম্মুখ সরণি দিয়ে যেতে মন সরে।
এ পথে যাবেক কেবা মরিবার তরে॥

লাউসেন কয় ভাই এত নাই জানি।
এ পথে কিসের ভয় কহ দেখি শুনি॥
কর্পূর কহেন তবে সাবধান হবে।
তেমন দেখিলে মোর মুখে জল দিবে॥
কহিতে দারুণ কথা কাঁপে কলেবর।
আর কেন কর্পূর মরিল অতঃপর॥
সহর শোভিত দেখ সম্মুখ নিয়ড়।
জান নাই শুন ঐ জালন্ধার গড়॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি কহিব সকল।
ইহাতে হয়েচে রাজা বাঘ কামদল॥
লাউসেন কয় ভাই অপরূপ শুনি।
ক্রমিক ইহার কথা কহিবে আপুনি॥
পশু হয়ে প্রজার পালন কেম্নে করে।
মহাসুর মহীপাল কেন নাই মারে॥
তা শুনে কর্পূর তত্ত্ব বিশেষিয়ে কন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥৮৯॥

একদিন ইন্দ্রালয়ে হইল সুধর্মা।
বসিলেন বিশ্বনাথ বিষ্ণু আর ব্রহ্মা॥
পবন জ্বলন যম কুবের বরুণ।
অপর অমরবৃন্দ অনন্ত অরুণ॥
সাবিত্রী সারদা শচী গৌরের গেহিনী।
বাঘের উপরে বসে বিষ্ণুর জননী॥
শ্রীধর ইন্দ্রের বেটা সুধর্মায় নাচে।
খঞ্জরি খমক তুরী খন্‌কাল বাজিচে॥
ঝাঙ ঝাঙ ঝর্ঝরি মোহরি কাড়াপাড়া।
রুনুঝু ঝুনুঝু তায় নপুরের সাড়া॥
ঘাঁগর ঘুঁগুর বাজে ঘন নাড়ে হাত।
বদনে মধুর হাস্যে বিজুরি নিপাত॥

সুতান সুন্দর করে রসাল বীণা বায় ।
গদ গদ গৌণসে গোবিন্দ গুণ গায় ॥
তাকুটি তাথৈ থৈ মৃদঙ্গের রব ।
তাণ্ডব দেখিয়ে তুষ্ট ত্রিদিবেশ সব ॥
কৈটজে উন্মত্ত শুনে কৃষ্ণের কীর্তন ।
সুরগণ সকলের অঝোর নয়ন ॥
কেহ ধরে কোল দেয় দু বাহু পসারি ।
কেহ কন হাত তুলে হরিবোল হরি ॥
মহামায়া হন মগ্ন মনে নাঞি সে ।
বাছারে ইন্দ্রের বেটা বর মেগে নে ॥
নাচিতে নাচিতে নাট্যা ননৎকারে চায় ।
বাঘে বসে বিশ্বমাতা দেখিবারে পায় ॥
কুবুদ্ধি ঘটিল তাকে কয় কটুবাক্ ।
মর মর ঠেঁটা মাগি চুপ করে থাক ॥
সাক্ষাতে মহেশ বসে মনে নাই লাজ ।
ছি ছি তোকে ছার কপাল ছি ছি হেন কাজ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বরুণ কুবের পুরন্দর ।
তার মাঝে তুঞি বসে বাঘের উপর ॥
যে কহিলি অনুচিত অতিবাদ সেটা ।
তোর ঠাঞি বর নিব আমি ইন্দ্রের বেটা ॥
ক্রোধ করে ভগবতী কহিলেন তারে ।
বাঘ হয়ে জন্ম গিয়ে বাঘিনী জঠরে ॥
ইন্দ্র অভাগা বড় তোর পারা সুতে ।
নয়ন ভরিয়া আর না পান দেখিতে ॥
অভাগিনী শচীর কপালে এই ছিল ।
বৃথা তোরে এতকাল পালন করিল ॥
চমৎকার শ্রীধর চাহিয়ে চারিপানে ।
ঐমনি পড়িল তাঁর অভয় চরণে ॥
কিঙ্করে করিবা ক্রোধ নহে সমুচিত ।
জানি নাই জননী গো তোমার মহত্ত্ব ॥

শুনেচি সম্যক কথা সর্বলোকে বলে।
কুপুত্র হইলে তাকে মা নাঞি ফেলে॥
তবে তুমি আমাকে বিমুখ হৈলে কেনে।
আমি তোমার কুপুত্র জগৎ লোকে জানে॥
বাঘ হয়ে বিপিনে বঞ্চিব কিরূপেতে।
ভয় বাসি ভগবতী ভূমণ্ডলে যেতে॥
কার গর্ভে জন্ম নিব কি হবেক গতি।
ঘুচিল সঞ্চয় সুখ স্বর্গের বসতি॥
এত শুনে উমা কন আর কেন বল।
মোর দোষ নাই তোর কপালে যা ছিল॥
কালী নামে বাঘিনী কাননে বাস করে।
লঘু যেয়ে লভ জন্ম তাহার জঠরে॥
দেখিতে দেখিতে তার লুপ্ত হইল কায়।
শ্রীধর ইন্দ্রের বেটা বাঘ হতে যায়॥
এখানে বাঘিনী বনে বসন্ত সময়।
দৈবে তার সেইদিন ঋতুকাল হয়॥
শাদূর্লের সঙ্গ পেয়ে সম্ভোগ করিল।
শ্রীধর আসিয়ে জন্ম যথা কালে নিল॥
গর্ভ হল বাঘিনীর গায়ে নাঞি বল।
সারাদিন শুয়ে থাকে অলসে বিকল॥
আহার না করে কিছু অনুদিন যায়।
একাকী কাননে কালী কষ্ট ব্যথা পায়॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ডাক ছাড়ে।
বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে পর্বত উপাড়ে॥
ক্ষণে লম্প ঝম্প দেয় ক্ষণে বলে মরি।
ক্ষণে ক্ষণে থেকে উঠে ঊর্দ্ধ মুখ করি॥
ব্যথায় বিকল অঙ্গ স্রবে চক্ষু দুটী।
বিদারে বিংশতি নখে বসুধার মাটি॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগন উপর।
প্রসবিল পুত্র এক পরম সুন্দর॥

তাম্র বর্ণ তনু তায় কৃষ্ণবর্ণ রেখা।
বিমোহিত বাঘিনী পুত্রের রূপ দেখ্যা॥
বাছা বলে বুকে কৈল বলে ধন্য আমি।
অভাগিনী মায়ের পরান ধন তুমি॥
এতদিনে হল্য মোর সফল জীবন।
এত বলে মুখে করে এক শত চুম্বন॥
বাতাসে বাড়িল অঙ্গ বলে ওগো মা।
কি খাইব ক্ষুধায় কাঁপিচে মোর গা॥
বাঘিনী বলিচে বাছা বসি কোলে করে।
আর কি খাইবে খায় দুগ্ধ পেট ভরে॥
বাঘ বলে দুগ্ধ খেয়ে না বাঁচিব আমি।
অপর আহার কিছু এনে দায় তুমি॥
ছ বুড়ি ছাগল মেষ ছয় গণ্ডা গোরু।
সাত পণ হরিণ বরা সাত বুড়ি শশারু॥
গণ্ডা দশ গণ্ডার মহিষ গোটা বার।
জল খাই জননী গো যদি দিতে পার॥
বাঘিনী বোলিচে বাছা এ বনে না পাব।
শিমুল নগরে গিয়ে এ সব আনিব॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম যারে দিলা দেখা॥৯০॥

কর্পূর কহিচে দাদা শুন অতঃপর।
আহার আনিতে গেল শিমুল নগর॥
বিপিনে বাঘিনী বসে আগুলিয়ে বাট।
না চলে পথুক্ পথে বন্দি হাট ঘাট॥
নগরের লোক সব পরিত্রাহি ডাকে।
দুয়ারে কপাট দিয়ে ঘরে বসে থাকে॥
ভব্য নাই ভয় পেয়ে ভূপে গিয়ে ভাষে
বাঘিনী আসিয়ে উপদ্রব করে দেশে॥

বেনাবনে বসে থাকে বিপরীত কায়।
পথুক পাইলে পথে ঘাড় ভেঁগে খায়॥
শুনে সাজে হরিপাল বধিতে বাঘিনী।
নফরে যোগায় ঘোড়া করিয়ে সাজনি॥
নিশান নেঙসা বাজে ঢাক ঢোল তুরী।
ভোরঙ্গ খন্‌কাল আর দড়মসা ভেরী॥
কাড়া পোড়া নাগরায় ঘন পড়ে কাঠি।
সাত হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি॥
নামজাদা সিফাই সাজিব আগুদলে।
কৃতান্ত কাম্পী ইন্দ্র কাঁপে যার বলে॥
রাউৎ সাজিল কত রণে অবিসার।
সেকজাদা সৈয়দ সাজিল সমকাল॥
কেহ বা কৃপাণ নেয় কাটার কাটারি।
কেহ নেয় যমধর ধনু তীর ছুরি॥
কার হাতে বাগুরা শল্যাদি জাল দড়ি।
ফরিকাল লইয়া কেহ ধায় রড়ারড়ি॥
৫ ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈল্য নস্করের রেলা।
বিপিনে প্রবেশে গিয়ে বিলক্ষণ বেলা॥
ফিকির করিয়ে সব ফাঁদ জাল এড়ে।
ঝাটক ফরিকাল লঞা ঝাড় ঝোড় ঝাড়ে।
প্রাণ লয়ে পলাইল অন্য পশুগণ।
বাঘিনী পড়িল জালে দৈবের ঘটন॥
ধরধর করিয়ে সভে ধায় চারিভিতে।
সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে॥
বাঘিনী বিপাকে পড়ে ত্যজিল জীবন।
কর্পূর কহেন শুন অপূর্ব কথন॥
এখানে শার্দূলশিশু পথপানে চেয়ে।
খনে উঠে খনে বৈসে ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ হয়ে॥
বিপাক বড়ই বল্যা এত ক্ষণ হৈল।
আহার লইয়া কেন মা নাই আইল॥

বিধির বিপাকে বুঝি তেজেছেন প্রাণ।
হরি হরি কে মোর করিব পরিত্রাণ॥
কেমনে বাঁচিব আমি মায়ের বিহনে।
বলে এত বাঘটা বসিল বেনাবনে॥
কর্পূর কহেন দাদা শুনি অতঃপর।
শীকারে সাজিল রাজা জাল্লালশিখর॥ অত্র ভনিতা॥৯১॥

পাগড়ি সুরচিত শিরোপর শোভিত
শোভন সাঁজুয়া গায়।
শ্রবণে কুণ্ডল করেছে ঢলঢল
মকমলি উপানহ্ পায়॥
চাপিয়া নগবর লইয়া ধনুশর
শীকারে সাজিল ভূপ।
তাক তাক তানানা বাজে কত বাজনা
বীণা আদি বিবিধ রূপ॥
সাজ রে সাজ রে নিশান ফুকুরে
নাগরায় শুন পড়ে কাঠি।
ঘোষণা উঠিল ছুটাছুটি পড়িল
কেঁপে গেল জালন্ধার মাটি॥
পাঠান সৈয়দ সাজিল মগধ
আর সাজে সেকজাদা কাজি।
হিতের বান্ধিল চটপট চলিল
চপলে চাপিয়া তাজি॥
লইয়া তরআর ছুটিল জমাদার
নস্কর কয়গুলা সঙ্গে।
ফরিকাল টাল নয়্যা ধাইল বারভূঁয়্যা
ধর ধর করিয়া রঙ্গে॥
সিফাই পদাতিক সাজিল অনেক
পবনসমান বেগ।

ধরিয়া ধনুশর ধাইল সত্বর
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ ॥
রতন সর্দ্দার রমাপতি সিকদার
রোজপুত রঘুনাথ সিংহ।
মাতঙ্গে চাপিয়া মার মার করিয়া
ধাইল যেন কালজন্ত ॥
সেনাপতি সনাতন করিয়ে তর্জ্জন
সেনার সহিত ধায়।
গোলা বিসরে ঘোটক হিঁসরে
গজগণ গর্জ্জিচে তায় ॥
সেনার চাপটে সরণি পরটে
দিবসে অন্ধকার হল।
কম্পিতা ধরণী থর থর অমনি
অনন্ত অস্থির হইল ॥
লইয়ে জাল দড়ি ধাইল রড়ারড়ি
আগু পাছু কত শত জন।
চারিআনি হইয়ে চৌদিকে বেড়িয়ে
প্রবেশ করিল বন ॥
রাজার হুকুম পাইয়ে তখন
ফিকিরে ফাঁদ জাল এড়ে।
লইয়া ঝাটক সিফাই পদাতিক
ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়ে ॥
দৈবের ঘটনে শীকার সেদিনে
না পেয়ে নৃপতি শেষে।
তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়ে বকুল
বৃক্ষের তলায় বৈসে ॥
বেলডিহা নিবাস স্মরি সদা ব্যাস
অনাদি পদারবিন্দ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥৯২॥

নৃপতি নফরে কয় লঘু আন জল।
তৃষ্ণায় বিকল তনু হয়েছি বিকল ॥
নফর নৃপতিবাক্যে লঘুগতি ধায়।
সন্নিকটে সরোবর দেখিবারে পায় ॥
যবে এসে জলে নেবে জলাধার পূরে।
বেনাবনে বাঘটা বসিয়ে যুক্তি করে ॥
এ বেটার সঙ্গে আমি নৃপালয় যাব।
হাতি ঘোড়া মেরে ধরে পেট ভরে খাব ॥
রানীদিগে খাব আর অন্যে পরে কি।
অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি ॥
জলে মলাম ক্ষুধায় জনমাবধি হতে।
বলে এত বাঘটা বসিল মধ্যপথে ॥
জেতের স্বভাব ধর্ম সঙ্কুচিত গা।
সমতুল দেখি যেন শশকের ছা ॥
নির্ভয়ে নৃপের নফর লঘু পায়।
পড়েছিল বাঘটা ধরিল তার পায় ॥
শশকশাবক বলে দেখে সুখী হল।
ঐমনি ধরিয়ে তাকে আঁচলে পুরিল ॥
বলে আজি লয়ে তোর ঘরে রব অচিরাৎ।
দগ্ধ করে দু সের চেলের খাব ভাত ॥
জল লয়ে জাল্লালশিখরে যবে দিল।
পীযূষ সমান পয় পানে প্রীত পাইল ॥
বারণ বাজীর শব্দ বাঘটা শুনিয়ে।
মনে করে ঘাড় ভেঙ্গে খাব বারি হয়ে ॥
এত বলে আঁচল চিরিয়ে বারি হল।
ঐমনি বাতাস পেয়ে বাড়িতে লাগিল ॥
দেখে বলে দণ্ডধর দেখি দেখি আন।
আজি হৈতে বাঘ শিশু আমার পরান ॥
লয়ে ঘরে রানীকে যতন করে দিব।
পুত্র নাই পুত্র তুল্য পালন করিব ॥

রামকথা কৃষ্ণকথা শিখাব পুরাণ।
মরিলে আমার যেন করে পিণ্ডদান॥
এত বলে ঐছনে আনন্দ পূর্ণকায়।
বুকে করে বাঘের বদনে চুম্ব খায়॥
লয়ে লঘু নৃপতি নিজ রাজ্যে আল্য।
পাটরানী পদ্মাকে পরম যত্নে দিল॥
বিপিনে বাঘের শিশু বিধি দিল ইবে।
পুত্রসম পদ্মমুখী পালন করিবে॥
বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিবেক গয়ায়।
তোমায় আমায় স্বর্গ যাইব সকায়॥
গোপালকে ডেকে লঘু নৃপতি প্রবোধিল।
দুঃগেয়ের দুগ্ধ তার রোজ করে দিল॥
বহুমূল্য হার দিল বাঘের গলায়।
চামীক নূপুর পরাই দিল চারি পায়॥
কাঁকালে ঘাগর দিল ঘুঁঘুর উরনা।
কানে দিল কাঞ্চনের কাঁটা কাঁচসোনা॥
মহীপতি জাল্লালশিখর মহাবল।
থুইল আখ্যান তার বাঘ কামদল॥
রাত্রি দিন রানী তাকে কোলে করি থাকে
বাপধন বাছাধন বলে সদা ডাকে॥
সুখী হয় শুনিয়া মধুর মুখরব।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি পাসরিল সব॥
ক্ষীরখণ্ড নাড়ু লুচি খায়ায় নিয়ত।
বুকে করে বদনে চুম্ব খায় কত শত॥
দিনে দিনে বাড়ে বাঘ বিপরীত দেখি।
পুড়া পারা মস্তক পাবক পারা আঁখি॥
দীর্ঘ সারি দন্তগুলা মুলা যেন মোটা।
কিবা ভাল কুলাকৃতি লোটা কাণ দুটা॥
সুবুদ্ধি রাজাকে দৈবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
কায়জ সমান করে কালকে পুষিল॥

কর্পূর কহেন দাদা শুন তার পরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদ্যের বরে ॥৯৩॥

একদিন নৃপতি নফরে ডেকে বলে।
খাসী মাংস ভেজে আন খাওয়াব কামুদলে ॥
নৃপতিলপিতে লঘু ধাইল নফর।
খাসী কেটে মাংস ভেজে যোগান সত্বর ॥
বসুপতি বাঘে লয়ে বাছা আইস্য বলে।
মাংস ভেজে মুখে তার দেয় তুলে তুলে ॥
সুখী হয়ে শার্দূল সুধার তুল্য খায়।
রয়ে রয়ে রাজার পানে আড় চক্ষে চায় ॥
ঘন ঘন নাড়ে মাথা লাঙ্গূল আছাড়ে।
ফলঙ্গে ফুলায় গায়ে লাফ দিয়া পড়ে ॥
আহা মরি মরি একি স্বাদ এত।
ক্ষীরখণ্ড নাড়ু লুচি খেতে লাগে তিত ॥
জেতের যেরূপ কর্ম সে কি হয় নাশ।
মনে করে রাজার ঘাড়ের খাব মাস ॥
রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্ধ করে।
বাগ পেয়ে বাঘটা রাজার ঘাড়ে ধরে ॥
মহীপতি মুখে তার মারিল থাবড়।
ছি ছি বলে ঠেলে পেলে উঠে দিল রড় ॥
ভয় পেয়ে ভূপতি ভবনে প্রবেশিল।
এমনি আক্রোশে বাঘ উধাও করিল ॥
প্রবেশিয়া সহরে সরণি মধ্যে বৈসে।
ঘাড় ভেঙ্গে খায় পুরে যত লোক আইসে ॥
সন্ধ্যাকালে বসে থাকে পুখুরের পাড়ে।
শরীর সংকোচ করে শাখীর নিয়ড়ে ॥
যুবতী সকল মেলে জল আস্তে যায়।
বুকে চড়ে মাথার মগজ খুলে খায় ॥

দেখে ভয়ে লোক জন দিবস দুপরে।
দুয়ারে কপাট দিয়া বস্যা থাকে ঘরে॥
দারুণ দুর্গতি দেশে বাঘ হৈল্য কাল।
ঘরের ভিতরে পড়ে বিদারিয়া চাল॥
কামিনীর কোলের কুমার কেড়ে লয়।
চাঁপাকলা চিনি বলে মুখে ফেলে দেয়॥
অন্য যেবা থাকে তাকে একে একে খায়।
রাধাকৃষ্ণ বলে মুখে রক্ত মাখে গায়॥
মহাভয়ে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্য জনেক।
ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর দিলেক॥
শুনিঞা বসুধাপতি অশুভ বচনে।
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অনুচরগণে॥
লোহের পিঞ্জরে লয়ে গিয়া লঘুতর।
বিসকৈবনসে তোরা বাঘ বন্দী কর॥
শুনিঞা ধাইল তারা বাঘ ধরিবারে।
ছাগল গাড়র লয়্যা পিঞ্জিরায় পুরে॥
এখানে শার্দূল শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়।
দূর হৈতে অনুচর দেখিবারে পায়॥
পথমধ্যে পিঞ্জিরা পরমযত্নে রেখে।
বসিল বৃক্ষের তলে বাঘটাকে তেকে॥
পিঞ্জিরায় ছাগল গাড়র করে শব্দ।
নিদ্রাভঙ্গ বাঘের উঠিল হয়ে স্তব্ধ॥
চঞ্চল লোচনে চায় প্রায় দৃষ্টি হৈল্য।
সুবুদ্ধি বাঘের পোকে কুবুদ্ধি ঘটিল॥
খাব বলে ক্ষিপ্র এল ক্ষেম ক্ষেম করে।
না চায় পশ্চাৎ গিয়া প্রবেশে পিঞ্জরে॥
অনুচরগণ তারা দেখে ধেয়ে এল।
কপাট কুলুপ দিয়ে বাঘ বন্দী কৈল্য॥ অত্র ভনিতা॥৯৪॥

বন্দী হৈল বাঘ রায় দৈবের ঘটন।
ক্ষিপ্র কয় ক্ষিতিনাথে খবর তখন॥
শুনে শুভ বারতা সন্তোষ হৈল মনে।
অনেক ইনাম দিল অনুচরগণে॥
লোক লয়ে নৃপবর বাঘ কামদলে।
শকটে করিয়া তুলে রাখে রঙ্গশালে॥
ক্রোধ করে কৈল তার আহার কারণ।
স্বয়ং দোষে শার্দ্দুলের সংশয় জীবন॥
এই কথা কহিতে বলিতে দুটি ভাই।
চিল গ্রাম হইয়ে পার চলে ধায়াধাই॥
লাউসেন জিজ্ঞাসেন পুন কর্পূর কহেন।
অন্য উপাখ্যান দাদা মন দিয়ে শুন॥
ব্রতমধ্যে একাদশী পুণ্যত মহান।
চারিমুখে ব্রহ্মা প্রভাব যার কন॥
লক্ষ্মণ লখিয়ে কই নিস্তারিতে জীব।
উপবাস আপুনি করিলা সদাশিব॥
কৃষ্ণসেবা কর তবে কাত্যায়নী কন।
ঈশ্বর কহেন তবে কর আয়োজন॥
প্রভুবাক্যে পার্বতী পেলেন পরম প্রীত।
যোগালেন আয়োজন করিয়ে ত্বরিত॥
কৃষ্ণসেবা কীর্ত্তিবাস করিলেন তবে।
পুলকে পূর্ণিত তনু গদ্‌গদ ভাবে॥
যোগ পেয়ে জগৎকর্তা যোগে যোগাভ্যক।
এক লক্ষ হরিনাম করিলেন জপ॥
দুখে সুখে রাত্রি গেল দিবা উপস্থিতে।
শঙ্করীকে শঙ্কর কহেন শর্ম্মচিত্তে॥
কাল গেছে উপবাস কি কর কাত্যায়নী।
পারণ করিব চেষ্টা পাইবে আপুনি॥
ক্ষীণ দেহে ক্ষেমঙ্করী ক্ষুধা নাই সয়।
শাক সুক্তা যা হোক সকাল যেন হয়॥

বুড়াটির বচনে বারেক দিবে মন।
ভাল হয় কিছু হলে রসাল ব্যঞ্জন॥
শুনে এত শঙ্করী সম্মুখে জোড় হাত।
পারণ করিতে চায় ঘরে নাই ভাত॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীর বচনে।
শূন্য হইল সব কথা সুখ নাই মনে॥
উপবাস একে তায় কাঁপে বঠে গা।
কয়ে কথা কষ্ট দিলে কার্তিকের মা॥
বিপরীত বাক্য শুনে গেল বুদ্ধিবল।
কালিকার ভিক্ষার চাল উড়ালে সকল॥
দুর্গা কন দুঃখিনীকে দোষ দিবে বটে।
যার সে ভিক্ষার চাল তারে নাই আঁটে॥
ভিখারীর ভাগ্য পোড়ে ভাত নাই জুড়ে।
তৈলবিহীন তনুতে কেবল খড়ি উড়ে॥
না পাই পড়িতে বস্ত্র পড়ি বাঘছাল।
পাঁচমুখে পাঁচ কথা অশেষ জঞ্জাল॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী বস্ত্র অলংকার পড়ে।
খাটে বসে গুয়া পান খায় গাল ভরে।
আমার এমন দশা অন্ন যদি জুড়ে।
তাম্বূল বিহনে তায় মুখে গন্ধ ছাড়ে॥
ভক্তকে অখিল ভরে দিতে পার ধন।
পার নাই পুষিতে আপন পরিজন॥
অন্যের বালক তারা ক্ষীরখণ্ড খায়।
কার্তিক গণেশ মোর অন্নকে লালায়॥
না শুনে বচন লোক বলে লক্ষ্মীছাড়া।
ভীত হয়ে নীত কথা কই নাই বাড়া॥
তোমার সে নিত্য নাই তত্ত্ব করে কে।
কুবের ভাণ্ডারী আছে কত দিবেক সে॥
ভব কন ভবানী ভক্তের বাড়ি যাব।
দেও ধন ভিক্ষা করে নিত্য এনে দিব॥

পার্বতী কহেন প্রভু সঙ্গে যাব স্বত।
দেখিব তোমার ভক্তে ভক্তি করে কত
বৃষেতে চাপিলা শিব সিংহে শৈলসুতা।
চারি মুখে হরিনাম একে রামকথা ॥
বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায়।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৯৫॥

শিখর দেশের রাজা শিখিধ্বজ নাম।
শক্রসম শিবের আশিসে বিত্তবান্ ॥
না খায় ওদন জল শিবপূজা বিনে।
সদা তার মতিগতি শিবের চরণে ॥
প্রথমে পার্বতীনাথ এল তার ঘর।
দূত গিয়ে দণ্ডধরে দিলেক খবর ॥
ধরাধর আপনাকে ধন্য ধন্য কয়।
পুলকে পুরিল তনু প্রেমধারা বয় ॥
শিখিধ্বজ শিব দুর্গা সাক্ষেতে দেখিয়ে।
অভয়চরণে পড়ে অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ॥
বিনয়বচনে বলে বিশ্বের কারণ।
কিঙ্করে করিতে কৃপা করেচ আগমন ॥
বিচিত্র আসন দিল বেদির উপরি।
বসিলেন বিশ্বনাথ বীরাসন করি ॥
বামভাগে পাইল্য শোভা পর্বতনন্দিনী।
কনকমেঘের কোলে যেন কাদম্বিনী ॥
দু নয়নে দেখে রাজা দুটি হাত বুকে।
শিব শিব শঙ্করী সঘনে বলে মুখে ॥
ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচে অঝোর নয়ন।
পাদ্য আদি উপচারে পূজিল চরণ ॥
অনেক করিল স্তব অহেতু হেত্বাদি।
প্রদক্ষিণ প্রণাম পর্যন্ত যথাবিধি ॥

অভিমত দিয়ে তাকে আশিস বচন।
তুষ্ট হয়ে তথা হৈতে করিলা গমন॥
প্রভুকে পার্বতী কন পথে যেতে পাছু।
এত ভক্তি তবে কেন না মাগিলে কিছু॥
একবার কহিলে শ্রীমুখের বচন।
পুণ্যবান্ ছিল রাজা পেতে কিছু ধন॥
দশদিন কোনরূপে যেত দুখে সুখে।
হাসিলেন হর শুনে হৈমবতী বাক্যে॥
ভক্তিবন্ত অপর অনেক ভক্ত আছে।
যা চাই লইব মেগে যাব তার কাছে॥
কুরঙ্গ দেশের রাজা কুশল কোঙর।
সত্যবাদী সর্বাণ সেবক হয় মোর॥
প্রহ্লাদ কৃষ্ণের হয় প্রিয়তর যত।
তারিল্যে তাহাকে আমি বাসিতেন মত (?)
বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা প্রভু স্মরহর।
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা তার ঘর॥
দুয়ারি খবর গিয়ে দিলেক রাজাকে।
বৃষে চড়ে বৃদ্ধ যোগী ডাকেন তোমাকে॥
ব্যস্ত হয়ে বসুপতি বলে কই কই।
দ্বারী কয় দেখ দৃষ্টে দাণ্ডাইয়ে ঐ॥
ধন্য মেনে ধরাধর ধেয়ে আল্য কাছে।
বিভোল বিভুকে দেখে বাহু তুলে নাচে॥
প্রদক্ষিণ করে রাজা পরাৎপরে পেয়ে।
অনিবারা প্রেমধারা পড়ে বুক বেয়ে॥
ভক্তি করে ভবনে লইল ভুবীশ্বর।
বসাইল বিচিত্রাসনে বেদির উপর॥
আনন্দে অবনীপতি তবে এক মনে।
পূজিল পার্বতী-হরে পূর্ণ আয়োজনে॥
সগোষ্ঠী সহিত রাজা চরণে পড়িল।
অহেতু অনাদি স্তব অনেক করিল॥

তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারি তাহাকে তখন।
অভিমত বর দিয়ে আনন্দে গমন॥
ক্রোধ করে কাত্যায়নী কন সদাশিবে।
ভিক্ষায় ঘুচিল দুস্থ দু হাতে খাইবে॥
কহিলে উচিত ঠক গণেশের মা।
ঠাকুরের ঠাট দেখে জ্বলে যায় গা॥
হর কন হৈমবতী হরিকথা কয়।
বুঝে স্বঝে বুড়াটিকে বৃথা দোষ দেয়॥
জালন্দার গড়ে রাজা জাল্লালশিখর।
প্রিয়ভক্ত পাই কিছু গেলে তার ঘর॥
চণ্ডী কন চল তবে চটপট করে।
যাবৎকাল জঞ্জাল যত্তপি আসি ফিরে॥
বৃষেতে চাপিলা হর সিংহে শৈলসুতা।
চারি মুখে হরিনাম একে রাম কথা॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন।
অন্তকালে পাব আশ ও রাঙ্গা চরণ॥৯৬॥

ঈশ্বরী ঈশ্বরে কয়ে এতেক কথন।
জালন্দার গড়ে এসে দিলা দরশন॥
দৈবযোগে দেখা এক দ্বিজের সহিতে।
জিজ্ঞাসেন জগন্নাথ যাব কোন পথে॥
কোথা যাবে কি হেতু কহেন দ্বিজবর।
ভূদেব ভাষেন যাব ভূপতির ঘর॥
অবনী-অমর কন এই পথে যায়।
দাতা বটে দেখা হইলে দেয় কিছু পায়॥
এত বলে ব্রাহ্মণ বিশেষ কার্যে গেলা।
রুদ্রাণী সহিত রুদ্র রাজদ্বারে এল্যা॥
প্রণমিয়ে দ্বারিগণ প্রবৃত্তি পুছিল।
যাবে কোথা যোগী ঠাকুর জাভ্য (?) করে বল॥

ভব কন ভিক্ষা মেগে ভ্রমি দেশে দেশে।
তদর্থে এসেচি এই ভূপতির বাসে॥
আশীর্বাদ করি বাছা আনন্দে থাকিবে।
ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর জানাবে॥
নৃপতিকে কহিবে না মাগি টাকাকড়ি।
চারি সের চাল চাই চারি গণ্ডা বুড়ি॥
ব্যস্ত হয়ে দ্বারী গিয়ে বলে দণ্ডধরে।
ডাকে এক যোগী বুড়া দাণ্ডাইয়ে দ্বারে॥
জাল্লালশিখরে বাম হইল বিধাতা।
এল নাই অহংকারে কয় কটু কথা॥
কোথাকার যোগী সেটা যার তার ঠাঞি।
বল গিয়ে ভূপতি সম্প্রতি ঘরে নাঞি॥
দুষ্ট কথা দ্বারী শুনে দুখী হয়ে এল।
করপুটে কৃত্তিবাসে ক্রমিক কহিল॥
হাসিলেন হর শুনে হেয়ত্ব আধান।
হেনচ্ছার রাজা বেটার নাহি কোন জ্ঞান॥
এলে পর পূর্ণরূপে আশীর্বাদ পেত।
অবনী অখণ্ডমানে অমর হইত॥
পার্বতী বলেন প্রভু আর কেন হইল।
ভিক্ষায় পড়ুক বাজ কৈলাসকে চল॥
পথপানে চেয়ে আছে গুহ গজানন।
ঝাড়িব সিদ্ধির ঝুলি পাব ঢের ধন॥
এখানে আহার বিনে অমনি বিকল।
পিঞ্জিরা ভিতরে পড়ে বাঘ কামুদল॥
দুর্গার হইল দৃষ্টি দেবদেবে কন।
হের দেখ বাঘটার বিপাক বন্ধন॥
দয়া হইল দেখে দুস্থ দৃষ্টি নাই পাই।
বল যদি বিশ্বনাথ বর দিয়ে যাই॥
হর কন হৈমবতী হেনছার কথা।
যাকে তাকে যেচে বর না দিয় সর্বথা॥

বকাসুরে বর দিলাম বুঝিতে না পেরে।
হস্ত দিলে মস্তকে অমনি যেতেম মরে॥
বুদ্ধি করে বিষ্ণু তায় বাঁচালেক মোরে।
অদ্যাপি এখন আমি কাঁপি তার ডরে॥
ধূর্তকে বিশ্বাস নাই তায় জেতে বাঘ।
এখনি খাবেক ধরে যদি পায় লাগ॥
ভয় নাই ভুবনেশ ভবানী ভাষেন।
বাঘ মোর বাহন বিশেষ তুমি জান॥
উগ্র কন অম্বিকা ও কথা নয় কিছু।
আপুনি য়েগায় আমি যাই পাছু পাছু॥
হেসে হেসে হৈমবতী হরের সহিত।
শার্দূলের সমীপে আনন্দে উপনীত॥
বিষম ধর্ম্মের মায়া বোঝনে না যায়।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায়॥৯৭॥

বাঘটা বৈষ্ণব বড় বুঝিলেক মনে।
দুর্গতি খণ্ডন মোর হইল এত দিনে॥
আত্মভূ অনন্ত যাঁর অন্ত নাহি পায়।
হেন হর-পার্বতী হলেন বরদায়॥
এত বলে অশ্রুধারা দুই ক্ষণে বয়।
শার্দূল শঙ্করী-হরে সবিনয়ে কয়॥
তুমি দেব দয়াময় দেবচূড়ামণি।
তুমি আদ্যে বিশ্বমাতা অনন্তরূপিণী॥
জগতে যাবৎ জীবে করেচ সৃজন।
তার মধ্যে অকিঞ্চন আমি একজন॥
বিপাক বন্ধনে পড়ে পরান সংশয়।
বুঝে দেখ বিমুখ হইবা বিধি নয়॥
স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে তাহাকে তখন।
হরি ভক্তি মাগ বাছা হৈমবতী কন॥

বাঘ বলে বাঁচি নাই বড়ই বিতথা।
এ সময় হরিভক্তি হেন ছার কথা॥
আমার উ সব জ্ঞান অবধিয়ে গেছে।
কৃপা করে কহিবে কিসেতে প্রাণ বাঁচে॥
কালরাত্রি কন বাছা শুন কামুদল।
বর দিই হবেক তোর বহ্নিসম বল॥
বারি হবে বাহুবলে ভাঙ্গিয়ে পিঞ্জিরা।
নগরের লোকজনে খাবে ধর্য়্যা ধর্য়্যা॥
স্মরণ করিবামাত্র সাক্ষাৎ হইব।
যে চাহিবে অভিমত তাই দিয়ে যাব॥
এই কথা কহিতে কিঞ্চিৎ কাল গেল।
পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়ে বাঘ বাহির হইল॥
আড়ম্বরি করে উঠে বৃষের উপর।
ভয় পেয়ে সদাশিব কাঁপে থরথর॥
বিপাকে পড়িল বুড়া বৃষটি আমার।
রুদ্র ডাকে রুদ্রাণী গো রক্ষ এই বার॥
হরের ব্যগ্রতা দেখে হাসিলেন উমা।
চাহিতে চঞ্চল চক্ষে বাঘ দিল ক্ষমা॥
হর্ষ হয়ে হরগৌরী গেলেন কৈলাস।
বর পেয়ে বাঘটার বাড়িল উল্লাস॥
গোটা দশ লাফে গিয়ে নগর প্রবেশে।
বেনাঝোড় ওৎ কোরে বক্স নিয়ে বসে॥
সহরের সব লোক সেই পথে যায়।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে বুকের মাংস খায়॥
ছাগল মহিষ মেষ ধরে ধরে গিলে।
বন্দী হইল পথ ঘাট পথুক না চলে॥
পুখুর পাড়ে বসে থাকে ঠিক দুপুর বেলা।
জল নিতে যূথে যূথে যুবতীর মেলা॥
চাক পারা চোক দুটা ঘুরায় অমনি।
ডিঁয়ে মারে ডাক ছাড়ে আগুলে সরণি॥

লম্ফ দেয় নারাচলে নগ্ন করে মুখ।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়ে বুক॥
ব্যবধান হইয়ে থাকে বিপিনে দিবসে।
রাত্রি হইলে লোকের দুয়ারে গিয়ে বসে॥
জানে নাই যে বেরোয় আগে খায় তাকে।
শেষে খায় ঘরের ভিতরে যে যে থাকে॥
শ্রীধর্মচরণদ্বন্দ্বে মজাইয়ে চিত।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৯৮॥

বাঘ বলে বিশ্বমাতা বর দিয়ে গেল।
মাংস খেয়ে মনের মহৎ সুখ হল॥
তৈল বিনে তনুতে কেবল উড়ে খড়ি।
কল্য হই কাল যাব কলুদের বাড়ি॥
বলে এত বাঘটা বিটপী তলে শুল।
অহর্মুখে উঠিয়ে কলুর বাড়ি এল॥
বউ তার বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে।
ভয় পেয়ে গোল করে শাশুড়িকে ডেকে
বাঘটা অমনি তার ঘাড়ে গিয়ে ধরে।
ব্যগ্র হয়ে বুড়ি এল ছাড়াবার তরে॥
মুখে তার থাবর মারিল গটা কুড়ি।
ভূমে পড়ি বুড়ি তখন যায় গড়াগড়ি॥
তেলের কলসি লয়ে ঢালিল মাথায়।
তথা হইতে ত্রিপুরে চলিল বাঘ রায়॥
সাজে নাই সুন্দর শরীরে শুধু গলা।
মালির ভবনে যাই পরি গিয়ে মালা॥
বলে এত বাঘটা ব্যানন্দ হৃদয়।
মালির ভবনে এল সন্ধ্যার সময়॥
প্রবেশ করিল ঘর কেহ নাই জানে।
কুণ্ডলি করিয়ে লেজ বসে এক কোণে॥

ছলা করে বাঘটা ছিপর কৈল গা।
মালাকার এসে তার বুকে দিল পা॥
শিহরিল সর্বাঙ্গ সঘনে বলে ছি।
মালিনী আসিয়ে কয় কৈ কোথা কি॥
দেখি বলে দ্রুত গিয়ে দীপ জ্বেলে আনে।
দেখিল দারুণ বাঘ বসে আছে কোণে॥
তরাসে তরল হইল সগোষ্ঠীগণ তারা।
বাক্য নাই বদনে যেমন বেপুহারা॥
শার্দ্দূল সংযোগ পেয়ে সভাকারে খাল্য।
গাঁথা ছিল গোড়ে মালা গলায় পরিল॥
তথা হইতে তখন ত্বরিত হয়ে বাঘ।
যবে যায় ধরে খায় যার পায় লাগ॥
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হইল নগরে।
পলায় পুরুষ লোক পরানের ডরে॥
না সম্বরে কেশপাশ পশ্চাৎ না চায়।
কোলের কুমার ফেলে কামিনী পলায়॥
কেহ বলে রাম রাম কেহ বলে হরি।
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে নিজ নারী॥
ঐ আইল বলে কেহ উভুরড়ে ধায়।
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে বাপ মায়॥
বৃদ্ধলোক যারা তারা না পেরে পলাতে।
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে প্রাণের ভয়েতে॥
বাজারে বসতি করে ছিল যত বুড়ি।
কাঁকালে কাপড় বেঁধে পলায় গুড়ি গুড়ি॥
ফিরে ফিরে চায় যায় দুই এক পা।
পাছু এসে পাছে ধরে খায় বাঘটা॥
এমনি বাঘের ভয় নাই হয় অন্ত।
কত শত জন মরে নিকটিয়ে দন্ত॥
জালন্দার গড়ে এক প্রাণী নাই রয়।
শোভিত সোনার পুরী হৈল শূন্যময়॥

ভূপতি বারতা পাইল ভৃত্যের বদনে।
লঘুগতি আইল যতেক সেনাগণে॥
ঢাক ঢোল ধামসায় ঘন পড়ে কাঠি।
রাউত সাজিল কত করে পরিপাটি॥
উপনীত হইল যথা বাঘ কামুদল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥৯৯॥

একাবলি ঝাঁপ

শার্দ্দূলে বধিতে শিখর সাজে।
ললক্ষে নেঙসা নিশান বাজে॥
ঢেউর ঢক্কার ঢেমচা ঢোলে।
গগন পরশে গোলার গোলে॥
কত বাজে তায় কাঁসর কাড়া।
সাজ রে সাজ রে পড়িল সাড়া॥
সাজিল সিফাই সৈয়দ সেখ।
ঢালি পদাতিক ধানুষ্কানেক॥
রাজার ভাগিনে সাজিল রঘু।
মার্মার করিয়ে চলিল আগু॥
সাজিল পরান পৃতনাপতি।
শত সৈন্য সঙ্গে হাজার হাতী॥
আর সেনাপতি সাজিল রাম।
জয় যদুপুরে যাহার ধাম॥
শিরে সুরচিত পাগড়ি ভাল।
ধাইল ধিয়রে যেমন কাল॥
রমাপতি রায় রজপুত জেতে।
শতেক সোয়ার যাহার সাথে॥
পিঁঠিয়া পাগড়ি করিয়া জোড়া।
দড়বড় চলিল দাবিয়া ঘোড়া॥
রাজার জামাই রমাই সাজে।
কৃতান্ত কম্পিত যাহার তেজে॥

হয়োপর চাপে হেতে বাঁধে।
শতহাথ খানা ফলঙ্গে ফাঁদে॥
রাজবস্কি সাজে রচিয়া পাগ।
চপলে চলিল করিয়া রাগ॥
সুবল সপদি সদনে সাজে।
ধনুক ধরিয়া ধাইল গর্জ্জে॥
হুড় হুড় গুড় গুড় গলার শব্দ।
অবনী সরণি ঐমনি স্তব্ধ॥
বাজায় বাজনা রাজার পিছে।
উপনীত হৈল বাঘের কাছে॥
শ্রীধর্ম্মচরণে মজায়ে চিত।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গীত॥১০০

শার্দ্দূল অশন পেয়ে সন্বেস গেছিল।
বাদ্য শুনে ব্যস্ত হয়ে ঐমনি উঠিল॥
সৈন্য দেখে সকোপে সমূলে ছাড়ে ডাক।
চক্ষু দুটা চঞ্চল ঘুরায় যেন চাক॥
আড়ম্বরি করে উঠে দেই লম্ফ ঝম্ফ।
জাল্লালশিখর আদি সভে হৈল কম্প॥
বাঘটা বিকট মূর্ত্তি বাড়য়ে তখন।
যে তায় যেমন দেখি যুগান্তের যম॥
তিন লোকে তৃণজ্ঞান ত্রিপুরার বরে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া লস্কর ভিতরে॥
বেলা পেয়ে বাঘটার বল হৈল বাড়া।
চপ্ চপ্ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া॥
চারি আনি হইয়ে চৌদিকে সেনাগণ।
বাঘের উপরে করে বাণ বরিষন॥
কামুদলে কালিকার কৃপা আছে পূর্ণ।
বাজে নাই বাণগুলা ভেঙ্গে হয় চূর্ণ॥

বিপরীত মিশরে বাঘের রোষ বাড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া পৃতনার ঘাড়ে॥
কার কার কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামড় নির্ঘাত।
উদর চিরিয়া কার বারি করে আঁত॥
কমস্তরে কার বা ঘাড়ের খায় রক্ত।
ভয় পেয়ে সেনাগণ সভে হৈল শক্ত॥
জাল্লালশিখর তখন বাঘটাকে কয়।
প্রায় বুঝি পাপটাকে পশুর নাই ভয়॥
পালন করিছে তোরে পুত্রের সদৃশে।
তার ধর্ম নষ্ট কৈলি কষ্ট পাবি শেষে॥
বাঘ বলে রাজা হে আমার আছে জ্ঞান।
সতত সভায় তোর শুনেছি পুরাণ॥
পূর্বকালে পাপ করে পশুকুলে জন্ম।
তার ঠাঞি সত্য মিথ্যা নাই ধর্মাধর্ম॥
উদরের অনুতাপ এইমাত্র জানি।
সঙ্কটে সদয় হৈলে শঙ্করভবানী॥
ইচ্ছা আছে তোর মাংস উদর পুরে খাব।
রাজা হয়ে খাটে বসে বিলাপ করিব॥
বলে এত বাঘটা বৈনসে দেই তাড়া।
পলাইবে সৈন্যগণ ফেলে ঢাল খাঁড়া॥
ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল জাল্লালশিখর।
উধ্বর্শ্বাসে ঐমনি পায় গৌড় নগর॥
বার দিয়া বারামে বসেছে মহাবল।
বাঘের বারতা গিয়া বলিল সকল॥
শুনিয়া সঙ্কুল বাক্যে সদয় হইয়া।
রাজা তাকে রেখেছে রাজ্যের ভার দিয়া।
এখানে আনন্দে তবে বাঘ কামুদল।
প্রবেশ করিল গিয়া রাজার মহল॥
অন্তঃপুরে অল্লসর অতি সুশোভন।
পুণ্ডরীকে পূর্ণপয় পীযূষ যেমন॥

বাঘটা বিশিষ্ট জল খেয়ে তার ঘাটে।
দুর্গা স্মরণ করে বৈসে রাজপাটে॥
কর্পূর কহেন শুন ময়নার রায়।
এইরূপে বাঘ রাজা হৈল জালন্দায়॥
যাব নাঞি এ পথে যত্তপি পায় লাগ।
ঘাড় ভেঙ্গে খাবেক বিষম বড় বাঘ॥
আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে যাব।
বিদেশে বিখেড়ে কেন পরান হারাব॥
কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন হাসে।
মকুর মিকুর করে মৃদু মন্দ ভাষে॥
সিংহকে বধিতে পারি বাঘ কোন ছার।
এই পথে চল ভাই ভয় নাই তার॥
বাঘকে বধিলে যশ ভূপতির ঠাঞি।
ক্ষেত্রী হয়্যা ক্ষীণ হলে ক্ষেম মাত্র নাঞি॥
কর্পূর তখন কয় তবে যায় তুমি।
দণ্ডবৎ করি দাদা ঘর যাই আমি॥
জিজ্ঞাসিলে জননী কহিব এই হল।
না শুনে আমার কথা লাউসেন মল॥
তোমার যতেক বুদ্ধি জানা গেছে সব।
বিস্তর দেখেছ বটে বাপের বৈভব॥
টাকা কড়ি মাল মার্তা যত কিছু আছে।
আমাকে তাহার অংশ দিতে হয় পাছে॥
অতএব এলে তুমি এই মনে করে।
পথে যেতে কর্পূরে খাবেক বাঘে ধরে॥
আমার অনেক বুদ্ধি আছে এই পেটে।
জঞ্জাল লাগাব যেয়ে মায়ের নিকটে॥
এই লও ফলা ঝারি বৃথা আর বই।
এক কথা আমার অনেক নাই কই॥
লাউসেন কয় ভাই শুন কর্পূর দাদা।
প্রাণাধিক তুমি মোর প্রিয়তর সদা॥

মাল মাৰ্ত্তা টাকা কড়ি সকল তোমার।
তথা বলি তায় অংশ নাহিক আমার ॥
এখন ওসব কথা অনুচিত বল।
বাঘকে কিসের ভয় এই পথে চল ॥
আমি তাকে বিনাশ করিব বাহুবলে।
লয়ে যাব লেজ কান দিব মহীপালে ॥
প্রভুত্ব হবেক বড় পাইব ইনাম।
দেশে দেশে দশ গাঁয় বাড়িবেক নাম ॥
প্রভুর ইচ্ছায় পথে পাই যদি দেখা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা ॥
দ্বিজ রূপে দেখা যাকে দিলা দয়া করি।
সমাপ্ত হইল পালা সভে বল হরি ॥১০১॥

[পঞ্চম পালা সমাপ্ত]

[ষষ্ঠ পালা]

বাঘবধ পালা

একমনে এ কথা শ্রবণ যদি করে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিহরে॥
যেতে চায় লাউসেন জালন্দার পথে।
বিবাদ বাড়িল বড় কর্পূরের সাথে॥
ক্রোধ করে কটুকথা কয় অমুচিত।
নিশ্চয় দাদার হৈল মৃত্যু উপস্থিত॥
ফলা ঝারি ফেলে পথে ফিরে যায় ঘরে।
ধায়াধাই লাউসেন ধরে গিয়ে করে॥
ভয়ে ভঙ্গ কর্পূর কাঁপে থর থর।
গড় করি দাদারে এবার রক্ষা কর॥
যাব নাই জালন্দার গড় দিয়ে গৌড়ে।
বাঘটা এখুনি এসে ধরিবেক ঘাড়ে॥
কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন কয়।
এস যাব এ পথে কিসের কর ভয়॥
বাঘকে বৎসের তুল্য বাসি চিরকাল।
দেখিবে এখন মেরে ঘুচাব জঞ্জাল॥
কর্পূর তখন কয় তবে যাই আমি।
যে কই যৌগিক কথা যদি কর তুমি॥
ধাতু মধ্যে বৃক্ষে বেঁধে রাখিবে আমায়।
লতা পাতা ঢের করে ঢাকি দিবে গায়॥
চুপ চুপ চিত্ত মধ্যে চিন্তিব গোসাঞি।
বহুত ভাগ্যে বাঁচ যদি বাঘটার ঠাঁই
তবে ফিরে দেখা শুনা হবেক দুভেয়ে।
নৃপ সম্ভাষণ করে যাইব নিলয়ে॥
গঙ্গাজল তুলসী তখন করে হাতে।
শপথ করিল সেন কর্পূরের সাথে॥

বৃক্ষে চড়ে কর্পূর বসিল বড় ডালে।
লতা দিয়ে লাউসেন বাঁধে হাতে গলে ॥
কর্পূর কহেন দাদা শক্ত দিয় দড়ি।
গাছে হতে পাছে যেন ছেড়ে নাই পড়ি ॥
ভাঙ্গিয়ে বৃক্ষের শাখা ঢাকা দিয়ে গায়।
বাঘ অন্বেষণে তবে লাউসেন যায় ॥
কর্পূর কহিচে দাদা শুন দেখি ফিরে।
বিলম্ব বিস্তর হলে পাছে যাই মরে ॥
সেন কয় নাই ভয় ভগবান ভাব।
শার্দূলে বধিয়ে শীঘ্র এখুনি আসিব ॥
কয়ে এত কর্পূরে অমনি উভুরড়ে।
উপনীত লাউসেন জালন্দার গড়ে ॥
লয়ে জয়খড়্গ ফলা জসরে তখন।
ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়িল ঝাঁঞ্জিবন ॥
না পেয়ে বাঘের লাগ লাউসেন বালা।
তবে খুঁজে তখন পরিখা ধার ভোলা ॥
আরাম আসার আদি অনেক খুঁজিল।
তথাপিহ বাঘটার লাগ নাই পাইল ॥
এখন খুঁজিতে গেল রাজার মহল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ॥১০২॥

দেবস্থান দেউল দেহারা দিব্য সর।
দেখে দেখে বেড়ান দুর্লভ সদাগর ॥
রঙ্গশাল রাজার রচিত রতনেতে।
কৌশল কৃষ্ণের লীলা লেখা তার কাঁথে ॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বৃন্দাবনে রাস
কংসবধ কেশীবধ কুবলয়বিনাশ ॥
ঐছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হইয়ে।
নিধুবনে নৃত্য করে গয়ালার মেয়ে ॥

এইরূপে লাউসেন দেখে তার পরে।
বাঘ অন্বেষণে আল্য বিপিন ভিতরে॥
সরোবরে শার্দুল সলিল করে পান।
সাণ্ডিল তলায় শুয়্যা সুখে নিদ্রা যান॥
খুঁজ্যা খুঁজ্যা লাউসেন না পাইয়া লাগ।
বিস্ময় হইয়া বলে কোথা গেল বাঘ॥
তখন আইল সেই সরোবর তীরে।
কিবা শোভা কমল কুমুদ ভাসে নীরে॥
লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায় করে নানা ধ্বনি।
নবদলে নৃত্য করে খঞ্জন খঞ্জনী॥
শোভা দেখে লাউসেন সম্প্রীত পাইল।
বসন বিছায়ে বৃক্ষতলায় বসিল॥
শয়নে শার্দুল এথা সাণ্ডিল তলায়।
নিমর্ম হয়েচে নাঞি চৈতন্য নিদ্রায়॥
নিঃশ্বাস যেমন যুগ প্রলয়ের ঝড়।
রয়ে রয়ে দন্তগুলা করে কড়মড়॥
সরোবর হত্যে সেন শুনিবারে পাইল।
মহাবেগে মার্মার করিয়া বেগে আইল॥
পড়ে আছে বাঘটা সে পর্বত যেমন।
মূলাকে জিনিয়া মোটা দন্তের বলন॥
দীর্ঘ বড় দাড়িটা দারুণ গোফ দুটা।
জলদ জিনিঞা বর্ণ যেন মুড়া ঝাটা॥
মুখে ছাড়ে পচা গন্ধ মাছি বসে উড়ে।
জানে নাঞি বাঘটা সে অচৈতন্য পড়ে॥
তখন লাউসেন তবে করিল বিচার।
কি করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করি বাঘটার॥
ভারত ভাগবত গীতা শুনেচি পুরাণে।
লিপ্ত পাপ নষ্ট কৈলে নিদ্রাগত জনে॥
বৈনসে বৈশিষ্ট্য হয়ে বলে বাঘটাকে।
উঠ রে শার্দুল উঠ লাউসেন ডাকে॥

নিশ্চয় হইল তোর নিকট মরণ।
শরীর সংকুলে যাবি শমন সদন॥
স্বাপ ভঙ্গ শার্দুলের তবু নাহি হৈল।
তখন লাউসেন তার শিয়রে বসিল॥
মহাকোপে মুষ্টিক মারিল করে মুদ্রা।
তথাপিহ বাঘটার না ভাঙ্গিল নিদ্রা॥
তিনবার তপনে তখন সাক্ষী করে।
চাকসম পাক দিয়া ঘুরায় লেজে ধরে॥
জাগিল তখন বাঘ জানে নাই সন্ধি।
আহার অস্তিকে পেয়ে করে নানা ফন্দি॥
লাউসেন লেজ তার ধরে এক হাতে।
আর হাথে ফলাখানা আচ্ছাদিল মাথে॥ অত্র ভনিতা॥১০৩॥

বাঘটা বিক্রোধে দন্ত করে কড়মড়।
ফলঙ্গে ফুলায় গাত্র ফলায় কামড়॥
বিশায়ের বনান বিচিত্র চিত্র তায়।
বিমোহিত বৈলজ্জ হইল বাঘরায়॥
একদৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণের কৌশল লীলা কালীয়দমন॥
বকাসুরবধ কথা আর দানখণ্ড।
তৃণাবর্তবিনাশ তপনে তালভঙ্গ॥
যমল অর্জুন ভঙ্গ শকটভঞ্জন।
অঘ বৎসাসুর বধ অক্রূর আগমন॥
রাসরসে রাধা সঙ্গে রাজীবলোচন।
বৃন্দাবনে ঋতুকুঞ্জে বেহার বরণ॥
গোপীগণ গৌণ সে গোবিন্দ গুণ গায়।
দশাবতারের কথা দেখে বাঘরায়॥
মীনরূপে মধুরিপু মহোদধি নীরে।
বেদ উদ্ধারণ কৈলা ব্রাহ্মণের তরে॥

পঞ্চমে বামনরূপে বলিকে ছলন।
সপ্তমে শ্রীরামরূপে রাবণ নিধন॥
ভারত পুরাণ কথা দৈবের ঘটনে।
পরাভব পাশায় পাণ্ডব পঞ্চজনে॥
জৌঘরে প্রবেশ করিলা গিয়ে যবে।
বিদুর বিরলে যুক্তি বলিলেন তবে॥
কৃষ্ণলীলা দেখে কামুদলের তখন।
প্রেমেতে পুরিল অঙ্গ অঝোর নয়ন॥
প্রণয়বচনে তবে বলে লাউসেনে।
তব তুল্য বৈষ্ণব নাহিক ত্রিভুবনে॥
পরিচয় পেলে হয় প্রায় বরাবর।
কার বেটা কার নাতি কোন দেশে ঘর॥
সেন কয় শাদূ্ল সত্য সহজ শুন না।
লাউসেন নাম মোর নিবাস ময়না॥
কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি।
ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাই ভেটিতে ভূপতি॥
তখন শাদূ্ল কয় তুমি মোর সখা।
পাপ জন্ম পবিত্র হইল পেয়ে দেখা॥
তোমার সমান সখা নাহি ত্রিলোকেতে।
বিস্তর অধর্ম হয় বধিলে তোমাকে॥
আমার বচন রাখ ফিরে যাও ঘর।
তুমি সাধু মহাজন ত্রিপুর ভিতর॥
কাঞ্চন জিনিয়ে কান্তি কলেবর কিবা।
পদ্মের মুলান জিনে প্রবেষ্টির প্রভা॥
দেখে বড় দয়া মোর দেহে উপজিল।
কি বলিব বিধিকে যে বাঘ জন্ম কৈল॥
নচেৎ তোমার সঙ্গে মৈত্রতা করিয়ে।
বঞ্চিতাম কতক কাল একত্রে থাকিয়ে॥
আর এক ইচ্ছা করি অভয় বর দিতে।
ভাবিতে শুনিতে বড় ভয় হয় চিতে॥

মার্কণ্ডপুরাণ কথা মনে পড়ে গেল।
বিষ্ণু কর্ণমূলে মধুকৈটভ জন্মিল॥
ব্রহ্মাকে বধিতে গেল বারব হইয়ে।
বিষ্ণু নাভিমূলে ব্রহ্মা লুকালেন গিয়ে॥
মোহিত হইয়ে মধুকৈটভ মাধবে।
বারব সংকুল হয়ে বর দিল যবে॥
তবে তুষ্ট ত্রিবিক্রম তবে দুই জনে।
বধ্য বর মাগে লয়ে বধিল জঘনে॥
সেই হইতে সভাকার সেই ভয় আছে।
বর দিলে তোমাকে তেমন হয় পাছে॥
অতএব কালের মত এই কই আমি।
জালন্দার গড়ে রাজা হোয়ে থাক তুমি॥
সেন কয় শাদূর্ল সম্যক্ কথা বলি।
আমি কি এমন বাক্যে অবোধিয়ে ভুলি॥
তোর সনে আমার পড়িল মহামার।
ঠেকিলি ঠকের ঠাঞি কোথা যাবি আর॥
রুষিল শাদূর্ল শুনে সেনের বচন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥১০৪॥

ফিরে এসে ফলঙ্গে ফলায় ধরেঃ বাঘ।
তর্জন গর্জন করে যেন কাল নাগ॥
বাদাবাদে দুজনে বাজিল ঘোর রণ।
বেগে গিয়ে বাঘে ধরে লাউসেন তখন॥
ঠেলাঠেলি হুটপাট সঘনে হুহুঙ্কার।
চলাচল চঞ্চল চৌদিগে চমৎকার॥
বাঘটা বিক্রোধে দন্ত করে কড়মড়।
ফলঙ্গে ফুলায়ে গাত্র ফলায় কামড়॥
বাড়াইয়ে বাহু দুটা বেগে এসে ঝেঁকে।
ফলঙ্গে উঠিল সেন ফলা দিয়ে বুকে॥

দাবানলে দেখি যেন দোঁহে সমজোট।
বাগ পেয়ে বাঘটাকে লাউসেন মারে চোট ॥
কবন্ধ হইল বাঘ কাটা গেল শির।
রাম রাম রাধা কৃষ্ণ স্মরে রঘুবীর ॥
দুনয়নে অশ্রু বয় দুর্গা বলে মুখে।
সুধন্বা সংকটে যেন কৃষ্ণ বলে ডাকে ॥
করি নাঞি অপরাধ জানি নাই কথা।
তবে কেনে লাউসেন কাটে মোর মাথা ॥
বিশ্বের জননী তুমি তায় বহুরূপা।
সভাসদ সকলে তোমার আছে কৃপা ॥
সৎ নই অজ্ঞান অসৎ সুত আমি।
যাবেক যাবৎ যশ যদি ত্যজ তুমি ॥
আপুনি কয়েচ করে কৃপাবলোকন।
সঙ্কটে সদয় হব স্মরিবে যখন ॥
নমোঽস্তু তে ভগবতী নমোঽস্তু তে ভদ্রা।
নমোঽস্তু তে নারায়ণী নমোঽস্তু তে নিদ্রা ॥
নমোঽস্তু তে কালরাত্রি নমোঽস্তু তে উমা।
নমোঽস্তু তে ভৈরবী ভবানী বর্গভীমা ॥
কাটা মাথা করে স্তুতি কালীর উদ্দেশে।
জানিলেন যোগে বসে জননী কৈলাসে ॥
বাঘকে করিতে দয়া বৈলজ্জে গমন।
জালন্দার গড়ে এসে দিলা দরশন ॥
ভক্তের অধীনা হন ভক্তি বুঝে দয়া।
কামুদলে কোলে করে কান্দেন অভয়া ॥
কাটা মাথা স্কন্ধে লয়ে জোড়ান তখন।
উঠিল শার্দূল পেয়ে সংকুল জীবন ॥
কমল চরণে ধরে করে নানা স্তুতি।
তুষ্টা হয়ে তখন কহেন ভগবতী ॥
বর মাগ বাছা রে এসেচি আমি তাই।
চাও যদি ইন্দ্রত্ব এখন দিয়ে যাই ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ ধন নেয় হরিভক্তি।
হেতু বিনে অনায়াসে হইবেক মুক্তি॥
বাঘ বলে জননী গো যদি দিবে বর।
জালন্দার গড়ে থাকি হইয়ে অমর॥
হর কহেন হেন বর না পারিব দিতে।
অধিকার যমের যাবেক আমা হতে॥
এই বর দিয়ে যাই মনের আনন্দে।
কাটা মাথা পুনর্বার জুড়িবেক স্কন্ধে॥
বাঘ বলে বিলক্ষণ ঐ বর চাই।
তবে যেয়ে লাউসেনের ঘাড় ভেঙ্গে খাই॥
তখন ত্রিপুরা তূর্ণ হয়ে তিরোধান।
কৌতুকে কৈলাসে মাতা করিলা পয়ান॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা।
দ্বিজরূপে দয়া করে দিলা যারে দেখা॥১০৫॥

বাঘটা চলিল তর্জে সেনের উপর।
ঐমনি এক লাফে গিয়ে পায় সরোবর॥
জলে নেবে জসরে তখন জল খায়।
হেনকালে লাউসেন দেখিবারে পায়॥
বিস্ময় হইয়ে বলে মনে অনুমানি।
বাঘকে বধেছি এটা হবেক বাঘিনী॥
স্বামীর মরণে শোকে সঙ্কুলহৃদয়।
এল তেঞি আক্রোশ করিয়ে অতিশয়॥
এতেক কহিয়ে সেন সঙ্কুলিয়া জলে।
ফলাখান বুকে দিয়ে বসে বৃক্ষতলে॥
জল খেয়ে শাদূর্ল উঠিয়ে তার পাড়ে।
সিংহ সম সকোপ সঘনে ডাক ছাড়ে॥
অন্তরীক্ষে লম্ফ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড়।
টলবল করে ধরা কাঁপে তিন পুর॥

গৌরবে গর্জিয়ে কয় গোঁফে দেয় তার।
কোথা গেলি লাউসেন আয় একবার॥
প্রথমে হইলে জয় পরাজয় পিছে।
আজি তোর মরণ আমার হাতে আছে॥
জালন্দার গড়ে এলি যাবি যমঘর।
আঁটকুড়ি তোর মা হবেক অতঃপর॥
বলিতে কহিতে কথা সমীপ পাইল।
ফলা লয়ে লাউসেন ফলঙ্গে উঠিল॥
বাঘের উপরে পড়ে বিপরীত রোষ।
বাঘ বলে আমার নাহিক কিছু দোষ॥
আগে কেটেচিস মাথা কোথা যাবি রোস।
তার ফল তূর্ণ দিব তবে মল্লকোস॥
যে যেমন করে তাকে তেমন উচিত।
বেড়ে উঠে বাঘটা বিক্রোধে বলে এত॥
দাবাইয়ে দন্তগুলা করে কড়মড়।
লাথালোথা লাউসেনে মারিল থাবড়॥
শরীরে শোণিতপাত সেনের হইল।
দেহের দাহনে ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল॥
ফলঙ্গে উঠিয়ে পড়ে ফিঁকে দশ হাত।
বাগ পেয়ে বাঘটাকে চোটায় নির্ঘাৎ॥
কবন্ধ হইল মাথা কাটা গেল তার।
দুর্গা দুর্গা জয় দুর্গা বলে দশবার॥
রাম রাম রাধা কৃষ্ণ রঘুবর রায়।
কাটা মাথা লাগে জোড় কালীর কৃপায়॥
তখন তর্জিয়ে বাঘ ধরে লাউসেনে।
ফিকিরে রাখিল ফেলে ফলার ঝাঁকানে॥
কসাকসি কথক্ষণ করে মহাবীর।
না পারে উঠিতে অঙ্গে নিকলে রুধির॥
বাঘ বলে লাউসেন এখন কেমন।
নিশ্চয় হইল তোর নিকট মরণ॥

সেন কয় শার্দূল সত্য তবে শুন তা।
এখন পরান লয়ে পলাইয়ে যা॥
নচেৎ আমার হাতে মরিবি এখুনি।
বাঘ বলে উসব কথা আমি নাই শুনি॥
শুনেচি ভারতকথা রাজার সভায়।
সম্মুখ সংগ্রামে মলে সত্য স্বর্গ যায়॥
তায় তুই বৈষ্ণব যদি মরি তোর হাতে।
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গ যাব চেপে রথে॥
সেন কয় তোর যদি আছে হেন জ্ঞান।
উষত করিয়ে দেখি ধর ফলাখান॥ অত্র ভনিতা॥১০৬॥

বাহু দিয়ে বাঘ ফলা বিশেষ করিল।
লাফ দিয়ে নারাচলে লাউসেন উঠিল॥
নিরাহিত জনকে বধিতে নাই বেথা।
মারিল দারুণ চোট কাটা গেল মাথা॥
মহীতে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে।
ঐমনি অভয়া বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে॥
নিত্যার নিতান্তরূপে কৃপা আছে বাঘে।
কাটা মাথা স্কন্ধে জোড় পুনর্বার লাগে॥
তখন লাউসেন তবে করে মহামার।
সেইরূপ শার্দূলে কাটিল সাতবার॥
ত্রিপুরারি বরে তার মৃত্যু নাই হয়।
হারি মেনে লাউসেন হইল সুবিস্ময়॥
শান্ত হয়্যা বাঘটা বসিল বৃক্ষমূলে।
সেন এল সরোবর তীরে হেন কালে॥
স্নান করে সরোবরে সেরে নিত্য কর্ম।
পদ্মচয় প্রচয় করিয়া পূজে ধর্ম॥
অর্ঘ্য দিয়া একমনে অনাদ্যে তখন।
কান্দিয়া কায় মন বাক্যে করহ শ্রবণ॥

সঙ্কটে স্মরণ করে সেবক তোমার।
ত্বরায় বৈকুণ্ঠ তেজে এস একবার॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি চরাচর।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর॥
শ্রীনন্দনন্দন তুমি তুমি শ্যামরাম।
মুক্ত হইল অজামিল জপ্যা তুয়া নাম॥
ইন্দু অর্ক শক্র শেষ সকল আপুনি।
জীবের জীবন ধন জগতজননী॥
প্রভু দিলে পদছায়া পরিত্রাণ পাই।
বাঘকে বধিয়া তবে গৌড় দেশ যাই॥
এথা সেন করে স্তুতি হইয়্যা বিকল।
তথা উলূকের মুখে ধর্ম শুনিলা সকল॥
হনুমানে কন ডেকে হের এসে বাছা।
তুমি ধন্য সেবক অপর সব মিছা॥
রাম অবতারে সীতা হরিল রাবণ।
অগাধ সলিলে কৈলে সমুদ্র বন্ধন॥
কপিগণ সহায় করিয়ে কায় ক্লেশে।
তোমা হইতে সীতার উদ্ধার হইল শেষে॥
আমার বচন শুন বাছা হনুমান্।
জালন্দার গড়ে যাও খাও ভোগ পান॥
লাউসেন কর্পূর পাতর যায় গৌড়ে।
বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুয়াড়ে॥
এতেক বচন শুনে বীর হনুমান্।
প্রভুকে প্রণাম করে করিলা পয়ান॥
রাম রাম সীতারাম সদাই বদনে।
উপনীত সত্বরে সেনের সন্নিধানে॥
উর্দ্ধনাদে অষ্টাঙ্গ লোটায়ে নতকায়।
প্রণমিল লাউসেন পড়ে দুটি পায়॥
হেসে হেসে হনুমান্ কহেন তখন।
পাঠায়ে দিলেন মোরে প্রভু নিরঞ্জন॥

বিশ্বের জননী বর দিয়েছেন বাঘে।
তেঞি তার কাটা মাথা স্কন্ধে জোড়া লাগে॥
মোর বাক্য মনক্ষিপ্তে মল্লবেশ ধর।
অন্তরীক্ষে তুলে তাকে আছাড়িয়ে মার॥
চিন্তা নাঞি শ্রীধর্ম আছেন পক্ষাবল।
আমি করি অঙ্গে ভর হবেক কুশল॥
এথা পুন শান্ত হয়ে বাঘ কামুদল।
সরোবর তীরে আইল তৃষ্ণায় বিকল॥
হরষিত হেটমুখে পান করে পয়।
পড়ে উঠে চেয়ে দেখে লাউসেনময়॥
তখন জানিল বাঘ নিকট মরণ।
কূলে বসে করিলেক অনেক ক্রন্দন॥
বয়ান ভিজিল বাঘের নয়নের নীরে।
জগৎজননী বাম হইলেন মোরে॥
লাউসেন বাঘ হৈল বাঘের উপর।
হনুমান অঙ্গে তার করিলেন ভর॥
ধরিয়ে মল্লের বেশ ধাইল ধিয়রে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদ্যের বরে॥১০৭॥

কড়মড় দশন কাশ্যপীলোচন
কৃতান্ত সমতুল কোপে।
ছাড়িয়ে হুঙ্কার করিয়ে মার্মার
উপনীত বাঘের সমীপে॥
সকোপে শার্দূল গর্জিয়ে উঠিল
গজপতি গহনে যেন।
ফলাখান লইয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে
ফলঙ্গে উঠিল সেন॥
মুখামুখি দুজনে ডাকাডাকি সঘনে
তায়াতাই হইল তায়।

তবে বেগে শার্দূল প্রান্তরে উঠিল
পড়িল লাউসেন গায় ॥
লাউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে
উলটিয়ে উঠিল বাঘ।
শমন সমান লাউসেন তখন
ধরিল করিয়ে রাগ ॥
ঐমনি অরুসে অনল বরিষে
দশনে অধর দাপে।
কাট কাট করিয়ে ফলঙ্গ সরিয়ে
লাউসেন উঠিল লাফে ॥
তর্জন গর্জন বজ্র বিসর্জন
বাসব বসুমতী কম্প।
মৃগেন্দ্র মহাবল সমতুল শার্দূল
সকোপে ঘন দেয় লম্ফ ॥
তৈছনে বৃক্ষ বারব আক্ষ
পাষাণ পর্বত ঠায়।
লাঙ্গুড় সাপটে চরণ চাপটে
চুরমার হইয়া যায় ॥
আয়ুধ অনলে ধনুশর সংকুলে
কদাচিৎ কিছু নাহি মানে।
গর গর করিয়ে গৌরবে গর্জিয়ে
ধেয়ে এসে ধরিল সেনে ॥
লাউসেন রুষিয়ে ঐমনি ধরিয়ে
ঘুরায়ে মারিল আছাড়।
কামুদল তখন তেজিল জীবন
চুরমার হইল হাড় ॥
চরণবৃত্তে চিন্তিয়ে চিত্তে
শ্রীধর্মচরণ দ্বন্দ্ব।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥১০৮॥

শার্দ্দূলে বধিয়ে সেন সুযুক্তি বিচারে।
গাছে হতে আগে আনি গুলায়্যা কর্পূরে॥
তবে লব বাঘের কাটিয়ে লেজ কান।
ভাই বলে ভাই নয় মায়ের জীবন॥
ভাল মন্দ হয় যদি তবে বড় দোষ।
জননী আমাকে বড় করিবেন রোষ॥
বধেচি বিস্তর করে বাঘ বিপর্যয়।
কর্পূর আনন্দ শুনে হবেক অতিশয়॥
এত বলে লাউসেন ত্বরিত হইল।
কোথা রে কর্পূর বলে ডেকে ডেকে আইল।
ভয় পেয়ে কর্পূর মাথায় দিয়ে হাত।
চায় নাই চক্ষু মেলে চিন্তে জগন্নাথ॥
লতাপাতা অনেক করিয়ে দেয় ঢাকা।
লুকাইল অঙ্গখান নাহি যায় দেখা॥
লাউসেন কয় ভাই ভয় নাই আর।
দেখ এসে বাঘটাকে করেচি সংহার॥
কর্পূরের তা শুনে দ্বিগুণ হৈল ডর।
ধরিয়ে বৃক্ষের ডাল কাঁপে থর থর॥
না চায় নয়ন মেলে কয় নয় ক্ষেন।
তুই বেন একান্ত না হবি লাউসেন॥
বাঘ তুঞি বাক্যালাপে বুজেচি ভাবেতে।
খেয়ে আলি দাদাকে আমাকে আলি খেতে।
সেন কয় বড়ই অজ্ঞান ভাই তুমি।
চেয়ে দেখ চক্ষু মেলে বাঘ নই আমি॥
কর্পূর কহিচে তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
আমা প্রতি সহায় আছেন ধর্মরাজ॥
অত্যাচার করিলে এখুনি হবি ক্ষয়।
সত্য কথা কহিলে সকল তত্ত্ব রয়॥
তুঞি যদি সেন তবে পরিচয় দে।
কার বেটা কোথা ঘর পিতামহ কে॥

লাউসেন কয় ঘর দক্ষিণ ময়না।
সাকিম সেয়দা সাঞি স্থকল পরগণা॥
কনকসেন পিতামহ কর্ণসেন পিতা।
মায়ের নাম রঞ্জাবতী বেণুরায়ের স্থতা॥
কর্পূর তখন কয় বুদ্ধি হইল হারা।
এ সব দাদার মুখে শুনেচিস পারা॥
দিব্য করে বল দেখি মায়ের মাথা খাই।
তবে আমি এখুনি তৎকাল নেবে যাই॥
সেন কয় সত্য দাদা বলি রে তোমাকে।
মায়ের সমান গুরু নাহি ত্রিলোকে॥
মিথ্যা যদি বলি আমি খাই তাঁর মাথা।
তা শুনে কর্পূর কয় তবে সত্য কথা॥
ভালমন্দ কয়েচি পায়ের ধুলা দেয়।
গাছের উপরে উঠে এলাইঁয়ে নেয়॥
লাউসেন বন্ধন তার দিলেন এলাইয়া।
গাছে হতে কর্পূর পড়িল লাফ দিয়া॥
কোলাকুলি দুভেয়ে করিয়ে কুতূহলে।
করপুটে কর্পূর লাউসেনে কিছু বলে॥
বাহুবলে বাঘটাকে বধেচ কেমন।
দেখি নাই দাদা হে দেখিতে হয় মন॥
সেন কয় তোমার ভরসা করি ভাই।
আপুনি এগোয় আমি পিছু পিছু যাই॥
কর্পূর তখন কয় তবে সব হল।
বধ নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেল॥
দয়াধর্ম তোমার শরীরে নাহি কিছু।
আগে করে আমাকে আপুনি যাবে পাছু॥
খায় ত খাবেক ধরে বাঘ মহাস্থর।
যায় ত যমের ঘর যাবেক কর্পূর॥
তোমার বুদ্ধির কথা বুঝি এতক্ষণে।
বিরলে করেচ যুক্তি বাঘটার সনে॥

দিয়ে তাকে আমাকে আপুনি যাবে ঘর।
অবিঘ্নে করিবে ভোগ ময়না নগর ॥
সেন কয় এত তত্ত্ব আমি নাহি জানি।
আর কেন আয় ভাই এগোই আপুনি ॥
হেসে হেসে লাউসেন হইল অগ্রসর।
পশ্চাৎ চলিল তার কর্পূর পাতর ॥
বাঘটার তনুরুহ বাতাসে উড়িচে।
তা দেখে কর্পূর কিছু লাউসেনে কহিচে ॥
মরে নাই বাঘটা ঐ দেখ নাড়ে হাত।
ছলা করে পড়িয়াছে নিকটিয়ে দাঁত ॥
গোল শুনে গা ঝেড়ে অমনি পাছে উঠে।
কিলায় কর্পূর গিয়ে বাঘটার পিঠে ॥
ধাম ধুম কর দাদা এই মর্দ তুমি।
দেখ দেখি বাঘটাকে বধিলাম আমি ॥
ভূপতিকে ভেটিয়ে ভবনে যবে যাবে।
কর্পূর বধেচে বাঘ বাপ মায় কবে ॥
হুঙ্কার হাঁকার ছাড়ে বাহু দুটা কসে।
বদনে বসন দিয়ে লাউসেন হাঁসে ॥
কয় কেন পরিশ্রম কর আর বৃথা।
জানা গেছে কর্পূরের যতেক যোগ্যতা ॥
বাঘকে বধিলে তুমি এই কথা ভাল।
গণ্ডগোলে কাজ নাই গৌড়ে যাব চল ॥
খড়্গে করে বাঘের কাটিল লেজ কান।
পথমধ্যে ত্বচিসার পুতিল নিশান ॥
বাঘবধ বিবরণ বিশেষ লিখিয়ে।
তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায়ে ॥
শার্দুলের লেজ কান বান্ধিয়ে ফলায়।
জালন্দা হইয়ে পার দুটি ভেয়ে যায় ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১০৯॥

কৃষ্ণলীলা কর্প্পূর কহিচে লাউসেনে।
রসোদয় রস কথা রুক্মী হরণে॥
দক্ষদিগে দুর্গাপুর সব্যে দেবিসার।
ছুটাছুটি ছয় দণ্ডে ছিরামবাটি পার॥
তাপিত হয়েচে তনু তপনতৃষ্ণায়।
বসন বিছায়ে বসে বকুলতলায়॥
মৃন্ময়ী মনসা আছেন তার তলে।
কিলি কিলি করে কত কালসাপ বুলে॥
ভুকল ভুজঙ্গ দেখে ভাই দুইজন।
জয় দিয়ে বিষহরির বন্দিলা চরণ॥
লাউসেন কর্প্পূরে কয় তৃষ্ণায় বিকল।
ঝট করে আন ভাই এক ঝারি জল॥
বিস্তর হয়েচে শ্রম বাঘকে বধিয়ে।
জীবন জীবন বিনে যায় বারি হয়ে॥
কর্প্পূর কহিচে দাদা আমি নাই পারি।
আমার অনেক শ্রম বয়ে ফলা ঝারি॥
দারুণ দুর্গম পথ দৃষ্টি নাই হয়।
ভুজঙ্গ গণ্ডার সিংহ ভল্লূকের ভয়॥
তায় দেয় অনুমতি আনিতে শম্বর।
এখুনি খাবেক ধরে যাব যমঘর॥
তোমারে বিশ্বাস নাই বুদ্ধি বড় বাঁকা।
মনে কর কর্প্পূর মরিলে হই একা॥
ধুসে মুসে সকল লইবে ধরা ধন।
সেন কন কর্প্পূর এমন নয় মন॥
আমার পরমাই লয়ে বেঁচে থাক তুমি।
তোমার আপদ লয়ে মরে যাই আমি॥
ভেয়ের সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
লক্ষ্মণ গেলেন বন শ্রীরামের সনে॥
যুধিষ্ঠির সহিত সোদর চারিজনে।
দেশে দেশে ভ্রমিলেন দৈবের ঘটনে॥

অগ্রজের আজ্ঞাবহ অনুজ সতত।
পূর্বাপর পরাপর প্রায় এইমত॥
কর্পূর কহিচে আমি জানি সব কথা।
বচনে বচনে ক খবাক্যব্যয় বৃথা॥
উপায় অশক্ত আমি তার আর কি।
যাব নাই জলকে জবাব দিয়েচি॥
তৃষ্ণা যদি করেচে আপুনি এনে খায়।
সেন কয় ধর্ম আছে তুমি দাদা যায়॥
তৃষ্ণাতে ক্ষুধাতে দিলে উদক ওদন।
বিমানে বৈকুণ্ঠ যায় ব্যাসের বচন॥
কর্পূর তখন কয় তবে হল তাই।
প্রমাদ হবেক যদি পথ ভুলে যাই॥
সেন কয় পথ পানে চেয়ে থাকি আমি।
যতক্ষণ জল লয়ে না আসিবে তুমি॥
কর্পূর তখন লয়ে সুবর্ণের ঝারি।
উপনীত তারাদীঘি তীরে ত্বরাত্বরি॥
পরিসর পাড় উচ্চ পর্বতপ্রমাণ।
চারিদিগে চারিঘাট প্রস্তরে বাগান॥
কতশত কুম্ভীর কমঠ ভাসে জলে।
খঞ্জন খঞ্জনী নৃত্য করে নবদলে॥
কুবলয় কুমুদ কহ্লার আলোকিত।
ইন্দীবরসৌরভে আকুল মধুব্রত॥
সরালি সারস হংস সিলা করে রব।
আনন্দ করিয়ে বুলে আর পক্ষ সব॥
কল কল করে কেহ কৃষ্ণগুণ গায়।
কোকনদ কমলকলিকা হল বায়॥
নবদল নলিনের নীরে নীরে দুলে।
বীজকোষ বিরস বেশরে যেন গিলে॥
দূরে হইতে এইরূপ দীঘিতে দেখিয়ে।
কর্পূরের ভ্রম হইল ভুজঙ্গ বলিয়ে॥

কিবাশ্চর্য কাল জলে কালসর্পময়।
গরলে হয়েচে কাল কাল জল নয়॥
কালিদয়ে কুতূহলে কৃষ্ণ দিলা ঝাঁপ।
তবে সভে পড়ে তায় ভেবে অনুতাপ॥
বিপাক বৈশিষ্ট্যে পড়ে খায়ে বিষজল।
পরান তেজিল ব্রজবালক সকল॥
কুলে তার ডড়াইয়ে গোপগোপীগণ।
কি হৈল কি হৈল বলে করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীনন্দ যশোদা আর বলায়ের মা।
করুণা করিয়ে কান্দে বুকে মারে ঘা॥
সেইমত সব দেখি শবের সমান।
এ জল খাইলে দাদা পাছে মরে যান॥
ফিরে যাওয়া অনুচিত অপ্রস্তুত লখি।
উভয় অনর্থ হইল অনুপায় দেখি॥
কে করে খণ্ডন যদি লেখা আছে ভালে।
কয়ে এত কর্পূর নামিল গিয়ে জলে॥
হেনকালে ভাসে জলে মৎস্য গাঙ্গ দাড়া।
তা দেখে কর্পূর কেঁদে করে বাড়বাড়া॥
তরাসে তখন তবে ঝারি পেলে জলে।
ঐমনি আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে কূলে॥
ঐছনে আকুল অঙ্গ ফিরে নাই চায়।
গঙ্গাধর গোপাল গোবিন্দ বলে ধায়॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা।
কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা॥১১০॥

বকুল বৃক্ষের তলে এথা লাউসেনে।
নিদ্রা আকর্ষণ কৈল দৈবের ঘটনে॥
সুন্দর শয়ন পেয়ে করিল শয়ন।
নয়নে লাগিল এসে সূর্যের কিরণ॥

গর্ত্তে হতে বারি হোয়ে দুপাশে দুসাপ।
ফণা ধরে নিবারিল তপনের তাপ॥
হেনকালে কর্পূর হইল উপনীত।
মনুষ্য দরশনে গর্ত্তে লুকায় ত্বরিত॥
কাঁপে অঙ্গ কর্পূরের মুখে নাই রা।
কি হইল বলিয়া কপালে মারে ঘা॥
হায় হায় হারাইলাম তোমা হেন ভেয়ে।
জিজ্ঞাসিলে কি বলে বলিব বাপ মায়ে॥
আয় রে কর্পূর বলে কে ডাকিবে আর।
ভাবিতে তোমার গুণ ভুবন অন্ধকার॥
কয়ে এত কর্পূর নিঃশ্বাস তবে ছাড়ে
বিধি করি বসিয়া বিশেষ মন্ত্রে ঝাড়ে॥
ঐ রঙ্গে এলেন গরুড় মহাবল।
দাদার গায়ের বিষ ঠায় হবি জল॥
আগ করে তিনটে চাপড় মারে এঁটে।
নিদ্রাভঙ্গ লাউসেন চমকিত উঠে॥
জিজ্ঞাসিতে কর্পূর কহিল অবান্তর।
এ জন্মের মত দাদা যেতে যমঘর॥
খেয়েছিল কালসর্প এসে বুকে চড়ে।
বাঁচালাম বহুশ্রমে বিষমন্ত্রে ঝেড়ে॥
সেন কয় সর্পকথা শুনি দেখি তত্ত্বে।
কর্পূর কহিচে এই লুকাইল গর্ত্তে॥
সেন কয় সত্য কথা মিথ্যা নয় ভাই।
পশ্চাৎ দেখিব আগে আন জল খাই॥
বিকলে কর্পূর বলে বুকে হাত রেখে।
ভুবনে ভুজঙ্গ ভাসে ভয় হইল দেখে॥
বিষের বিস্বরে ধার বিপরীত কেলে।
ভয় পেয়ে প্রাণ লয়ে ঝারি এলাম ফেলে॥
সে জল যদ্যপি তুমি এক রত্তি খেতে।
কি হইত কর্পূরের ঠায় মরে যেতে॥

কুম্ভীর কমঠ কত কমন্তরে বুলে।
জসরে অমনি খায় যদি পায় জলে॥
সেন কয় হেন লয় অসম্ভব বল।
সত্য মিথ্যা দেখিব সাক্ষাতে শীঘ্র চল॥
কর্পূর তখন কয় ভয় বড় পথে।
না দেখি তোমার ভরসা না পারিবে যেতে॥
সেন কয় তোমার ভরসা কিছু পাব।
আপুনি এগোয় আমি পাছু পাছু যাব॥
অগ্রসর কর্পূর পশ্চাৎ লাউসেন।
নবঘন শ্যাম অঙ্গ লবকুশ যেন॥
কৃকলাস কর্তৃন (?) কাননে শব্দ করে।
তরাসে কর্পূর তখন লাউসেনে ধরে॥
বাঘ ডাকে বিপিনে বিষম বড় হল।
পরান লইয়ে দাদা পলাইয়ে চল॥
সেন কয় কর্পূরের ভরসা বিস্তর।
এই কয়েচ তুমি তবে কেন ডর॥
'ব্যাঘ্র নয় বুঝি ভাবে বটে অন্য পশু।
অমৃত করিগে পান এস করে আশু॥
প্রবোধিয়ে কর্পূরে পশ্চাৎ পুরঃসর।
উপনীত তারাদীঘি তীরে বেড়াপর॥ অত্র ভনিতা ॥১১১॥

এক দৃষ্টে লাউসেন নিরীক্ষণ করে।
জিহ্মগ না দেখে জলে জিজ্ঞাসে কর্পূরে॥
কমলে কমল ভাসে কাল সর্প কই।
কর্পূর কহিচে দাদা দেখ চেয়ে ওই॥
সেন কয় সর্প নয় ভয় কেন পাইলে।
বীজকোষ বিরস কেশর বায় হেলে॥
এস দাদা কর্পূর কিসের ভয় নাই।
পদ্ম তুলে পূজা করি অনাদ্য গোসাঞি॥

করপুটে কর্পূর তখন কিছু বলে।
জন্মাবধি নাবি নাই এক জানু জলে॥
দারুণ গম্ভীর নীর গড় করি আমি।
পার যদি পদ্ম তুলে পূজা কর তুমি॥
কৌতুক করিয়ে সেন জলে দিল ঝাঁপ।
তা দেখে কর্পূর কাঁদে করে মনস্তাপ॥
এবার বিদায় আমি দাদার নিকটে।
কতকাল থাক তুমি কুম্ভীরের পেটে॥
হায় হায় হরি হরি হেন দশা হল।
এতদিনে কর্পূরের কলহ ঘুচিল॥
কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন হাসে।
নয়ন মুদিত করে নীরে ধীরে ভাসে॥
কর্পূর কহিচে দাদা এইবার মলে।
পরমায়ু থাকিতে যমের ঘর গেলে॥
সেন কয় অমঙ্গল কথা কয় ভাই।
তোমার শরীরে কিছু দয়া ধর্ম নাই॥
তবে তূর্ণ তামরস তুলিয়ে তখন।
স্নান করে লাউসেন সেবে নিরঞ্জন॥
জলেতে আকীর্ণ জন্তু যথাবিধি জ্ঞান।
তদুপরি পদ্ম পুষ্প দিল পড়ে ধ্যান॥
পুটপাণি প্রভুকে প্রণতি নত শির।
হেনকালে পায়ে এসে ধরিল কুম্ভীর॥
টানাটানি করে সেন ধর্মকে ধেয়ান।
ছাড়ে নাই দারুণ কুম্ভীর বলবান্॥
জোর করে জল দিয়ে যবে লয়ে যায়।
কাতর হইল বড় লাউসেন রায়॥
ঐমনি আন্দাজ করে অমৃতে ডুবিয়ে।
কুম্ভীরে ধরিল সেন ফিকির করিয়ে॥
তোয়ে হতে তূর্ণ তাকে তুলে তার তীরে।
খড়্গে করে খণ্ড খণ্ড করিলা কুম্ভীরে॥

কুম্ভীর করিয়ে বধ আনন্দে আধান।
ডুটি ভেয়ে কুতূহলে করে জল পান॥
বকুল বৃক্ষের তলে বার দিয়ে বসে।
নক্রতত্ত্ব লাউসেন কর্পূরে জিজ্ঞাসে॥
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদি গোচরে।
নক্র ছিল শক্রবিদ্যাধর সুরপুরে॥
নর্ত্তনে উত্তম ছিল নাম হীরাধর।
রূপের তুলনা নাই ত্রিপুর ভিতর॥
একদিন সভা করে বসে সুররায়।
হীরাধর নৃত্য করে হরিগুণ গায়॥
মোহিত হইল সভে মনোজ বাড়িল।
হেনকালে দৈবে তার তালভঙ্গ হৈল॥
মহেশ গেলেন উঠে মহা মনস্তাপ।
নক্র হয়ে লভ জন্ম নিত্যা দিলা শাপ।
হেটমুখে হীরাধর হায় হায় করে।
কাকুবাদ করিয়ে কালীর পায় ধরে॥
৫ লঘু অপরাধে মাতা দিলে গুরু শাপ।
কত কালে মুক্ত হব করে সুপ্রলাপ॥
হৈমবতী কন বাছা শুন হীরাধর।
তারাদীঘি জালন্দার গড়ের উত্তর॥
তারা নামে তায় এক আছে কুম্ভীরিণী।
তার গর্ভে জন্ম গিয়ে সে তোর জননী॥
ধরণীয়ে ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক।
সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক॥
তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি।
শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী॥
হেনরূপে হীরাধর নক্র হয়ে ছিল।
এখন তোমার হাতে মুক্ত হয়ে গেল॥
কর্পূরের কথায় লাউসেন সুবিস্ময়।
আপনাকে অত্যন্ত অনন্য করে কয়॥

না জানি কর্পূর কিছু মহিমা তোমার।
তুমি নয় মনুষ্য দেব অবতার॥
অনেক তপস্যা করে তুমি মোর ভাই।
তোমা হইতে ত্রিলোকের তত্ত্ব আমি পাই
বলিতে কহিতে কথা শেষ দিবা হল।
বকুল বৃক্ষের তলে দুটি ভেয়ে শুল॥
সমাপ্ত হইল পালা হরিবল সভে।
তরী বিনে তমিস্রসংসার তরে যাবে॥
ইহার উত্তর গীত হবেক জামতি।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি॥১১২॥

বাঘবধ পালা সমাপ্ত॥

[ষষ্ঠ পালা সমাপ্ত]

[সপ্তম পালা]

বারুই পাড়া

বিষম ধর্মের বাজি বুঝে কোন জন।
কুম্ভীর করিয়া বধ কৌতুকে গমন॥
অগ্র পশ্চাৎ হয়ে চলেন দুটি ভাই।
কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই॥
শ্রীরামের সঙ্গে যেন চলিলা লক্ষ্মণ।
কত সুধাময় কান্তি কর্পূর তেমন॥
পথের পথুক দেখে বলে আহা মরি।
আইল পারা গোপাল গোলোক পরিহরি॥
অম্বর তেজিয়ে পারা অর্ক ইন্দু আইল।
নলিন নপন দেখে লজ্জায়ে লুকাল॥
নানা কথা নানা কাব্য নৃত্যগীত পথে।
কৌতুক করিচে সেন কর্পূরের সাথে॥
রসবতী রূপসী রমণী যদি পাই।
কিনে বিচে কর্পূরের বিভা দিয়ে যাই॥
কর্পূর বলেন দাদা আমি ব্রহ্মচারী।
বিবাহে বাসনা নাই বিষ খেয়ে মরি॥
আমা হইতে আপুনি অনেক গুণী হয়।
কিসের কৌতুক কর কৃষ্ণ কথা কয়॥
পথুক পাইয়া পথে জিজ্ঞাসে কর্পূর।
এথা হৈতে গৌড় সহর কতদূর॥
বিশারদ বিল্ববাটি বোলুই মোকাম।
গজেন্দ্রমথনপুর গয়াসোল গ্রাম॥
পার হয়ে প্রেমানন্দে পায় পদ্মাডাঙ্গা।
ভবনে ভূপতি নাই ভাগ্য যার ভাঙ্গা॥
লক্ষ্মীমন্ত লোক তায় নাহিক কাঙ্গাল।
দুসারি দেবতা স্থান দেউল জাঙ্গাল॥

কৃষ্ণকথা রামকথা কহিতে বলিতে।
অবিলম্বে উপস্থিত জামতির পথে ॥
লাউসেন কয় কিছু কর্পূরে তখন।
অর্জুনের রথের সারথি নারায়ণ ॥
তেন তোমাকে বাসি তুল্য অনুপাম।
আগু হয়ে কহিবে সম্মুখে কোন গ্রাম ॥
চালে চালে বসতি বাতাস নাহি বয়।
যতী সতী কত আছে যোগেন্দ্র বিজয় ॥
দেউল দেহারা দেখি দেবস্থান কত।
জানাবে যাবৎ বার্তা জিজ্ঞাসিনু যত ॥
শুনে এত কর্পূর সম্মুখে নমস্কার।
জিজ্ঞাসিলে যদি তত্ত্ব কহিব ইহার ॥
আমা প্রতি অনুকূল অনাথ গোসাঞি।
ত্রিভুবনে জানি নাই এমন তত্ত্ব নাই ॥
প্রমাণ করিতে পারি পয়োধর ধারা।
গণনা করিতে পারি গগনের তারা ॥
সহজ সম্বাদ শুন ময়নার ঈশ্বর।
জান নাই জান এই জামতি নগর ॥
বিশেষ কেবল ইথে বারুয়ের বাস।
পারগ সভাই আছে পুণ্যের প্রকাশ ॥
পুরাণ পবিত্র কথা প্রতি ঘরে ঘরে।
জয়দেব জৈমিনিভারত পাঠ করে ॥
দিয়াচে দীর্ঘিকা কত দেউল দেহারা।
সভে দোষে সীমন্তিনী সভে স্বতন্তরা ॥
পুরুষের বশ নয় পরে পাট শাড়ী।
আঁচলে বান্ধিয়ে রাখে ঔষধের বড়ি ॥
বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে উঠে বসে।
বশ করে বচনে লোচন ঠেরে হাসে ॥
নারায়ণ বারুয়ের বৌ নয়নী সুন্দরী।
সভাকার প্রধান সবাই আজ্ঞাকারী ॥

কাঁচলি কঠিন করে কাঁচসোনা কুচে।
উর্দ্ধবাহু অনঙ্গে উলঙ্গ হয়ে নাচে॥
রতিকে জিনিয়া রূপ রসে ঢলাঢলি।
মনে করে যুবক পুরুষে ধরি গিলি॥
জয়া নামে জনার্দন বারুয়ের ঝি।
তাহার গুণের কথা কহিব সে কি॥
বচন বলিতে বাসি যেন সুধাধার।
বিদেশী পুরুষ পাইলে ছাড়ে নাই আর॥
বঙ্কিম নয়নে চায় বামমুখে হাসি।
যুবক জীবনে যেন মারে বিষফাঁসি॥
বিন্ধ্যা নামে বৃন্দাবন বারুয়ের বেটি।
হাতি হেন জন্তুকে হারাতে পারে দুটি॥
বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে করে রাখে।
মদনে মোহিত হয়ে মুখ চেয়ে থাকে॥
রসিক বারুয়ের বৌ নামে রসবতী।
পরিহাসে দড় পরপুরুষের প্রতি॥
৫ হাত নেড়ে কথা কয় হাসে খল খল।
ঠাট দেখে ব্রহ্মচারী ঠাকুর পাগল॥
নিলা নামে নিতাই বারুয়ের নাতিন আছে।
হার মেনে হাজার পুরুষ হেরে গেছে॥
যাব নাই এ পথে একান্ত কই আমি।
ভুল্যা যাবে এখনি ভাবন দেখে তুমি॥
কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন কয়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম্ম সদয়॥১১৩॥

শুন দাদা কর্পূর সহজ কই আমি।
প্রাণাধিক মাত্র পরান ধন তুমি॥
দেখি যেন কেবল দেবতা অবতার।
শিরোধার্য তোমার বচন সাত বার॥

ইচ্ছা হয় এ পথে আমার আমি যাব।
বারুয়ের বারাঙ্গনা কেমন দেখিব ॥
কর্পূর বলেন দাদা বুঝা গেল বঠে।
কি জানি কি আছে লেখা তোমার ললাটে ॥
বশ হয়ে বচন বলিতে নারি কিছু।
বারুয়ের মেয়ের বুলিবে পাছু পাছু ॥
পাগল হইলে পারা প্রমাদ বাড়িল।
পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল ॥
আমার বচন লঙ্ঘে এই পথে যাবে।
অচিরাৎ অবশ্য অনেক কষ্ট পাবে ॥
না শুনিয়ে লাউসেন ভেয়ের ভারতী।
পার হয়ে পাড়গ্রাম পাইল জামতি ॥
জামতির যাম্য দিগে জয় সরোবর।
যুগল অশ্বত্থ তরু ঘাটের উপর ॥
পার হয়ে লাউসেন বসে তার তলে।
জল লয়ে কর্পূর জোগান হেন কালে ॥
ভাস্কর ভবনে গেল ভয়প্রদা নিশা।
কোথা আজি কর্পূর থাকিব করে বাসা ॥
পারি নাই সহিতে পথের বড় দুঃখ।
কালি গৌড় পৌছিব হইলে অহর্মুখ ॥
বসিল কর্পূর তেখন বেলা পানে চেয়ে।
এথা যুক্তি করে যত বারুয়ের মেয়ে ॥
সই সেঁগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো
ঘন রবে দুগ্ধ খেয়ে ঘুমায়েচে পো ॥
সুখ নাঞি সারাদিন সব্য চক্ষু নাচে।
কি জানি কপালে আজি কোন লভ্য আছে ॥
কেহ কয় কালি রাত্রে দেখিচি স্বপন।
বিদগ্ধ বিদেশী নাগর দুইজন ॥
হেসে হেসে কাছে বসে গায়ে দিল হাত।
মদন ঝাঁপিয়ে বাণ মারিল নির্ঘাত ॥

কনককলসী লয়ে করিল সাজনি।
রুনুঝুনু রুনুঝুনু বাজে রসাল কিঙ্কিণী॥
ঝম ঝম ঝুনু ঝুনু ঝঙ্কার নূপুরে।
জল নিতে যবে আল্য জয় সরোবরে॥
এলায়ে দিয়েচে কেশ উলটা আঁচল।
হাত নেড়ে চলে যেতে হাসে খল খল॥
সব আসি সভাই সকল রঙ্গ জানে।
কাননের কুসুম তুলিয়া পরে কানে॥
কেহ কেহ করে নৃত্য কেহ গীত গায়।
বুকের বসন উড়ে মলয়ের বায়॥
কদম্ব কোরক সম কুচের বলন।
দৃষ্টি হলে ততক্ষণে মুনির সরে মন॥
কলসী ডুবায়ে জলে চারি পানে চায়।
রাম লক্ষ্মণের রূপ দেখিবারে পায়॥
মদনে মোহিত হল মুখে নাই রা।
আলুথালু অম্বর অবশ হল গা॥
বলাবলি করে যত বারুয়ের মেয়ে।
মরে যাই নাগরের নিছনি লইয়ে॥
স্বরূপ সমান দুহে সমান বয়েস।
না দেখি এমন কভু নটবর বেশ॥
হাসিতে বিজুরি খেলে বচন পীযুষ।
কিবা কৃষ্ণ বলরাম কিবা লবকুশ॥
লজ্জিত হয়েচে রূপে গগনের চাঁদ।
যুবতীর মনমৃগ মোহিবার ফাঁদ॥
জননী ইহার ধন্যা জীবন সার্থক।
পেয়েচ তপস্যা করে এমন বালক॥
কত কোটি কামকে করেছে তিরস্কার।
কেট্যা দি ইহার পায় যে যার ভাতার॥
বিদ্যা জয়া বলে আর বাঁচি নাই দিদি।
কোথা হৈতে আইল হেন রসময় নিধি॥

আহা মরি অমিথিয়ে জুড়াইল আঁখি।
বাঞ্ছা হয় বার মাস বুকে করে রাখি ॥
বাপ যদি বিভা দিত এ হেন পুরুষে।
ন্যাস বেশ করিতাম মনের হরিষে ॥
কেলেসোনা কয় সই তোর স্বামী ভাল।
যা হোগ গুণের বঠে দোষ কিছু কাল ॥
আমার কপাল মন্দ ভাতার সে কুড়ে।
বারমাস বচনে বিশেষে মরি পুড়ে ॥
করে নাঞি কর্ম কাজ কোলে থাকে বসে
ঘটকালি করেছিল নিবু্ংশে পিসে ॥
অমলা আক্ষেপ করে আমি অভাগিনী।
স্বামী সনে সম ভাব দিবস রজনী ॥
খেয়েচে চক্ষের মাথা খুন হয়ে মরি।
হাতে ধরে উঠাতে বসাতে আর নারি ॥
সাধু করে মনস্তাপ মোর স্বামী কালা।
এক বলিতে আর বলে তায় পাই জ্বালা ॥
সুয়াগী সন্তাপ করে স্বামী মোর বুড়া।
খেতে নারে খৈ মুড়ি খায় করে গুঁড়া ॥
জিউ গেল যে দিন না করি ঝাল ঝোল।
গসা কারে মতিচ্ছন্না করে গণ্ডগোল ॥
মাধনি মোহিনী বলে শুন মরম সই।
এতদিনে মনের কথা পুকুরঘাটে কই ॥
কুজা মোর ভাতার কুশল নয় কাজে।
পুড়া পুটলির পারা পড়ে থাকে শেজে ॥
ভাজুনি ভাবনা করে ভাতার কুঁকুড়ে।
ঠেলাঠেলি করে যত ঠায় থাকে পড়ে ॥
কল্যাণী কান্দিয়ে কয় করে মনস্তাপ।
নয়নের মাথা খাক নিদারুণ বাপ ॥
পুড়ে মরি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে।
অস্থিচর্মসার হল অন্নজল ছাড়ে ॥

বারমাস দারুণ গোদের গন্ধ ছাড়ে।
রক্তপুঁজ বয় তায় রাত্রিদিন পড়ে॥
বিশেষে বড়ই বাড়ে বিপাক বর সায়।
সাধ করে শুতে নারি একত্র শয্যায়॥
এইরূপ নিজপতি নিন্দা করে সভে।
নয় হয়ে নয়নী তখন যুক্তি ভাবে॥
কিরূপ করিয়ে রাখি নাগর বিদেশী।
যা হউক হবেক ঘরে জল রেখে আসি॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা।
বারি লয়ে বাসে গেল বারুই অঙ্গনা॥১১৪॥

বেশ করে নয়নী বিরল ঘরে বসি।
নাগরে ভেটিতে যাব মনে বড় খুসি॥
করিকর করে পরে কাঞ্চনের চুড়ি।
বিধুকে রহিল যেন বিদ্যুল্লতা বেড়ি॥
কঙ্কণ করিল শোভা কেউর সহিতে।
চূড়ামণি দীপিকা দিলেক তুলে মাথে॥
চিরুনীতে চিরিয়ে চিকুর বন্ধ কৈল।
তেহেরি চাঁপার মালা তায় বেড়াইল॥
মুকুর হেরিয়ে করে মুখের মার্জন।
সুভালে সিন্দূর ফোটা সুরঙ্গ শোভন॥
ঈষৎ কালির বিন্দু কিবা তার কোলে।
তুসারি অলকাপাতি দপ্‌দপ্ জ্বলে॥
পুরট পাথর দিয়ে পরিল বেশর।
নাক তুলে কথা কয়ে ভুলাতে নাগর॥
কুরঙ্গ নয়নে কিবা কাটিল কাজল।
গলায় কনকহার করে ঝলমল॥
কমলকলিকা জিনে কিবা কুচ দুটি।
যুবকজনের মন বান্ধিবার খুটি॥

কিবা তায় কাঁচলি করিল অনুপাম।
দুসারি কদম্বগাছ ফুলের বাগান॥
ষড়ঋতু সাক্ষাৎ সকল শাখা লয়ে।
ভ্রমর ভ্রমরী বুলে ভ্রমণ করিয়ে॥
লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায় পক্ষিণী সহিতে।
বাড়িল বড়ই বাঞ্ছা বিবরে বর্ণিতে॥
ফাঁদ ভাঙ্গা ফুলটুসি ফুলে মধু খায়।
কাদাখোঁচা কালিদয়ে কৃষ্ণের গুণ গায়॥
গড়গড়ে গুড়ুর গড়িয়ে বুলে গোঠে।
শ্যামখোল সারস শামুক ভাঙ্গে ঠোটে॥
তিত্তিরি তেয়ড়া তারা ডিমে দিয়ে তা।
বাদুড় তপস্যা করে উর্দ্ধ করে পা॥
কালপেঁচা কালকণ্ঠী কোটরে লুকায়।
গোদাভারই গগনে গোবিন্দগুণ গায়॥
টিয়েটুকি বাবুই টেয়রা টেস্কনা।
চটক চাতক চিল চিনাবিনসোনা॥
দলপাখি দালুহ দলুহ বুলে দলে।
রসরসে রাম শাল্কি রাধাকৃষ্ণ বলে॥
মাছ দেখে মাচরাঙ্গা মাঝ দহে পড়ে।
মনস্তাপে ময়না মদনা মাথা নাড়ে॥
পাতকালে পলায়ে গেল প্রাণ বড় ধন।
ঘুঘু শব্দে ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘনে ঘন॥
ফরফরে উড়ে গেল ফিঙ্গা পড়ে ফাঁদে।
করুণা বরুণা হাসে বক বসে কাঁদে॥
করকটে কারগুব করে হায় হায়।
প্রাণভয়ে পানিহাঁস পুষ্করে লুকায়॥
মোউর মোউরী নাচে মেঘের গর্জনে।
কোকিল কোকিলিনী ডাকে কদম্ব কাননে॥
ধুলা চড়ুই ধূর্ত্ত যার ধানবনে ধাম।
শারি শুক সদাই স্মঙরে রাম রাম॥

খয়খরে খড়হাঁস খয়রা সরালি।
অর্জুন অরণ্যে ডিম এড়ে সারি সারি॥
কলরোল কপোত কন্দোল করে তায়।
ধার্মিক কোচল বক ধর্মকে ধিয়ায়॥
আর তায় লক্ষ পক্ষ আছে অপ্রমিত।
বিবরে বর্ণিতে এথা বেড়ে যায় গীত॥
সোম সূর্য দুদিকে উদয় দিবারাতি।
মরকত মুকুতা মণ্ডিত নানা ভাতি॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া লেপে সর্ব গায়।
তাম্বূল কদরে রাগ অধরে বাড়ায়॥
পট্টবাস পরিতে প্রতিমা যেন জ্বলে।
সৈ সেগাঁতিন মিতিন সকলে ডেকে বলে॥
জাতিকুলশীলে আজি দিয়ে জলাঞ্জলি।
নাগরে ভেটিতে যাব হয়ে কুতূহলি॥
চল সভে দেখি গিয়ে নাগরের রূপ।
বিধি ভাল নির্মিয়েছে রসময় কূপ॥
সুবর্ণবাটিতে নিল সুগন্ধি চন্দন।
লইল চাঁপার মালা করিয়ে যতন॥
সহচরী সঙ্গে রঙ্গে হইয়ে সম্বায়।
গোবিন্দে ভেটিতে যেন গোপীগণ যায়॥
ঘরে হতে বারি হয়ে পথে দিল পা।
কোলের কুমার ডাকে কোথা যাস মা॥
ডাঁড়া ডাঁড়া একবার আমি সঙ্গে যাই।
বৃষস্যন্তী বলে তোর বাপের মাথা খাই॥
কুলবতী হয়ে যাই কুলে দিয়ে কাঁটা।
পাছু আসি ডাকিস নারে নির্বংশির বেটা॥
আর কি বেটার স্নেহ আছে আর তোকে।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে পুঁতে যাব পাঁকে॥
আত্মজ আবদার করে আঁচলে ধরিয়ে।
জিউ যায় জননী গো যাও দুগ্ধ দিয়ে॥

তুচারিণী নয়নী দেহজে করে কোলে।
নাগরে ভেটিতে তবে নয় হয়ে চলে॥
শোভে পায় সভাকার সোনার নূপুর।
ঘুন ঘুন করে বাজে ঘাগর ঘুঁগুর॥
কর্পূরের দৃষ্টি হৈল কয় লাউসেনে।
বারুই অঙ্গনা সব আইসে কি কারণে॥
এই গেল জল লয়ে জান কিছু ভাষ।
ভুলাইতে তোমাকে করেচে বেশবাস॥
এখুনি ছড়ায় যদি ঔষধের গুঁড়া।
পাসুরিবে বাপ মায় বশ হবে বাড়া॥
পলাইয়ে চল নয় প্রমাদ পড়িল।
জাতিকুলশীল আজি সকল মজিল॥
এই ছিল এতদিনে আমার লল্লাটে।
বারুয়ের অন্নগুনা খেতে হল বটে॥
হেথা সেথা তোমাকে জঞ্জাল থাকে জুড়ে।
এমন জানিলে সঙ্গে আসে কোন ভেড়ে॥
কর্পূরের কথা শুনে হাসে লাউসেন।
তোমার বচন দাদা যেন পয়ফেন॥
যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীকে ডর।
ভাল দেখে একটাকে ঝাপটিয়ে ধর॥
কানে হাত কর্পূরের মুদ্রিত নয়ন।
রাম রাম রাধাকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ॥
অয়নে অঙ্গনাগণ আনন্দে তরল।
কেহ কার গায়ে পড়ে হাসে খল খল॥
কত কাব্য কৌতুক করিয়ে কুতূহলে।
উপনীত সেনের সাক্ষাতে তরুতলে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে অনাদি।
কর্পূর বসিল যোগে পেয়ে যোগবিধি॥ ১১৫॥

চন্দন চাঁপার মালা চারি ঠাঞি করে।
চারিদিগে দাণ্ডাইল চারিদিগে ঘেরে ॥
ঢেমন ঢোসরগুলা জানে ঢের ঢঙ্গ।
কুচের কাঁচলি খুলে করে কত রঙ্গ ॥
হাসিয়ে রসের কথা রসবতী কয়।
কথা ঘর নাগরের নিব পরিচয় ॥
সেন কয় তোমার কানে কাঁটাকড়ি সোনা।
সাকিম আমার ঘর দক্ষিণ ময়না ॥
বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্জাবতী।
ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাই ভেটিতে ভূপতি ॥
নিজ নাম লাউসেন লোকে ধন্য ধন্য।
পাপ তাপ জানি নাই জানি মাত্র পুণ্য ॥
ধর্ম্মের তপস্বী আমি শ্রীধর্ম সহায়।
পাছু হও বসন পরশে পাছে গায় ॥
নয়নী তখন কয় নাগর সুন্দর।
পতি নামে পতি হল্য প্রায় বরাবর ॥
৫০ মজিল তোমার সনে আমাদের মন।
প্রেম আলিঙ্গন দেও জুড়াক জীবন ॥
গলায় পর চাঁপার মালা চন্দন মাখ গায়।
মদন মরুক জ্বলে মলয়ের বায় ॥
রসময় রসিক রসের সিন্ধু হয়।
হেসে হেসে গোটা দুই রসের কথা কয় ॥
আমার ভবনে চল ভাগ্য করে বাসি।
বুকের উপরে করে বঞ্চি আজি নিশি ॥
সেন কয় সুন্দরী সম্প্রতি বটে সুখ।
পাপ করে পার নাঞি পরিণামে দুখ ॥
ধর্ম্মাধর্ম বিচার যমের ঠাঞি আছে।
মুদ্গরের প্রহারে মস্তক ছিঁচে পাছে ॥
সধর্ম্মে থাকিলে হয় সর্ব ঠাঞি পার।
অধর্ম করিলে তার নাহিক নিস্তার ॥

বচনে বারুই মাগে ব্যঙ্গ করে বলে।
আপুনি এমন কথা কোথা শুনেছিলে॥
সমতুলে সতীপনা জানি সভাকার।
পাঞ্চালপুত্রীর দেখ পাঁচটা ভাতার॥
কুন্তীর কপালদোষে কান্ত কর্ম্মহীন।
উপপতি করেছিল গোটা দুই তিন॥
মন্দোদরী উর্ব্বশী অহল্যা কৈল কি।
ভাগবত ভারতে এসব শুনেচি॥
তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই।
পতিসনে প্রীতি নাই সতী হয়ে কই॥
জৈমিনি যা করেছিল জানা আছে তা।
আর ভাতার করেছিল ব্যাসদেবের মা॥
সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায়।
শাস্ত্রে শুনি সতীর সতীত্ব নাঞি যায়॥
পরের রমণী মোরা পিরীতকে মরি।
রসিক পুরুষ পেলে হার করে পরি॥
রসিক রসের সিন্ধু রূপে রসে আলো।
ভাগ্যফলে বিধাতা ভালকে দেয় ভাল॥
যেমন পুরুষ তুমি তেমনি আমি মেয়ে।
আর কি ছাড়িয়ে দিব রাখিব ধরিয়ে॥
ক্রোধ করে কর্পূর কহিচে কটুভাষ।
ছেলেপুলের মা মাগীর এত অভিলাষ॥
তোর পারা আসমুসি কে আছে সংসারে।
সরোবর ত্যাগ করে পচা গেড়েয় সরে॥
নয়নী লজ্জিত হইল নির্ঘাত উত্তরে।
তথাপি সেনের সনে পরিহাস করে॥
নাগর সুন্দর শুন নাগর সুন্দর।
বিলাপ করিবে বসে খাটের উপর॥
আমি তোমার কোলে বসে আনন্দ করিব।
খাসা গুয়া পাকা পান মুখে তুলে দিব॥

সেন কয় আমি হইব ধর্ম্মের তপস্বী।
আমার সহিত বৃথা কর হাসিখুসি॥
ধর্ম বিনে জানি নাই ধর্ম করি ধ্যান।
তুমি মোর রঞ্জাবতী মায়ের সমান॥
এত শুনি নয়নীর আঁখি ছলছল।
বচন বলিতে নারে হইল বিকল॥
সহচরী সঙ্গে যুক্তি সঙ্গোপনে করে।
সাক্ষাতে কাছাড়ে মারি কোলের কুমারে॥
এখুনি এসব দোষ নাগরে ঘটিয়ে।
ভাসুরে শ্বশুরে বলে রাখিব ধরিয়ে॥
দুচারিণী দুষ্ট মাগী দয়াহীন মন।
পায়ে ধরে বালকের আছাড়ে তখন॥
ছলা করে কেঁদে চলে করে মহা সোর।
বাঁচি নাঞি বাপ রে বিপত্ত্য হৈল ঘোর॥
যতেক বারুই ছিল জামতি নগরে।
রোদন শুনিয়ে তারা ধাইল সত্বরে॥
বাড়িল বিক্রোধ বড় বনিতা বচনে।
ধর ধর করিয়ে ধরিল লাউসেনে॥
কেউ মারে লাথালোথা কেউ চড় আর চাপড়
অকালে অনর্থ যেন বয়ে যায় ঝড়॥
কোপ করে কত জন কিলায় পাছাড়ে।
মাথার পাটুকাখান অগ্নি গেল উড়ে॥
তরাসে কর্পূর তখন উঠে ত্বরাত্বরি।
লুকাইল নলবনে লয়ে ফলা ঝারি॥
জামতি নগরে রাজা জয়সিংহ আছে।
বরাসনে বার দিয়া বারামে বসেছে॥
সন্নিধানে সুকাব্য পিঙ্গল পড়ে ভাট।
ভট্টাচার্য ঠাকুর ভাগবত করে পাঠ॥
পঞ্চ পাত্র বসেচে রাজার বরাবর।
অনেক মুহুরী বসে এলায়ে দপ্তর॥

কারকুন কাগজ বুঝে বাকি উয়াসিল।
হেনকালে লাউসেনে করিল দাখিল ॥
ভালমন্দ জয়সিংহ না করে বিচার।
কোটালে কহিল ডেকে দিতে কারাগার ॥
আজ্ঞায় কোটাল বেটা কালসম ধায়।
কারাগার দিতে সেনে লঘু লয়ে যায় ॥
কেড়ে নিল বসন কাঁকালে দিল দড়ি।
হাতে গলে দিল তোক পায় দিল বেড়ি ॥
ভুজাদি বসন নিল যত ছিল গায়।
মেরে ধরে পোতাঘর প্রবেশ করায় ॥
চিত্তে নাই অস্থক্ষণ চিত করে ফেলে।
জগদল পাথর দিলেক বুকে তুলে ॥
চারিপাশে চায় সেন পড়িয়া বিপাকে।
উচ্চৈঃস্বরে বার তিন ধর্ম বলে ডাকে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১১৬॥

ঈষৎ করুণা

হ্যাদে হে অনাথবন্ধু কৃপাময় কৃপাসিন্ধু
করণকারণ পরাৎপর।
স্বদেশ সদন ছেড়ে এ ঘোর সঙ্কটে পড়ে
ডাকে তোমায় কাতর কিঙ্কর ॥
দারুণ পাথর বুকে বাক্য নাহি সরে মুখে
প্রাণ যায় রাখ এই বার।
কুম্ভীর ধরিল পায় তারণ করিলে তায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥
জননী ছাড়িয়া বাসে করিয়া কঠোর ক্লেশে
পরান তেজিল শালে ভরে।
সকল বেভোগ তেজে তোমার চরণ পূজে
পেয়েছিলেন আমা তুহাকারে ॥

বিদায় হইয়া আইলাম বিদেশে দু ভেয়ে মরিলাম
বড় খেদ রহিল সে মনে।
না করিলাম তাঁর সেবা মিথ্যা হইল রাত্র দিবা
কি গুণে তরিব পরিণামে ॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি স্বর্গ চলাচল
তুমি অধঃ অনন্ত আকাশ।
তুমি সূর্য শশধর পরমেষ্ঠী পীতাম্বর
তুমি প্রভু দেব কৃত্তিবাস ॥
দুর্বাসা মুনির শাপ দ্রৌপদীর মনস্তাপ
আপুনি করিলে নিবারণ।
পাণ্ডবের সখা হৈলে হস্তিনা রাজত্ব দিলে
দুর্যোধনে করিলে নিধন ॥
হিরণ্যকশিপু দুষ্ট তাহাকে করিয়ে নষ্ট
প্রহ্লাদে করিলে পরিত্রাণ।
না জানি ভজন ভক্তি নিজগুণে কর মুক্তি
নির্গুণতারণ তুয়া নাম ॥
ওখানে সুধর্মা করে নির্জর সকল ঘেরে
বসেচেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
পড়িয়া যুগল পায় স্তুতি করে সুররায়
আসন টলিল অকস্মাৎ ॥
ধিয়ানে জানিলা পরে সঙ্কটে সেবক স্মরে
শোকে ব্যস্ত হইলা নিরঞ্জন।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিল সঙ্গীত নোতন ॥১১৭॥

অন্তর্যামিনী ধর্ম জানিলা ধেয়ানে।
বারুই বনিতা বন্দী কৈল লাউসেনে ॥
হার্দ্য করে হনুমানে কহেন ডাকিয়ে।
আজি বড় বিপত্ত্যে পড়িল আমা দিয়ে

পৃথিবীমণ্ডলে পূজ প্রকাশ কারণ।
তুমি দিলে যুক্তি করে তুষ্ট হল মন॥
সে পূজা আমার যায় দরিয়ায় ভাসিয়ে।
লাউসেনে বন্দী করে বারুয়ের মেয়ে॥
রাম অবতারে তুমি রাখিলে খেয়াতি।
সত্যরূপ সব জানি তোমার শকতি॥
তোমা হৈতে অগাধ সমুদ্র বাঁধা গেল।
তোমা হৈতে দুরাচার দশানন মল॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর হল্য তোমা হইতে।
যাও বাছা যাত্রা কর জামতি যাইতে॥
ধর্ম্মের আদেশ পেয়ে ধায় হনুমান।
সদাই বদনে বলে জয় সীতারাম॥
লোকজন নিদ্রা গেছে নিশা ভোগ রাতি।
জামতি নগরে বীর হৈল উপনীতি॥
পোতা ঘরে পড়ে সেন প্রলয় বন্ধনে।
দারুণ পাথর বুকে নাহিক চেতনে॥
তা দেখিয়া হনুমান্ রহিলেন চেয়ে।
বুকের পাথরখান দিলেন ফেলায়ে॥
ভাঙ্গিয়া পায়ের বেড়ি এলায়ে বন্ধন।
চেতন করায়ে সেনে কহেন তখন॥
ভব্য হল ভয় তেজ ভেব কিছু নাই।
পাঠায়ে দিলেন মোরে অনাদ্য গোসাঞি॥
দুচারিণী দুষ্টা বড় বারুই অঙ্গনা।
অনেক দিয়াছে কষ্ট অপরাধ বিনা॥
দুখে সুখে দণ্ড দুই কর বিলম্বন।
যাই আমি জয়সিংহে কহিতে স্বপন॥
সেন কয় তবে আমি পলাইয়া যাই।
কোথা গেল কর্পূর প্রাণের্ ছোট ভাই॥
না দেখিলে শরীর বিয়োগ হব তবে।
কপিবর কহেন কর্পূরে কালি পাবে॥

জয়সিংহ যথা শুয়ে জায়ার সহিত।
হনুমান্ তথায় ত্বরিত উপনীত ॥
সুকোপে শিয়রে বসে স্বপ্ন কন তাকে।
মারি যদি তবে তোর কোন বাপে রাখে
ভালমন্দ ভণ্ড বেটা না কর বিচার।
ধর্ম্মের সেবক সেনে দিলি কারাগার ॥
এখুনি আগুন জ্বেলে দিব তোর ঘরে।
দগ্ধ করে যাব আজি জামতি নগরে ॥
চুরি করে চোর নয় সাধু হল চোর।
রাজা হয়্যা রাজধর্ম রাজ্যে নাই তোর ॥
লঙ্কা দগ্ধ করেচি করিয়া কত ফন্দি।
ভাল চাসি লাউসেনের মুক্ত কর বন্দী ॥
পরিহার মেগে নিবি পাত্র হাতে ধরে।
প্রত্যূষে বিদায় দিবি পুরস্কার করে ॥
স্বপ্ন কয়ে ভূপতিকে সেনে দিয়া তত্ত্ব।
হনুমান্ তিরোধান হরষিত চিত্ত ॥
এথা পুন নৃপতি স্বপ্ন দেখে শেষে।
রক্ত বৃষ্টি উল্কাপাত আগুন লাগে দেশে ॥
ধনকড়ি মানমাত্তা ডুবে গেল জলে।
নিদ্রাভঙ্গে চমকিত চৌদিক নেহালে ॥
সকাল সময়ে উঠে সভা করে বসে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম্মপদ আশে ॥১১৮॥

পঞ্চপাত্র বসিল রাজার বরাবর।
চারিদিগে চারি ঠাট চাকর নফর ॥
ভট্টাচার্য পাট করে ভারত পুরাণ।
চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সম্মুখে অধিষ্ঠান ॥
নয়নীর শ্বশুর সে গ্রামের মণ্ডল।
দিগার কোটাল প্রজা সর্দার সকল ॥

স্বপ্নকথা জয়সিংহ কয় সভা আগে।
আশ্চর্য দেখেছি আমি আজি রাত্রি যোগে॥
অগ্নিবৃষ্টি উল্কাপাত চতুর্দিকময়।
বুড়া এক ব্রাহ্মণ বিক্রোধ করে কয়॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়ে করিব চুরমার।
ধর্মের সেবকে বেটা দিলি কারাগার॥
আজি তোর উদ্‌বসিতে আগুন জেলে দিব
জামতি নগর আজি দগ্ধ করে যাব॥
সুদীর্ঘ শরীর তাঁর জটা কটা মাথে।
পুণ্যফলে পরান বাঁচিল তাঁর হাথে॥
স্বপ্নকথা কয়ে রাজা সভার সহিত।
অবিলম্বে কারাগারে হইল উপনীত॥
সবিনয়ে সবাই সেনের পায় ধরে।
অবনি লোটায়ে কত কাকুবাদ করে॥
জোড় হাতে জয়সিংহ যথাবিধি কয়।
অপরাধ ক্ষেমা কর তুমি মহাশয়॥
চর্মচক্ষে ধর্ম বস্তু চিনিতে কি পারি।
নররূপে নারায়ণ তুমি নরহরি॥
লাউসেনে পুরস্কার কৈল মহীপাল।
জামা জোড়া দিলেক বিচিত্র পরিমাল॥
প্রণতি করিয়া পরে পদধূলি নিল।
সুখে থাক বলে সেন আশীর্বাদ দিল॥
ধর্মপুত্র পরমাউ শ্রীধর্ম দিবেন।
বলে এত বৈনসে বিদায় লাউসেন॥
নয়নীর শ্বশুর নারায়ণ এল কেঁদে।
ছাড়ে নাই ধরিল সেনের পায় ছেঁদে॥
সজল নয়ন বুড়া সবিনয়ে ভাষে।
নাতিটি নিধন হল নিজকর্ম দোষে॥
দেবতা সমান তুমি দয়াবান্ চিত্ত।
মরাকে বাঁচালে হয় বিস্তর মহত্ত্ব॥

সেন কয় রিলোচনে বাড়িল সংকোপ।
বুড়ানে পাগল বেটা বুদ্ধি হয় লোপ॥
বউ তোর বিনা দোষে বহু দুখ দিল।
ছোট ভাই প্রাণের কর্পূর কোথা গেল॥
ক্রন্দনের কলরোল উঠিল আকাশে।
শুনিয়ে বুড়ার শোক লাউসেন হাসে॥
রাঁড় হয়ে নয়নীর আনন্দ বাড়িল।
ধায়াধাই শ্বশুরে সংবাদ দিতে আইল॥
কি করহে ঠাকুর দাণ্ডায়ে তরুতলে।
নয় বেটা তোমার মরিল এক কালে॥
হেট মুখে বুড়া শোকে করে হায় হায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে বুড়ার মাথায়॥
মূর্চ্ছা হয়ে ঐমনি পড়িল মহীতলে।
নয়নী তখন কিছু লাউসেনে বলে॥
ভাল হল বেটা মল ভাতার মল শেষে।
হইব তোমার দাসী না রহিব দেশে॥
চরণ করিব্ সেবা চাঁদমুখ চেয়ে।
রস রসে রাত্রিদিন রাখিব ডুবায়ে॥
সেন কয় ধর্ম্ম বিনে কিছু নাঞি জানি।
মায়ের সমান দেখি পরের রমণী॥
শুনে এত নয়নীর বিষন্ন বদন।
হাতে ধরে শ্বশুরের তুলিল তখন॥
ছলা করে কান্দে ছুড়ি চক্ষে নাঞি লো।
কি হইল ঠাকুর মরিল মোর পো॥
দেবর ভাসুর মল আর মল পতি।
কোথা যাব কি করিব কি হবেক গতি॥
বুড়া বলে বেটি তোর বাপঘর আছে।
কেহ নাঞি আমার দাণ্ডাব কার কাছে॥
তোর পাকে আমার মরিল বেটা নাতি।
একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি॥

মোর বাক্য শুন হেদে মলে মুড়ি ঝি।
পায় ধর প্রভুর প্রনসে আর কি ॥
দয়াময় এখুনি হবেন দয়াবান্।
দোষগুণ খেমিয়ে দিবেন প্রাণদান ॥
এক পায় বউ ধরে আর পায় বুড়া।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে বাঁকুড়া ॥১১৯॥

নতি করে নারান বারুই লাউসেনে।
অপরাধ ক্ষেমা কর আপনার গুণে ॥
বৃদ্ধকালে বেটা মল বিকল পরান।
দয়া করে দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥
লাউসেন কয় বেটা মাননা করিবি।
বেটা তোর বাঁচিলে ধর্ম্মের পূজা দিবি ॥
নারান বারুই কয় দিব ধর্ম্মপূজা।
ধিয়ানে জানিল তবে লাউসেন রাজা ॥
নয় বেটা নারায়ণের প্রাণ পেয়ে উঠে।
বাউ বেগে বাপকে সংবাদ দিতে ছুটে ॥
বুড়া শুনে বিবরণ বেটার বদনে।
সগোষ্ঠী সহিত পড়ে সেনের চরণে ॥
তব বাক্য আমার অন্তরে আছে জেগে।
না গেল মনের দুঃখ নাতিটির লেগে ॥
সেন কয় ওকথা এখন কসি কাকে।
বৌ তোর মেরেচে বাঁচাতে বল তাকে ॥
কাতর বচনে বুড়া করে কাকুবাদ।
মেয়ে ছার মার্জ্জনা করিবে অপরাধ ॥
দয়া করে দাসে যদি দিলে পদছায়া।
নাতিটির লেগে মোর বিদরয়ে হিয়া ॥
সেন কয় তবে তোর নাতিকে বাঁচাই।
নাক কান নোটন বোয়ের তোর চাই ॥

বুড়া বলে বিলক্ষণ বাঁচায় আপুনি।
শুনে ভয়ে চমকিত হইল নয়নী ॥
মনে ভাবে মায়া ধরে ময়নার পতি।
উঠিল পরান পেয়ে নারানের নাতি ॥
জিজ্ঞাসা করিল সেন হাতে ধরে তার।
মেরেছিল কে তোকে কহিবি সত্যসার ॥
জ্ঞানবান্ বালক কহিল সত্য করে।
মেরেছিল মা মোর আছাড়ে পায়ে ধরে ॥
তবে তূর্ণ লাউসেন আনন্দে তখন।
নয়নীর নাক কান কাটিল নোটন ॥
বাউটা হরিল যেন চারি পানে চায়।
প্রাণের কর্পূর বলে ডেকে ডেকে যায় ॥
নলবনে কর্পূর লুকায়ে ছিল বসে।
বারি হয়ে বস্ত্র নিয়ে দাণ্ডাইল এসে ॥
লঘু গতি লাউসেন নিকট হইল।
করপুটে কর্পূর এসে প্রণাম করিল ॥
অধোমুখ লাউসেন অভিমানে কয়।
বিপদ সময় হলে কেহ কার নয় ॥
সম্পদ সময় হলে মিত্র শত্রু জন।
বুঝা গেল কর্পূরের কঠিন সে মন ॥
বড় ভাই বিধিবশে বিপাকে পড়িল।
ছোট ভাই গুণের তাহাকে ছেড়ে গেল ॥
একথা কহিব কাকে শুনে হয় লাজ।
কর্পূর কহিচে দাদা বুঝ নাহি কাজ ॥
বন্দী যদি দু ভেয়ে হতাম এক ঠাঁই।
অমুদ্দেশে উদ্ধার করিতে কেহ নাই ॥
তুমি বন্দী হতে হল আমার আভিল।
দুপর রাত্রের কালে গৌড় দাখিল ॥
ঝনঝনা বৃষ্টি ঝড় পথ নাহি পাই।
কাঁটা খোটা কত বাজে কেঁদে কেঁদে যাই ॥

দৈবে হল দিগমোহ দারুণ অন্ধকার।
পুণ্যফলে পদ্মাবতী হইলাম পার ॥
জিজ্ঞাসা করিলাম গিয়ে রমতি নগরে।
রাজার দরবার গেছে মামা নাই ঘরে ॥
ঐমনি উত্তর মুখে অশ্বের দৌড়।
পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌড় ॥
পদাঘাতে দ্বারের কপাট ভেঙ্গে ফেলে।
মেসোকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে ॥
দুর্গতি তোমার শুনে দুঃখ হল চিত্তে।
মহাকোপে মামাকে ডাকাল তত রাত্রে ॥
দামোদর বিদায় হইল দুইজন।
রসাতল নিতে আজি জামতি ভুবন ॥
বারণ করিলাম আমি কি কাজ বিরোধে।
লিখন দিলেন লেখে নয় হয়ে ক্রোধে ॥
ছুটাছুটি রাত্রি শেষ জামতিকে যাত্রা।
লিখন দিলাম করে গোটা চারি কথা ॥
শুনে ভয়ে রাজা বেটা হল কম্পবান।
অতএব সকালে তুমি পাইলে ছাড়ান ॥
মর্দানা আমার ছিল ছুটে গেলাম রাত্রে।
পোতাঘরে পড়ে নয় পরান হারাতে ॥
শুনে হাসে লাউসেন হেট করে মুখ।
আমার নিমিত্তে দাদা পেলে বড় দুখ ॥
আহা মরি একবার আস্থ করি কোলে।
পরান আমার যেত তুমি না থাকিলে ॥
তবে বুঝি আমার গুণের তুমি ভাই।
চল আজি গৌড় দাখিল হতে চাই ॥
পার হয়্যা জামতি পরমানন্দে যায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১২০॥

পথে কর‍্যা স্নান পূজা রন্ধন ভোজন।
গহন গহন মার্গে গৌড়ে গমন॥
পাছু পাছু কর্পূর চলিল ঝাই দিয়্যা।
রূপ দেখ্যা পথের পথুক থাকে চেয়্যা॥
কেহ বলে আহা মরি আঁখি জুড়াইল।
এ হেন কনকচাঁদ কোথা হতে এল॥
আগে যেন রোহিণীতনয় বলরাম।
পশ্চাত যৈছনে কৃষ্ণ যশোদার প্রাণ॥
কেহ বলে সে নয় ভরত শক্রঘ্ন।
কেহ বলে কিবা যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পার হয়ে নানা গ্রাম নীলা সরাই পায়।
সন্নিকটে সুরিক্ষার পাট দেখা যায়॥
পীত নীল পতাকা উড়িছে নিরুপম।
সহরের শোভা যেন সুরপুরসম॥
বারেন্দ্র মথুরা কিবা বিরাট ভুবন।
দেখে সেন কয় কিছু কর্পূরে তখন॥
সর্বকালে তোমায় ভরসা আমি করি।
অর্জুনের রথের সারথি যেন হরি॥
দিবারাত্রি দেখি যেন দেবতাসমান।
সদাই বদনে শুনি ভারত পুরাণ॥
সকল কহিতে পার নাঞি অগোচর।
সন্নিকট দেখা যায় এ কোন সহর॥
কর্পূর কহিছে দাদা জিজ্ঞাসিলে ভাল।
যাব নাঞি এ পথে পশ্চিম পথে চল॥
সুরিক্ষা নটিনী নামে তার এই পাট।
শুনেচি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট॥
মেয়েরাজা মর্দের মর্যাদা নাঞি রাখে।
চিত্ত করে চরণ দুখানি দেয় বুকে॥
উলঙ্গ হইয়ে নাচে নাই লাজ ভয়।
ব্রহ্মচারী ঠাকুর বচনে বশ হয়॥

ঔষধ অশেষ বিদ্যা বিলক্ষণ জানে।
রূপের তুলনা নাই এ তিন ভুবনে॥
বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়।
কুচের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায়॥
গাড়র করিয়া রাখে ঔষধের গুণে।
সুন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্বশাস্ত্র জানে॥
ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটী।
উদ্দেশ করিয়া বুলে আঁটে নাঞি জুটী॥
নাগরের নাম ছিল নিত্যানন্দ নিমা।
ভোলানাথ ভদ্রেশ্বর ভৃগুরাম ভীমা॥
কুড়ারাম কমল কিশোর কালিদাস।
কামদেব কানাঞি কুবের কৃত্তিবাস॥
নারায়ণ নরোত্তম নিধিরাম মিহা।
খেলারাম খগেশ্বর খুদিরাম খুহা॥
গোবর্ধন গোপাল গোবিন্দ গিরিধর।
সনাতন শিবরাম সার্থক শঙ্কর॥
কৃষ্ণদাস কালাচাঁদ কৃপারাম কানু।
তুলারাম তিলোত্তম ত্রিলোচন তনু॥
মনোহর মাধব মকুন্দরাম মাদু।
জয়রাম জনার্দন জগন্নাথ যদু॥
কুশল কমলাকান্ত কাশীরাম কাশ্যা।
ঘনরাম ঘনশ্যাম ঘাসিরাম ঘাশ্যা॥
মদন মানিকচাঁদ মোহন মুরারি।
হাতিরাম হরেকৃষ্ণ হীরাধর হরি॥
বাসুদেব বৈদ্যনাথ বৃন্দাবন বদ্যা।
সদানন্দ ষষ্ঠীদাস সাতকড়ি সিদ্যা॥
চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চিন্তামণি চুড়া।
কেশব কনকচাঁদ কুলানন্দ কুড়া॥
পরশুরাম পীতাম্বর পতিতপাবন।
যদুনাথ যজ্ঞেশ্বর জয়মনি জীবন॥

রামরাম রাজীব রসিক রসময়।
বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ বিরিঞ্চি বিজয়॥
দাশরথি দামুদর দুখিরাম দিন্যা।
কমললোচন কৃষ্ণ কানুরাম কিন্যা॥
শ্রীনিবাস চণ্ডীদাস শ্রীদাস চরণ।
নরহরি লক্ষ্মীকান্ত নিমাই লোচন॥
অনন্ত অচ্যুতানন্দ উদ্ধব ঈশ্বর।
ধনঞ্জয় ধর্মদাস ধরণী শ্রীধর॥
পরান পরমেশ্বর পঞ্চানন পেচ্যা।
নীমু তিমু নীলাম্বর লছমন লোচ্ছা॥
একুনে ছকুড়ি নাম অনধিক ছটী।
লেখা কর্য্যা দেখ দাদা আটে নাই তুটী।
তোমাকে আমাকে পেলে হয় তার ভাল।
যাব নাই এপথে ইতর পথে চল॥
সেন কয় কি জাতি কে করে কোন কর্ম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ॥১২১॥

কর্পূর কহিছে দাদা কর অবধান।
নটিনী নিকটে নাই জেতের বাখান॥
বার জন ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বিচক্ষণ।
পাক কর্য্যা পিতাবধি যোগায় ওদন॥
উঠে বসে বচন বলিতে নারে কিছু।
পাগলের মত হয়ে বুলে পাছু পাছু॥
সন্ধ্যা গায়ত্রী সব গেছে সুরিক্ষার ঠাঁই।
ইষ্টপূজা কৃষ্ণভক্তি কিছুমাত্র নাই॥
একজন ক্ষেত্রী আছে আসন জোগায়।
চারিজন বৈশ্য তারা চামর ঢুলায়॥
সৎ শূদ্র দুজন দর্পক বান আছে।
দাঁতে কুটা দণ্ডবৎ দাণ্ডাইয়া কাছে॥

সাতজন কায়স্থ কাগজ লেখে সদ্য।
চিকিৎসা চেষ্টায় আছে চারি জন বৈদ্য।
দুই জন দৈবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি।
রাত্রি হলে রাতুল চরণে গড়াগড়ি॥
নয়জন নাপিত নিযুক্ত নিজকাজে।
মাথায় চন্দন চুয়া মত্ত মনসিজে॥
আট জন অনুরক্ত আছে মালাকার।
মিনি সুতে মালতীর গেঁথে দেয় হার॥
পাঁচজন পোদ্দার পরক করে কড়ি।
নজন কুমার আছে নিত্য দেয় হাঁড়ি॥
প্রেমে বদ্ধ হয়েচে মোদক পাঁচ ভাই।
মনোমত কর‍্যা দেয় মুড়কি মিঠাই॥
অনুগত একজন আছে কর্মকার।
নটিনী মাগীর তরে গঠে অলঙ্কার॥
তিনজন তাঁতি আছে জোগায় বসন।
কাটকুটা কর‍্যা দেয় ছুতার ছয় জন॥
বার জন বারুই জোগায় তারা পান।
মন্দ বলে মুদ্রা করে তাকে নাই মান॥
আট জন ধোবা আছে ধৌত করে বাস
পদধূলি পাব বল্যা মনে অভিলাষ॥
বার জন গুয়ালা বিক্রীত পদতলে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত দেয় ভোজনের কালে॥
চারি জন চাষা আছে তিন জন তেলি।
কেহ ঘর ছায় কেহ পাকায় বিচালি॥
তিন জন কলু আছে তৈল দেয় নিত্য।
হেরিয়ে নটিনী রূপ হরষিত চিত্ত॥
একজন বেন্যা আছে অতি বিচক্ষণ।
যাজ্ঞবল্ক্য জায়ফল জোগায় তখন॥
যুগল তাম্বুলি আছে তামুক জোগায়্যা।
চিত্তের সন্তোষ পায় চাঁদমুখ চেয়্যা॥

দাস আছে দুজন দিবসে লয়্যে জাল।
মৎস্য ধর‍্যা জোগায় মৃগাল শোল শাল॥
একুনে ছকুড়ি জাতি ছটী আর বাড়া।
লেখা করে দেখ দাদা তুমি আমি ছাড়া॥
নটী বেটী সাক্ষাৎ মোহিনী অবতার।
জেতের বিচার নাই সবে একাকার॥
কারখানা কেবল যেমন কামরূপ।
দেখা পেলে এখনি দিবেক বেটী দুখ॥
সদা তাকে সদয় আপুনি ভগবতী।
বচন বলিতে মুখে বৈসে সরস্বতী॥
পারে নাই পরাভব হয় তার কাছে।
এইরূপে ছকুড়ি ছজন বন্দী আছে॥
যাব নাই জানি কি যদ্যপি যাই হের‍্যা।
তাদের গোতর করে পাছে রাখে ধর‍্যা॥
সেন কয় কর্প্পূর কহিলে সব সত্য।
মেসো মাসির কাছে তোমার বাড়াব মহত্ত্ব
এই পথে যাব দাদা ভয় কিছু নাই।
আছেন তারণকর্ত্তা অনাদ্য গোসাঞি॥
কর্প্পূর কহিছে তবে বচন বিকল।
জাতি কুল শীল আজি যাবেক সকল॥
তোমার হয়েচে বাঞ্ছা বুঝা গেল ভাবে।
নটিনীর হাতে অন্ন রুচি করে খাবে॥
যাব নাঞি আমি তবে ফির‍্যা যাই ঘর।
লাগান করিব বাপমায়ের গোচর॥
সারা পথ ফলা ঝারি বয়ে যেতে হয়।
সময়ে না খেতে পাই শরীর সংশয়॥
পুণ্যপথ রুদ্ধ কর‍্যা পাপপথে মন।
না করিব দাদা তোর মুখাবলোকন॥
কথা শুনে সেন কয় বলে তাই বটে।
সোদর করিলে পাপ সোদরে না ঘটে॥

শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ভাই কহি সুপ্রলাপ।
নটিনী দরশনে পুণ্য গমনে সে পাপ॥
কহিতে বলিতে কথা গোলাহাট পায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১২২॥

বিষম ধর্মের মায়া বোঝা নাঞি যায়।
বাজারে বসিল সেন বকুলতলায়॥
শতকুম্ভ ঝারিতে শীতল জল ছিল।
উচিত সময় বুঝে কর্পূর জোগাল॥
মুখে নিল লাউসেন শ্রান্তি গেল দূর।
বামে রেখ্যা ফলাখান বসিল কর্পূর॥
নগরের নারীগণ লইয়া গাগরি।
জল লয়ে সেই পথে যায় সারি সারি॥
দেখিয়ে যুগল রূপ জুড়াইল হিয়্যা।
চিত্তের সন্তোষ পাইল চাঁদমুখ চেয়্যা॥
কেহ বলে দেখি যেন কিবা রাম কানু।
কেহ বলে সে হইলে থাকিত শিঙ্গা বেণু॥
কেহ বলে কিবা যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সে হইলে থাকিত জটা বাকল বসন॥
কেহ বলে লবকুশ জানকীর বেটা।
সে হইলে কপালে থাকিত যজ্ঞফোঁটা॥
কেহ বলে ইহাদের হেদে বাপ মা।
কঠিন তাদের মন জানা গেল তা॥
মরি মরি আহা মরি এ হেন কুমারে।
পাঠাইয়া বিদেশে কেমনে প্রাণ ধরে॥
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয়।
এত বল্যা নারীগণ গেল নিজালয়॥
হেনকালে তথাকারে আইল ভাজন বুড়ি।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুব্জ মাথা যেন ঝুড়ি॥

গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধুলা।
পচা গন্ধে মুখের মেতেচে মাছিগুলা॥
বিরানই হইতে বাড়া হবেক বয়স।
তবু তার নাগর নিযুক্ত গোটাদশ॥
ভুল্যা গেল দেখিয়ে কর্পূর লাউসেনে।
হেটমুখে যুক্তি তখন ভাবে মনে মনে॥
বাসে যেয়্যা বিনোদিনী বেশ করে আস্থা।
গোটা চারি রসের কথা কহিব হেস্যা হেস্যা॥
দন্ত নাই দুঃখ উঠে দেখি বড় দেরী।
মালিনী সয়ের ঘর যাব লয়ে কড়ি॥
সোলার সুন্দর দন্ত সাক্ষাৎ করিব।
তবে সে নাপান কর্য্যা নাগর ভুলাব॥
এত বল্যা বুড়ি আইল আপনার ঘর।
বেচিলেক সম্ভাবনা যে ছিল বিস্তর॥
পণ পাঁচ কড়ি লয়্যা মনে পেয়ে প্রীত।
মালিনী সয়ের বাড়ি হৈল উপনীত॥
বিরলে বসিয়ে কথা সয়ের সহিতে।
বৃদ্ধকালে বাঞ্ছা হৈল নাগর ভুলাতে॥
দন্ত নাই দুঃখ হয় দেখি বড় দেরী।
এনেচি তোমার তরে পণ পাঁচ কড়ি॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে চিত্ত রাখ একবার।
সোলার গড়িয়ে দিবে অষ্ট অলঙ্কার॥
রঙ্গের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রসের গুড়া।
সয়ের কল্যাণ হউক কে বলিবে বুড়া॥
মালিনী বিরলে বসে বলে রাম রাম।
সোলার দুপাটী দন্ত গঠে অনুপাম॥
সিজ আঠা দিয়ে সই শক্ত করে মেড়্যা।
যুক্ত হইলে এ জন্মে যাবেক নাই ছেড়া॥
গঠে অষ্ট অলঙ্কার নাহি যার মূল।
রাংতা বসায়্যা করে স্বর্ণ সমতুল॥

আলয়ে আইল বুড়ি অলঙ্কার লয়ে।
বানায় বিনোদ বেশ বিরলে বসিয়ে॥
তৈল নাই ঘরে তবে এন্যা এঠেল মাটী।
পাকা কেশে পেটে পেড়্যা করে পরিপাটী।
লোটন বাধিল তার নয় গোটা চুলে।
চারিদিকে শালুক ফুলের ঝাপা ঝুলে॥
সদনে সিন্দুর নাই মনে ভাবে বুড়ী।
কপালে দিলেক তুলে পাটিকেল গুড়ি॥
অঙ্গময় সাজিল সোলার অলঙ্কার।
পিচাশি যেমন ঘর হতে হল বার॥
হাসে নাচে গীত গায় পথে চলে যেতে।
উপনীত হৈল গিয়ে সেনের সাক্ষাতে॥ অত্র ভনিতা॥১২৩॥

কর্পূর লুকায় তবে লাউসেনের পাছু।
কানে কানে হিতকথা কয়্যা দেয় কিছু॥
এসেচে রাক্ষসী মাগী পাছে ধর্য্যা খায়।
সাবধান হবে দাদা ময়নার রায়॥
হেসে হেসে বুড়ি বলে হেদে হে কোঙর।
কি নাম তোমার কবে কোন দেশে ঘর॥
মা বাপের কিবা নাম কোথাকে গমন।
সত্য বল সুনাগর সংযোগ বচন॥
কল্পনাকথন নাঞি কয় গুণধাম।
ময়না নগরে ঘর লাউসেন নাম॥
বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্জাবতী।
বুড়ি বলে তবে তুঞি আমার হলি নাতি॥
তোর মা আমার হয় বোনের বোনঝি।
বাছার গুণের কথা বলিব সে কি॥
মাসি বল্যা আমার খেয়্যাচে কত এঠ্যা।
আই ঘরে আজি থেক্যা কালি যাবে উঠ্যা॥

পুণ্যফলে দেখা যদি নাতিদিগের সনে।
কহিব রসের কথা সাধ আছে মনে॥
কথা শুনে ক্রোধ করে উঠিল কর্পূর।
বুড়ি মাগীর ঘাড়ে ধর্য্যা বলে দূর দূর॥
দুহাতে দুগালে দুটা বসাল চাপড়।
আই মা বলিয়া বুড়ি উঠে দিল রড়॥
বাণেশ্বর সুরিক্ষা বস্যাচে বার দিয়ে।
চৌদিগে নাগরগণ চাঁদমুখ চেয়ে॥
চামর ঢুলায় কেউ চন্দন মাখায়।
কেউ বা চাঁপার মালা গাঁথিয়ে জোগায়॥
কাকুবাদ করে কেউ পড়িয়ে চরণে।
কেউ বা তাম্বূল তুল্যা দেই শ্রীবদনে॥
মৃদঙ্গ বাজায় কেউ আনন্দে গমন।
তুরী ভেরী মর্দন বাজায় কোন জন॥
কেউ পড়ে জয়দেব রাধার চরিত্র।
কেউ বলে হরিবোল কেউ করে নৃত্য॥
কেউ পড়ে জৈমিনি পারিজাতহরণ।
ভারত ভাগবত গীতা পড়ে কোন জন॥
কেউ পড়ে কাব্যরস শ্রীকলা নাটক।
আনন্দে নটিনী মাগী শুনে অভিষেক॥
হেনকালে বুড়ি এথা হৈল উপনীত।
চরণে পড়িয়া কহে সচঞ্চল চিত্ত॥
বিদেশী নাগর দুটি বকুলতলে বস্যা।
চন্দ্রসূর্য উদয় হয়্যাচে যেন এস্যা॥
কিবা কৃষ্ণ বলরাম কিবা লবকুশ।
বরণ বৈশাখ চাঁপা বচন পীযূষ॥
কিবা অঙ্গি কিবা ভঙ্গি কিবা মুখের হাসি।
লজ্জায় মদন মল্য রতি হল্য দাসী॥
ভুবন গরিহণ (?) রূপে গোলাহাট আলো।
চিত্তের সন্তোষ পাবে দেখিবে ত চল॥

ছকুড়ি ছজন আছে নাগর তোমার।
তার তুল্য এউ নাই আকার প্রকার॥
সুরিক্ষা এতেক শুনে বুড়ির বদনে।
সুন্দরী বলিয়া ডাক পড়িল শমনে॥
ঔষধ অনেক বিদ্যা আছে তার ঠাঞি।
ত্রিভুবনে তিন গুণে তুল্য তার নাঞি॥
আড়াই বুড়ি নাগর নিযুক্ত তার কাছে।
বুঝিয়ে কার্যের ভাস ধায়্যা এল কাছে॥
সুরিক্ষা তাহাকে কয় সংকুল বচনে।
তোকে দেখে আমার আনন্দ হয় মনে॥
উষার যেমন ছিল চিত্রলেখা দাসী।
সেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি॥
বৈদেশী নাগর দুটি বসে বকুল তলে।
কৃষ্ণ বলরাম বল্যা কেউ কেউ বলে॥
কেউ বলে যুধিষ্ঠির অর্জুন দুজন।
মদনমোহন মূর্তি ভুবনমোহন॥
আনে বলে অশ্বিনীআত্মজ দুটী আল্য।
গলায় গরুড় মুনি গোলাহাট আল্য॥
এক বার আমার বচনে দিবে মন।
কিরূপ করিয়্যা রাখি নাগর দুজন॥
দাসী বলে আমার এমন গুণ আছে।
বশ কর‍্যা ব্রহ্মাকে বসাতে পারি কাছে॥
কাউরে কামিক্ষা চণ্ডী কামরূপে খেলা।
পুরুষ পাগল হয় পড়্যা দিলে মালা॥
শুনি এত সুরিক্ষার আনন্দ অতুল।
অপর দাসীকে বল্যা আনাইল ফুল॥
মিনি সুতে মালা গাঁথে মনোজসঙ্গিনী।
মালার উপরে হল মোহন সাজনি॥
সুন্দরী স্মরণ কর‍্যা হাড়ি ঝিয়ের পা।
মালা পড়ে মুখে বলে জয় চণ্ডিকা॥

পশরা প্রস্তুত হল্য পুরটের পাতি।
আচ্ছাদন উপরে অমূল্য এক ধুতি॥
বাজারে বসিলা গিয়া বকুলতলায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১২৪॥

এক মনে একথা যে করয়ে শ্রবণ।
সদা তাকে সদয় আপুনি নিরঞ্জন॥
পুরঃসর লাউসেন কর্পূর পশ্চাতে।
হাস্যা লেচ্যা দুটী ভাই যান সেই পথে॥
দূরে হতে সুন্দরী দাসীর দৃষ্টি হল্য।
মনে করে কৃষ্ণ বলরাম আল্য॥
মধুর বচনে বলে নুয়াইয়া মাথা।
এস এস সুনাগর শুন্যা যায় কথা॥
মল্লিকা আমার নাম মালাকার জেতে।
পুণ্যফলে দেখা আজি তোমার সহিতে॥
বার দিয়ে একবার বসিবে বকুলতলে।
অমূল্য আমার মাল্য পর্য্যা যাবে গলে॥
কর্পূর কহিছে সেনে দেখ দাদা চেয়্যা।
কি বলে ঢেমন মাগী মালাকারের মেয়্যা॥
অনর্থ হইল লয় অন্য পথে চল।
সেন কয় আপুনি সে অসম্ভব বল॥
অর্জুনের সারথি আমার পক্ষাবল।
অতল লইতে পারি এ মহীমণ্ডল॥
এই পথে যাব দাদা প্রাণের কর্পূর।
চিত্তমধ্যে চিন্তা কর চরণ প্রভুর॥
ক্রোধ হল্য কর্পূরের কয় অবিসার।
দণ্ডবত তোমাকে আমার তিন বার॥
মদনে মেয়্যার মনে মজাইলে মন।
জাতি কুল শীল সব গেল অকারণ॥

সাদ ছিল সদাই আমার মনে মনে।
কৌতুকে করিব দেখা মেস্বা মাসির সনে॥
সে সাদ সকল গেল এই ছিল ললাটে।
গৌড়ে যায়া হল্য নাই থাক গোলাহাটে॥
বেউশ্যা মাগীর হাতে অন্ন জল খাবে।
শরীর পতন হল্যে শ্বান্‌রূপ হবে॥
মর্ত্যলোকে আছিল মানিকচাঁদ ভূপ।
বেউশ্যার অন্ন খেয়ে হল শ্বান্‌ রূপ॥
বিংশতি বৎসর ছিল চণ্ডালের নাছে।
অদ্যাবধি পুরাণে ঘোষণা তার আছে॥
সজ্ঞানে করিলে পাপ সর্ব ঠাঞি ঠেকে।
বিশেষে এসব কথা বেদব্যাস লেখে॥
সেন কয় কর্পূর সে ত কপালের দায়।
সর্ব কাল সবার সমান নাঞি যায়॥
মান্ধাতার হৈল কেন অকালে মরণ।
পাঁচ ভাই কি হেতু গেল বন॥
চন্দ্রের কলঙ্ক হল্য কিসের কারণে।
শিবের দুর্দশা কেন সমুদ্রমন্থনে॥
কর্পূর নীরব হল্য সেনের কথায়।
অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায়॥
সুন্দরী তখন কয় কর্য্যা হাস্যমুখ।
পরিলে আমার মালা পাবে নাই দুখ॥
বশ হয় সংসার শমন করে ডর।
প্রতিদিন পাঁচখানি পরে গৌড়েশ্বর॥
এতেক শুনিয়া কয় লাউসেন বালা।
দয়া কর্য্যা দিবে তবে দুইখানি মালা॥
সুন্দরী সেনের বাক্যে সুখী হল্য চিত্তে।
পড়া মালা দুখানি তুলে দিলে হাতে হাতে॥
মালা লয্যা মনে মনে ময়নার রায়।
অর্পণ করিল আগে অনাদ্যের পায়॥

কর্পূরের গলায় দিলেক একখানি।
আর খানি পরে তবে আনন্দে আপুনি ॥
সুন্দরী তখন কয় শুন হে কোঙর।
আমার মালার মূল্য পঞ্চাশ মোহর ॥
দিয়ে যায় নচেৎ ঠেকিলে মোর ঠাঞি।
কর্পূর কহিছে সঙ্গে কড়ি পাতি নাঞি ॥
বিবাদ বাড়িল বড় বাজারের মাঝে।
কর্পূর চলিল তাকে মারিবার সাজে ॥
ঠেলাঠেলি করিতে পসরা গেল পড়্যা।
মালা ফুল যে ছিল ধুলায় হল্য ছড়্যা ॥
সুন্দরী তখন কয় সংকোপ করিয়্যা।
রাজারে আরজ রাখিব ধরিয়্যা।
বুকে দিব পাথর দুপায় দিব বেড়ি।
কিনে বেচে উসুল করিব কিছু কড়ি ॥
কাকুবাদ করে তখন কর্পূর তরাসে।
তা দেখিয়ে লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে ॥
তবে ত কর্পূর দাদা দেখি বড় দেরি।
দিয়া চল সঙ্গে যদি আছে কিছু কড়ি ॥
কর্পূর কহিছে দাদা তোর পাকে হল্য।
কড়ি পাতি নাই দাদা বন্দী থাকি চল ॥
তিন বার লাউসেন ভাবে করতার।
সে মালা গলায় হল্য সুবর্ণের হার ॥
ভয় ত্যাজ কর্পূর তখন সেন বলে।
সুবর্ণের হার দেয় মালার বদলে ॥
হর্ষ হয়্যা কর্পূর দিলেক তার হাতে।
সুন্দরী সদনে গেল সুখী হল চিত্তে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
সত্য গুণে বাঁকুড়ারায় সদা যার সখা ॥১২৫॥

সুরিক্ষা নাগর সনে বার দিয়া বস্যা।
সুন্দরী সম্পুট করে সম্ভাষিল এস্যা॥
হার লয়ে হাতে দিল হয়্যা কুতূহলা।
ধর্ম্মের কৃপায় পুন হৈল পুষ্পমালা॥
বিস্ময় বেউশ্যা মাগী বলে বিপর্যয়।
দেবতা হবেক তারা ইতস্তত নয়॥
বেশ কর‍্যা বিশেষে বসনে মুছে মুখ।
শোভা দেখে শম্বররিপুর হল্য সুখ॥
কুন্তলে কবরী করে দশ দিক আলা।
তেহেরি বেড়িল তায় মালতীর মালা॥
সুকপালে সুন্দর সিন্দূরবিন্দু কিবা।
দীপ্তি দেখ্যা লজ্জায় মলিন হল্য দিবা॥
ভুজে ভাল সাজিল ভূষণ বিলক্ষণ।
কুন্দ পাদু বহে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
চন্দ্রহার গলায় চৌদিক করে আলো।
তার কোণে পদক প্রসূন শোভা পাল্য॥
কাঁকালে কনকপাঁতি ঘাঘর ঘুগুর।
চলিতে পঞ্চম গায় চরণে নূপুর॥
বিচিত্র কাঁচলি পরে বুকের উপর।
মণিমুক্তা প্রবাল মণ্ডিত মনোহর॥
কলিযুগের কথা কিছু লেখা আছে তায়।
মুনিস্ত্রী মাথায় তৈল মাগীটির পায়॥
তথাপি তাহার সনে বয়্যা জায় জঙ্গ।
বুড়াবুড়ি বাপ মা বসিয়া দেখে রঙ্গ॥
কলি হল প্রবল করিল একাকার।
বিধবা বয়ের সঙ্গে বুড়ার ব্যবহার॥
এমনি কলির কর্ম ধর্মহীন করে।
মাগুকে বিশেষ ভক্তি মাকে ধর‍্যা মারে॥
কোনখানে শাশুড়ি বয়ের গণ্ডগোল।
বাহু ধর‍্যা কসাকসি বাড়ে বোলে বোল॥

বলবতী বৌ ছুড়ি বুড়ি বলহীনা।
বসায় বুড়ির গালে বজ্রমান ঠোনা ॥
কান্দিয়ে বিকল বুড়ি বলে মরি মরি।
কোনখানে আছে লেখা তুই তিন নারী ॥
দশ তিন নাগর নিযুক্ত তার সাতে।
প্রত্যহ প্রসাদ পায় বস্যা এক পাতে ॥
কিরূপ কলির কল্প কয়া নাই যায়।
আর কত অপরূপ লেখা আছে তায় ॥
সুরিক্ষা স্মরিয়া তুর্গা চলিল সত্বর।
ছকুড়ি ছজন সঙ্গে চলিল নাগর ॥
কার হাতে চাঁপার মালা চন্দনের বাটি।
কেউ বা জোগায় জুতা শ্রীচরণে তুটী ॥
ঝলমল করে গায় অষ্ট অলঙ্কার।
রূপের আভায় আলো কর্য়াচে বাজার ॥
এথা কর্পূর পশ্চাতে যান বয়্যা ঝারি ফলা।
পরিধান পীত বাস পুরট মেখলা ॥
আগু যান আনন্দে ময়নার শিরোমণি।
বাহু পসারিয়্যা পথ আগুলে নটিনী ॥
সম্মুখে সাক্ষাত যেন সুবর্ণ প্রতিমা।
ভ্রূ কামধনু জিনি বদন চন্দ্রিমা ॥
সেন কন সদা মোর সখা নিরঞ্জন।
পাছু হবে পাছু গায় পরশে বসন ॥
বচনে বেউশ্যা মাগী ব্যঙ্গ করে হাসে।
নাগরের নাম কি নিবাস কোন দেশে ॥
কোথাকে কর্য়াচ যাত্রা ইনি তোমার কে।
কহিবে সকল কথা মনে আছে যে ॥
কল্পনা করিবে নাই কবে সত্য কর্য়া।
মিথ্যা যদি বল তবে মাগুটীর কির্য়া ॥
সেন কয় কন্যা না করিবে ধর্ম্ম যায়।
নিবাস ময়না নাম লাউসেন রায় ॥

কনিষ্ঠ কর্পূর সঙ্গে প্রাণের দোসর।
নৃপ সম্ভাষণে যাই গৌড় নগর॥
মামা হয় মহামদ পাত্র মহামতি।
মেসো হয় গৌড়েশ্বর মাসি ভানুমতী॥
সুরিক্ষা তখন কয় শুন হে কোঙর।
নিকট হয়েছে প্রায় গৌড় নগর॥
আজি কর অবস্থিতি আমার ভবনে।
দিবামুখে কালি যাবে নৃপসম্ভাষণে॥
গোলাহাট দিয়ে গৌড়ে যত লোক যায়।
একদিন অবস্থিতি আমার বাসায়॥
পরাভব পায় যদি সমস্যাপূরণে।
চিরদিন থাকে বন্দী চাকর সমানে॥
অন্য পরে কি আছে ব্রাহ্মণে খায় ভাত।
সেন কয় তবে বুঝি তুমি জগন্নাথ॥
সমস্যাপূরণে যদি পরাভব পাই।
প্রতিজ্ঞা তোমার হাতে তবে অন্ন খাই॥
সেন বাক্য শুনিয়া সুরিক্ষা দিল সায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১২৬॥

নটিনী কহিছে তাকে নাই মোর ডর।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দিয়াছেন বর॥
বলি যদি সমস্যা বিপত্ত্য হবে ঘোর।
ভ্রম লয়্যা ভালয় ভবনে চল মোর॥
নটিনীলপিতে কন লাউসেন রায়।
অনাথবান্ধব ধর্ম আছেন সহায়॥
কহ কহ সমস্যা কিসের তাকে ভয়।
সুরিক্ষা কহিছে তবে শুন মহাশয়॥
পৃথিব্যাঃ কঃ গতিশ্চৈব পৃথিব্যাং কোঽপি দুর্লভঃ
প্রধানঃ কোঽপি রত্নঃ [চ] কথয়স্ব সুনাগর॥

সুরিক্ষা সমস্যা যদি সেনে জিজ্ঞাসিল।
কদম্বতলায় তবে কর্পূর বসিল ॥
সেন কয় সমস্যা সঞ্চয় অর্থে যায়।
মুখ্য পক্ষে কহিলে বিপক্ষে নাঞি দায় ॥
শরীর পৃথিবী হয় শাস্ত্রে ইহা বলে।
হরিনাম গতি তার হয় অন্তকালে ॥
দুর্লভ দক্ষিণ হস্ত দিবানিশি দানে।
সত্য মিথ্যা শশিমুখি সম্ভাবিয়ে মনে ॥
চিরদিন করি যাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা।
ইহা হতে অধিক দুর্লভ আছে কিবা ॥
পরীক্ষায় কর্ণকে প্রধান কর্য্যা মানি।
কুতূহলে কৃষ্ণের কীর্ত্তন যাতে শুনি ॥
বদন প্রধান আর বিনোদ লহরী।
হেলায় শ্রদ্ধায় যাতে হরিনাম করি ॥
চিন্তাচয় হতে হয় চক্ষু সে রতন।
পূর্ণভাবে পাই যাতে কৃষ্ণদরশন ॥
এই যে কহিনু ইহা সাধকের পর।
সুরিক্ষা কহিছে সত্য কহিলে সুন্দর ॥
জীব নয় জন্তু নয় জীবনে বাস করে।
জীবনবিহীন হৈলে যথা তথা মরে ॥
জীবে যদি পরশে জীবনে টানাটানি।
সত্য বল সেই কে সুন্দর গুণমণি ॥
সেন কয় সমিস্যা সম্ভবে পয়ফেন।
নাম তার টোপাপানা নিতম্বিনী শুন ॥
নটিনী জিজ্ঞাসে পুন শুন হে নাগর।
চতুর্ভুজ মূর্তি তার দেখিতে সুন্দর ॥
শূন্যপথে সদা গতি সংসারের সার।
সুর নর সকলে প্রসাদ খায় তার ॥
সদাই সন্তুষ্ট তায় সংহার কারণ।
সত্য বল সুনাগর সেই কোন জন ॥

সেন কয় সমস্যা অসাধারণ আছি।
সত্য শুন শশিমুখী শ্বেত মউমাছি ॥
নটিনী কহিছে পুন তবে শুন আন।
উদয় অচল নয় অঙ্গের প্রধান ॥
অরুণ উদয়কাল অনুকাল লখি।
সূর্যের উদয় তায় সদা কাল দেখি ॥
মনে মোহ ময়নার মহীপাল বলে।
সেই ত সমস্যা আছে তোমার কপালে ॥
অরুণ উদয় যেন অণীকের ছটা।
সূর্যের উদয় তায় সিন্দূরের ফোটা ॥
সুরিক্ষা তখন কয় তুমি সাধু জন।
নাহি তার হস্ত পদ নাসিকা নয়ন ॥
শ্রবণ বদন নাই আর নাই রা।
গজ সম গর্জে উঠে গায়ে দিলে পা ॥
সেন কয় সত্য বটে সমস্যার কথা।
শুন গো সুন্দরী সেই কামারের জাতা ॥
সুরিক্ষা কহিছে তাকে সর্বলোকে খায়।
অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পায় ॥
যথাকালে সে জন যখন যায় ছেড়্যা।
সকল সয়ালসুখ সব থাকে পড়্যা ॥
সদাই চঞ্চল কিন্তু সংসার ব্যাপিত।
বুঝ্যা দেখি বল সেন বট শাস্ত্রবিৎ ॥
সেন কন চঞ্চল সকল হতে বায়ু।
প্রাণের সংযোগ থাকে হৃৎপদ্ম আয়ু ॥
প্রাণবায়ু গেলে যায় পরমায়ু বল।
সুরিক্ষা কহিছে সত্য সঙ্গত সকল ॥
সাবধান হয়ে শুন সমস্যার সার।
যুগলে যুগল নাই যুগল বিচার ॥
কাঁউরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় এতা।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু রয় কোথা ॥

ইহার উত্তর কর‍্যা অচিরাৎ যাবে।
নচেৎ আমার হাতে অন্নজল খাবে॥
বিষম সমস্যা শুনে লাউসেন বিকল।
পরাণ উড়িল ভয়ে আঁখি ছলছল॥
অলঙ্কার আগম নিগম অভিধান।
ভাষ্যমত ভাগবত ভারতপুরাণ॥
চিন্তামণি শ্রীকলা নাটক রামায়ণ।
একে একে এ সকল চিন্তিলা তখন॥
কোনখানে সমস্যার উপদেশ নাঞি।
পরাভব লাউসেন সুরিক্ষার ঠাঞি॥
বিনয় বচনে বলে পরাণ বিকল।
বুঝিলাম বাসুলী তোমার পক্ষাবল॥
সর্ব শাস্ত্র জ্ঞান তুমি সংসারের মান্যা।
রূপে গুণে যৌবনে জগতীতলে ধন্যা॥
ভুবীশ্বরে ভেটিতে এসেচি দুটী ভাই।
তুমি দিলে অনুমতি তবে মোরা যাই॥
সুরিক্ষা তখন কয় আরে মোর ছি।
মহতের কথা হলে মাথা পেতে নি॥
দন্তিদন্ত দেখ যেন লুকাবার নয়।
মহৎ জনার কথা সেই মত হয়॥
নীচের বচন টলে জ্ঞান সত্য কিবা।
নিম্বরে প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা॥
সত্য কর‍্যা লঙ্ঘন করিলে পাপরাশি।
সত্য হেতু শ্রীরামলক্ষ্মণ বনবাসী।
সত্য কর‍্যা হংসধ্বজ পুত্র কাট্যা দিল।
সত্য কর‍্যা বলি রাজা রসাতলে গেল॥
তুমি সত্য করিলে সমস্যা পূরে যাব।
পাই যদি পরাভব তবে অন্ন খাব॥
এখন এমন কথা কয় কোন মতে।
ঠেকেছে আমার ঠাঞি কৈ পায় যেতে।

লাজ নাই নাগরের নাঞি অপমান।
থাকিবে আমার ঘরে চাকর সমান॥
গোশালা করিবে মুক্ত চরাইবে গরু।
অতিথে ওদন দিবে হবে কল্পতরু॥
ছকুড়ি ছজন আছে নাগর আমার।
তার মধ্যে তুমি হবে প্রধান সবার॥
কদাচিত কখন সময় অনুসারে।
চরণে জোগাবে জুতা চিত্রের খাতিরে॥
হবেন পরাণ তুল্য কর্পূর কেবল।
সময়ে আহ্লাদ কর্যা জোগাবেন জল॥
পাতে বস্যা প্রতিদিন প্রসাদ পাবেন।
ছ বুড়ি ছাগল লয়ে ছপার যাবেন॥
কর্পূর এতেক শুনে কানে দিল হাত।
ভাবিত হলেন ভয়ে ময়নার নাথ॥
সুরিক্ষা তখন কয় গুরিক্ষার কানে।
বান্ধিলেক বসনে কর্পূর লাউসেনে॥
আগু পাছু নাগর নটিনী নানা বন্দে।
নিকেতনে গমন করিল মহানন্দে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল।
যার লেগে পড়াশুনা ঘুচিল সকল॥
বিষম ধর্মের মায়া বুঝনে না যায়।
দয়া কর্যা দ্বিজ রূপে দেখা দিলা যায়॥১২৭॥

লাউসেন কর্পূর লয়্যা নটিনী তখন।
বিছায়ে পালঙ্ক দিল বসিতে আসন॥
সুন্দরী আনিয়া দিল সুবাসিত জল।
প্রক্ষালন করি রায় পদাম্বুযুগল॥
সুরিক্ষা তখন বসে সেনের সাক্ষাতে।
নাপান করিয়ে পান খায় বাম হাতে॥

বুকের বসন খুলে খল খল হাসে।
দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে॥
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন দুটী।
অনঙ্গের এই ধন আগুনের কুটী॥
যুগল কমল হস্ত যদি দেয় ইথে।
সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সদ্য চেপ্যা রথে॥
আমার অধরে আছে অমৃতের সর।
উদর পূরিয়া খাবে হইবে অমর॥
ঘুচাইব কর্পূরের কন্দর্পের শেল।
প্রত্যহ আমার পায়ে মাখাবেন তেল॥
সভয় সুরিক্ষাবাক্যে সেন অধিকারী।
কানে হাত কর্পূরের রাম রাম স্মরি॥
দণ্ড দুই রাত্রি হল দিবা অবসান।
পূর্বদিগে উঠিল চন্দ্রের রথখান॥
সারাদিন উপবাসী আছি দুটী ভাই।
আজ্ঞা কর আমাকে পাকের চেষ্টা পাই॥
সেন কয় সুন্দরী শুন গো সত্য সার।
আছে এক আমাদের দেশের ব্যাভার॥
প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে।
বার বর্ণ সকলে ধর্ম্মের ব্রত করে॥
ব্রতের নিয়ম শুন বচনের ফল।
কদলী মাজের ঢেঁকি সোলার মুষল॥
উড়ি ধান্য ভানিবে উলট কর্য্যা কুলা।
পাছুড়িবে নিঃশ্বাস ধরিয়া তুঁষগুলা॥
শক্তসাদ বিনা সদ্য পাতিবে উনান।
আঙ হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্ম্মাণ॥
জয় সরোবর যাবে যৌগিক করিয়া।
চপলে আনিবে জল চালুনি পুরিয়া॥
জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায়।
আর এক নিয়ম আছে পাক হলে সায়॥

প্রস্তুত ভোজনপাত্র তেঁতুলের পাত।
প্রভাত হইলে রাত্রি না খাইব ভাত॥
আমার সাক্ষাতে বস্যা এ সব করিবে।
কয়্যাচি তোমার হাতে অন্ন খাব তবে॥
সেনবাক্যে সুরিক্ষার হল্য দড়বড়ি।
আনে তবে অচাক-নির্মাণ আও হাড়ি॥
সুন্দরী তখন এস্যা সংগোপনে কয়।
একে একে বুঝে দেখ' হয় কি না হয়॥
দাসীবাক্যে তুই তিন নাগরে আজ্ঞা দিল।
শক্তসাদ বিনা সত্ত্ব উনান করিল॥
চপলে চালুনি লয়্যা চারি পাঁচ নাগর।
জল আনিবারে গেল জয় সরোবর॥ অত্র ভনিতা॥১২৮॥

সুরিক্ষার পালা

চালুনি ডুবায়ে জলে পূর্ণ কর্য্যা তুলে।
যুগল জঞ্জাল হল জল পড়ে জলে॥
না পার্য্যা নাগরগণে সুবিস্ময় লাগে।
শীঘ্র কয় সমাচার সুরিক্ষার আগে॥
অন্য জল এন্যা দেয় অন্য ভেবে চিত্তে।
গল্যা গেল আও হাড়ি উনান সহিতে॥
একে একে এইরূপ বুঝিল সকল।
না হল্য কিঞ্চিৎ শীঘ্র নটিনী বিকল॥
গৌরব সকল গেল গৌণ হয়ে মনে।
ভবানী পূজিতে গেল ভবানীভবনে॥
যুগল উরণ নিল যুগল ছাগল।
যুগল জবার মালা আর গঙ্গাজল॥
চতুর্বিধ চন্দ্রনাড়ু চিনি চাঁপাকলা।
বিল্বপত্র উড়ির তণ্ডুল চাঁদমালা॥
আসন করিয়্যা বসে আচান্ত হইয়া।
পূজাঙ্গ সকল সারে পদ্ধতি ধরিয়া॥

পূজা সের‍্যা মন্ত্র জপে শত অষ্টোত্তর।
বলিদান দিয়ে মাগে বাস্থলীকে বর॥
যোগরূপে যশোদার জঠরে জন্ম লয়্যা।
কৃষ্ণের সাধিলে কার্য কংসকে বধিয়্যা॥
পূজিয়া তোমার পদ রাধা ঠাকুরানী।
পর ভাবে পেয়েচেন কৃষ্ণ হেন স্বামী॥
উষা পাইল অনিরুদ্ধে পূজিয়া তোমাকে।
দয়া কর‍্যা দামুদরে দিলে রুক্মিণীকে॥
সেই মত দয়া কর‍্যা দেয় লাউসেনে।
এই মোর নিবেদন ও রাঙ্গাচরণে॥
এত বল্যা প্রদক্ষিণ করে কৃতাঞ্জলি।
মূর্তিমন্ত সাক্ষাতে হল্যান ভদ্রকালী॥
মাথায় মুকুট মণি মুণ্ডমালা গলে।
শবরূপ সদাশিব পড়ে পদতলে॥
আজানুলম্বিত ভুজ ললন রসনা।
বিয়ত ব্যাপিত বপু বিস্তারবদনা॥
কর্ণমূলে শিশু দুলে কাটা মাথা হাতে।
কেউট্যা বাঘের ছাল বেষ্টিত কটিতে॥
সুরিক্ষা তখন কয় শুন গো জননী।
আমার ভরসা ঐ চরণ দুখানি॥
ব্রতের নিয়ম বলে বিষম রন্ধন।
তবে সে নির্বাহ হয় তুমি দিলে মন॥
বাস্থলী কহেন বাছা কত বড় দায়।
অসিদ্ধ হবেক সিদ্ধ আমার আজ্ঞায়॥
প্রণাম করিল পুন পড়িয়্যা চরণে।
তিরোধান তুরিত ত্রিপুরা ততক্ষণে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন।
পূর্ণ কর‍্যা হরিধ্বনি কর বন্ধুজন॥১২৯॥

সুরিক্ষা সন্তুষ্ট হয়্যা সত্বরে গমন।
সেনের সাক্ষাতে এসে দিল দরশন॥
লঘু কয় নাগরে না সহে কাল ব্যাজ।
উপবাসী আছেন ময়নার যুবরাজ॥
নটিনীলপিতে ধায় নাগর চৌদিগে।
কদলি মাজের চেটী করিলেক আগে॥
মুষলে কুশল রণ কালীর কৃপায়।
উড়িধান্য ভানিঞা তণ্ডুল কৈল সায়॥
জলাশ আনিয়া কেহ জোগায় তখন।
চালুনি পূরিয়া জল আনে কোনজন॥
চণ্ডী ভেব্যা চটপট চড়াইল পাক।
সরস করিল সুক্তা শুশনির শাক॥
সম্বরিয়া সূপ চালে সুবর্ণ ডাবরে।
বার্ত্তাকু বকুল ভাজে বেসারির পরে॥
পটল পানিফল ভাজে আর পলাবড়ি।
দুগ্ধ গুড় দিয়া ভাজে দশমত বড়ি॥
রন্ধন সমাপ্ত হৈল রাত্রি দণ্ড ছয়।
তা দেখে কর্পূর কিছু লাউসেনে কয়॥
বেউশ্যা মাগীর হাতে খেতে হল্য ভাত।
এতদিনে বাম হৈল বৈকুণ্ঠের নাথ॥
এই ছিল কপালে অহেতু গেল জাতি।
মরি এস্য ডুভায়ে গলায় দিয়ে কাতি॥
আর কি এমন দিন করিবেন ধর্ম।
ফিরে যাব ময়না সফল হবে কর্ম॥
সেন কন দাদারে কর্পূর শুন কথা।
দূর কর দুস্খচয় দুর্ভাবনা বৃথা॥
যার নামে ভবসিন্ধু যমদ্বার পার।
তিনি বাম হলে তবে কে রাখিবে আর॥
মহিমা শুনেচি আর গজেন্দ্রমোক্ষণে।
প্রহ্লাদ পেয়েচে প্রাণ জলন্ত অনলে॥

জৌঘরে পাণ্ডব পাবকে নাই মল্য।
তপ্ত তৈলে সুধন্বার তনু নাঞি গেল॥
ত্রিলোকতারণ তিনি ভকতবৎসল।
চিন্তা কর চিত্তে তাঁর চরণ কমল॥
নিতান্ত নয়নকোণে নাঞি যদি চান।
তবে অন্ন না খাইব ত্যজিব জীবন॥
সুরিক্ষার সদাই সহজে সুখী মন।
স্নান কর্যা স্বর্ণ থালে থ্যাতায় ওদন॥
শাকাদি ব্যঞ্জন সব সুবর্ণ বাটীতে।
থরে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে॥
সেন কয় স্বর্ণ থালে খাব নাই ভাত।
প্রশস্ত কয়্যাচি পূর্ব্বে তেঁতুলের পাত॥
নটিনী নাগরগণে লঘু কয় বার্তা।
তৎকাল আনিঞা দিল তেঁতুলের পাতা॥
সঙরিয়া কালীর কমল পদদুটি।
পানপাত্র পাতের করিল থালা বাটী॥
সুরিক্ষার সিদ্ধ হল সমুদয় কাজ।
সুবিস্ময় লাউসেন সঙরে ধর্মরাজ॥
কান্দিয়া সে কর্পূর কপালে মারে ঘা।
তবে দাদা আমার গলায় দেয় পা॥
বিষতুল্য বেউশ্যা মাগীর হাতে ভাত।
থাকুক খাবার দায় দেখ্যা উঠে আঁত॥
সুরিক্ষা তখন কয় সারাদিন গেছে।
ক্ষুধায় কমলমুখ মলিন হয়েচে॥
গা তুলে ভোজন কর গুণনিধি রায়।
স্মরশরে জর জর সুখ নাই গায়॥
আয়োজন করিতে আমার প্রাণ গেছে।
বিলম্বন করিলে বিফল হয় পাছে॥
কান্দিয়া কর্পূর কয় বচন বিকল।
নটিনী মাগীর হাতে মজালে সকল॥

মনে করে মায়াধরে ময়নার পতি।
তোমা পূজে এত দিনে এই হল্য গতি॥
কান্দিলে কি হয় দাদা প্রাণের কর্পূর।
নিশ্চয় হলান বাম অনাত্ম ঠাকুর॥
গা তুলে ভোজন কর ভাব অকারণ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥১৩০॥

ত্রিপদী

সত্য করে বিপর্যয় লঙ্ঘিলে অধর্ম হয়
পালন করিলে পার পাই।
ভাবিয়্যা ভারতীকুলে ভাসিয়্যা লোচন জলে
ভোজনে বসিল দুটী ভাই॥
কর্পূর তখন কয় শুন দাদা মহাশয়
বিপাক হইল কিবা দেখ।
আমার বচন সার এইকালে একবার
অর্জ্জুনসারথি বল্যা ডাক॥
শুনি বাক্য পয়ফেন কান্দিতে কান্দিতে সেন
হাতে নিল গণ্ডূষের জল।
উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধমুখে কাতর হইয়া ডাকে
কোথা ধর্ম্ম ভকতবৎসল॥
পুরাণে শুন্যাচি যশ ব্যাধের হইলে বশ
তদুচ্ছিষ্ট হাত পাতে নিলে।
বিমাতাবচনে রোষে ধ্রুব গেল বনবাসে
তাকে তুমি সদয় হইলে॥
সুদামার সখা হইলে বিদুরে বিমুক্তি দিলে
পাণ্ডবের হইলে সারথি।
কুরুকুলে কৈলে নাশ পূরিব মনের আশ
আর দিলে হস্তিনা বসতি॥
খাই বেউশ্যার ভাত জাতি যায় জগন্নাথ
স্মরি তোমা সঙ্কটে পড়িয়া।

করয়্যাচি কঠিন কক্ষা আপুনি করিবে রক্ষা
আস্য তূর্ণ বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া ॥
ভক্তের অধীন ধর্ম ভক্তিবীজে ভুক্ত ব্রহ্মা
ভক্তভাবে টলিল আসন।
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় দয়া করি বাঁকুড়ারায়
সদা আশ ও রাঙ্গা চরণ ॥১৩১॥

জানিলেন জগন্ময় যোগেতে বসিয়্যা।
বায়ুসুতে বিবরণ বলেন ডাকিয়্যা ॥
শত লক্ষ যোজন সাগর হলে পার।
রাবণে বধিয়ে কৈলে সীতার উদ্ধার ॥
বিস্তর মহিমাগুণ ভারথ ভিতরে।
বিভীষণে কৈলে রাজা কনকলঙ্কা পুরে ॥
আমার বিপত্ত্য শুন ব্যাকুল হৃদয়।
কলিযুগে হল্য নাই পশ্চিম উদয় ॥
বার দিন বারমতি পূজার প্রকাশ।
পাঠাইলাম ল্যায়্যাই আদিত্যে করয়্যা আশ ॥
সে পূজা আমার আজি গোলাহাটে যায়।
নটিনীর হাতে অন্ন লাউসেন খায় ॥
তুমি যায় তৎকাল আমার কর ত্রাণ।
বিপত্ত্য নিস্তার কর বাছা হনুমান্ ॥
অন্ন খাতে লাউসেনে বারণ করিবে।
সমাধিয়ে সত্বর স্থর্যের বাড়ি যাবে ॥
বার দণ্ড রাত্রি হল্যে বারমতি পূজা।
উদয় হবেক এস্যা উড়ুগ্রহরাজা ॥
কহিবে যতন করয়্যা না করিবে হেল্যা।
দশ দণ্ড রাত্রি হব তুই দণ্ড বেলা ॥
ধর্মের আদেশ পায়্যা ধায় মহাবীর।
রাম নাম মোক্ষধাম তায় মন স্থির ॥

স্বমূর্তি তেজিয়্যা হৈল মক্ষিকার বেশে।
গোলাহাটে উপনীত বেউশ্যার বাসে ॥
সেনে কয় শুভ বার্তা সহাস্য বদন।
অনিলআত্মজ আমি বীর হনুমান্ ॥
যোগে জেনে জগন্ময় যন্ত্রণা তোমার।
পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার ॥
দণ্ড দুই বিলম্বন কর দুটী ভাই।
সমাধিয়্যা সত্বরে সূর্যের বাড়ি যাই ॥
কলিযুগে হতে চায় পশ্চিম উদয়।
বার দিনে বারমতি পূজার পরিচয় ॥
না খাইবে সর্বথা নটিনী হাতে ভাত।
এই কথা কয়েছেন অখিলের নাথ ॥
উদয় করাব সূর্যে এই রাত্রিকালে।
প্রতিজ্ঞাপূরণ কর‍্যা ভেটিতে ভূপালে ॥
রাম রাম সীতারাম সদাই বদনে।
উপনীত সত্বরে সূর্যের সন্নিধানে ॥
করপুটে কহেন করিয়া কতি ভক্তি।
এস্যাচি তোমার কাছে আছে এক যুক্তি ॥
পবনের পুত্র আমি নাম হনুমান্।
পাঠালেন ভকতবৎসল ভগবান্ ॥
বার দিন পূজার প্রকাশ কলিযুগে।
এই নিবেদন আমি করি তুয়া আগে ॥
অনুমানে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয়।
উদয় অচল চল হইবে উদয় ॥
তুমি যদি হেলা কর তবে বড় দায়।
যে দেখি ধর্মের পূজা জলে ভেস্যা যায় ॥
অর্ক কন অনিলআত্মজ শুন কথা।
রাত্রিকালে না হইব উদয় সর্বথা ॥
অনধিকারের চর্চা অধিকার ছাড়ে।
না করে এমন কেহ জগত্রয় জুড়ে ॥

বিভাবস্থবচনে বীরের ক্রোধ বাড়ে।
জানাতাম অন্তে হলে গোটা চারি চড়ে॥
পাসরেছ পূর্বকথা পড়ে নাই মনে।
লক্ষ্মণ পড়িলা যবে শক্তিশেল বাণে॥
প্রভাত হইলে তবে নাহি পাবে প্রাণ।
কাতর হইয়া তবে কান্দেন শ্রীরাম॥
আমি যাই গন্ধমাদন আনিতে ঔষধ।
বর্ত্ম নিয়ে তোমার সহিত বদাবদ॥
কিশর ইসারা যাত্রা করে কাকতলি।
হরি হরি কর‍্যাছিলে বিস্তর ব্যাকুলি॥
ভাল চায় এমন আমার বাক্য ধর।
সেইরূপ করিব নচেৎ শুভ কর॥
সূর্য কয় যা হগু সে যাব নাঞি আমি।
বিশ্বের কারণে বার্তা জানাইয় তুমি॥
হনুমান্ বলে তবে নাম ধরি বৃথা।
বুঝিব কেমন তুমি বিশ্বের দেবতা॥
লেজে কর‍্যা এক্ষণি বান্ধিব হাতে গলে।
বুড়াইব দণ্ডটাক সমুদ্রের জলে॥
জয় জয় সীতারাম জয় বিশ্বকর্তা।
রথে ফেলে সূর্যকে মাথায় কর‍্যা যাত্রা॥
অনিল ঔরসে জন্ম অঁতিশয় বল।
গোটা চারি লাফে গেল উদয় অচল॥
উদয় হলেন সূর্য অরুণের আভা।
দশদণ্ড রাত্রি হইল দুই দণ্ড দিবা॥
ভূমে ফেলে লাউসেন গণ্ডূষের জল।
কৌতুকে কর্পূর নাচে হাসে খলখল॥
সুখ নাই সুরিক্ষার শুখাইল হিয়া।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়া॥১৩২॥

কর্পূর তখন কয় ভয় দূরে গেল।
ধর্মের কৃপায় দাদা জাতিরক্ষা হৈল॥
বিলম্বনে কাজ নাই চল চল যাব।
রাতারাতি গৌড় দাখিল আজি হব॥
সুরিক্ষা তখন কয় শুন রায় তবে।
সমস্যার সহজ সিদ্ধান্ত কর্যা যাবে॥
বেউশ্যা মাগীর কথা বিপরীত শুনি।
কাতর হইল সেন কাকুবাদ বাণী॥
হেনকালে হনুমান্ হইলা উপনীত।
সঙ্কট সমস্যা শুনে সচঞ্চল চিত্ত॥
বিরলে বিশেষ কয়া গমন সত্বর।
উপনীত বৈকুণ্ঠে ধর্মের বরাবর॥
কৃতাঞ্জলি ক্রমিক কহেন সব কথা।
দেখ্যা এলাম লাউসেনের বড়ই বিতথা॥
সর্বশাস্ত্র জানে সেই সুরিক্ষা বেউশ্যা।
বিকল কর্যাচে কয়্যা বিষম সমস্যা॥
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতারা হয়।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয়॥
উপদেশ আপুনি ইহার কর আগে।
তবে সে তোমার পূজা হয় কলিযুগে॥
অনাদি কহেন বাপু আমি নাহি জানি।
ব্রহ্মার নিকটে যায় জানিবেন তিনি॥
কোলে কর্যা হনুমানে করেন আশ্বাস।
তুমি মন দিলে হয় পূজার প্রকাশ॥
দুটি হাতে দেবেশের দুটি পায়ে ধর্যা।
বৈনসে বিদায় বীর দণ্ডবৎ কর্যা॥
চলিলেন চঞ্চল চরণে চটপট।
ব্রহ্মলোকে গেলা তবে ব্রহ্মার নিকট॥
পুট কর্যা প্রণিপাত পরমেষ্ঠী পায়।
পাঠালেন পরাৎপরা প্রভু হে আমায়॥

এই কথা আপুনি করিলে অবগতি।
পূর্ণ হয় পশ্চিম উদয় বারমতি॥
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় আস্তে।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বৈসে॥
ব্রহ্মা কন বিপর্যয় বেউশ্যার বাণী।
বাপের বয়েসে বাপু আমি নাই জানি॥
বল দেখি বিষ্ণুকে বিশেষ কিছু নাই।
আমূল ইহার তত্ত্ব পাবে তার ঠাঞি॥
ব্রহ্মার বচন শুনে ব্যস্ত হনুমান্।
বিষ্ণুর নিকটে গেলা বিকল পরাণ॥
কৃতাঞ্জলি করিলেন কতেক প্রণতি।
পাঠালেন আমাকে যুগের যুগপতি॥
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় যায়।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয়॥
আপুনি ইহার তত্ত্ব কহিবে তুরিতে।
তবে সে ধর্মের পূজা হয় ধরণীতে॥
জনার্দন কন ইহা আমি নাঞি জানি।
বল গিয়া বিশ্বনাথে বলিবেন তিনি॥
হনুর হুতাশ হৈল হরির বচনে।
হেটমুখে তখন ভাবেন মনে মনে॥
বুলে বুলে বাঁচি নাই বল বুদ্ধি গেল।
কলিযুগে পশ্চিম উদয় নাই হল্য॥
শিবের সাক্ষাতে গেল সজল নয়ন।
পরিচয় দিলেন আমি পবননন্দন॥
দয়া কর দয়াময়ী দণ্ডবৎ হই।
ত্রিদশে দয়াল কেহ নাঞি তোমা বই॥
পরাৎপর পাঠালেন প্রভু মন দিলে।
পূজার প্রকাশ হয় পৃথিবীমণ্ডলে॥
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় রাখে।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা থাকে॥

শিব কয় সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি নাঞি বাছা।
জানি নাই জন্মে ইহা জিজ্ঞাসিলে মিছা॥
অঙ্গনার অলঙ্গে উলঙ্গ হয় গা।
জিজ্ঞাসিব জানে বা কী গণেশের মা॥
এত কয়্যা হনুমানে আশ্বাস করিলা।
আনন্দে অভয়া কাছে উপনীত হৈলা॥
পড়িলেন পার্বতী প্রভুর পদতলে।
ব্যস্ত হয়্যা বিশ্বনাথ বসালেন কোলে॥
না জানি অভয়া আমি তোমার মহিমা।
চারি বেদে ধাতা সে দিতে নারে সীমা॥
তোমার সতীত্বধর্মে আমি মহেশ্বর।
হলাহল পান কর্য্যা হয়্যাচি অমর॥
সৃজন করিলে তুমি এ চোদ্দ ভুবন।
অন্য রূপে আমি করি তোমার ভজন॥
পার্বতী পেলেন প্রীত প্রভুর বচনে।
পূর্ণ হল্য পূর্বলীলা প্রেম আলিঙ্গনে॥
শিব কন শঙ্করী সন্তোষ হয় তবে।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা কবে॥
হাসিলেন হৈমবতী শুনে হরবাক্যে।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে॥
তুষ্টা হৈলা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
বায়ুসুতে বলিলেন বচন বিরলে॥
হর্ষ হয়্যা হনুমান্ হরে প্রণমিয়া।
বৈকুণ্ঠে ধর্মের কাছে উপনীত হৈল্যা॥ অত্র ভনিতা॥১৩৩॥

পুটাঞ্জলি কহেন ধর্মের বরাবর।
হইবেক পশ্চিম উদয় অতঃপর॥
না পারিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু আপুনি মহেশ।
কহিলেন অভয়া ইহার উপদেশ॥
ধর্ম কন তবে বাপু তূর্ণ যায় তথা।
কয়্যা এস লাউসেনে সমস্যার কথা॥

শ্বেতমক্ষিকার বেশে সত্বর গমন।
সেনের সাক্ষাতে এস্যা দিলেন দরশন॥
কানে কানে কয়্যা দেন ক্রোধবান্ হয়।
বামচক্ষে বয় ধাতু বেউশ্যাকে কয়॥
সেনের ভরসা হৈল শুনে বিবরণ।
তর্জন করিয়া কন তবে মাগী শুন॥
ভগবতী হয়্যাছেন বাম তোর পক্ষে।
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে॥
সমস্যার কথা শুনে সুরিক্ষা বিকল।
কাকুবাদ কর‍্যা ধরে চরণযুগল॥
কর্পূরে কহেন সেন ক্রোধে হুতাশন।
নটীর নাক কান কাটিবে লোটন॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ যেমত।
শূর্পণখার নাক কান কাটিতে উদ্যত॥
সেইমত ভেয়ের ভাষণে মহাবীর।
নাক কান লোটন কাটিল নটিনীর॥
হনুমান্ গেলেন ধর্মের বরাবর।
ছাড়ান হইল ছয় ছকুড়ি নাগর॥
প্রতিবাক্য বলিতে সেনের আজ্ঞা পায়।
নানা দ্রব্য নটিনীর লুটী কর‍্যা খায়॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার।
লাউসেন করিল সম্মান সবাকার॥
পড়েছিল প্রবন্ধনে পরিত্রাণ পাল্য।
সেনে কয়্যা আশিস সদনে সভে গেল॥
গমন গৌড়মুখে গোলাহাট যায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়া সদয়॥
ইহার উত্তর গীত রাজ সম্ভাষণ।
পূর্ণ কর‍্যা হরিধ্বনি কর বন্ধুজন॥১৩৪॥

সমাপ্তা সেয়ং সুরিক্ষা॥

রাজ সম্ভাষণ পালা

এক মনে যেবা শুনে ধর্ম্মের ইতিহাস।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিনাশ ॥
দুর্গতি দুষ্কর হয় দুমন করিলে।
অকস্মাৎ ধনের ভরা বুড়্যা যায় জলে ॥
গোলাহাট পাছু কর্য়া গমন সত্বর।
পার হল্য পদ্মাবতী পঞ্চম সহর ॥
কর্পূর তখন কয় করদ্বয় জুড়ি।
দক্ষিণাংশে দেখ দাদা মামাদের বাড়ি ॥
চল না মামীর সঙ্গে দেখা কর্য়া যাব।
যতন করেন যদি দিন দুই থাকিব ॥
চিনি মণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার।
খায়াবেন অনেক করিয়া অবিসার ॥
সেন কয় সাদ আছে সত্য নয় যুক্তি।
আগে দেখি মামার কেমন ভাব ভক্তি।
রমতি রহিল পাছু রাজগাঁ রঞ্জিত।
দেখাদেখি গৌড় নগরে উপনীত ॥
সুরপুর দেখি যেন শহরের শোভা।
বিরাট মথুরা কাঞ্চী যুগন্ধার কিবা ॥
বাইশ বাজার গঞ্জ বিশাশয় পাড়া।
বিবিধ বাজনা বাজে তুরি ভেরী কাড়া
প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র রামকথা।
কৃষ্ণ সেবা কীর্তনে কৃষ্ণের গুণগাথা ॥
জয় জয় যদুমণি যমুনার কূলে।
দেখ্যা দুটী ভাই বেড়ান বাজারে ॥
বিশ্রাম বিটপিছায়া বকুলের তলে।
লাউদত্ত কর্মকার এল হেন কালে ॥
রূপ দেখা রসে বলে রামকৃষ্ণ বস্যা।
পুলক্যা পূর্ণিত কায় প্রণমিল এস্যা ॥

সম্ভাষ করিল সেন সবিনয় বাণী।
কল্পনা করিবে নাই কি জাতি আপুনি ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে লাউদত্ত কয়।
আগে আমি তোমাদের পাব পরিচয় ॥
সেন কন নিবাস ময়না অনুপাম।
কনিষ্ঠ কর্পূর সঙ্গে লাউসেন নাম ॥
এস্যাচি গৌড় মোরা নৃপসম্ভাষণে।
জাহির করিব গুণ যত আছে মনে ॥
কর্মকার কয় তবে কুতূহলচিত্ত।
তুমি রাজা লাউসেন আমি লাউদত্ত ॥
তোমায় আমায় তবে হইল মৈত্রতা।
শ্রীরামের সহ মৈত্র সুগ্রীবের কথা ॥
চরিতার্থ কর আজি চল মোর ঘর।
ভূপালে ভেটিবে কালি দরবার ভিতর ॥
কর্পূর তখন কয় নিবেদন কাছে।
চোরা ডাকাতের ভয় সর্ব ঠাঞি আছে ॥
রাত্রি হল বিষম বিপাক বুঝি মনে।
অবস্থিতি আজি কর মিতার ভবনে ॥
না পাব উদ্বেগ কিছু আনন্দে থাকিব।
দিবামুখে কালি ভূপে দরবারে ভেটিব ॥
কর্পূরের কথায় লাউসেন পাল্য প্রীত।
দত্ত সহ দত্তের ভবনে উপনীত ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১৩৫॥

লাউদত্ত সমাদরে লাউসেন কর্পূরে।
বিচিত্র আসন দিল বসিবার তরে ॥
শূন্য ঝারি পূর্য়া আনে সুবাসিত জল।
আপুনি করায় ধৌত চরণ কমল ॥

উর্দ্ধবাহু হয়্যা নাচে আনন্দে বিভোল।
মৈত্র ভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল॥
তুমি মিতা রূপে গুণে রামের সমান।
দরশনে দুঃখ গেল জুড়াইল প্রাণ॥
কৃষ্ণকথা করে মিতা করিব শ্রবণ।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম যায় অকারণ॥
লাউসেন কয় মিতা কর অবধান।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা সুধার সমান॥
যশোদা যমুনা গেল জল আনিবারে।
কনক কলসী লয়্যা কৃষ্ণে রেখ্যা ঘরে॥
একা বস্যা ভবনে ভাবেন ভগবান্।
মায়ের নিতান্ত হল মনুষ্যের জ্ঞান॥
করিব কপট ছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
উদরে দেখাব আজি এ চোদ্দ ভুবন॥
ভগবান্ বল্যা তবে করিবেন ভক্তি।
নবনী দিবেন খেত্যা এই মনে যুক্তি॥
বারি লয়ে বাসে এস্যা বলে নন্দরানী।
চুরি করে নুনী খেলি হেরি নীলমণি॥
কৃষ্ণ কন কোথা নুনী কে খেয়েচে মা।
মিথ্যা দোষ দিলে শুনে শুখাইল গা॥
দেখ না আসিয়া চিহ্ন আছে বা কি মুখে।
জল রেখ্যা যশোদা ভবনে যেয়্যা দেখ্যে॥
চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিলা চমৎকার।
সর্ব্বঠাঞি কৃষ্ণের কীর্ত্তন অবিসার॥
যশোদার বিযোগ হইল বড় মনে।
অখিলের ঈশ্বর আত্মজ বল্যা জানে॥
ব্রজপুরে সভাকার পূর্ণ হৈল সাদ।
লাউদত্ত লাউসেনে দিল সাধুবাদ॥
দক্ষিণে কর্পূর বস্যা বামে ফলা খান।
ঝলমল করে যেন সূর্য্যের সমান॥

কৃষ্ণ বলরাম রূপ কিবা তার কাছে।
নব বলাহকে যেন বিজুরি খেলিছে॥
রাজাকে হাজির দিয়্যা মাহুত্তা পাতর।
পালকি উপরে চেপ্যা যায় নিজঘর॥
মাথায় মোহন পাগ মানিক কপালে।
শর্বরী সংযোগ পেয়ে সূর্যসম জ্বলে॥
গিদ্দায় গৌরব কর‍্যা হেল্যাচে গা।
হুজুরে হতেচে শ্বেতচামরের বা॥
সঙ্গে ঢালি পদাতিক শক্র সম ঠাটে।
আগু পাছু মশাল মিশাল হয়্যা ছুটে॥
মাদল মৃদঙ্গ বীণা বীরকালি বাজে।
পর্যায় পড়িল গোল বাজারের মাঝে॥
এইরূপে রাজপাত্র সরোবরে যায়।
দূরে হতে ফলা খান দেখিবারে পায়॥
অবাক হইল দেখ্যা অনুমান করে।
আগুন লেগ্যাচে পারা কামারের ঘরে॥
পথে রেখে পালকিখান পদব্রজে যায়।
চাকরে চপলে জুতা চরণে জোগায়॥
দড়বড় উপনীত কামারের দ্বারে।
ফলার লিখন সব নিরীক্ষণ করে॥
কৈলাস শিখরে ধর্ম ধবল আসনে।
বংশীকরে ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনে॥
লক্ষ্মী সহ নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বিরাজ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যার মাঝ॥
যযাতি রাজার জন্ম বাল্মীকিপুরাণ।
পারিজাতহরণ পঞ্চম উপাখ্যান॥
কংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার।
বসুদেব দৈবকী দুঃখের নাঞি পার॥
দারিদ্র্য পত্যাশে যান রাখিতে গোকুলে।
যাদব দিলেন ঝাপ যমুনার জলে॥

কান্দেন বিকল হয়্যা বসুদেব ব্রাহ্মণ।
তা দেখ্যা পাত্রের হল্য অঝোর নয়ান ॥
গুণসিন্ধু গৌরতনু গৌড়ের ঈশ্বর।
পাটরানী ভানুমতী পালঙ্ক উপর ॥
বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেন আর রঞ্জাবতী।
লাউসেন কর্পূর দোঁহে কনক মূরতি ॥
কানু আদি তের ডোম সামন্ত ঝকড়।
মহামদ পাত্র তার পায়ে করে গড় ॥
গলায় গুড়ের মালা চুনকালি গালে।
শিয়রে ধুমসি মাগী ধর্য্যা আছে চুলে ॥
মদনের মা এস্যা মাথায় লাথি মারে।
বেট্টা তুলে বাপ মা বদনে লঘ্‌ঘী করে ॥
অপমান দেখ্যা পাত্র জ্বলন্ত আগুন।
রঞ্জার বেটাকে আজি বিধি নিদারুণ ॥
অহেতু আমাকে বেটা অপমান করে।
পিপীলা পালক মরিবার তরে ॥
আমি মহামদ পাত্র সকলি সাক্ষাৎ।
আঁটকুড়ি রঞ্জাকে করিব অচিরাৎ ॥
কৃষ্ণের মাতুল যেন ছিল কংস ভূপ।
আমি মামা সেনের হয়্যাছি সেইরূপ ॥
গৌরব করিয়া আল্য গৌড় নগর।
একদণ্ডে এখুনি পাঠাব যমঘর ॥
বিবিধ প্রকার যুক্তি করিল বিচার।
নয় হয়্যা ফিরে আল্য রাজার দরবার ॥ অত্র ভনিতা ॥১৩৬॥

নৃপতি জিজ্ঞাসে পাত্র ফিরে আল্য কেনে
পাত্র কয় মহারাজ মন দিয়ে শুনে ॥
গত রাত্রে স্বপ্ন এক দেখ্যাচি দুষ্কর।
না কহিয়া ভ্রমে উঠে যেতেছিলাম ঘর ॥

পঞ্চম বাজারে পথে পড়ে গেল মনে।
ফিরে এলাম কহিব করিয়া তে কারণে॥
বৈদেশী দুর্জ্জন আল্য কাট কাট কর‍্যা।
গলায় দিলেক ছুরি তুমি গেলে মর‍্যা॥
রাজা হয়্যা রাজ্যে তারা রাজপাটে বসিল।
আমার এমন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥
স্বপ্নকথা সত্য হয় সত্ত্ব শুভ থাকে।
বাজারে বারণ কর বৈদেশী না রাখে॥
জামাতা যদ্যপি আস্যে যাকু আজি ঘর।
মেস্যা পিস্যা মাতুল কুটুম্ব অন্যতর॥
অন্নার্থী অতিথি যদি এস্যা কর‍্যা আশা।
দোহাই রাজার তাকে না দিবেক বাসা॥
চাকর তোমার আমি এই চেষ্টা পাই।
কালি হতে অন্ন জল কিছুই না খাই॥
ভণ্ডের কথায় রাজা ভয়ে কম্পবান্।
অবে পাত্র আপুনি হইবে সাবধান॥
হাজির হুকুম হল্য হুজুরে হর‍্যাকে।
বাজারে বারণ কর বৈদেশী না রাখে॥
কোটাল সংহতি কর‍্যা কাঠি দিয়ে ঢোলে
হুকুম পাইয়া হর‍্যা হরি বলে চলে॥
নিজ চরে লঘু পাত্র নিযোজে তখন।
দেখ্যা আয় কোথা যায় বৈদেশী স্বজন॥
পাইক পেয়াদা সব পাছু পাছু ধায়।
পাড়া গ্রাম পঞ্চম শহর পার হয়্যা যায়॥
তৈরপ করিল ঢোলে তিন কাঠি ঢাকে।
হুকুম রাজার হল হীরা হাড়ি হাঁকে॥
বলে যাই বাপ সব সাবধান হবে।
বৈদেশী কুটুম্বে আজি বাসা নাঞি দিবে॥
অন্নার্থী অতিথি পেয়্যা যদি রাখে ঘরে।
ঘর দ্বার গুণাগার হবেক সরকারে॥

হেলা কর‍্যা রাজার হুকুম যদি কাটে।
মাগু ছেল্যা বিকাবেক চৈতন্যের হাটে॥
সেন কয় মিতা হে যাত্রার ফল বাঁকা।
না হল্য তোমার ঘরে আমাদের থাকা॥
রাজার এমন কেন অধর্ম আচরণ।
বৈদেশীকে বাসা দিতে কর‍্যাচে বারণ॥
আমাদের নিমিত্তে আপুনি দুখ পাবে।
ধন কড়ি মান মাত্রা কেন মজাইবে॥
এই যুক্তি অনুমান এথা হত্যে যাই।
তরুলতা আশ্রয় করি গে দুটী ভাই॥
লাউদত্ত কয় মিতা কর অবধান।
তোমার লেগ্যা সগোষ্ঠী সহিত দিব প্রাণ॥
ধন যাক প্রাণ যাক ধর্ম রক্ষা হগু।
রাজ্যে ঘর রাজা বরং ঘর দ্বার লগু॥
না ছাড়িব মিতা আমি নিতান্ত তোমাকে।
কষ্ট পেয়্যা কোথা যাবে রাত্রিকাল একে॥
পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পরিবার ঘর।
অতিথি বৈমুখ গেলে অধর্ম বিস্তর॥
পুরাণে শুনেচি ইহা অন্যতম হয়।
ক্ষুধাতুরের কথা উপাধি সঞ্চয়॥
অতিথি সেবার হেতু অপরাহ্ন কালে।
স্ত্রীপুরুষে পরান ত্যজিলা দাবানলে॥
চক্রপাণি চরিতার্থে চতুর্ভুজ হয়্যা।
বৈকুণ্ঠে গেলেন তারা বিমানে চাপিয়্যা॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করে।
বহুদিন রহিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে॥
ব্রাহ্মণ অতিথি ভাবে ভক্তি নিরন্তর।
সুখের নাহিক সীমা পেল সম্বৎসর॥
রাক্ষস দোসর রাজা করগ্রাহী নয়।
অব্দ একে একটী মনুষ্য দিতে হয়॥

কোটাল কহিয়া গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কান্দে কাতর অন্তরে॥
পুত্র দিলে পুত্র নাই প্রেতলোকে যাই।
কন্যা দিলে কুলের কলঙ্ক বড় পাই॥
জিজ্ঞাসা করেন কুন্তী যতনে কথায়।
অকস্মাৎ কান্দ কেন কহিবে আমায়॥
বিবরিয়া বিবরণ ব্রাহ্মণ বলিল।
তা শুন্যা কুন্তীর বড় আনন্দ হইল॥
ক্রন্দন সম্বর কর নিবেদন কাছে।
পাঁচ বেটা আমার তোমার ঘরে আছে॥
নির্দয় হইয়া আমি দিব একজনে।
ব্রাহ্মণ বলেন আমি বলিব কেমনে॥
কুন্তী কন আমাদের কৃষ্ণ হন মূল।
ভীমকে পাঠান তবে আনন্দে আকুল॥
ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ পুত্র কন্যা বাঁচে।
অতিথি রাখি কষ্ট কে কোথা পেয়েচে॥
আমি তোমায় রাখিব কর‍্যাচি এই আশ।
কৃষ্ণ পাব অন্তে হব বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
লাউসেন কয় মিতা শুন সবিশেষ।
দিনেক থাকিব যবে যাব নিজদেশ॥
আজিকার মত মিতা ক্ষেমা কর মোরে।
বকুলবৃক্ষের তলা বিশ্রাম বাজারে॥
কাতর হইয়া তবে লাউদত্ত কান্দে।
শিরে করাঘাত হানে বুক নাঞি বান্ধে॥
লাউসেন উঠিলা কর্পূর আগুসার।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার॥১৩৭॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি দুটী ভেয়ে যান।
অন্ধকার দিশাহারা পথ নাঞি পান॥

কাতর হইয়্যা কান্দে কর্পূর পাতর।
বিদেশে পরান গেল বনের ভিতর ॥
লাউসেন কয় দাদা বন নয় আস্ত।
বকুলবৃক্ষের তলা এইখানে বস্ত ॥
উত্তর গঙ্গার তীর তুকূল শহর।
দেউল দেহারা দেখ মনুষ্যের ঘর ॥
বিপত্ত্যে বড়ই হল্য বিষণ্ণ হৃদয়।
কে আছে উদ্ধার করে এমন সময় ॥
সেই সদানন্দময় সে জীবের গতি।
তাঁর সেই সুচারু চরণে রাখ মতি ॥
জয় ধর্ম জগন্নাথ জগতমোহন।
শয়ন বৃক্ষের তলে বিছায়ে বসন ॥
হিমাদ্রিপবন বয় গঙ্গার হিল্লোল।
লাউসেন কর্পূর হল নিদ্রায় বিভোল ॥
পূর্ণ ভয় পরিশ্রম পথে ধায়াধাই।
দৈবের ঘটনে নিদ্রা গেল তুটী ভাই ॥
চরমুখে মহাপাত্র পাল্য সমাচার।
মোহন মাহুত বল্যা পড়িল হাঁকার ॥
হুজুরে রাজার হল হাজির আরতি।
হৈরৎ করিয়া আন হরি রাজহাতী ॥
বক্সিস বিস্তর পাবি বহুমূল্য হার।
ইনাম লেখিয়া দিব অনন্ত বাজার ॥
না কর বিলম্ব শুন আমার বচন।
বাজারে বকুলতলে বৈদেশী তুজন ॥
হুকুম দিয়াছে রাজা ঠেকাইয়া হাতী।
দোহাকার পরান বধিবি লঘুগতি ॥
মাথা কেট্যা এন্যা দিবি রাজার গোচর
নচেৎ করিব গর্ত নিব গারিঘর ॥
মোহন মাহুত কয় মহৎ আসান।
তস্কির হুকুম হগু তিন বিড়া পান ॥

পান দিল পাত্র তাকে পরম আনন্দ।
পরাইল অঙ্গদ বলয় বাজুবন্দ॥
হেঁটমুখে হরিকথা হাসে মনে মনে।
ভাল ছেড়্যা মন্দ নাঞি ভাগিনার সনে
যে দেখি যমের বাড়ি যাবেক দু বেটা।
ঘনশ্যাম ঘোষে হত্যে ঘুচে গেল কাঁটা॥
আহা মরি কর্ণসেন আঁটকুড়া হল্য।
অভাগিনী রঞ্জার কপালে এই ছিল॥
মাহুত বিদাই হল মহানন্দ মনে।
লঘু চলে বধিতে কর্পূর লাউসেনে॥
হাতীকে হৈরত কর্য়া হেলায়্যা জিঞ্জির
অনেক যতনে তবে করিল বাহির॥
কপালে সিন্দূর দিল কনকের পাটা।
মুক্তাফল মাথায় গলায় জয়ঘাঁটা॥
পাটহাতী রাজার প্রমত্ত অতিশয়।
হরিকে বধিতে চায় স্থির নাঞি হয়॥
চারখানি চরণ সুদীর্ঘ শালতরু।
আকার প্রকার উচ্চ যেমন সুমেরু॥
মদন মাহুত তার পিঠে চড়্যা বৈস্যে।
অঙ্কুর করিল চূর ভেজায়্যা অঙ্কুশে॥
হরি রাজহাতী তবে হুকুম জোগায়।
অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায়॥
লাউসেন কর্পূর নিদ্রায় অচেতন।
কিবা সূর্যরূপ দেখ্যা মোহিত মদন॥
শুনেচি গোকুলে রামকৃষ্ণ অবতার।
ঐরি ভাবে কংসকে কর্যাচেন উদ্ধার॥
পুতনাবধ কর্যাচেন শকটভঞ্জন।
ধারণ করিলা করে গিরি গোবর্ধন॥
সেই কৃষ্ণ বলরাম নটবর বেশে।
অভিপ্রায় বুঝি কি এলেন গৌড়দেশে॥

সার্থক জনম আজি সফল জীবন।
দুনয়নে দেখিলাম রাম নারায়ণ॥
মদন মাহুত কাঁদে মনস্তাপ কর‍্যা।
বৈদেশীর বালাই লইয়া যাই মর‍্যা॥
কেমনে করিব বধ নয় উপজাত।
হইব নরকগামী সবংশে নিপাত॥
পুরাণে শুন্যাচি কথা পণ্ডিতের ঠাঞি।
আজ্ঞাবহ দূতের অপরাধে দণ্ড নাঞি॥
চন্দ্রকে তখন সাক্ষী করে তিন বার।
জীব হত্যাকৃত পাপ নাহিক আমার॥
হৈরত করিয়্যা তবে ঠেকায় হাতীকে।
ইসারা ত করিল চরণ দিতে বুকে॥
পাটহাতী প্রজ্ঞাবান্ জানিল অন্তরে।
লঙ্ঘ্যা গেল লাউসেন কর্পূর পাতরে॥
মাহুত ফিরাতে চায় অঙ্কুশ জাঁকানে।
উৎকট হইল হাতী বাগ নাঞি মানে॥
মাহুতের গলায় মাথায় শুঁড় দিয়্যা।
ঐমনি আছাড়ে অস্থি যায় চূর্ণ হয়্যা॥
মাহুত করিয়া বধ হরি রাজহাতী।
নিজস্থানে উপনীত হৈলা লঘুগতি॥
চরমুখে মাহুত্যা পেলেক সমাচার।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার॥১৩৮॥

হেঁটমুখে ততক্ষণ বিচার কর‍্যা মনে।
বাসুলী পূজিয়া বলি দিব লাউসেনে॥
তবে সে আমার নাম মাহুত্যা নাবড়।
যার সঙ্গে লাগি তার মারি জড়গড়॥
বন্ধ্যাকে বিরলে ডেকে বলে বিবরণ।
হুজুরে বক্সিস পাবি ময়না ভুবন॥

হাতে দিব টোডর গলায় দিব হার।
মাহিনা বাড়াব তোর হুজুরে রাজার॥
বৈদেশী স্বজন আল্য বলে অনুপাম।
বাজারে বকুলতলে কর‍্যাচে মোকাম॥
শুনেচি দক্ষিণে ঘর সমুদ্রের কূলে।
দেশে দেশে দু বেটায় চুরি কর‍্যা বুলে॥
সাবধান শহরে হইবি আজ রাত্রে।
হুজুর দাখিল কালি হবেক প্রভাতে॥
আর এক কথা শুন মঙ্গলের গোড়া।
লয়ে যা রাজার রাজ চড়নের ঘোড়া॥
তৎকাল তাদের কাছে বেঁধে রেখে আয়।
কোটালে কহিব যেন চৌকি জোগায়॥
বন্ধা বলে মহাপাত্র বড়ই সুসার।
আপুনি আমার ভাগ্যে চায় একবার॥
পাত্র কয় বন্ধা তুঞি প্রাণে হতে বাড়া।
এই ধর আমার গায়ের জামাজোড়া॥
তুষ্ট হয়্যা তবে বন্ধা তৎকাল চলিল।
ঘোড়া লয়্যা সেনের শিয়রে বেঁধে আল্য॥
আনন্দে মাহুন্ধা নাচে মুচড়য়ে দাড়ি।
আমার ভগিনী রঞ্জা হল্য আঁটকুড়ি॥
কিঙ্কর কোটাল বস্যা করে বাড়বাড়া।
চুরি গেল ভূপতির চড়নের ঘোড়া॥
তবে বেটা তোকে আজি ত্রিশূলে চাপাব।
ঘোড়ার বদলে তোর ঘর দ্বার লব॥
এক্ষণ আপন কার্য অবিসার হবি।
চারিঘাট বন্দ কর‍্যা চোর ধর‍্যা দিবি॥
কিঙ্কর কোটাল আল্য ভয়ে কম্পবান্।
বচন বলিতে মুখে হয় তিন খান॥
জানি নাঞি তবে যদি হয়্যাচে তস্কির।
মূর্তিটাক মহাপাত্র মাপ কর শির॥

সহজে কোটাল জাতি কোটি বুদ্ধি মোর।
এখনি তল্লাস কর‍্যা ধর‍্যা দিব চোর॥
কয়্যা এত মহাপাত্রে কোটাল কিঙ্কর।
চোর অন্বেষণে চলে সঙ্গে নিজ চর॥
নিশান ফুকুরে আগে নাগরায় কাঠি।
তোলপাড় কর‍্যা উঠে গৌড়ের মাটি॥
শহর বাজার গ্রাম খুঁজে একে একে।
ডাকাডাকি হাঁকাহাকি হুলি হল লোকে॥
পদচিহ্ন অশ্বের পথের মাঝে পায়।
ধর ধর করিয়া কোটাল তবে ধায়॥
চক্ষু পালটিতে পায় বকুলের তল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল॥১৩৯॥

ঘোড়া দেখ্যা কিঙ্কর কোটাল কোপে জ্বলে।
চোর চোর বল্যা ধরে লাউসেনের চুলে॥
এক বোল বলিতে পঞ্চাশ জন ধায়।
প্রকোপে পটুকা দিয়া বান্ধে হাতে পায়॥
কেউ বা মাথায় ধরে কেউ ধরে মারে।
একজন কিলালে হাজার কিল পড়ে॥
লাথা লোথা নির্ঘাত প্রহার ধাকা ধোঁকা।
উড়ে গেল আটখান হয়্যা মাথার পটুকা॥
চট চাট চাপড় নির্ঘাত মারে গায়।
নত হয়্যা লাউসেন ঘুর‍্যা পড়ে ঠায়॥
বিপদ সময় হল্য নাঞি বন্ধু ভাই।
তা দেখিয়া কর্পূর তরাসে দিল ধাই॥
সম্মুখে ময়রাঘর ভিতর দেউড়ি।
গোপাল গোবিন্দ বল্যা গেলা তার বাড়ি॥
নিবিড় তিমির কোণে লুকালেন ঘরে।
ময়রানী দেখিতে পেয়্যা দূর দূর করে॥

চোর বল্যা শব্দ হল্য বাজারের মাঝে।
বুড়া এল্য বাড়ি লয়্যা মারিবার সাজে॥
কর্পূর কাতর হৈল মুখে নাই রা।
থর থর ওষ্ঠাধর ভয়ে কাঁপে গা॥
তখন দিলেক তাকে বিশেষ পরিচয়।
শরণ লয়্যাচি রাখ বিপদ সময়॥
কি ছার বাণিজ্যে এলাম তরী গেল ভেসে।
ময়রানীর মোহ হল্য কোলে করে এসে॥
বাছাধন বাপধন পরান আমার।
রাখিব তোমাকে আমি দিব ঘর দ্বার॥
পাঁচ বেটা পাঁচ বউ আনন্দ আলয়।
তার মধ্যে তুমি বাছা হলে তবে ছয়॥
মুড়কি মিঠাই মণ্ডা মনোহর চিনি।
কর্পূরে আঁচল পুর‍্যা দিলেক ময়রানী॥
কর্পূর তাহাকে কয় শুন্যাচ পুরাণ।
জীমূতবাহন রাজা ছিল পুণ্যবান্॥
একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে।
প্রাণভয়ে রাজার নিকটে এস্যা পড়ে॥
সয়চান বিকল হয়্যা বলে রাজা হে।
প্রাণ যায় আমার আহারে ছেড়ে দে॥
রাজা কয় বিপদে শরণ লয় যেই।
পুত্র হতে প্রাণের অধিক হয় সেই॥
তবে যদি আপনি ক্ষুধায় কষ্ট পায়।
বরঞ্চ আমার মাংস কেট্যা দিব খায়॥
সচকিত সয়চান শুনিয়া ভূপভাষা।
আজি তোকে অভিশাপ ভঙ্গ কৈলি আশা॥
ময়রানী তখন কয় মনে নাঞি আন।
তুমি বাপু কেবল আমার হল্যে প্রাণ॥
রহিলেন কর্পূর আনন্দে তার ঘরে।
এখানে কোটাল সেনে উত্তেজনা করে॥

পায় বেড়ি হাতে তোক গলায় জিঞ্জির।
প্রভাত সময় করে পাত্রের হাজির ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪০॥

জ্বলন্ত অনল সম জ্বল্যা গেল দেখে।
কোপানলে কিঙ্কর কোটালে কয় ডেকে ॥
ব্যাধিশেষ শত্রুশেষ রাখা বিধি নয়।
কষ্টে শ্রেষ্টে কোন রূপে ঘুচাইলে হয় ॥
কয়্যাদ করিয়্যা আজি রাখ কারাগারে।
কাটিব বেটাকে কালি কালীর খর্পরে ॥
নৃপতি নিকটে আল্য লঘু সেই দণ্ডে।
কপট করিয়া কথা কয় হেঁট মুণ্ডে ॥
চিরকাল চাকর তোমার আমি বটি।
হুজুরে হুকুম হলে হয় চোরে কাটি ॥
সজ্ঞান সুন্দর রাজ্য সাত মনে কয়।
দেখিব কেমন চোর চুরি করে হয় ॥
কাশ্যপীকান্তের হৈল কঠিন বচন।
তস্কর আনিতে পাত্র ত্বরিত গমন ॥
রূপ দেখ্যা রাজার হবেক বড় আস্থা।
ভালরূপে ভাগিনার করিব আবস্থা ॥
কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম নাঞি কহিল কোটালে।
তুল্যা লয়্যা ফলাখান ফেলে দিবি জলে ॥
সেনকে সদয় সদা আছে ভগবান্।
সুমেরুসমান হল্য সেই ফলাখান ॥
না পের্যা তুলিতে তারা লজ্জা বড় পায়।
কাটিব করিয়া শেষে কুঠার ভেজায় ॥
অক্ষয় অব্যয় ফলা কাটা নাঞি গেল।
মাহুত্যার মনে বড় মনস্তাপ হল ॥
লাউসেনে নৃপতিকে বেঁধ্যা লয়্যা যায়।
কাদা ধূলা ভূষিত করিয়া দেয় গায় ॥

গলায় গুড়ের মালা দিলেক তখন।
আগু পাছু হইয়া চলিল চারিজন॥
শহরে হইল রোল শুন্যা লোক ধায়।
দেখিয়া চোরের রূপ চিত্তে মোহ যায়॥
বলাবলি করে তারা বিকল অন্তর।
কে বলে কৃষ্ণের মূর্তি কে বলে তস্কর॥
কেহ বলে কুন্তীপুত্র কেহ বলে কাম।
কেহ বলে রোহিণীতনয় বলরাম॥
সভা কর্যা নৃপতি বস্যাচে সিংহাসনে।
হেনকালে দাখিল করিল লাউসেনে॥
ধরিল উজ্জ্বল রূপ ধর্ম্মের কৃপায়।
কাদা ধূলা কস্তুরী চন্দন হল্য গায়॥
গলায় বড়ের মালা হল শূন্যহার।
মদনমোহন মূর্তি মোহিত সংসার॥
আপাদ পর্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ।
চোর নয় বলিয়া বলিল সভাজন॥
মূর্তি দেখ্যা মহীনাথ মোহ পাল্য মনে।
আগ্র কর্যা বসালেন আপন আসনে॥
জিজ্ঞাসা করেন তবে কোন দেশে ধাম।
কার বেটা কার নাতি কহিবে কি নাম॥
লাউসেন কহেন নৃপতি বরাবর।
তব দণ্ড অধিকার ময়নায় ঘর॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি দিয়ে পরিচয়॥
কর্ণসেন নাম কনকসেনের তনয়॥
তেঁহ মোর জনক জননী রঞ্জাবতী।
বেণুরায় মাতামহ বাস্বুড়্যায় স্থিতি॥
নিজ নাম লাউসেন ধর্ম্মের তপসী।
শুন্যাচি মায়ের মুখে ভানুমতী মাসি॥
সভাজন সভাকার সবিস্ময় মন।
মাহুত্থার কীর্তি বল্যা জানিল তখন॥

লাউসেনে কোলে কর‍্যা নাচে গৌড়েশ্বর।
আনন্দসাগরে যেন ডুবিল প্রস্তর॥
কৌতুকে কাম্পপীকান্ত কুশল জিজ্ঞাসে।
সেন কন সকল মঙ্গল তাঁর আশিসে॥
হেঁটমুখে মাহুদ্যা তখন মনে ভাবে।
এত যে করিলাম সব ব্যর্থ হল্য তবে॥
তৎকাল ছাড়িব নাঞি থাকিতে পরান।
রঙ্গার বেটার বুকে পাতিব উনান॥
মন্ত্রণা করিয়ে তবে কহে মহীশ্বরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে॥১৪১॥

ত্রিপদী

শুন শুন রাজা ভাবে গেছে বোঝা
এ বেটা সর্বথা চোরা।
ইহার বচনে প্রীত পাল্য মনে
পাগল হয়্যাছ পারা॥
বুড়ালে দুর্মতি তেঞি হেন গতি
নিজবুদ্ধে রয়্যা গেছ।
না হলে এমতি হইয়া ভূপতি
চোরে কোলে কর‍্যা নাচ॥
আমার বচন শুভ সদাতন
সুধার সমান সরে।
যে বা করে চুরি আর ভ্রষ্টা নারী
কত বুদ্ধি তারা ধরে॥
ভাগিনা আমার শুনি মহাশূর
তার কি এমন কাজ।
ঘোড়া চুরি করে নগরে বাজারে
অখ্যাতি অবনীমাঝ॥
তবে যদি বল কেমনে সকল
সত্য পরিচয় দেই।

ময়না গেছিল তথা শুন্যা এল্য
ইহার বিশেষ এই ॥
যদি সেন বটে আমার নিকটে
তোমার আরতি লগু।
ময়না হইতে আইল কোন পথে
ইহা দেখি আগে কগু ॥
ভণ্ডের ভাষণে ভূপতির মনে
প্রত্যয় হইল তায়।
শ্রীধর্মচরণ করিয়া শরণ
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৪২॥

যত্ন কর্য্যা ভূপতি জিজ্ঞাসে লাউসেনে।
গৌড়ে আল্যে ময়না হইতে কোন গণে ॥
যুবরাজ কহেন যুগলকর জুড়্যা।
বাজারের বকুলতলে ফলাখান পড়্যা ॥
দয়া কর্য্যা তুর্গা মোরে দিয়াচেন অসি।
কহিব পথের তত্ত্ব তথা হৈতে আসি ॥
শুনিঞা সেনের বাক্য রাজা দিল সায়।
পাত্র বলে পাছে বেটা পলাইয়া যায় ॥
না হয় কদাচ সত্য চোরের বচন।
সঙ্গে দেয় জিম্মা কর্য্যা সিফাই তুজন ॥
পাত্রাধীন রাজা করে পাত্র বলে যাই।
দিলেন সেনের সঙ্গে তুজন সিফাই ॥
সিফাই সঙ্গতি লয়্যা গিয়া বায়ুবেগে।
ফলা লয়্যা ফিরে আল্য ভূপতির আগে ॥
কি আশ্চর্য কৃষ্ণের কীর্তন লেখা তায়।
মোহিত হইল দেখ্যা যে ছিল সভায় ॥
ভাবে গদ ভুবীশ্বর ভাসে প্রেমজলে।
মনস্তাপে মহামদ মাথা নাঞি তুলে ॥

সেন কন তখন পথের সমাচার।
প্রথমে উসৎপুর রাঁগা মেট্যা পার॥
জালন্দায় বাঘবধ বিস্তর ফিকিরে।
কর্য্যাচি কুম্ভীরবধ তারাদীঘিনীরে॥
জামতিয়ে জয়সিংহ রাজার হুজুর।
বারুয়ের মেয়্যার করেচি দর্প চূর॥
বাচায়ে দিয়েচি তার দুদিনের মড়া।
অদ্ভুত দেখিয়া কীর্তি সভে বেপহারা॥
গোলাহাটে সুরিক্ষার সমস্যাপূরণ।
নিজ হস্তে নাক কান কেটেচি নোটন॥
রাজার প্রত্যয় হল্য সেনের বচনে।
সভাজন সভে তারা সাধু বলে জানে॥
মাহুত্যা প্রবন্ধ কর্য্যা মর বেটা ছোচা।
সলিলে পাথর ভাসে সেও নাকি সাঁচা॥
বশ্যতায় বানর বৈনসে গীত গায়।
অজ্ঞান যে আস্থা করে এমন কথায়॥
ধর্ম অবতার রাজা ধরণীর পতি।
তার কাছে মিথ্যা কথা যাবি অধোগতি
তবে যদি নিশান ভূপতি আগে দিস।
মামা বল্যা আমার পায়ের ধূলা নিস॥
তবে তুঞি লাউসেন তবে যায় জানা।
দিবেন ইলাম লেখ্যা দক্ষিণ ময়না॥
বচনে সেনের হল্য দশহাত বল।
ফলায় নিশান ছিল দিলেন সকল॥
পষ্ট হৈল মহামদ পাল্য বড় লাজ।
তথাপি মন্ত্রণা করে সভাজন মাঝ॥
বাঘ আছে জালন্দায় কেবা নাহি জানে।
সুরাসুর পরাভব সবে তার সনে॥
জাল্লালশিখর রাজা না পার্য্যা যুঝিতে।
দেহভয়ে দেশত্যাগ হইল সেই হতে॥

তুই যে বধিবি তাকে ধরে নাঞি মনে।
তবে বুঝি মর‍্যা ছিল দৈবের ঘটনে॥
অগাধ উদধি তুল্য তারাদীঘিনীর।
কত কাল আছে তায় কঠিন কুম্ভীর॥
পশুপক্ষ দেবতা কিন্নর যায় নরে।
ভয়ে তার ভুবন ভক্ষণ নাঞি করে॥
তাকে যে করিলি বধ তোকে ধন্য বলি।
মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি সকলি॥
সুরিক্ষার নাম শুনে সভাকার ভয়।
সদা তাকে ভদ্রকালী আছেন সদয়।
তার তুই নোটন কাটিলি নিজ বলে।
আছে কে এমন ক্ষিপ্ত এ কথায় ভুলে॥
তবে কার কামিনীর পীড়ার কারণ।
কিবা জানি কর‍্যাছিল মস্তক মুণ্ডন॥
অসংখ্য চোরের বুদ্ধি অশেষ বিশেষ।
কর‍্যাছিল লোটন কুড়্যাএ তার কেশ॥
এ কথা এখন থাকু ইহা বুঝি আগে।
বধিলি কেমন কর‍্যা বলবান্ বাঘে॥
বাঘ হতে বাড়া বল হস্তী নাই ধরে।
হস্তী সনে যুদ্ধ কর রাজার হুজুরে॥
তবে সত্য তোর কথা তশ্‌কির আমার।
ভাগিন্যা বলিয়া কিছু দিব ত বেভার॥
ভণ্ডের ভাষণে ভূপতি দিল সায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম্মের কৃপায়॥১৪৩॥

মহামদ ডাকাইল মাহুত মদনে।
বিরলে বিশেষ কথা বলে তার কানে॥
সুন্দর করিয়া আমি সেনে দিব সন্থ।
সত্বরে হাতীকে খায়া সাত ঘড়া মন্থ॥

হাতে দিব বলয়া মঞ্জীরা দিব পদে।
এমন করিবি যেন ঐরি প্রাণে বধে॥
হাতী লয়্যা মাহুত হুকুম পেয়্যা চলে।
শহরের সাত্তকড়ি শুঁড়িকে গিয়ে বলে॥
হুকুম দিলেন তোকে পাত্র মহারাজা।
সত্ত্ব কর‍্যা সাত ঘড়া সুরা দিবি তাজা॥
বক্সিস বিস্তর পাবি কালি টাকাকড়ি।
শুভকথা শুনিয়া শুঁড়ির দড়বড়ি॥
যার যে স্ববৃত্তি তার আছে তায় ত্বরা।
সত্ত্ব দিল চুয়াইয়া সাত ঘড়া সুরা॥
পান কর‍্যা পাটহাতী প্রমত্ত হইল।
ঐমনি অজ্ঞান হয়্যা ঢলিয়া পড়িল॥
দলমল করে হাতী দেখি যেন কাল।
বড় বড় বৃক্ষের ভাঙ্গিয়া পাড়ে ডাল॥
শুঁড়ির ভাঙ্গিল ঘর খরতর বায়।
মাহুত কয়েদ কর‍্যা ধর‍্যা লয়ে যায়॥
দরবারে দাখিল কর‍্যা দিলেক কুঞ্জর।
প্রাণভয়ে পলাইল মাহুত্যা পাতর॥
রাজার হইল ভয় রয় এক পাশে।
মুখে হাত লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে॥
মনে ভাবে মহামদ মহত কুশল।
এই ভাগিনাকে নিব রসাতল॥
সঘনে কহিছে ডেকে কোপে কাঁপে অঙ্গ।
হেদে বেটা হস্তী সঙ্গে কর যুদ্ধ জঙ্গ॥
মল্লবেশ ধরিল ময়নার অধিপতি।
মাহুত হৈরত কর‍্যা হেলাইল হাতী॥ অত্র ভনিতা॥১৪৪॥

ত্রিপদী

শ্রীধর্ম্মচরণ করিয়া স্মরণ
সমরে সরণ পাতি।
ফিকিরে লাউসেন ফিরিয়া বার তিন
ফলঙ্গে ফাঁদিল হাতী।
নগবর ঐছনে ধরিল লাউসেনে
অঙ্কুস হইয়্যা আস।
প্রমত্তে প্রমদে পূর্ণ পূর্ণচাঁদে
রাহু যেন করিল গ্রাস॥
নগবর লাউসেনে সমরল দুইজনে
বাজিল ঘোরতর রণ।
পড়িল মহামার ছাড়িল হুহুঙ্কার
কুবলয় কৃষ্ণে যেন॥
কম্পিত কুলাচল কাশ্যপী টলবল
দিগ্‌গজ অস্থির হৈল।
গর্জ্জের গর্জনে মেঘের নিঃস্বনে
অভেদ যুগল কৈল॥
পতঙ্গ সমান লাউসেন তখন
প্রান্তরে উঠিল লাফে।
হরি সম রুষিয়া হাতীকে ধরিয়া
হৈরত করিয়া লোফে॥
নির্ঘাত আছাড়ে নৃপতি নিয়ড়ে
চুরমার করিল অস্থি।
চীৎকার শবদে পাতাল প্রচেতে
পরান ত্যাজিল হস্তী॥
দেখিয়া সভাজন প্রশংসে লাউসেন
রাজার হইল আনন্দ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুন্দর ছন্দ॥১৪৫॥

জামা জোড়া পরিধান বিচিত্র বসন।
লাউসেনে মহীপাল দিলেন তখন ॥
আপনার কণ্ঠহার দিলেন গলায়।
বাজননূপুর ছুটি পরালেন পায় ॥
লাউসেন যগুপি করিল হাতীবধ।
মনস্তাপে মন্ত্রণা জুড়িল মহামদ ॥
খর যেন ক্ষিপ্ত বেটা খল বুদ্ধি ধরে।
হুজুরে রাজার হেদে হাতীটাকে মারে ॥
যুদ্ধ করিবারে আমি দিল্যাম আরতি।
ভাল চায় জিয়াইয়া দেগ পাটহাতী ॥
পাটহাতী বিনে লক্ষ্মী না করেন বাস।
অচিরাৎ রাজার হইবেক সর্বনাশ ॥
রাজা কন লাউসেনে বচন সুরস।
জিয়াইলে হাতীকে জগৎ ভর্যা যশ ॥
সেন কন মহারাজা মাপ হগ মোরে।
মড়াকে বাঁচাতে শক্তি মনুষ্যে কি পারে ॥
এত শুন্যা মাহুদ্যা মন্ত্রণা কর্যা ভাসে।
অভাগ্য আমার বল্যা খল খল হাসে ॥
শুন হে ভূপতি তুমি বুড়্যা হয়্যা পাল (?)।
চোরকে সেনের বুদ্ধি মজাবে সকল ॥
কদাচিৎ সত্য কয় মিথ্যার মরাই।
একটি কথার আমি প্রত্যয় না পাই ॥
এই যে কয়্যাচে বেটা হয় নয় চোরা।
জিয়াইয়াচি জামতি যে ছুদিনের মড়া ॥
এইরূপ সব মিথ্যা যতেক কয়াচে।
বধে নাই বাঘকে বচনে বোঝা গেছে ॥
বুড়া হাতী বলহীন বধিলেক যত।
না বাঁচালে নৌকতা পাবেক তার মত ॥
তখন দেখিল রাজা ধবল পতাকা।
সেনের জুতায় ছুটি ধর্মের পাছুকা ॥

সবিনয় বচন বলেন বার বার।
এ তিন ভুবনে নাঞি অসাধ্য তোমার॥
ধর্ম্মের তপসী তুমি বট ধর্ম্মচিত।
হাতীকে বাঁচালে হয় সভাকার প্রীত॥
নৃপবাক্যে লাউসেন হইলা সাবধান।
স্নান কর্য্যা সেবিলেন স্বরূপনারায়ান॥
দিলেন হাতীর গায় সেই পুষ্পজল।
বৈকুণ্ঠে জানিল ধর্ম্ম ভকতবৎসল॥
সেবকের মনোবাঞ্ছা করিলা পূরণ।
প্রাণ পেয়্যা পাটহাতী উঠিল তখন॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হল্য উচ্চরোল।
জয় শব্দে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে জয়ঢোল॥
লাউসেনে কোল দিলা গৌড়েশ্বর রায়।
লাউসেন প্রণাম করিল তার পায়॥
পাত্রে কন পৃথ্বীপতি প্রভুত্ব বচন।
রঞ্জার নন্দনে কষ্ট দিলে অকারণ॥
আমার চক্ষের শ্লাঘ্য তোমার ভাগিনা।
ইলাম লেখিয়া দেয় দক্ষিণ ময়না॥
মহামদ কয় মহারাজার গোচরে।
ভাগনা হয়্যা মামাকে প্রণাম নাহি করে।
সেন কন ধর্ম্ম বিনে নতি করি যাকে।
ভস্মরাশি হয়্যা যায় ভারথে না থাকে॥
ধর্ম্ম অবতার রাজা ধরণীর পতি।
নিয়ত লবণ খাই তেঁই করি নতি॥
খলবুদ্ধি মাহুত্যা খলতা করে ক্ষিপ্র।
সন্নিকট সাক্ষাতে দেখিল বটবৃক্ষ॥
ইহাকে প্রণাম কর কহিল সভায়।
দেখিব কেমন গাছ ভস্ম হয়্যা যায়॥
সঙরিয়া শূন্যমূর্ত্তি সেন গুণধাম।
উত্তর আসনে বস্যা করিলা প্রণাম॥

বিপর্যয় বটবৃক্ষ ভস্ম হয়্যা গেল।
সেন কন মামা হে প্রণাম করি বল॥
তখন মাহুদ্যা কয় ত্রাস হল মনে।
অমনি আশিস্ করি থাকিবে কল্যাণে॥
কি হতে কি হয় বাপু কাজ নাঞি গড়ে।
মাতুলের প্রবন্ধে ভাগনার যশ বাড়ে॥
অনেক কাল এই বৃক্ষ এইখানে আছে।
না থাকিলে রাজার অভদ্র হয় পাছে॥
অনাদি আদেশে বসেন লাউসেন রায়।
পূর্বরূপ হল্য বৃক্ষ ধর্মের কৃপায়॥
পাত্রে কন মহীশ্বর মহানন্দ মনে।
লেখ্যা দেয় ময়না বক্সিস লাউসেনে॥
পাত্র কন পৃথ্বীপতি নিবেদন পায়।
ন লাখ টাকার জায়গা দিয়া নাই যায়॥
কণ্ঠহার পরিশাল দিলে জামাজোড়া।
বরং লেখিতে বল লেখি এক পাড়া॥
রাজার হইল কোপ কাঁপে অঙ্গ কতি।
মাসি দিক আত্মধন অন্যের কি ক্ষতি॥
পষ্ট হয়্যা পাটা লেখ্যা মাহুদ্যা পাতর।
আজি হৈতে লাউসেন রাজার চাকর॥
সেই কর্য্যা নৃপতি দিলেন লাউসেনে।
সন্তোষ হইল দেখ্যা সভাসদ্ জনে॥
মনে কর্য্যা মহামদ বিষ খেয়ে মরি।
ঘুচাব জঞ্জাল সর্ত যত দিনে পারি॥
নৃপতি কহেন সেনে প্রাণে হতে বাড়া।
নেয় গিয়্যা মন্দুরায় মনমত ঘোড়া॥
পাত্র বলে মহারাজা ঘোড়া কেন দিবে।
লাউসেনে ঘোড়া দিলে কোন ফল পাবে॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দেয় পাবে শত গুণে।
এ সব ব্যাসের কথা শুন্যাচি পুরাণে॥

দ্রুপদনন্দিনী যবে ছিল্যা বাপ ঘরে।
দিয়াছিল্যা কৌপীন অন্ধক মুনিবরে॥
দুর্যোধন বস্ত্র তার করিলা হরণ।
রাশি রাশি বস্ত্র তারে দিলা নারায়ণ॥
রাজা বলে মহাপাত্র ভাব নাঞি দুখ।
অবশ্য চাহিতে হয় বান্ধবের মুখ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৬॥

আনন্দে অনাদিপদ করিয়া শরণ।
ঘোড়া নিতে লাউসেনে করিলা গমন॥
হেঁটমুখে মহামদ মনে ভাবে এই।
কৃষ্ণরায় করে সেই খেপা ঘোড়া নেই॥
তবে সে আমার বাঞ্ছা হয় বরাবর।
এক্ষণি আছাড়া মারে যায় যমঘর॥
দুর্বল হইয়া শক্র মিত্রগণে হেঁটা।
কিছু না করিতে পারে মরে বিশ ঘুঁটা॥
লাউসেন তুরিত ভবনে দিল দেখা।
খুঁজেন পূর্বের ঘোড়া পাথর বিশাখা॥
তুরগী টাঁগন তাজি টাটু জোড়া জোড়া।
সেনে দেখে সঘনে হীসরে সব ঘোড়া॥
অস্থির পাথর বাঁধা আছে পাশে।
খেপা ঘোড়া বল্যা কেউ নিকটে না আসে॥
চারি পায় জিঞ্জির গলায় চর্মপাশ।
বিপরীত বন্ধনে বিগতি বার মাস॥
লাউসেনে দেখিয়া সুখের সীমা নাই।
এতদিনে অনুকূল অনাদ্য গোসাঞি॥
ব্যক্ত হয়্যা বলেন বচন বহুতর।
আস্য সেন আসি ঘোড়া অস্থির পাথর॥
যুগে যুগে জন্ম সিফাই যদি পাই।
এক বৎসরের পথ এক দিনে যাই॥

যেতে পারি সুরালয় পাতাল ভুবন।
যমকে জিনিতে পারি যদি পাই রণ॥
অর্বাচীনে অন্য জনে পিঠ নাই দি।
তোমার নিমিত্তে জন্ম মর্ত্ত্যে লভেছি॥
কেহ যদি পিঠে নেয় কোপে কাঁপে গা।
ঐমনি আছাড় মারি বুকে দিয়ে পা॥
চন্দ্রমণি চর্মচক্ষে চিনিতে না পারে।
অজ্ঞান ভূপতি আমা অনাদর করে॥
খেপা ঘোড়া বল্যা আমা খেতে নাহি দেই।
অনুদিন আর্দ্ধাসি আহার মাত্র এই॥
দারুণ দুর্গতি মোর দানাপানি মানা।
লয়্যা চল লাউসেন ঘুচুক যন্ত্রণা॥
চড়নের ঘোড়া পূর্ব্বে ছিলাম তোমার।
তুমি জন্ম লভিলে অবনী আগুসার॥
মায়াধর মন ক্ষিপ্তে মদনে কহেন।
যামার্দ্ধে উদয় সূর্য্যে যে কালে হবেন॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর আছে তার রথে।
কায়ে হানে কামবাণ কটাক্ষে নির্ঘাতে॥
অনঙ্গ অনাদিবাক্যে ঐমনি সত্বর।
পুষ্পময় ধনুকে জুড়িল পাঁচ শর॥
আকর্ণ সন্ধান পূর্য্যা এড়িলেন বাণ।
বাজিল অশ্বের বুকে হইল অজ্ঞান॥
রতি সনে রসে হল্য রতন অধৈর্য।
বিষ্ণুপদী উদকে পড়িল অশ্ববীর্য॥
হেন কালে নৃপতির ভদ্রা নামে খুড়ি।
অশ্বপানে অশ্বপাল এড়ে দড়বড়ি॥
ত্রিপথগাতীরে হল্য তুরিত গমন।
অশ্ববীর্য তপ্ত হইল দৈবের ঘটন॥
ভীষ্মমাতৃভুবনে উজানে ভেস্যা যায়।
ভুবন সহিত ভ্রমে ভদ্রা তাকে খায়॥

আত্মকার্যে আমাকে করিয়া অবিসার।
পাঠালেন প্রযত্নে অনাদ্য করতার॥
ভদ্রার জঠরে জন্ম হৈল যথাকালে।
এই দেখা তোমার সহিত ভাগ্যফলে॥
দিয়াচেন মামাকে আরতি দয়াময়।
সাধিব তোমার কার্য কামরূপ জয়॥
শিমুল করিব জয় ঢেকুর অবনী।
লাউসেন আশ্চর্য মানিল ইহা শুনি॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল পাঁচবার।
অধিক অনন্দ হতে আপুনি আমার॥
পূর্বজন্ম্যা সখা ছিলে পাসরিতে নার।
ইহ জন্মে আত্মগুণে অনুগ্রহ কর॥
প্রতি ক্ষণে পায়ের বন্ধন করে দূর।
হয় লয়্যা হর্ষে এল্য রাজার হুজুর॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৭॥

রাজা কয় বাপু হে এমন বুদ্ধি কেন।
ভাল ঘোড়া থাকিতে এমন ঘোড়া আন॥
সেন কন নিবেদন নৃপতি নিকটে।
এই ঘোড়া আমার মনের মত বটে॥
মাহুত্তা তখন কয় মন্ত্রণার সার।
চক্রবর্তী দিল ঘোড়া চাপ এক বার॥
তবে সে আমার হয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ।
দেখে লোকে দশ মুখে করে ধন্য ধন্য॥
এত শুন্যে লাউসেন হল্য আগুসার।
জামাজোড়া পর্য্যা পরে বান্ধিল হেত্যার॥
সাজ কর্য্যা সাজিলে ঘোড়ার পিঠ নিল।
অন্তরীক্ষে অশ্ববর উধাউ করিল॥
হিমালয় পার হয়্যা পায় লঙ্কাপুরী।
গোকুল নগর দেখ্যা গোবর্ধন নাগরী॥

স্বরলোক সকল দেখিল স্বতন্তরে।
বিশ্রাম তৃতীয় দণ্ড মন্দাকিনীতীরে॥
অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্রের ভুবন।
পারিজাত কল্পবৃক্ষ নন্দনকানন॥
পাতাল প্রবেশ করে ভেদ কর‍্যা ক্ষিতি।
বলির ভুবনে দেখে গঙ্গা ভোগবতী॥
গগনে উঠিল গিয়ে গন্ধবায়ের ভর।
সেনের বিলম্ব দেখ্যা ভাবে গৌড়েশ্বর॥
মাহুদ্যার মহানন্দ মনে উপজিল।
এবার ঘোড়ার হাতে লাউসেন মৈল॥
দুষ্টজনে দমন দিলেন ভদ্রকালী।
গলায় বিন্ধেচে বেটা গরলের থলি॥
কপাল আমার ভাল কালে গেল জুড়ে।
খেপা ঘোড়া এতক্ষণ মেরেছে আছাড়ে॥
হেন কালে উপনীত ময়নার নাথ।
মাহুদ্যার মাথায় পড়িল বজ্রাঘাত॥
ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পের‍্যা।
উঠে গেল সভা হৈতে মনস্তাপ কর‍্যা॥
নৃপবর লাউসেনে করিলেন কোলে।
অঙ্গ যেন সিঞ্চিত হইল সুধাজলে॥
লোকমুখে কর্পূর পেলেন সমাচার।
দাদার পৌরুষ হল দরবারে রাজার॥
আনন্দিত এলেন অবনীনাথ আগে।
রূপ দেখ্যা সর্বলোক সুবিস্ময় লাগে॥
কেহ বলে অভিমন্যু অর্জুনআত্মজ।
পঞ্চম প্রসন্ন মূর্তি মুখানি পঙ্কজ॥
কেহ বলে কামদেব কৃষ্ণের কুমার।
অন্যে বলে দ্বিতীয় অর্জুন অবতার॥
মহীপাল আদি সভে মগ্ন হয়্যা রয়।
না কহিতে লাউসেন দিলা পরিচয়॥

কনিষ্ঠ আমার ভাই কর্পূর আখ্যান।
শান্ত মূর্তি সর্বশাস্ত্রে সুধীর সজ্ঞান॥
অধিক আনন্দ হৈল অবনীপতির।
তড়িৎপ্রকাশে যেন ঘুচিল তিমির॥
দক্ষিণাংশে লাউসেন বামাংশে কর্পূর।
দু নয়নে দেখে রাজা রাম কৃষ্ণ রূপ॥
সভা ভেঁগ্যা শান্তমনে তবে সমাদরে।
লয়্যা গেলা অন্তঃপুরে লাউসেন কর্পূরে॥ অত্র ভনিতা॥১৪৮॥

রানীকে কহেন রাজা রসে হয়্যা ভোর।
এস্যা দেখ এই দুটী রঞ্জার কিশোর॥
এই কথা ভানুমতী শুন্যা আচম্বিত।
আনন্দে অমৃতে অঙ্গ হইল সিঞ্চিত॥
দেখিয়া দোহার রূপ দূরে গেল দুখ।
সমুদ্র শম্বরে নাঞি এত হল্য সুখ॥
মনে হতে পূর্বকথা মগ্ন মোহজালে।
মরি বাছা বাপধন এস্য করি কোলে॥
শালবাণে ভগ্নী মোর তিয়াগিয়া তনু।
পেয়েচে পরম ধন রত্ন রামকানু॥
অন্ধক জনের নড়ি কৃপণের ধরা।
অভাগী মাসির হয় নয়নের তারা॥
হইবে সে আমার দুঃখ দূরে গেল সব।
সুখচিত শুনিঞা মধুর মুখরব॥
আদর করিয়া রানী বসালেন কোলে।
কত শত চুম্ব খায় বদনকমলে॥
চিনি মণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার।
খায়ালেন অনেক করিয়া অবিসার॥
অনুদিন আনন্দে রহিল দুটী ভাই।
দেশে যাব বলিয়া পড়িল ধায়াধাই॥

বিদাই মাসির কাছে বিনয় বচনে।
তা শুন্যা মাসির হৈল শোকাকুল মনে॥
দিবসে আন্ধার দেখ্যা লোচনবিহীনে।
এস্যাচ মাসির ঘর থাক দশ দিনে॥
লাউসেন কর্পূর কন বিযোগ হইয়া।
মনে দুঃখ মা আছেন পথপানে চেয়া॥
বিদাই দিলেন রানী বিস্তর যতনে।
ভূষিত করিল দিয়া বসন ভূষণে॥
মানিক মুকুতা মণি মূল্য নাই যার।
রঞ্জাকে দিলেন রানী রত্নময় হার॥
প্রণমিয়া মাসির পঙ্কজ দুটী পায়।
নৃপতির নিকটে গেলা হইতে বিদায়॥
করপুটে দাণ্ডাইয়া কহেন দুটী ভাই।
আজ্ঞা দিলে আপুনি আপন দেশে যাই॥
কহেন কাম্রুপীনাথ কেমনে কহিব।
এক্ষুণি রানীর কাছে অনুযোগ পাব॥
লাউসেন কর্পূর কন নিবেদি চরণে।
বিদাই দিলেন মাসি বিস্তর যতনে॥
হরষ বিষাদ দুই হইল রাজার।
কর্পূরে দিলেন এন্যা কাঞ্চনের হার॥
কুন্তল কর্ণের ভূষা কনকে রচিত।
সেনকে দিলেন এন্যা সময় উচিত॥
পুটাঞ্জলি প্রণাম করিলা দুটী ভাই।
আশিস্ দিলেন রাজা আনন্দে বাধাই॥
স্বদেশে বিদাই সুখে হইয়া বিদায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায়॥১৪৯॥

ইতি রাজসম্ভাষণ পালা সমাপ্ত॥

[সপ্তম পালা সমাপ্ত]

[অষ্টম পালা]

বিষম ধর্ম্মের ঘর করাতের ধার।
একমন করিলে অবশ্য হয় পার॥
আরোহণ অশ্বির পাথরে লাউসেন।
শূন্যমূর্তি সাত বার স্বান্তরে ভাবেন॥
কর্পূর পশ্চাতে যান কিশোর বয়েস।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন চলিলেন দেশ॥
রাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার।
বিভীষণে দিলেন কনক লঙ্কাভার॥
পাছ হল্য গৌড় পদ্ধতি প্রবর্তনে।
কৃষ্ণকথা দুভায়ে কৌতুক বাড়ে মনে॥
অতুল আনন্দে আত্মা ভাবে নাঞি আন
রথভার রামকৃষ্ণ রস ভরে যান॥
রাখিলেন রথখান রবিসুতাকূলে।
নারায়ণে নমস্কিয়া নাম্বিলেন জলে॥
দাঁড়াইয়া দিলেন ডুব দক্ষিণ অম্বরে।
দেখিলেন রাম কৃষ্ণ জলের ভিতরে॥
জল পানে যোগবলে যমুনাকে দয়া।
অভিপ্রায় দেখিলাম দোহাকার ছায়া॥
উঠিয়া অমৃত হৈতে এই মনে করি।
রথে পুন দেখিলেন চতুর্ভুজ হরি॥
এই কথা কহিতে বলিতে ধায়াধাই।
উপনীত রমতি নগরে দুটী ভাই॥
অশ্ব রাখেন লাউসেন অয়নে উতারি।
কর্পূর জোগায় জল কনকের ঝারি॥
বসিলেন দুটী ভেয়ে বকুলের মূলে।
কৃষ্ণ বলরাম যেন কদম্বের তলে॥

স্বেদজল কর্পূরের পড়ে সর্ব গায়।
শীতল করিল সেন বসনের বায় ॥
অর্জুনের রথের সারথি ভগবান্।
আমার সারথি তুমি এই মনে ধ্যান ॥
আপুনি ঈশ্বর অংশ এই মনে করি।
হেন জন সদা মোর বন ফলা ঝারি ॥
কপালের কথা কিছু কয়া নাঞি যায়।
কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥
হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ হাঁকে।
সাঙনি সামলি ধনি কালি বল্যা ডাকে ॥
ম্লান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির‍্যা।
কটিতে কৌপীন তায় গণ্ডা দশ গির‍্যা ॥
তৈল বিনে তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের দেড়ি ॥
বিপর্যয় পক্ষ এক বিষ্টু রথ বলে।
রাবণে ধরিয়া খায় বস্যা বৃক্ষ ডালে ॥
লোচন নিয়রে হল্য কালুর নজর।
বাটুল সন্ধান করে পক্ষের উপর ॥
আকর্ণ অভেদ কর‍্যা এড়িল বাটুল।
বাজিল নির্ঘাত পক্ষ হইল আকুল
ভাঙ্গিয়া পড়িল তাল হস্তীর সহিতে।
সবিস্ময় লাউসেন দেখিয়া সাক্ষাতে ॥
কর্পূর কহেন দাদা দেখ বিদ্যমানে।
আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥
রাজার দরবারে গুণ করিলে জাহির।
জামা জোড়া ঘোড়া পেলে ময়না বক্সিস।
ইহাকে লইয়া চল করিয়া যতন।
একাকী হইব জয় যদি পড়ে রণ ॥
কেবল পীযূষ যেন কর্পূরের কথা।
কালুকে মাগিল সেন পরিচয় বার্তা ॥

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥১৫০॥

কি নাম তোমার ভাই কোন বর্ণ জেতে।
কহিবে সকল সত্য আমার সাক্ষাতে ॥
কালু কয় কিমর্থ কহিব মিথ্যা কহ।
বিক্রমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥
কিঙ্কর বীরের বেটা কালুবীর নাম।
সাখাসুরা আত্মজ অবনী অনুপাম ॥
বৃদ্ধ সিংহ পদবী সদার বংশ জেতে।
রাজার চাকর হই রাজ্য খণ্ড হইতে ॥
অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস।
নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস ॥
আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম।
বলে ইন্দ্রজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥
কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কাস্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।
আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ ॥
সেন কন দক্ষিণ ময়না অনুপাম।
তাহার নৃপতি আমি লাউসেন নাম ॥
তোমার বিক্রম দেখ্যা মনে হরষিত।
ঘুচাব যন্ত্রণা চল আমার সহিত ॥
অচিরে করিয়ে দিব সুবর্ণের ঘর।
তায় দিব স্ফটিকের স্তম্ভ মনোহর ॥
বিস্তর করিয়া দিব বসন ভূষণ।
রতন পালঙ্ক দিব করিতে শয়ন ॥

শ্রবণে কুণ্ডল দিব হাতে দিব বালা।
গলায় পরিবে গজমুকুতার মালা॥
দাদা বলে দিবানিশি জোগাব বচন।
সমর্পিব রাজ্যভার নিজ পরিজন॥
কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার।
ঘরে আছে লখ্যা ডুমনী রমণী আমার॥
তের ঘর ডোম তারা আছে আজ্ঞাকারী।
সে যদ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পারি॥
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল।
কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল॥
দীনহীন দেখ্যা যদি দয়া হইল চিত্তে।
তের ঘর ডোম যাব সগোষ্ঠী সহিতে॥
মনে সুখী ময়নার মহীপাল কয়।
লয়্যা যাব সভাকে বিলম্ব নাহি সয়॥
বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিয়ড়ে।
কালু হৈল উপনীত কুড়্যার দুয়ারে॥
অন্য দিন হতে অতি আনন্দিত দেখ্যা।
ব্যস্ত হয়্যা বিবরণ জিজ্ঞাসিল লখ্যা॥
কালুবীর কয় আর মনঃকথা কি।
হের আস্য শুন হেদে ঝকরের ঝি॥
ময়নার নৃপতি নাম লাউসেন রায়।
কলেবরে কত শোভা কহা নাহি যায়॥
কৃপালু অন্তর দাতা কর্ণের সমান।
আমাদিকে সঙ্গে কর্যা লয়ে যেতে চান॥
শুনে এত শুভ বার্তা স্বামীর বদন।
ডাক দিয়া আনাইল ডোম তের জন॥
ঊর্দ্ধবাহু ঐমনি আনন্দে মগ্নচিত্ত।
সভে মেলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত॥
চতুর্দ্দিকে দাণ্ডাইল শোভে চন্দ্রকলা।
গোবিন্দে বেড়িয়া যেন আছয়ে গোয়ালা॥

নতি কর‍্যা লাউসেনে লখ্যা কয় বাণী।
কষ্ট দেখ্যা কৃপা যদি কর‍্যাচ আপুনি॥
নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই।
তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর‍্যা যাই
চাকর হইয়া যদি করি অন্যমত।
এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ॥
পদছায়া দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়া।
লয়্যা চল নৃপ কাছে ছাড়ান করিয়া॥
এত শুন্যা লাউসেন লখ্যার উত্তর।
লঘুগতি গেল ফিরে নৃপতি নিয়ড়॥
বসুদেব বিদ্যাধর বিনোদ বলাই।
কালাচাঁদ কুড়্যারাম কমল কানাঞি॥
বাগরায় বিদ্যা বদ্যা লালু কালু আর।
তের ডোম সঙ্গে সেন করিল জুহার॥
নৃপ কন বাপু ফিরে আইলে কহ।
সেন কন কালুকে আমার সঙ্গে দেহ॥
রাজা কন তোমাকে অদেয় আছে কি।
প্রাণের অধিক তুমি পূর্বে কয়াচি॥
কালুকে লইয়া তবে মধুর লপিতে।
সমর্পিয়া দিলেন সেনের হাতে হাতে॥
আনন্দের সীমা নাঞি সেনের গমন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥১৫১॥

তবে তূর্ণ তুরঙ্গে চাপিলা লাউসেন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববরে আখণ্ডল যেন॥
সাখা সুরা দু বীর ঘোড়ার আগে ধায়।
তের ডোম তারা সব আশেপাশে ধায়॥
পড়িয়া রহিল কুড়্যা পত্রের ছাউনি।
পশ্চাৎ চলিল লখ্যা যতেক ডুমনী॥

ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল।
তাড়িয়ে চলিল কালু শূকরের পাল॥
সেন কন ময়না ধর্ম্মের স্থান হয়।
তায় অনাচার করা উপযুক্ত নয়॥
রেখে চল নদীকূলে বিপিনে নতুবা।
কালু কয় না হল্য আমার তরে যাবা॥
না করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভার।
ইহাতে যে মত হয় হুকুম তোমার॥
বীরের বচনে বাক্যে লাউসেন বলে।
কুরঙ্গ কাসর দিব কোলের বদলে॥
কালু কয় এতকাল করেচি পালনে।
কি গতি হবেক তবে রেখে গেলে বনে॥
বুঝিয়া কালুর ভাব সেন দিলা বর।
বিপিনে থাকুক হয়্যা বিপিনশূকর॥
প্রবেশ করিব বল পেয়্যা কৃপাদৃষ্টি।
সেই হৈতে হল্য বনশূকরের সৃষ্টি॥
তুষ্ট হৈল কালুবীর সেন তারপরে।
ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে॥
বসন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে।
তীক্ষ্ণধার হেতের দিলেন একে একে॥
করিয়া রমতি পাছু গমন কেশরী।
ভৈরবী হইলা পার আরোহণে তরী॥
বপু ক্রূর ব্যাধ এক বিহগসন্ধানে।
ফাঁদ জাল অনেক এড়েচে এক বনে॥
আপুনি লুকায়ে আছে বৃক্ষের নিয়ড়ে।
শারী শুক দুই পক্ষ দৈবে তায় পড়ে॥
বিপরীত বন্ধন দোঁহার পায় দিয়্যা।
বাজারে বিক্রয় হেতু ব্যাধ গেল লয়্যা॥
কেহ নাই নেয় পক্ষ গত শেষ দিবা।
ব্যাধ বলে আজি হৈল অলক্ষণ কিবা॥

ভ্রমণ করিতে নারি ফিরে যাই ঘর।
খাইব দোঁহার মাংস পূরিয়া উদর॥
শুনে শারী শুকের সমুদ্র হৈল ভয়।
ব্যক্ত হয়্যা বলেন বচন সবিনয়॥
ঐ যান লাউসেন ময়নার রাজা।
যা হইতে প্রকাশ জগতে ধর্মপূজা॥
আমাদিগে কেন বা বধিবি অকারণ।
লাউসেনে দে লয়ে দিবেন ঢের ধন॥
পক্ষের বচন শুনে ব্যাধের গমন।
অতি অস্ত অস্তিক অয়নে দরশন॥
ব্যাধ বলে লাউসেন ধর্মের তপসী।
অন্ন বিনে আট দিন আছি উপবাসী॥
এই দুটী পক্ষে নেয় দিয়া কিছু ধনে।
পূর্ণ কর্য্যা অন্ন খাই তোমার কল্যাণে॥
কি নিবে উচিত মূল্য লাউসেন কয়॥
ব্যাধ বলে পক্ষকে জিজ্ঞাস মহাশয়॥
জিজ্ঞাসা করেন সেন সমাহিত অতি।
শারী শুক কয় শুন ময়নার ভূপতি।
পূর্ণিত আপুনি বট শুন্যাচ পুরাণ।
রাখিলে অনেক ধর্ম অনুগত জন॥
দুরাত্মা দারুণ ব্যাধ দিলেক বন্ধন।
আজি হয় আমাদের অকাল মরণ॥
পরম বৈষ্ণব তুমি বুঝিনু নিদান।
দুষ্ট হতে রক্ষা কর দোহাকার প্রাণ॥
অবশ্য তোমার ধার শুধিব দু ভাই।
নচেৎ ব্যাধের হাতে পরান হারাই॥
সবিস্ময় সেন শুনে এতেক বচন।
জিজ্ঞাসা করেন পুন অঝোর নয়ন॥
পক্ষ হয়্যা কেমনে এতেক ধর জ্ঞান।
কহিবে কল্পনা ছেড়্যা না করিবে আন॥

শারী শুক কয় শুনে ময়নার ঈশ্বর।
বিপ্রের বালক মোরা বৃন্দাবনে ঘর॥
শকটভঞ্জন কৃষ্ণ করিলা যেখানে।
তথায় হইল যুদ্ধ তৃণাবর্ত সনে॥
বচ্ছ বকাসুর যথা হইল বিনাশ।
সেইখানে সপ্তম পুরুষ করি বাস॥
বয়স বৎসর বার বেদ আরোহণ।
পিতা মাতা প্রতিদিন পড়িবারে কন॥
সমর্পিয়া দিলেন বিদ্বান্ এক বিপ্রে।
নিজ নিকেতনে তেঁহ লয়ে গেলা ক্ষিপ্রে॥
পাঠ লয়্যা পাঠশালে ফেলে পাতকালি।
প্রত্যূষ বিহানে মোরা পক্ষ ধর্য্যা বুলি॥
দৈবের কারণে তুষ্ট হৈলেন মা বাপ।
পক্ষকুলে জন্ম নিগ্যা গুরু দিলা শাপ॥
গুরু অভিশাপে জন্ম পক্ষিণী উদরে।
প্রবল হইল দেহ পাঁচ মাস পরে॥
চিত্রকূট পর্বতে ছিলাম কতকাল।
বিহঙ্গমা সঙ্গে বড় বাড়িল জঞ্জাল॥
ত্যাগ কর্য্যা সেই স্থান সুখে অভিভূত।
গোবর্ধন গিরিতে গুঁয়ালাম দিন কত॥
অকাল অনর্থ বড় দৈবের ঘটনে।
উড়ে এস্যা পড়িলাম ভ্রমে এই বনে॥
দিক্ মাত্র নাই জ্ঞান দৈবে দিশাহারা।
পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে পড়িলাম ধরা॥
পরান উড়িল ভয়ে চারিপানে চাই।
কৃষ্ণ বিনে উদ্ধার করিতে কেহ নাই॥
উত্তম মধ্যমাধম সভাকার গতি।
আজি হৈলে তুমি কৃষ্ণ আমাদের প্রতি॥
এতেক অদ্ভুত কথা শুনে লাউসেন।
শারী শুকে কোলে কর্য্যা আনন্দে নাচেন॥

ব্যাধের তুষিলা মন বহু রত্ন ধনে।
স্বদেশে গমন পুন গজেন্দ্রগমনে॥
গোলাহাট জামতি জালন্দা হয়্যা পার।
পাইল পুরাণপুর পঞ্চকোলি সার॥
পার হয়্যা বর্ধমান পবনগমন।
অতি দূর আমিন্যার সরাই উচালন॥
কোথায় রন্ধন কোথায় চিড়্যা খণ্ড দধি।
না করে বিলম্ব পথে চলে নিরবধি॥
পার হল্য পদুমা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে।
রাঁগামেটে রঞ্জিতপুর রহিল দক্ষিণে॥
গোলপুর রহিল বামে গড় মান্দারণ।
দেখাদেখি উসৎপুরে দিলা দরশন॥
বসুবাটী অগ্রসরে এড়ায়্যা ত্বরিত।
শুভক্ষণে স্বদেশ ময়না উপনীত॥
বনবাস হত্যে যেন দেশে আইল রাম।
সভাকার আনন্দ হইল অনুপাম॥
আছিল মনের দুখ দূরে গেল সব।
প্রতি ঘরে মঙ্গল বাজনা মহোৎসব॥
কালুকে রাখিয়া সেন কনক বাজারে।
কর্পূর সহিতে গেলা মায়ের গোচরে॥
জনকে প্রণাম আগে জোড় কর্য্যা হাত।
প্রদক্ষিণ মায়ের চরণে প্রণিপাত॥
জীবন পাইল রঞ্জা জুড়াইল প্রাণ।
দেখিয়া দোহার দুটী কমল বয়ান॥
লয় হল্য রাজারানী নয়ন কবন্ধে।
চাঁদমুখে চুম্ব খায় চিত্তের আনন্দে॥
মরি বাছা বাপধন পরান আমার।
এতদিন হয়্যাছিল ময়না আঁধার॥
আর কিছু নাই ধন অভাগী মায়ের।
মর্য্যা যাই বালাই লইয়া তোমাদের॥

জিজ্ঞাসিব মনে আছে গৌড়ের বারতা।
সত্য কর্য্যা সমুদয় কহিবে সর্বথা॥
তোমাদের মেস্যা মাসি আছেন কেমন।
মাহুদ্যা কর্য্যাচে কত দুষ্ট আচরণ॥
পথে যেতে কত কষ্ট পেয়েচ দু ভাই।
কি ধন দিলেন রাজা আগে দেখি তাই॥
লাউসেন তখন কহেন কর জোড়ে।
দুর্জয় আছিল বাঘ জালন্দার গড়ে॥
বিনাশ কর্য্যাচি তাকে নিজ বাহুবলে।
কর্য্যাচি কুম্ভীর বধ তারাদীঘি জলে॥
বিপদে লোচন ভাই ছেড়্যা গেল তারা।
জিয়ালাম জামতিয়ে দুদিনের মড়া॥
তা শুন্যা কর্পূর তবে লাফ দিয়া উঠে।
বচন বলিতে মুখে খৈ যেন ফুটে॥
এক্ষণ মায়ের কাছে হাত নেড়্যা কথা।
তখন দেখেচি যত দাদার যোগ্যতা॥
পেয়ে ভয় পলাইলে পরান বিকলে।
বাঘকে বধ্যাচি আমি এক গোটা কিলে॥
বন্দী কৈল জামতিয়ে বারুয়ের মেয়্যা।
ছাড়ান কর্য্যাচি তায় ফিকির করিয়্যা॥
আমি না থাকিলে সঙ্গে শুন গো জননী।
এতক্ষণ কান্দিতে দাদার লেগ্যা তুমি॥
এক এক কথায় কর্পূর করে গোল।
লাউসেন না পায় বলিতে অন্য বোল॥
প্রবোধিল রঞ্জাবতী বুঝিয়া প্রভুত্ব।
জানি আমি যে বলে কর্পূর সব সত্ত্ব॥
তবে লাউসেন কয় গিয়া গোলাহাটে।
সুরিক্ষার দর্প চুর সমিস্যা সঙ্কটে॥
গৌড় দাখিল দিবা দণ্ড দুই ছিল।
লাউদত্ত কর্মকার মৈত্রতা করিল॥

মামা শুন্যা বাসা দিতে কর‍্যাচে বারণ।
ঘোড়া চোর বলে মোরে দিলেক বন্ধন॥
প্রবন্ধ করিয়া পরে ভূপতির পাশে।
হস্তীর সহিত যুদ্ধ করাইল শেষে॥
নিরঞ্জনে নমস্কিয়া নগে কৈনু নষ্ট।
মেস্থার আনন্দ দেখ্যা মামা হৈল পষ্ট॥
কিছু না করিতে পেরে তবে খলমতি।
কহিলেক জিয়াইয়া দিতে মরা হাতী॥
সভাজন সকলে যতন কৈল শেষে।
জিয়ালাম মরা হাতী তোমার আশিসে॥
আনন্দে আমাকে মেস্থা করিলেন কোলে।
প্রণাম করিতে মামা পুনর্বার বলে॥
কহিলাম আমিয়া বচন অবিসার।
প্রণাম করিলে তুমি হবে ছারখার।
ছাড়ে নাঞি তথাপি নাবড় তার নাম।
কহিলেক বটবৃক্ষে করিতে প্রণাম॥
প্রণাম করিলাম হয়্যা যোগাসনে জাথ্য।
ধর্ম্মের কৃপায় ধ্বংস হৈল বটবৃক্ষ॥
বিস্ময় মেস্থার মুখে সরে নাঞি বাণী।
ময়না বক্সিস লেখে দিলেন তখুনি॥
দিয়াছেন দিব্য এক পক্ষরাজ ঘোড়া॥
কর্ণের কুণ্ডল হার খাসা জামা জোড়া।
তা শুন্যা মাসির হল্য আনন্দ অপার।
দিয়াছেন তোমাকে আনন্দময় হার॥
কর্পূরে কনক মালা মেস্থা দিলা শেষে।
এত শুন্যা আনন্দসাগরে রঞ্জা ভাসে॥
কর্ণসেন মগ্ন হৈল লোচনের জলে।
ব্যস্ত হয়ে লাউসেনে করিলেন কোলে॥
জলন্ত অগ্নিয়ে জল দিলে বাপধন।
কুলের পঙ্কজ তুমি কোলের রতন॥

তারপর কালুকে সেনের হৈল মনে।
জয়পতি মণ্ডলে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥
রতনে রচিত ঘর রূপার ছাউনি।
পীত নীল পতাকা নিশান প্রত্যুমুনি ॥
ভোজন ভাজন পাত্র দিলা জনে জনে।
ঘৃতাদি তণ্ডুল পূর্ণ সবার সদনে ॥
বিশেষে কালুকে হৈল সমাদর বাড়া।
জামাজোড়া দিলেন সমাজ কর‍্যা ঘোড়া ॥
দুহাতে বলয়া দিব্য দক্ষিণে গঙ্গাজল।
গলায় মুক্তার হার শ্রবণে কুণ্ডল ॥
কাঁকালে কেশরী জাল হিরামাঠা কড়ি।
দিলেন নখের হাতে সুবর্ণের চুড়ি ॥
স্বর্ণঝারি স্বর্ণথাল পঞ্চক রতন।
হাতে হাতে ময়না করিলা সমর্পণ ॥
আনন্দে অবনী রাজ্য করেন ময়না।
এথা গৌড় মাহুন্থা জুড়িল মন্ত্রণা ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ধরামর রূপে ধর্ম দিলা যারে দেখা ॥১৫২॥

গৌড়পতি বারামে বসিল গৌড় মাঝ।
অমরাবতীয়ে যেন ইন্দ্রদেব রাজ ॥
সূর্যের সমান শোভা শিরে ছত্রদণ্ড।
প্রতাপে ধরণী কাঁপে প্রবল প্রচণ্ড ॥
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।
অনিরুদ্ধ উপাখ্যান ঊষার হরণ ॥
হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল অদ্ভুত।
সুরাসুর নাগনর সভে চমকিত ॥
মহেশ্বর মোহ পেল্যা মুখে উঠে হাই।
বালকে বধিতে বিষ্ণু যান ধায়াধাই ॥

আস-ইষু গদার প্রহারে গদাধর।
বেনের বিমান ভেঙ্গে কৈল বরাবর॥
অধ্যা হল্য সমাপ্ত পাঠক পুথি বাঁধে।
ভাট পড়ে রায়বার পিঙ্গল স্বছন্দে॥
কারকুন মুহুরি কাগজ লয়্যা বসে।
মোখাদিম মণ্ডল মজুত আশপাশে॥
বারভূঁয়া বস্যা আছে বুকে দিয়া চাল।
শোভে সব রাউত সম্মুখে সমকাল॥
জয়সিংহ জমাদার কোটাল জীবন।
শিবরাম শিকদার সর্দার সনাতন॥
মহাপাত্র বসেচে রাজার বামপাশে।
মনে করে লাউসেন ভাগিন্যা মরে কিসে॥
খেতে শুত্যে বসিতে সদাই উঠে অগ্নি
কতদিন আঁটকুড়ি হবেক রঞ্জা ভগ্নী॥
গৌড়ে আল্য হাতী লয়্যা ঠেকালাম গায়।
মনস্তাপ হল্য বেটা মল্য নাঞি তায়॥
ঘোড়াচোর বল্যা শেষে দিলাম বন্ধন।
করালাম কপটে কুঞ্জর সনে রণ॥
সে সব হইল ব্যর্থ হবে এই সার।
দিয়া হিত দর্প চূর করিব ভাগিনার॥
পাঠাইব মহিম করিতে কামতায়।
কালরূপা কালী আছে কাঁচা রক্ত খায়॥
তথা গেলে তবে হয় ত্রিগুণ সুসার।
নেউটিয়া লাউসেন না আসিবে আর॥
বলবান্ শত্রু হৈলে বুদ্ধি দিয়া বধি।
হারা দারা হীরা হয় হাথে পাল্যে নিধি॥
এই যুক্তি মনে করে মহীনাথে কয়।
রাজা হয়ে রাজধর্ম রাখিতে যে হয়॥
কাঙুরে কর্পূরধল নাই দেই।
কার রাজ্য কেবা লুটে কেবা তত্ত্ব নেই॥

আমি কি করিব একা তুমি ধীর হল্যে।
পরস্পর শুনি বেটা গালি দিয়া বুলে ॥
বার শাকে কাগজ কর্য্যাচি বাকী জায়।
কত টাকা পেতে হয় বুঝ্যা দেখ রায় ॥
এখন ইহার আছে উপদেশ এক।
তুমি আমি হত্যে তার কিছু না হবেক ॥
লাউসেন ভাগিনার বেড়্যাচে বড়াই।
চাকর তোমার দেখাশুনা তবু নাঞি ॥
ন লাখ টাকার জায়গা মিছে বস্যা খায়।
কয়্যা বল্যা শক দিয়া পাঠায় কামতায় ॥
আজি হয় রাতারাতি যেমন দাখিল।
চটপট বেন্ধে আনে চড়িয়্যা মশ্‌কিল ॥
সায় দিয়া নৃপতি আনায় লাউসেনে।
পাত্র লেখে পরানা পরমানন্দ মনে ॥
শুভ সনে স্বস্তি আদি লেখিল সদর।
পত্রপাঠ পৌছিবা গৌড় নগর ॥
কাঙুরে কর্পূরধল কালী সখা যার।
না দেই রাজার কর করে অহঙ্কার ॥
উভুদলে মহিম হবেক তার সনে।
ত্বরাত্বরি তোমাকে তলপ তে কারণে ॥
না আস্য যদ্যপি শুনে জননীর মানা।
বেরিজ করিয়া নিব দক্ষিণ ময়না ॥
মোহর করিল পাত্র মনে হরষিত।
লঘু গতি কালু দণ্ডে করে নিয়োজিত ॥
বিদাই হইল কালু রাজার সাক্ষাতে।
ময়না পাইলেক এস্যা দিন পাঁচ সাতে ॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদিমঙ্গল ॥১৫৩॥

সভা কর‍্যা বসেচে ময়নার মহীপাল।
ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল॥
কুর্নিশ করিল কালু দণ্ড নৃপদূত।
পরানা দিলেক হাতে পাত্রের হুজুত॥
বন্দনিয়া বার তিন মাথার উপর।
পাঠ করে লাউসেন ভাঙ্গিয়া মোহর॥
আনন্দ হইল যাব কামতায় রণে।
বিদায় হইতে গেলা জনকের স্থানে॥
ঋষিযজ্ঞ রক্ষা হেতু রাক্ষসী বধিতে।
রাম যেন বিদায় মাগেন দশরথে॥
তেমতি লাউসেন মাগে বিদাই বারতা।
কাঙুর মহিম যাব আজ্ঞা কর পিতা॥
কর্ণসেন কয় বাপু আমাকে না কবে।
জননী তোমার যদি বলে তবে যাবে॥
শালবাণে শরীর করিয়া ছারখার।
পায়্যাচে তোমাকে রঞ্জা পরানের হার॥
এতেক বচন শুন্যা বাপের বদনে।
প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণে॥
সবিনয় বলেন ধরিয়া দুটী পা।
কাঙুর মহিম যাব আজ্ঞা দেয় মা॥
মায় পরিহরি বলে যেত্যে চান রাম।
বিকল হইল যেন কৌশল্যার প্রাণ॥
সেইমত রঞ্জাবতী শোকে আর্দ্র মন।
কোলে করে লাউসেনে করেন ক্রন্দন॥
কোথা যাবে বাপধন মায়ের পরান।
শিশুমতি সংগ্রামের কি জান সন্ধান॥
তোমার নিমিত্তে বাছা শালে দিনু ঝাঁপ।
অপরাধ হয় যদি দেয় মনস্তাপ॥
গুরুর যতন বাক্য যদি লঙ্ঘে যায়।
তবে তুমি অভাগী মায়ের মাথা খায়॥

লাউসেন কয় মাগো নিবেদি চরণে।
রাজার চাকর হই না যাব কেমনে॥
আছেন আমার সখা অনাদি ঠাকুর।
তোমার আশিসে জয় হবেক কাঙুর॥
এত বল্যা পদরজ বন্দিয়া মাথায়।
লাউসেন মায়ের কাছে হল্যেন বিদায়॥
উপমা নাহিক এত আনন্দ হইল।
কালুকে কহেন ডেকে কামরূপ চল॥
কর্পূরধলের সঙ্গে হবেক মহিম।
আপুনি সাজিবে আগে সমরপ্রধান॥
কালু কয় মহারাজা মনঃকথা নাঞি।
যুঝিব যেমত শক্তি যা করে গোসাঞি॥
পাঁচবার প্রণিপাত প্রদক্ষিণ আগে।
অশ্বির পাথরে সেন অনুমতি মাগে॥
জাতিস্মর অশ্ববর জানেন সকলি।
কাঙুর হবেক জয় কৃপান্বিতা কালী॥
চপল করিয়া সেন চড় মোর পিঠে।
সপ্ত স্বর্গ উপরে পাতাল সপ্ত হেঁটে॥
এ চৌদ্দ ভুবন আগে জয় কর তবে।
পশ্চাৎ কাঙুর লয়্যা প্রমাদ পড়িবে॥
সেনের আনন্দ শুনে এতেক বচন।
অশ্বপালে আজ্ঞা দিলা করিতে সাজন॥
আজ্ঞা পেয়্যা অশ্বপাল এল আট জনে।
বাহির করিল ঘোড়া বিস্তর যতনে॥
চঞ্চল অবনী হানে চরণ আঘাতে।
লাফ দিয়া শূন্যে উঠে দশ বিশ হাতে॥
কয়েদ না হয় ঘোড়া করে সিকপাম।
নিকাড়ি খেঁচিয়া মুখে দিলেক লাগাম॥
কনক রচিত জিন কুশফলা সনে।
উদয় করিল পিঠে অরুণ বরণে॥

থোপ তায় থুইল থর কাচমুনি রাকা।
উড়ুপতি গেল যেন ইরম্মদে ঢাকা॥
ঘাঘর ঘুঘুর ঘণ্টা দু সারি গলায়।
চামীকর বাজন নূপুর চারি পায়।
শূন্য মূর্তি সঙরিয়া সেন চড়ে পিঠে।
উধাও করিল ঘোড়া অন্তরীক্ষ বাটে॥
সঙ্গে সাজে তের ডোম সাক্ষাৎ শমন।
করে ধরে কৃপাণ কাটারি কালতন॥
কালুবীর সাজিল কাঁসর জামা গায়।
ধনুঃশর ধরিয়া ঘোড়ার পাছু ধায়॥
ত্বরিত গমন পথে বিলম্ব না করে।
গৌড় নগর পায় দিন দশ পরে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায়॥
অন্ধ কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনশে সকল।
উপহাস যে করে সে যায় রসাতল॥১৫৪

ত্রিপদী

উঠিয়া প্রভাতকালে স্নান করে গঙ্গাজলে
সমাদরে সেরে কৃষ্ণপূজা।
পাঠক পুরাণ পড়ে শ্রবণে আনন্দ বাড়ে
বরাসনে বস্যা মহারাজা॥
রাম গেলা বনবাসে দশরথ মৈলে দেশে
বনে সীতা হরিল রাবণ।
আকুল হইল প্রাণ কান্দিয়া বিকল রাম
হায় হায় করেন লক্ষ্মণ॥
শুনে ভূপতির চিত্ত অতিভাবে উনমত্ত
পরিপূর্ণ লোচনের জলে।
উতারিয়া অশ্বরাজে লাউসেন সভামাঝে
উপনীত হল্য হেন কালে॥

প্রণমে যে সবে পায় পুলকিত হৈলা রায়
পরম আদর লাউসেনে।
জিজ্ঞাসা করেন তবে বাড়ির কুশল কবে
কর্ণসেন আছেন কেমনে॥
রঞ্জাবতী আছেন ভাল তার তত্ত্ব আগে বল
তুমি তার পরান কেবল।
সেন কন তবে রায় তোমার আশিসে প্রায়
সভাকার সামিক মঙ্গল॥
নৃপতি কহেন বাপু প্রবল হইল রিপু
মন দিলে মনস্তাপ দূর।
কাঙূরে কর্পূরধল না দ্যায় ভূমের কর
তার তুমি কর দর্পচূর॥
জরাসন্ধ কৃষ্ণসনে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনে
জঞ্জাল হইল অতিশয়।
শ্রীরাম রাবণে যেন তার সঙ্গে মোর হেন
বিবাদ বাড়িল বিপর্যয়॥
সেন কন সখা ধর্ম অগোচর নাহি কর্ম
সাগর লঙ্ঘিতে পারি ফেন্দ্যা।
তোমার লবণ খাই উচিত শুধিতে চাই
আনিব কর্পূরধলে বেন্ধ্যা॥
রাজাকে এতেক কয়্যা লাউসেন বিদাই হয়্যা
হয়গতি হয় আরোহণে।
ভাবিয়া ত্রিদশনাথ দ্বিজ গদাধর সুত
দ্বিজ শ্রীমানিক রস ভনে॥১৫৫॥

অরুসে যুগল আঁখি অরুণ বরণ।
রাবণে বধিতে যেন রামের গমন॥
কৈটভে বধিতে যেন কৃষ্ণের আরুষ।
লক্ষ্মণে বধিতে যেন যান লবকুশ॥

পাছুয়ান পারাপুর প্রহ্লাদভুবন।
কাবেরী হইল পার কৌশলকানন॥
সাজগাঁ সরাল্যা রাখে সম্মুখ নিয়ড়ে।
উপনীত লাউসেন কামতার গড়ে॥
চৌদিগে গভীর খানা গণ্ডকীর বারি।
সমুদ্রের মাঝে যেন শোভে লঙ্কাপুরী॥
কালিয়া বরণ জল কালসর্প খেলে।
পর্বতপ্রমাণ ঢেউ পড়িছে দুকূলে॥
অজয় দুর্জয় গড় কার শক্তি জিনে।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন তমোময় দিনে॥
সোম সূর্য বিনে কার নাই অধিকার।
তরী বুড়ে তরঙ্গে উপায় তরিবার
গণ্ডকীর দক্ষিণে দেউল দীঘি নাম।
তার ঘাটে লাউসেন করিল মোকাম॥
রাবণ বধিতে যুক্তি সুগ্রীব সংহতি।
লঙ্কায় সসৈন্য যেন রামদাস রথী॥
চারিঘাটে চৌকী বসিলা চারিদিকে।
নকিব ফুকরে কালু লাউসেন আগে॥
মন দিবে মহারাজা আমার কথায়।
আজিকার মহিম যে দেখি অনুপায়॥
বলে কিছু না হৈল উপায় কর সার।
কোনরূপে গণ্ডকী নদীর হই পার॥
শুন্যাছি বাপার মুখে কয়েছিল আজা।
গড় নিতে সেজ্যাছিল বড় বড় রাজা॥
জিনে কে দুর্জয় গড় দেখে ভয় পাই।
মনুষ্যের অসাধ্য দৈবের বল চাই॥
এত শুন্যা লাউসেন হল্য চমকিত।
দীঘিতে দেখিল দিব্য পদ্ম বিকশিত॥
ধ্যান কর‍্যা শ্রীমন্ত্র চিন্তিলা চিত্তমাঝ।
পদ্ম তুলে প্রেমানন্দে পূজে ধর্মরাজ॥

ষোড়শোপচারে পূজা সমর্পিয়া সব।
কৃতাঞ্জলি কাতর হইয়া করে স্তব॥
ওহে অনাথের বন্ধু অগতির গতি।
কে জানে তোমার মায়া অগোচর মতি॥
গজেন্দ্র-মোক্ষণে শুনি মহিমা অপার।
পদছায়া দিয়ে কৈলে প্রহ্লাদে উদ্ধার॥
দুর্বাসা মুনির হতে দ্রৌপদীকে দয়া।
সুধন্বাকে সংকটে সদয় পদছায়া॥
পুড়ে মরে পাণ্ডব পাবকে জৌঘরে।
বাঁচাইলে বুদ্ধি দিয়া বলালে বিদুরে॥
অগতির গতি তুমি গতি নাঞি আর॥
অনাথ কিঙ্করে কর এ সংকটে পার॥
এত স্তুতি কৈল সেন কাতর হইয়া।
ধ্যানেতে জানিল ধর্ম বৈকুণ্ঠে বসিয়া॥
হনুমানে কন ডেকে বচন সুরস।
আমি জানি তোমার মহিমা গুণ যশ॥
অর্জুনের দর্প চূর্ণ করিলে যে কালে।
পাতিয়া প্রবন্ধমালা পথে বস্যাছিলে॥
ধরিলে মর্কট বেশ অবৃহৎ কায়।
সেই পথে অর্জুন আনন্দ কর্যা যায়॥
বলে ডেকে বসি ছাড়ি বর্ত্মনি বানর।
এক চড়ে নচেৎ লইব যমঘর॥
অর্থ উচিতে নারি অধিক না কবি।
নয় তবে লেজখান নেড়্যা রেখে যাবি॥
অর্জুন ধরিল লেজে বাড়িল জঞ্জাল।
অভেদ করিল লেজ সপ্তম পাতাল॥
পরাভব অর্জুন করিল হেঁট মাথা।
তখন কহিলে তুমি জয়রাম সীতা॥
অর্জুন কহিল তবে কৃষ্ণনাম নে।
কোথাকার রামসীতা তারে জানে কে॥

অনিন্দার নিন্দা শুনে ক্রোধে হুতাশন।
কহিলেন রামের গুণ সমুদ্রবন্ধন॥
সবংশে করিল ঘোর রাবণে নিপাত।
তোর কৃষ্ণ খেয়্যাছিল গোয়ালার ভাত॥
অর্জুন তখন কয় তুচ্ছ মনে করি।
এক্ষনি সমুদ্র আমি বেন্ধ্যা দিতে পারি॥
পূর্বমুখে পাঁচ বার প্রতিজ্ঞা করিল।
একবাণে অষ্টাশী যোজন বেন্ধেছিল॥
তুমি তায় কহিলে আমার বুদ্ধি পেয়ে।
সিংহনাদ শব্দ কর্য্যা যাব ঝাপ দিয়ে॥
তায় যদি ভাঙ্গে তবে তৃতীয় আভিল।
এই মোর প্রতিজ্ঞা মারিব এক কিল॥
আমার হইল ভয় কি হয় না জানি।
অর্জুন বড়ই ভক্ত ততোধিক তুমি॥
তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণে ত্বরাত্বরি।
বাঁধখান আপুনি মাথায় কর্য্যা ধরি॥
লাফ দিয়ে দর্প কর্য্যা পড়িলে মাথায়।
মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ধড়ে প্রাণ যায়॥
তোমার বিক্রম যত মোরে নাঞি ছাপা।
কাঙুর মহিম ত্বরায় যেতে হল বাপা॥
ভক্তের অধীন আমি জানে জগজনে।
আজি বড় বিপাক পড়িল লাউসেনে॥
গৌড়েশ্বরের মাতা সফুল্লা সুন্দরী।
তার ঠাঞি জপমালা অজয় কাটারি॥
সমুদ্রের মূর্তি ধর্য্যা যাবে সাবধানে।
লয়্যা তবে লঘুগতি দিবে লাউসেনে॥
এত শুন্যা হনুমান্ করেন জিজ্ঞাসা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় ভরসা॥১৫৬॥

ব্রহ্মার হাতের মালা বরুণের অসি।
সফুল্লা পেলেক কোথা হইয়া মানুষী॥
শুনিব তোমার মুখে সব সমাচার।
তবে যাব লাউসেনে করিতে উদ্ধার॥
ধর্ম কন ধরণীয়ে ধর্মপাল রাজা।
কেবল কর্ণের তুল্য করে কৃষ্ণপূজা॥
দিবানিশি ব্রাহ্মণ ভোজন দানধ্যান।
ভক্তিভাব কর‍্যা শুনে ভারথ পুরাণ॥
পুত্র নাঞি পূর্বকালে ছিল কিছু পাপ।
অতুল ঐশ্বর্য ঘর আনন্দে বিলাপ॥
প্রজার পালন করে পুত্রের সমান।
কৃষ্ণকথা রামকথা করে সদা গান॥
একদিন মৃগয়া করিতে হৈল মন।
সফুল্লাকে কয় ডেক্যা সুপ্রিয় বচন॥
মৃগয়া করিতে যাই কতক্ষণে আসি।
স্ববাসে রহিলে তুমি শুন গো রূপসী॥
পাপ পুণ্য সুখ দুস্থ ধর্ম অর্থ লাগি।
অর্ধ অঙ্গ জায়া হয় অর্ধেকের ভাগী॥
আজি কর কৃষ্ণসেবা আমার বদলে।
শুদ্ধ ভাবে পুরাণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে॥
কাঞ্চন মুকুতা মণি কর‍্যা পুণ্যমান।
দক্ষিণা সহিত কর‍্যা দ্বিজে দিবে দান॥
গরিব কাঙ্গাল দেখ্যা দিবে কিছু ধন।
করাইবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥
চন্দন চাঁপার মালা কুমকুম কস্তুরী।
পূজিবে দ্বিজের দুটী চরণমাধুরী॥
বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ।
যার পদচিহ্ন কৃষ্ণ করিলা ধারণ॥
এতেক কহিয়া রাজা মৃগয়ায় গেল।
সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল॥

ওথা গায় ভূপতি ভার্যার যশগুণ।
এথা সফুল্লার প্রতি কৃষ্ণ নিদারুণ॥
লঙ্ঘিল নাথের বাক্য না করিল কিছু।
এই অপরাধে কষ্ট ভুঞ্জিবেক পাছু॥
আপুনি করিয়া স্নান ভোজন সকালে।
দাসী সঙ্গে পালঙ্কে বসিয়া পাশা খেলে॥
পাশায় মজিল মন হত হৈল জ্ঞান।
না করে কৃষ্ণের সেবা না শুনে পুরাণ॥
হেন কালে রাজা আইল মৃগয়া করিয়া।
নয় হয়্যা সফুল্লা নিকটে আইল ধেয়্যা॥
পাখালিয়া চরণ চিকুরে কর‍্যা মুছে।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা বসাইয়া কাছে॥
কহ প্রিয়া কি ধনে করেচ কৃষ্ণসেবা।
শুনিলে সফল হয় আজিকার দিবা॥
কি দান দিয়াছ দ্বিজে কাঙ্গালে কি ধন।
কোন অধ্যা ভারথের কর‍্যাচ শ্রবণ॥
শুন্যা বাক্য সফুল্লার শুখাল বয়ান।
পড়িল চরণে কেন্দা উড়িল পরান॥
আমি বড় পাতকী প্রসন্ন নয় দশা।
করি নাই কৃষ্ণসেবা কাল হৈল পাশা॥
না শুনেচি পুরাণ বিনষ্টচিত্ত মোর।
প্রভু দেয় প্রতিফল পাপ হৈল ঘোর॥
রাজা কয় তোর পারা কে আছে চাণ্ডালী।
না করে কৃষ্ণের সেবা অন্নজল খেলি॥
আর ফিরে তোর মুখ আমি না দেখিব।
ইহার উচিত ফল বনবাস দিব॥
নফরে কহিল রাজা শুন বলি রে।
সফুল্লা চক্ষের বালি বনবাস দে॥
শুনে শোকে সর্ব লোক করে হায় হায়।
সফুল্লা রাজার রানী বনবাস যায়॥

নফর নৃপতি বাক্য না করে লঙ্ঘন।
রেথ্যা এল বাল্মীকি মুনির তপোবন॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা॥১৫৭॥

ধর্ম কন শুন বাছা পবনকুমার।
রাবণে বধিতে আমি রাম-অবতার॥
অযোধ্যায় অশ্বমেধ হইল যে কালে।
লয়ে ঘোড়া লক্ষ্মণ সহিত তুমি গেলে॥
লবকুশ আছিল বাল্মীকিমুনি ঘরে।
জোর কর‍্যা জয়াঙ্কে যজ্ঞের ঘোড়া ধরে॥
বাদাবাদে বিবাদ বড়ই হৈল শেষে।
লক্ষ্মণে তোমাকে বন্দী কৈল নাগপাশে॥
কংসকে বধিতে আমি কৃষ্ণ অবতার।
সেই বনে হল্য অঘাসুরের সংহার॥
কেশীবধ হৈল আর শকটভঞ্জন।
গো বৎস হরণে হল্য ব্রহ্মার মোহন॥
এতেক অদ্ভুত লীলা দেখিয়া নজরে।
সুখোচিত সফুল্লার দুস্থ গেল দূরে॥
অল্পদিন আনন্দে রহিল সেই খানে।
কাননে আমার সেবা করে একমনে॥
কঠোর হইল কত ক্ষীণ হল্য কায়া।
দয়া কর‍্যা দিলাম দক্ষিণ পদছায়া॥
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য বহুতর।
বিলক্ষণ বিপিনে হইল বাড়িঘর॥
গৌতম মুনির কন্যা তার সনে সই।
রাজা গেল মৃগয়ায় কথ দিন বই॥
সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল।
শরভ্রষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল॥

রাজা কয় এই পশু যার পানে যাবে।
সবংশে নাশিবে নয় ত্রিশূলে চাপাবে॥
শরভ শুনিতে পেয়ে সচিন্তিত মনে।
পাপ আত্মা রাজা বেটা বধিবেক প্রাণে॥
আত্মরক্ষা হেতু আমি যার পানে যাব।
তার হত্যাপাপেতে নরকগামী হব॥
ভূরি ভয় উদ্ধারিতে ভগবান্ কর্ত্তা।
এত বল্যা রাজার নিকট দিয়া যাত্রা॥
লজ্জিত হইল দেখ্যা নৃপ ধর্ম্মপাল।
ছুটিল শরভ সঙ্গে যেন অহি কাল॥
শূন্য পথে শরভ উঠিলা তখনে।
না পাল্য দেখিতে রাজা অরুণ কিরণে॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়্যা চারিপানে চায়।
বনমাঝে পীতবাস দেখিবারে পায়॥
অরণ্যে ঈশ্বর সখা আপে আপ্যাইত।
সফুল্লার সদনসমীপে উপনীত॥
কৌতুকে কমলমুখী কৃষ্ণ সখা রাখ্যে।
প্রণমিলে প্রাণনাথে প্রাণ পাল্য দেখে॥
বসিতে আসন দিয়া বলে সুপ্রভাত।
এত দিনে অভাগীকে মনে হল্য নাথ॥
নৃপ কয় ক্ষুধায় নির্জল হল আঁখি।
অন্ন দেয় রন্ধন করিয়া রাধামুখী॥
স্বামীবাক্যে সফুল্লা সয়ের ঘরে গেল।
বিরলে বসিয়া কথা বিশেষ কহিল॥
বিমলা বলেন শুনে বচন সুরস।
আছে এক ঔষধ স্বামীকে কর বশ॥
ওদন সহিত কর্য্যা খাওয়াইলে কিছু।
বসে উঠে বচনে বেড়ান পাছু॥
চক্ষের আড়াল তিল করে নাঞি আর।
কাব্যরসে কৃষ্ণ যেন বশ রাধিকার॥

সফুল্লা ঔষধ লয়্যা সত্বরে গমন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন॥
স্বর্ণথালে অন্ন বাড়ে আনন্দে আমোদ।
সংযোগ করিল ভাতে বাটিয়া ঔষধ॥
সজীব ঔষধ পাইল শনিবার বেলা।
ভূমি ছেড়্যা তিন বার নেচ্যা উঠে থালা॥
তা দেখিয়া সফুল্লার চমৎকার মনে।
অপর ওদন এন্যা দিলেক রাজনে॥
ভোজন করিয়া রাজা সের্যা আচমন।
সফুল্লাকে না কহিয়া স্বদেশে গমন॥
অশ্বরাজে আরোহণ ঐমনি ত্বরিত।
দ্বিজে শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত॥১৫৮॥

সফুল্লার মনে হেথা সন্দেহ জন্মিল।
সেই অন্ন সরিৎসলিলে ফেল্যা দিল॥
ভাসিয়া ভুবনবক্ষে নিশীথিনী কালে।
পড়িল ওদন গিয়া সমুদ্রের জলে॥
কৃষ্ণের প্রসাদ বল্যা লক্ষ্মীর রন্ধন।
আনন্দে সাগর রাজা করিল ভক্ষণ॥
ঔষধ ধরিল গুণ জ্ঞান হৈল হত।
বিযোগে সমুদ্র হল্য বাউনের মত॥
পঞ্চবাণে পুড়িলাম প্রাণ নাহি বান্ধে।
সমুদ্র সফুল্লা বল্যা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে॥
যোগবলে জানিল যতেক বিবরণ।
ধর্ম্মপালের মূর্ত্তি ধরিল তখন॥
স্বীয় বাসে সফুল্লা শয়ন কর্যা আছে।
বিনয় বিস্তর করে গিয়া তার কাছে॥
কাল হল বসন্ত কোকিল ডাকে তায়।
বিরহী জনার বুক বিদরিয়া যায়॥

মদন কৃষ্ণের বেটা মারে লক্ষ বাণ ॥
প্রেম আলিঙ্গন দিয়া রক্ষা কর প্রাণ ॥
স্বামীভাবে সফুল্লা দিলেক আলিঙ্গন।
স্বর্গপদ তুচ্ছ করে সাগরের মন ॥
স্বামীর যতেক তেজ সীমন্তিনী জানে।
সন্দেহ বড়ই হয় সফুল্লার মনে ॥
সাগরের করে ধর‍্যা করে মহা সোর।
কে তুমি কহিবে সত্য কান্ত নহ মোর ॥
আমার সতীত্ব ধর্মে দিয়াছ আঘাত।
নয় বল শাপ দিয়া করিব নিপাত ॥
কুলটা কামিনী নই হই পতিব্রতা।
সাগরের ভয় হৈল কয় সত্য কথা ॥
বরুণ দেবতা আমি বিশ্বের কারণ।
অন্ন দিয়া আপুনি কর‍্যাছ আমন্ত্রণ ॥
অপরাধ বিনে কেন অভিশাপ দিবে।
বিবরণ বিশেষ বারতা শুন তবে ॥
মম্মৌরসে তব পুত্র হবে মনোহর।
বাছিয়া থুইবে নাম রায় গৌড়েশ্বর ॥
চিহ্ন নেয় জাপ্য মালা অজয় কাটারি।
অভিজ্ঞ হবেক সিদ্ধ রসাতল অরি ॥
এত শুন্যা সফুল্লা আনন্দমনে কয়।
দেখিলে তোমার মূর্তি আমার প্রত্যয় ॥
সাগর স্বমূর্তি ধরে সফুল্লা বচনে।
করতার এই কথা কন হনুমানে ॥
বিস্তর বিস্তার শেষে বলিলা সংক্ষেপে।
গৌড়েশ্বরের জন্ম হৈল এইরূপে ॥
ধর্মপাল রাজা মল অরাজক দেশ।
পাত্র মিত্র প্রজা লোক পায় বড় ক্লেশ ॥
পাটহস্তী রাজার আছিল পুরন্দর।
সবিনয় কর‍্যা তবে কহিল বিস্তর ॥

দেবরূপী সেই হস্তী দৈবে সব জানে।
দেখালে রাজার পুত্র হয়্যাছে বিপিনে॥
পুণ্যাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল বন।
সফুল্লার সদনসমীপে দরশন॥
হস্তী দেখ্যা হরিমুখী হরষিত হৈল।
পুটপাণি প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল পঞ্চবিধি পূজা।
অনুমানে জানিলেন মর‍্যাচেন রাজা॥
না হইলে হস্তী কেন আসিবেন বন।
এতেক ভাবিয়া রানী করয়ে রোদন॥
হা নাথ অনাথ কর‍্যা কোথা রেখে গেলে।
ফিরে দেখা না হইল মরণের কালে॥
অভাগিনী আমি বড় অধর্মের ফলে।
দাসী বল্যা পদছায়া দিয় পরকালে॥
এইরূপে রাজরানী করয়ে রোদন।
হেনকালে উপনীত পাত্রমিত্রগণ॥
প্রজাগণ সঙ্গে আইল আনন্দে বিভোল।
নব লক্ষ দল সঙ্গে মহা কলরোল॥
বীণা বাঁশী সানি কাঁসি বাজে নানা বাদ্য।
নর্তক নর্তকী নাচে সুরগণ পদ্য॥
পতাকা নিশান উড়ে পরিমল শোভা।
কি দিব উপমা তার উপরাগ প্রভা॥
রত্নময় দোলায় সফুল্লা আরোহণ।
গজপৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গৌড়গমন॥
আনন্দের সীমা নাই অনুদিন পরে।
উপনীত হৈল সভে গৌড় নগরে॥
কুতূহলে অতুল করিয়া আর্তজন।
দেশে দেশে রাজাগণে দিলা নিমন্ত্রণ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া কৈল রাজপাটে রাজা।
ঊর্ধ্ববাহু হয়্যা নাচে গৌড়ের প্রজা॥

প্রজার পালন করে পুত্রের সমান।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥১৫৷

রাবণ রাক্ষস রাজা রণে নয় টুটা।
বায়ুবাণে বীর একবার গেল কাটা ॥
তথাপি পরান পায় না হয় মরণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র আনিতে কহিল বিভীষণ ॥
কার সাধ্য তুমি বল্যা করিলে সন্ধান।
রাবণের মূর্তি ধর্য্যা এনে দিলে বাণ ॥
জানে সভে জগতে তোমার যশ কীর্তি।
সেইমত সাগর রাজার ধর মুর্তি ॥
শুন্যা এত সুখাসীন হল্যা হনুমান্।
সাগরের মূর্তি ধর্য্যা সত্বরে প্রয়াণ ॥
রাম রাম সীতারাম সদাই স্মরণ।
সফুল্লার কাছে এস্যা দিলা দরশন ॥
কান্তা সম্বোধিয়া কন কপট চাতুরী।
সম্প্রীতি সন্তোষ হল্য সুধামুখ হেরি ॥
পূর্বভাব প্রায় বুঝি পাসুরিলে প্রিয়ে।
শুনে এত সফুল্লা পড়িল দুটি পায়ে ॥
জগৎ-প্রাণ-সুতা কয় যদর্থে বিজয়।
লাউসেন কাঙুর করিতে গেছে জয় ॥
জাপ্যমালা অজয় কাটারি দেয় তুমি।
এই হেতু এলাম তোমার কাছে আমি ॥
শুভ হয় অশুভ সফুল্লা মনে জেন্যা।
জাপ্যমালা অজয় কাটারি দিল এন্যা ॥
হরষিত হনুমান্ হলেন বিদায়।
অবিলম্বে উপনীত এস্যা কামতায় ॥
লাউসেনে কহিলেন নিজ পরিচয়।
দিলেন পাঠায়ে মোরে দেব দয়াময় ॥

এই নেয় জাপ্যমালা অজয় কাটারি।
পরশে পাতাল যাবে গণ্ডকীর বারি ॥
কাঙুর করিবে জয় কন্যা পাবে দান।
বলে এত বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান্।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥১৬০

পালা সমাপ্ত ॥

লয়্যা তবে জাপ্যমালা অজয় কাটারি।
পরশে পাতাল গেল গণ্ডকীর বারি ॥
কালু কয় মহারাজা কর অবধান।
বল হতে বুদ্ধি হয় বিশেষ প্রধান ॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব প্রমত্ত ধনে ছিল।
শকুনি সংযোগ-বুদ্ধে বন পাঠাইল ॥
জরাসন্ধ বনবাস যুদ্ধ যম সম।
ভূরি বুদ্ধে ভীম তার ভাঙ্গিল ভরম ॥
সমুদ্র মন্থন কালে সুধা উপজিল।
দেবগণে দৈত্যসনে দ্বন্দ্ব উপজিল ॥
বলবান্ অসুর বিবুধে করে বাধা।
বুদ্ধি কর্য্যা বিষ্ণু তায় বেট্যা দিল সুধা ॥
বলে কিবা করে যদি বুদ্ধি হয় দাস।
শশক সংযোগ-বুদ্ধে সিংহে কৈল নাশ।
সত্যের স্বরূপ শুন ময়নার ঠাকুর।
বুদ্ধিযোগে আসি জয় করিব কাঙুর ॥
জাপ্যমালা লয়্যা কালু যোগীবেশ ধরে।
সঙ্গে ছিল সুধাভাণ্ড কমণ্ডলু করে ॥
কপিল কুশের দড়ি কন্থা বান্ধে কটি।
মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়িমাটী ॥
বিস্তর যতনে জটা বনালেন চুলে।
পরে গোল গোলক্ষ গুঞ্জার মালা গলে ॥

এক হাতে কমণ্ডলু আর হাতে ছাতা।
পথে যেত্যে মনে পড়ে পুরাণের কথা॥
বিশ্বজয়ী বুদ্ধি হত্যে বলে হনুমান্।
সীতার উদ্ধার হেতু পাঠাইলেন রাম॥
আম্র ফল অশনে অধিক লোভ হৈল।
সমুদয় সন্ধান সীতার ঠাঞি পাইল॥
উপবন আম্রের আছিল রাবণের।
রাত্রিদিন রাক্ষস রক্ষক তার ঢের॥
লঘ্ঘি কর্য্যা নিল হনু নব মৃজ্জ পাত্রে।
তীর্থজল বল্যা দিল সভাকার হাতে॥
তেমতি করিব আমি তবে নাম কালু।
সুধাভাণ্ড সংগতি সম্প্রতি কমণ্ডলু॥
আমার কল্পনা আজি কাঙুর নাশিতে।
কৃষ্ণের কল্পনা যেন কংসকে বধিতে॥
এই যুক্তি মনে করে আনন্দে গমন।
গণ্ডকী হইয়া পার গড়ে দরশন॥
দেখিল দ্বিভুজ কালী দেউল ভিতরে।
দণ্ডবৎ করে কালু দক্ষিণ অম্বরে॥
অকালে তোমার পূজা করেছিল রাম।
সেই হেতু রাবণে হইলে তুমি বাম॥
বিশ্বমাতা বালকে হইবে বরদায়।
এত বল্যা জাপ্যমালা দেউলে ছুয়ায়॥
কর্পূরধলের আছে কপালের দুখ।
কৈলাসে গেলেন কালী হইয়া বিমুখ॥
দেউল পড়িল ভেঙ্গা দেখে কালু বীর।
দ্রুত উপনীত হল্য দ্বারে নৃপতির॥
দ্বার হতে দ্বারিগণ দেখ্যা জোড় হাত।
যবে আস্যা যোগীবর চরণে প্রণিপাত॥
কালুবীর কল্যাণ করিল ধীরে ধীরে।
কাটা যাবি আজি রণে কৃষ্ণ যদি করে॥

ঘাড়ে ধর‍্যা তাদের মস্তকে দিল পা।
এই ধর তীর্থজল আস্তা কর‍্যা খা॥
হাত পেত্যা নিল সভে হয়্যা একমন।
কৃতার্থ হইল বল্যা করিল ভক্ষণ॥
মহাভক্তি জন্মিল মস্তকে মুছে হাত।
উদরস্ত না হত্যে আঘ্রাণে উঠে আঁত॥
তারা বলে তীর্থজলে গন্ধ ছাড়ে কেনে।
কালু কয় তবে বুঝি ভক্তি নাই মনে॥
ভক্তি কর‍্যা ভক্ষণ করিলে ভাল লাগে।
দ্বার ছেড়্যা দিবি যাব ভূপতির আগে॥
দ্বারী কয় দ্বার ছেড়্যা দিতে নাই পারি।
রাজার চাকর হই রাজআজ্ঞা ধরি॥
কথা শুনে কালুর তখন ক্রোধ বাড়ে।
পরান বধিল তার নির্ঘাত চাপড়ে॥
ভয় পেয়্যা ভঙ্গ দিল যত ছিল দ্বারী।
রাজাকে খবর গিয়া দিল ত্বরাত্বরি॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা॥১৬১॥

শুন্যা সমাচার ক্রোধে অবিসার
নৃপতি কর্পূরধল।
লঘু নিজ দলে সাজ সাজ বলে
সোর্চ্চিসে সমরে চল॥
তেঘাই তেওড়া বাজে জোড়া জোড়া
নিশান ফুকুরে তায়।
শুন্যা সেনাগণ করিয়া তর্জন
গর্জন করিয়া ধায়॥
হরি সেনাপতি শত মত্ত হাতী
সংগতি সন্তোষ রোষে।

বুকে দিয়া চাল ছুটে যেন কাল
চপলে চাপিয়া অশ্বে ॥
হরি বাহাদুর রাজার শ্বশুর
রবিসুতসম রাগে ।
লয়্যা ধনুঃশর নগের উপর
আরোহণে ধায় আগে ॥
সেনার প্রধান দত্ত ভগবান্
পিন্ধিয়া পাগড়ি জোড়া ।
বান্ধিয়া বরট চলিল চটপট
দড় বড় দাবিয়া ঘোড়া ॥
সাজে কত সেখ সৈয়দ অনেক
আগু দলে ধায় গাজ্যা ।
ক্রোধে অবিসার ছোটে জমাদার
তুরগে চাপিয়া তাজ্যা ॥
বাজে রণ তুরি খনক খঞ্জরি
জয় ঢাক জগঝম্প ।
গজের গর্জনে বাজীর নিঃস্বনে
নর সুরাসুর কম্প ॥
সম্মুখ অয়নে কালু সিংহ সনে
প্রথমে হইল রণ ।
রচিল মানিক নিজ অভিভুক
সদা সখা নিরঞ্জন ॥১৬২॥

চৌদিকে নৃপসেনা মাঝে কালু সিংহ ।
চৌদিকে দল্যা বুলে না করে ভ্রূভঙ্গ ॥
আস্ফালন করে মন আড় চক্ষে চায় ।
সঙরণ ভবনে মাটি মাখে সর্ব গায় ॥
কালুর হইল কোপ কলেবর কাঁপে ।
বসুধাকে বিকল করিল বীর দাপে ॥

হরিসম শব্দ করে হাঁকে হৈ হৈ।
মাতিল মাকন্দ পায়্যা মুহূর্তেক বেই ॥
রুষিলা রাজার সেনা অভিমুখ রণে।
বাণ এড়ে বিস্তর বিমত কৈল দিনে ॥
কালু হৈল কেশরী কুঞ্জর নৃপ সেনা।
উবু দলে একেলা মহিমে দিল হানা ॥
মারমার করিয়া উঠে মারে উড়া ত্বাড়।
দশ বিশ জনের মুচুড়ে ভাঙ্গে ঘাড় ॥
ক্রোধে হুতাশন যেন কালু বীর ফিরে।
পদাঘাতে পর্বতপ্রমাণ হাতী মারে ॥
শূন্যে উঠে লাফ দিয়া সরে মহীতল।
না আস্তে নিকটে ভয়ে নৃপতির দল ॥
রণে বাজে মার্দল মুচঙ্গ বীরকালি।
গোলা করে গর্জন গুড় গুড় গুলি ॥
সংগ্রামের শব্দ শুন্যা শেষ পাল্য ভম।
ধনুঃশর ধর্‌য়্যা ধায় তের জন ডোম ॥
কাটাকাটি ছুটাছুটি করে বীরভাগ।
আত্মপর বিচার না করে বিস্থরাগ ॥
মুষল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উড়্যা।
তরালের চোটে কার চক্ষু দিল তুড়া ॥
দারুণ প্রহারে কার ভেঙ্গা গেল দাড়ি।
আহা উহু ঐমনি অবনী যায় গড়ি ॥
শস্ত্রবাণ সহায় যে তের জন ডোম।
কালুবীর যুঝে যেন যুগান্তের যম ॥
তিন চারি জনে ধর্‌য়্যা করে তাড়াতাড়ি।
আছাড়িয়া বুকে বসে উপাড়য়ে দাড়ি ॥
অশ্ব গজে ঐমনি আছাড়ে ধর্‌য়্যা এট্যা।
খান খান অস্থি হৈল মাথা গেল ফেট্যা ॥
তের ডোম তারা সব ত্রিঅধ্ব আগুলে।
কালু সিংহ কাটে সেনা কদলকমনে ॥

মকর অগাধে যেন মুড়াইল মাছ।
ঝড়ে যেন গাদালি পড়িল কলাগাছ॥
রণস্থল একাকার রক্তে বয় নদী।
কবন্ধ কহ্লার ভাসে কুমুদ কেশাদি॥
ভয় পেয়্যা ভঙ্গ দিল ভূপতির সেনা।
জয়শীল কালু সঙ্গে ডোম তের জনা॥
সৈন্যের সংহার দেখ্যা সংকট সমরে।
পলায় কর্পূরধল প্রাণের খাতিরে॥
কাশ্যপীলোচনযুগ কাল হল্য কোপে।
তাড়িয়া ধরিল কালু তিন গোটা লাফে॥
মাথায় বজ্রের বারি মেরা্যা করে গুঁড়া।
বরাহবন্ধনে বান্ধে বুকে মারে হুড়া॥
ধনুকের হুল্যা করে তুলে নিল পিছে।
লয়্যা দিল লাউসেন নৃপতির কাছে॥
কাতর কর্পূরধল করে নিবেদন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন॥ ১৬৩॥

শুন সবিনয় সেন।
দেহ মোরে প্রাণদান॥
স্বরূপে শুনেচি আমি।
কলিকল্পতরু তুমি॥
সাধিয়া আপন কর্ম।
রাখ রাখ রাজধর্ম॥
নতি করি ধরি পদ।
মোরে না করিহ বধ॥
যে যার শরণ নেয়।
সে তারে সম্পদ দেয়॥
পুরাণপ্রণীত শুন।
উরু ব্যাধ উপাখ্যান॥

নৃপ নরসিংহ নাম।
সৌরাষ্ট্র নগরে ধাম॥
দৈবযোগে দিবা শেষে।
বনে গেল মৃগ আশে॥
হইল ভয়দা নিশা।
নৃপতি হারাল্য দিশা॥
তনু কম্পবান্ ত্রাসে।
আইল উরু ব্যাধ বাসে॥
ভূপে ভয়ে দেখ্যা ভীরু।
অতি আর্তি কৈল উরু॥
কহিয়া অনেক রূপ।
শরণ লইল ভূপ॥
উরু নৃপে রেখ্যা ঘরে।
স্ত্রী পুরুষে রহে দ্বারে॥
রাত্রি শেষে দৈবযোগে।
উরুকে খেলেক বাঘে॥
কমলা ক্রন্দন করে।
সগুণ স্বামীর তরে॥
কোথা গেলে নাথ তুমি।
অভাগিনী হনু আমি॥
নরসিংহ নৃপে কয়্যা।
পতিপদচিহ্ন লয়্যা॥
করিয়া উদ্‌যোগ কতি।
অনুমৃতা হল্য সতী॥
স্ত্রীপুরুষে স্বর্গে গেল।
তথা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল্য॥
সেন শুন্যা এত উক্তি।
বন্ধন করাল মুক্তি॥
বেলডিহা গ্রামে ধাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক রাম॥১৬৪॥

কর্পূর নৃপতি পুন করে নিবেদন।
কৃপা করে কৈলে যদি বন্ধন মোচন॥
লেখা কর্যা নিবেদিব নৃপতির কর।
একুনে লইল অন্য একুশ বৎসর॥
কলিঙ্গা আমার কন্যা ধন্যা রূপে গুণে।
সম্প্রদান তোমাকে করিব সাধ মনে॥
কালু কয় কন্যা যদি কায় মনে দিবে।
হাতে কর্যা গঙ্গাজল শপথ করিবে॥
নচেৎ দাখিল খুলি হুকুম রাজার।
স্বাধিকার সহআর সবংশে সংহার॥
দুষ্টকে দমন দিতে দারুণ আঘাত।
রাবণের বংশ নাশিল রঘুনাথ॥
অহংকার অকাল অখণ্ড নাঞি রয়।
কৃষ্ণের কল্পনা হতে কুরুকুল ক্ষয়॥
তর্জন কালুর কথা ত্রাস হৈল মনে।
সত্য করে সাতবার সংকুল বচনে॥
সেন কন কালুকে স্বরূপ শুন দাদা।
বচনে বিশ্বাস হলে বিশেষ মর্যাদা॥
সেনের বচনে কালু বুঝিল নিঃশেষ।
ভূপতিভবনে গেল ভাবিয়া বিশেষ॥
বিবাহের বার্তা শুনে বাপের বদনে।
কলিঙ্গা কালীকে ধ্যান করে এক মনে॥
নানাবিধ নৈবেদ্য সুরস নানা ফল।
চন্দন চাঁপার মালা শ্রীফলের দল॥
পূজিয়া মায়ের দুটী পদ অভয়দ।
নতি করে নিতম্বিনী নত শিরচ্ছদ॥
গোকুলে গোবিন্দ সনে গোপিনীর রসে।
তরুতলে মুরলী বাজালে তামরসে॥
বাঘছাল ত্যাজিয়া পরিলে পীত ধড়া।
বনমালা পরিলে ধরিলে মোহনচূড়া॥

রাস কৈলে বৃন্দাবনে তুমি হয়্যা রাধা।
কৌতুক কলহ কর‍্যা কৃষ্ণে দিলে বাধা ॥
রাবণবধের কালে রণে রাষ্ট্র বাম।
অকালে তোমার পূজা করিলেন রাম ॥
রুক্মিণী করিল পূজা রমায়ের তরে।
শুভ ফল সিদ্ধ হল্য সত্য বস্ত্যা ঘরে ॥
সঞ্জয় মনের কথা শুন গো জননী।
কান্ত হবে লাউসেন কয়্যাচ আপুনি ॥
এখন হইল মিথ্যা তোমার বচন।
এতকাল ও পদ পূজিনু অকারণ ॥
সেবিব সেনের পদ মনে ছিল সাদ।
আশয়ে নৈরাশ কর‍্যা সাধিলে বিবাদ ॥
ইথে যদি মনযোগ না করিবে তুমি।
আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ তিয়াগিব আমি ॥
কলিঙ্গার করুণা শুনিঞা কালরাত্রি।
সাক্ষাত হইয়া কন শুন রাজপুত্রী ॥
তুমি বাছা আমার তোমার আমি পক্ষা।
আবিশ্যক হবেক আমার কথা রক্ষা ॥
অলজ্ঘ্য আমার বাক্য জানেন ঈশ্বর।
যে কালে দিলাম জগদক্ষ নৃপে বর ॥
অপরাধ ঈশ্বর দিলেন অভিশাপ।
প্রধান্যে পাষণ্ডী হবি পরশিল পাপ ॥
তার সঙ্গে আমার বিবাদ হল্য ঘোর।
ভাঙ্গিল দনুজ শেষে ভক্ত হল্য ভোর ॥
অক্ষয় অব্যয় হল্য আমার বচনে।
চতুর্ভুজ হইয়া গেল কৈলাস ভুবনে ॥
আমার স্বভাব থাকে অনুগ্রহ করি।
আস্থ বল্যা ডাকিলে পরান দিতে পারি ॥
ঐ বটে লাউসেন রঞ্জার বন্ধন।
ভক্তিভাবে কর বাছা ভর্ত্তুর বরণ ॥

কলিঙ্গা তখন কয় প্রত্যয় কারণে।
লাউসেন বল্যা আমি জানিব কেমনে॥
কামিক্ষা বলেন বাছা কই তবে শুন।
করে শিরে যুগলে যুগল আছে চিহ্ন॥
প্রবেষ্টে প্রফুল্ল পদ্ম পাদুকা ধর্ম্মের।
তা দেখিলে তবে পাবে প্রত্যয় মনের॥
বল্যা এত কৈলাসে গেলেন কালরাত্রি।
অতিশয় আনন্দিতা হৈল রাজপুত্রী॥
কহিল জনকে গিয়া কর শুভ কর্ম।
আস্যাচেন লাউসেন অনুকূল ধর্ম॥
নৃপ কন নন্দিনী গো লাউসেন জেন্যা।
বাক্যদত্ত হয়্যাচি বিস্তর ভাগ্য মেন্যা॥
কহিল রানীকে রাজা কুতূহল মনে।
কলিঙ্গার উদ্‌বাহ করাব লাউসেনে॥
অমলা এতেক শুন্যা আনন্দে আকুল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় মূল॥১৬৫॥

তবে রাজা কর্পূর কৌতুক মনে মন।
বিবাহের বিস্তর করিল আয়োজন॥
বস্ত্রযুতা সুবেদিকা বান্ধিল প্রাঙ্গণে।
মণিমুক্তা মণ্ডিত করিল তার কোণে॥
পীত নীল পতাকা পূষন্ শোভা কিবা।
সমতুল শর্বরী সংযোগে হল্য দিবা॥
খমক খঞ্জরি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল।
মার্দ্দল মরুজা বাজে মৃদঙ্গের বোল॥
সানি শঙ্খ মুচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণা বাঁশী।
কাঁসর দগড় আর কাড়াপড়া কাঁসি॥
শুভ অধিবাসে তবে বৈসে রাজা ধল।
অমলা এয়োর সনে এথা সহে জল॥

আয়্য নাম আর্তি কর‍্যা শুন বন্ধুজন।
আয়্য বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাময়ী ক্ষীণোদরী খুদি।
সনাতনী সুলোচনী সুয়াগী সম্পদী॥
ভগবতী ভানুমতী ভাগ্যবতী রতি।
শঙ্করী সারদা সীতা সত্যভামা সতী॥
রাজেশ্বরী রুক্মিণী রোহিণী রাধা রমা।
ত্রিলোচনী তারিণী তুলসী তিলোত্তমা॥
কল্যাণী কমলা কালী কুন্তী কৃশোদরী।
মহামায়া মল্লিকা মালতী মহেশ্বরী॥
চন্দ্রাবলী চিন্তা চাঁপা চিত্রলেখা দুখি।
শিরোমণি সরস্বতী সুপর্নখা সখী॥
অন্নপূর্ণা অম্বিকা উমা ঈশ্বরী অভয়া।
বিন্ধ্যা বৃন্দা বিশালাক্ষী বিমলা বিজয়া॥
হরিপ্রিয়া হৈমবতী হারি পারি সুকি।
জাহ্নবী যমুনা জয়া যশোদা জানকী॥
শর্বাণী শঙ্করী শান্তি সত্যবতী শচী॥
পদ্মাবতী পার্বতী পরমেশ্বরী পাঁচী॥
জল লয়্যা যুবতী যুবতীগণ লঞা।
মঙ্গলে মঙ্গল হাড়ি মণ্ডলি করিয়া॥
ধলরাজা ধর্মশীল ধনে মানে ভাল।
শুভকালে শুভ স্বস্তিবাচন করিল॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ধরামররূপে ধর্ম যারে দিল দেখা॥১৬৬॥

মঙ্গলরাগেণ গীয়তে

আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশে কৈল আবাহন।
সূর্যাদি নানা দেবে পূজিয়া ভক্তিভাবে
অধিবাসে দিল মন॥

নৃপতিসুতা হরষে বসিয়া বাম পার্শ্বে
মোহিনী মন্ত্রপাঠে।
শুভ গন্ধশিলা দূর্বা পুষ্পমালা
এতানি পরশে ঘটে॥
সিন্দূর শ্বেতধান্য আমান্ন আদি অন্ন
সিদ্ধার্থ অলক্ত দধি।
রোচনা দর্পণ রজত কাঞ্চন
কজ্জল দিল যথাবিধি॥
শঙ্খাদি শুভ দ্রব্য অপরে যথা লভ্য
সদূর্বা সূত্র করে বান্ধি।
মঙ্গল অবিসারে প্রদীপ সহকারে
প্রশস্তিপাত্র শিরে বান্ধে।
সার্য্যা অধিবাসে সেবিয়া গণেশে
গৌর্য্যাদি করিল পূজা।
দিলা বসুধারা নান্দীমুখে ত্বরা
বন্দে মহীরাজ তেজা॥
কুল পুরোহিত অতিজ্ঞান ভূত
শান্তিসূক্ত করে গান।
বাজে বীণা বাঁশী সানি শঙ্খ কাঁসি
শুভ কর্ম্মে দিল মন॥
লয়্যা লাউসেনে বসায়্যা আসনে
বরণ করিল রায়।
তবে স্ত্রীআচারে লয়্যা গেল বরে
অঙ্গনে অঙ্গনা ধায়॥
তবে সভে মেলি হয়্যা কুতূহলী
হুলাহুলি দিল ঘন।
উন্মতা আনন্দে বেড়িয়া গোবিন্দে
গোকুলে গোবিন্দ যেন॥
তাতে হেমঝারি সঙ্গে সহচরী
লইয়া উথান থালা।
আনন্দ অবিসারে উথানিল বরে
অমলা অতি কুতূহলা॥

ভূপতি ভাবে মগ্ন বুঝিয়া শুভলগ্ন
কন্যাকে করিল সম্প্রদান।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় রস গান ॥১৬৭॥

জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ।
বাস ভূষা বহু রত্ন বিষয়ানুরূপ ॥
কন্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন।
কালিনি পাথর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রৌপদী।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি ॥
সুখান্বিত সীমন্তিনী সকলে মেলিয়া।
বর কন্যা বাসে নিল বারিধারা দিয়া ॥
বসিলেন লাউসেন বিচিত্র আসনে।
কলিঙ্গা বসিল বামে কাঞ্চন বরণে ॥
রবির উদয় যেন রূপে আলো ঘর।
অমিথিয়া সবাকার আনন্দ অন্তর ॥
অমলার অতিভাগ্য অর্চিয়া গোসাঞি।
ঝিয়ের মনের মত পেয়্যাছে জামাঞি ॥
ষোলকলা পূর্ণ চাঁদে সরে বটে সুধা।
কি যেন কৃষ্ণের কোলে কমলিনী রাধা।
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীরাম জানকী।
উষা অনিরুদ্ধ যেন এই মনে লখি ॥
কিবা নল দময়ন্তী দোঁহে দেখি হেন।
সুভদ্রা অর্জ্জুন কিবা শক্র শচী যেন ॥
কেহ কয় কৃষ্ণসুত কমলাক্ষী রতি।
দূরে গেল দুসুখ দেখ্যা দোঁহার মুরতি ॥
অমলা দিলেক আজ্ঞা দাসীকে তখন।
কৌতুকে কুসুমশয্যা করিল রচন ॥

পরান্ন পায়স পিষ্টক নানা ভাতি।
ভক্ষণ করিল তবে ময়নার ভূপতি ॥
শয়ন কলিঙ্গা সঙ্গে কুসুমশয্যায়।
আনন্দে রজনী গেল প্রভাতে বিদায় ॥
রাজা দিল রাজকর রাজ্যের কুশলে।
নির্ভয়ে নৃপতি থাক লাউসেন বলে ॥
বিদায় হইল তবে বৈনসে বিভোল।
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল ॥
অমলা আকুল প্রাণে অশ্রুজলে ভাসে।
প্রাণধনে কেমনে পাঠাব বনবাসে ॥
কি নিয়া থাকিব ঘরে কত উঠে মনে।
দেখিব ও চাঁদমুখ আর কত দিনে ॥
তোমার বিহনে বাছা বিগতি আমার।
এই ঘর হবেক দিবসে অন্ধকার ॥
কলিঙ্গা প্রবোধ করে কেঁদ নাঞি মা।
নিশ্চয় বচন শুন নিবেদিয়ে মা ॥
পিতা মাতা পর হয় পর লয়্যা ঘর।
বিধাতার এই সৃষ্টি আছে পূর্বাপর ॥
তবে সেন ত্রিলোচনে তূর্ণ আজ্ঞা দিল।
অস্থির পাখর অশ্বে সাজন করিল ॥
চাপিয়া চলিল সেন যেন চন্দ্রকলা।
পশ্চাৎ কলিঙ্গা প্রায় আরোহণে দোলা ॥
কালু আদি তের ডোম তার সঙ্গে যায়।
মুক্তি আশে মানিক ধর্মের গীত গায় ॥১৬৮॥

জানকীকে পাঠাইয়া জনক যেমন।
উচ্চৈঃস্বরে অবোধিয়া করেন রোদন ॥
তেমতি কর্পূরধল কলিঙ্গার মোহে।
অঙ্গ হল্য আপ্লাবিত নয়নের লোহে ॥

অনুব্রজ্যে আইল যেন গব্যুতি অয়ন।
সদানীরা পার হয়্যা সেনের গমন॥
কদাচিৎ পথে কভু বিলম্ব না করে।
উপনীত আসে গৌড়ে আটদিন পরে॥
বারামে বস্যাচে রাজা রায় গৌড়েশ্বর।
লয়্যা দিল লাউসেন কাঙুরের কর॥
পুটপাণি প্রণিপাত পদাম্বুযুগলে।
বাপধন বল্যা রাজা বসালেন কোলে॥
মনস্তাপে মহামদ মাথা হেট করে।
কেবল রঞ্জার বেটা কাল হৈল মোরে॥
কামরূপ পাঠাইলাম করিয়া প্রলাপ।
জয় কর্যা বেটা আইল টুটা মনস্তাপ॥
শৃগালের দর্প দেখ্যা চক্ষু যায় ফেট্যে।
কত করি মল নাই কুলাঙ্গার কুটে॥
অন্তরাগে আপুনি গলায় দিব দড়ি।
এড়াইব দেখিতে তুষ্টের দড়বড়ি॥
লাউসেনে নচেৎ লইব রসাতল।
তবে সে আমার নাম মহামদ খল॥
বলে শূলে বাগে পেল্যে পরাব ত্রিশূল।
এত বল্যা উঠে গেল আক্রোশে আকুল॥
লাউসেনে নৃপতি নিয়োগবাণী কয়।
তোমা হতে হল বাপু কামরূপ জয়॥
নিরঞ্জন নিশ্চয় তোমার হল সখা।
এক মুখে কি দিব মহিমাগুণ লেখা॥
এত বল্যা আগ্র কর্যা আনন্দে তখন।
লয়্যা সেনে অন্তঃপুরে নৃপের গমন।
প্রণাম করিল সেন মাসির চরণে।
আশিস করিল রানী অঝোর নয়নে॥
আইস বাছা বাপধন একি ভাগ্য মোর।
মর্যা যাই অভাগী বালাই লয়্যা তোর॥

সম্বোধিয়া শ্বশ্রূস্বসা সাক্ষাতে সন্বিত।
করপুটে কলিঙ্গা করিল দণ্ডবৎ॥
কল্যাণ করিল রানী কায়মন বাক্যে।
জন্মায়্যাতি হয়্যা বাছা জিয়ে থাক সুখে॥
তোমার শাশুড়ী হয় আমার ভগিনী।
সখা তাঁর ধর্ম্মরাজ সদাই আপুনি॥
না হল্যে এমন ভাগ্য আর কার হয়।
অল্পকালে পুত্রবধূ আনন্দ উদয়॥
সেদিন সম্প্রীত পেয়্যা রহিলেন সেন।
প্রভাতে মাসির কাছে বিদায় হলেন॥
পশ্চাত গৌড় রেখ্যা পদ্মমণি পার।
দুর্গাপুর দক্ষিণে রহিল দীঘিসার॥
কলাগেছে কৃষ্ণগঞ্জ পারিয়া কৌতুকে।
বর্ধমানে উপনীত শর্বরীসম্মুখে॥
কালুবীর কয় বাক্যে কর অবগতি।
এইখানে অবস্থিতি আজিকার রাত্রি॥
বিহিত বুঝিল সেন কালুর বচনে।
মালীর মালঞ্চ দেখিল মধ্যগনে॥
তমাল তরুর তলে উত্তরিল তায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১৬৯॥

বিষম ধর্ম্মের মায়া বিধি অগোচর।
অজ্ঞান বুঝিতে নারে করে অনাদর॥
মালিনীর মালঞ্চে দৈবের দোষ ঘটে।
দ্বাদশ বৎসর তায় ফুল নাঞি ফুটে॥
লাউসেনে নিতান্ত সে ধর্ম্ম অনুকূল।
মঞ্জরিল মালঞ্চ ফুটিল নানা ফুল॥
ফুলে বসে ভ্রমর ভ্রমরী মধু খায়।
কুহুস্বরে কোকিল কৃষ্ণের গুণ গায়॥

দৈবেতে মালিনী আল্য মালঞ্চ দেখিতে।
চারিপানে চেয়ে হৈল চমকিত চিত্তে॥
দ্বাদশ বৎসর ফুল ফুটে নাত্রি যায়।
কেন আজি কুসুমে কুশল দেখি তায়॥
মধুঋতু মালতী মালিনী মনে করি।
তমালের তলে দেখে তিমিরে বিজুরি॥
ঐমনি অবাক হয়্যা একমনে বঞ্চে।
চন্দ্র কি অম্বর ত্যাজে উদয় মালঞ্চে॥
অথবা কি জানি কোন দেবতার মায়া।
পাষণ্ডী দেখিয়া পারা দিলা পদছায়া॥
এত কর্য্যা অনুমান অন্তিক পাইল।
সম্বোধিয়া সবিনয়ে সম্বাদ পুছিল॥
কে তুমি কহিবে সত্য মালঞ্চ ভিতরে।
দেবতা দানব কিবা অপ্সর কিন্নর॥
সেন কন সত্য কথা শুন রূপবতী।
মোর নাম লাউসেন ময়নার ভূপতি॥
রাজা রায় গৌড়েশ্বর রাজ্যের বিধাতা।
মাতুঃস্বসাপতি মোর গতি অন্নদাতা॥
কালু বলে কালুসিংহ সঙ্গে বড় ভাই।
জয় কর্য্যা কামরূপ নিজ দেশে যাই॥
মৃগয়া করিয়া যায় কালিদাস নৃপতি।
স্বকর্ণে শুনিল সব সেনের ভারতী॥
নিকট হইয়া রাজা মাগে পরিচয়।
কার বেটা কিবা নাম কহিবে মহাশয়॥
সেন কয় দক্ষিণ ময়নায় মোর ঘর।
কর্ণসেন জনক জগতে যশোধর॥
নিজ নাম লাউসেন সখা নিরঞ্জন।
কামতায় গেছিলাম মহিম কারণ॥
কালিদাস কয় শুন্যা গেল সব আধি।
বাসনা হইল পূর্ণ অনুকূল বিধি॥

ভীষ্মক ভূপতি ছিল ভাগবতোত্তম।
কন্যা দিয়া কৃষ্ণের সেই হল শরণ॥
আছিল জনক ঋষি অতি পূর্ণতমে।
শরণ লইল সীতা সমর্পিয়া রামে॥
কি ধন আমার আছে কি দিয়া তুষিব।
তুই কন্যা দান দিয়া শরণ লইব॥
ধর্মপুত্র আপুনি শুনেচি সভে কয়।
অতেব আমার এই অভিলাষ হয়॥
কয়্যা এত কালিদাস কৌতুকে তৎপর।
লয়্যা এল লাউসেনে আপনার ঘর॥
রানীকে কহিল তত্ত্ব পুলকিত কায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১৭০॥

শুনে শুভ সমাচার স্বামীর বদনে।
অতিশয় পদ্মার আনন্দ হৈল মনে॥
সুয়াগা বিমলা শুনে সুখ চিত মন।
নাঞি সীমা সুখের করিলা আয়োজন॥
বাজে বাদ্য সুপন্থ মঙ্গল জয়ধ্বনি।
রমণীনিকর সঙ্গে জল সহে রানী॥
এথা রাজা অধিবাসে একমন হয়্যা।
ষষ্ঠীপূজা করিতে চলিল যত মেয়্যা॥
চারি ভার গঙ্গাজল চারি কান্দি কলা।
চন্দ্রনাড়ু চন্দন চাঁপার চাঁদমালা॥
নানারস সংযোগে নৈবেদ্য নিরাকর।
সেবিয়া ষষ্ঠীর পদ সভে মাগে বর॥
ঝিয়ে পোয়ে কল্যাণ করিবে ষষ্ঠী বুড়ি।
নখানি হরিদ্রা দিব নয় কড়াকড়ি॥
কেহ বলে ঝারা বারা দিব চাঁদমালা।
মরণ করায় ষষ্ঠী দিয় নাই জ্বালা॥

দিনে রাত্রে দশ ছেল্যা ছুয়্যা খায় গায়।
ছেলেকে আমার সাধ আর নাহিঞি যায়॥
কেহ বলে আগো ষষ্ঠী এই নিবেদন।
পূরিলে মনের আশ পূজিব চরণ॥
কেহ বলে আট ছেলে হবেক আমার।
হাতে কাখে কর্যা ধার শুধিব তোমার॥
এথা রাজা কালিদাস অধিবাস করে।
গৌর্য্যাদি করিল পূজা জ্ঞান অনুসারে॥
বসুধারা নান্দীমুখ বিধিমত সের্যা।
বরণ করিল বরে বিধিবাক্য ধর্যা॥
অবসরে স্ত্রী আচারে হল দড়বড়ি।
স্ত্রীগণ ছাওনি নেড়ে মঙ্গনিল হাঁড়ী॥
রতন প্রদীপ হাতে রমণীর ঘটা।
আপ্যাইত অনঙ্গ দরশনে অঙ্গ ছটা॥
বেড়িয়া দাণ্ডাল সেনে বিভোল আনন্দে।
জ্ঞান গোষ্ঠে যেন ব্রজগোপিনী গোবিন্দে॥
তবে সে তরুণীসহ তরুণীয়ে মেলি।
হরিষে বিভোল হয়্যা দিল হুলাহুলি॥
সুধা ঝরে সুবদনে শোভা কত ছান্দে।
চৌদিকে চপলা যেন আলো কৈল চাঁদে॥
দূর্বাদলশ্যাম রামরূপের মাধুরী।
মোহিত হইল দেখ্যা মিথিলার নারী॥
সেইমত সেনের সে রূপ দেখ্যা সভে।
আকুল হইল অঙ্গ অনঙ্গের ভাবে॥
কেহ কয় এই কৃষ্ণ আস্যা বৃন্দাবনে।
মোহিল গোপীর মন মুরলীর গানে॥
কেহ কয় কি যেন রতির পতি কাম।
অন্যে বলে অযোধ্যা হইতে আইল রাম॥
মহারানী মুগ্ধ হল্য মকরন্দরূপে।
শরীর সিঞ্চিত হৈল সুধাময় কূপে॥

পুলকে পুরিল তনু পরিতোষ চিত্তে।
লইয়া উখান থালা এক ভাবে উথে ॥
পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা।
অশেষ প্রবন্ধ করে উলসিত গা ॥
তবে রাজা শুভ কর্মে সত্বর তখন।
পাদাগ্রে বিষ্ণুর দিল পাদ্য আচমন ॥
মধুপর্ক আদি করে অপর সকল।
দুই কন্যা দিল সেনে দিয়া পুষ্পজল ॥
দুমোহর দানের দক্ষিণা দিলা ভূপ।
যৌতুকে যতনে দিল যথাবিধরূপ ॥
সাত পাঁচ সীমন্তিনী সভে মেল্যা ভারা।
বর কন্যা বাসে নিল দিয়া বারিধারা ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৭১॥

বিবাহ সমাপ্ত ॥

সুয়গা বিমলা সঙ্গে বাসর বঞ্চিয়া রঙ্গে
লাউসেন উঠিয়া প্রভাতে।
বিদায় হইয়া সুখে গমন ময়না মুখে
কালু আদি তের ডোম সাথে ॥
তনুরুচি সৌদামিনী সহ যায় তিন রানী
আরোহণে পুষ্পময় দোলা।
আনন্দে অমনি পূর্ণ তুরগ দাবিয়া তূর্ণ
অগ্রসর লাউসেন বালা ॥
দম্পতী ব্যাপার সিন্ধু কেবল কুমুদবন্ধু
কত শোভা নাহি তার লেখা।
পার হয়্যা বর্ধমান এড়াইয়া কত স্থান
উচালনে আস্যা দিল দেখা ॥
রাঙ্গামেট্যা রেখে বামে উপনীত সপ্তগ্রামে
উসৎপুর এড়ায়ে ত্বরিত।

বেলা অবসান কালে কতিচিৎ কুতূহলে
স্বদেশ ময়নায় উপনীত ॥
দেখ্যা নগরের লোক পাসরিল দুঃখ শোক
মৃত যেন পাইল জীবন ।
রাজা লাউসেন আল্য দুর্নিশি প্রভাত হল্য
ধায়াধাই করে সর্বজন ॥
যতেক নগরে নারী লজ্জা ভয় পরিহরি
অয়নে হইল আগুসারা ।
কৃষ্ণেরে দেখিতে মন যেন ব্রজে গোপীগণ
বিকল হইয়া ধায় তারা ॥
অতুল আনন্দ কিবা সীতাকে করিয়া বিভা
দেশে যেন আইলেন শ্রীরাম ।
পরস্পর সভাকার তেমতি উল্লাস বার
অমিখিয়া জুড়াইল প্রাণ ॥
তবে সেন শুভক্ষণে গিয়া নিজ নিকেতনে
প্রণমিলা জননী জনকে ।
দেখ্যা রানী রঞ্জাবতী কর্ণসেন মহামতি
বাছা আস্য বল্যা কৈল বুকে ॥
ঠাকুর অনন্ত রাম পিতমহ গুণধাম
পিতা গদাধর গুণময় ।
গাঙ্গুলী বাঙ্গালপাস বেলডিহা গ্রামে বাস
মানিক রচিল রসোদয় ॥১৭২॥

বতী কয় অতি আনন্দ অন্তরে ।
পুহাল রজনী আজ বাছা এল ঘরে ॥
তোমা লেগ্যা সপ্তশালে ঝাঁপ দিয়াছিনু ।
না দেখিলে তিলার্ধ সে দহে মোর তনু ॥
কর্ণসেন কন আসি বড় ভাগ্যবান্ ।
পূনর্বার পুত্রবধূ প্রভু দিলা দান ॥

এককালে চারি বেটা চারি বউ হারা।
সেই হতে আমি যেন জিয়স্তেয়ে মরা ॥
জীবন পাইলাম আজি জুড়াইল হিয়া।
চিত্তের সন্তোষ হলাম চাঁদমুখ চেয়্যা ॥
দশরথ রাজা যেন পেয়েছিল রামে।
তেমতি পেয়েছি তোমায় আমি পূর্ণতমে ॥
তবে রানী রঞ্জাবতী রসঋতু কালে।
উথানিল পুত্রবধূ অতি কুতূহলে ॥
সভে বলে রঞ্জাবতী ভাগ্যবতী বটে।
সার্থক সেবিল ধর্ম চাঁপায়ের ঘাটে ॥
সহরে কর্পূর খেলে শিশুদের সনে।
ধায়াধাই আল্য শুনে ধৈর্য নাহি মানে ॥
দণ্ডবৎ দাদাকে.দক্ষিণ করে বাস।
সুখে দুখে আমার সমান বার মাস ॥
তুমি আইলে বিভা করে গোটা তিন মেয়্যা।
অতঃপর অভাগা কর্পূর থাকু চেয়্যা ॥
কালি যাব কাশীকে কি কাজ ঘর বাসে।
শুনে রাজা কর্ণসেন রঞ্জাবতী হাসে ॥
লাউসেন কয় দাদা তুমি মোর হিয়া।
সম্বন্ধ করেছি ষোল বৎসরের মেয়্যা ॥
ঘটা করয়া দিব বিভা ঘর দ্বার বেচ্যা।
কর্পূর তখন কয় সত্য নয় মিছা ॥
কখন এমন কথা কয় যদি মা।
শুন্যা সুধাসমুদ্রে সিঞ্চিত হয় গা ॥
রঞ্জা কয় বাপধন এই অভিলাষী।
কালি দিব বিবাহ প্রভাত হল্যে নিশি ॥
মনে কর মিথ্যা নয় মায়ের কথা দড়।
লাউসেন হত্যে তুমি দশগুণ বড় ॥
প্রবোধিয়া কর্পূরে তখন রানী রাজা।
আরম্ভিল এক মনে অনাদ্যের পূজা ॥

মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জরিতে যাই।
নৃত্য গীত নগরে লোকের ধায়াধাই॥
ভারত ভাগবত গীতা পুরাণ প্রসঙ্গ।
রাম কথা রাত্রিদিন রসের তরঙ্গ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম্ম অনুকূল।
ইহার উত্তর গীত হবেক শিমূল॥
হরিবল বন্ধুজন পালা হল্য সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায়॥১৭৩॥

ইতি দেশাগমন আর কাঙুর পালা সমাপ্ত॥

[অষ্টম পালা সমাপ্ত]

[নবম পালা]

এই কথা যে শ্রবণ করে একমনে।
প্রিয় হয় ধর্মের সে বাড়ে ধনে জনে ॥
বরাসনে বারামে বসিল মহীপাল।
ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল ॥
বার ভূঞা বসিল রাজার বরাবর।
ভাট পড়ে রায়বার অভেদ সুস্বর ॥
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ভারতী।
কৃষ্ণকথা শুনে রাজা কুতূহল মতি ॥
প্রভাতে যশোদা রানী যাদবে লইয়া।
নন্দরানী কৃষ্ণে দেন মুখানি মুছিয়া ॥
বলাই সিঙ্গায় ডাকে বেরয়া রে কানাই।
মোরা কেন ফিরাইব তোর চোরা গাই।
শত ধেনু জড় হৈল যমুনার কূলে।
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি রাখালে রাখালে ॥
ঐমনি যশোদা কান্দে অঝোর নয়ন।
কি লয়ে থাকিব ঘরে কৃষ্ণ গেলে বন ॥
গোপীগণ গোবিন্দে দেখিতে ধায়াধাই।
শ্যাম শ্যাম বলে কান্দে বিনোদিনী রাই ॥
রামায়ণ শুনে রাজা রসের সাগর।
আনন্দ উদয় হৈল অযোধ্যা নগর ॥
মিথিলা গেলেন রাম নীলকান্তি দেহ।
শিবের ধনুক ভাঙ্গি সীতা কৈল বিবাহ ॥
আনন্দে অনুজ সঙ্গে অযোধ্যাগমন।
পথে হৈল পরশুরামের সনে রণ ॥
পরাভব পরশুরাম প্রকার প্রবন্ধে।
আলয়ে আইলা রাম দুকুল আনন্দে ॥

পালিতে পিতার সত্য পূর্ণ অভিলাষ।
শিরে জটা বান্ধি রাম গেলা বনবাস॥
কৌশল্যা কান্দেন হেথা অঝোর নয়ান।
মরি বাছা মায় ছেড়্যা কোথা গেলে রাম
নয়নে নিকলে ধারা নিহালিয়া মুখ।
কোথা রাম বলিয়া কান্দেন দশরথ॥
অযোধ্যানিবাসী কান্দে অঝোর নয়ন।
অযোধ্যা আঁধার করে রাম যান বন॥
হেথায় সরযূ গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার সময়।
লোকমুখে নাবিক পেয়েচে পরিচয়॥
বিনয়বচন বলে বিশেষ কাতর।
চরণ পাখালি নায় চড় গদাধর॥
অহল্যা পাষাণ হয়্যা ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হয়্যা গেল তব চরণ পরশে॥
পার হয়ে সরযূ পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে।
বিশ্রাম করিলা রাম পঞ্চবটী বনে॥
স্থর্পনখার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ।
মৃগ হয়্যা মারীচ মায়ায় হরে মন॥
রাবণ হরিল সীতা শোকান্তর রাম।
কান্দেন লক্ষ্মণ শোকে না বান্ধেন প্রাণ॥
পর্যটন করিয়া সমুদ্র হল্য পার।
রাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার॥
দেশগমনের পরে দৈবের প্রকাশ।
পুনর্বার সীতার হইল বনবাস॥
বাল্মীকি মুনির ঘরে আনন্দ বিসার।
লবকুশ তুই পুত্র হইল সীতার॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ হেথা করেন শ্রীরাম।
অশ্ব লয়্যা গেলেন লক্ষ্মণ হনুমান্॥
লবকুশ সহিত হইল ঘোর রণ।
রণে পরাজয় রাম রাজীবলোচন॥

পিতাপুত্রে পরিচয় প্রাণ সমতুল।
অযোধ্যায় আইলা সভে আনন্দ আকুল ॥
শ্রবণ করেন রাজা চিত্তের খাতিরে।
এথা হীরা নামে নটিনী বর্ত্তনে বেশ করে ॥
কুন্তলে করবী কৈল কিবা অনুপাম।
তেহেরি বেড়িল তায় মল্লিকার দাম ॥
কপালে সিন্দূরবিন্দু চন্দনের রেখা।
যেন অরুণ সহিত সূর্য আস্যা দিল দেখা ॥
খঞ্জন লোচনযুগে অঞ্জনের দাগ।
অধরে তাম্বূল রসে বাড়াইল রাগ ॥
কলধৌত কলেবর কুঙ্কুম কস্তুরী।
সদত মোহিত রূপে যেন মন্দোদরী ॥
বিনোদ কাঁচলি বান্দে বুকের উপর।
সারি সারি বৃক্ষ তায় সুচিত্র সুন্দর ॥
ফুলে ফুলে প্রফুল্ল প্রচয় শোভা তায়।
কোকিল কদম্ব ডালে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
মধুকর মত্ত কত মালতীর ফুলে।
নৃত্য করে প্রমত্ত ময়ূর তার তলে ॥
ব্যাকোস বকুল কলি বসন্তের বায়।
রাধাকৃষ্ণে দোঁহার সম্প্রীতি সদা যায় ॥
কিরণ তমাল তরু কৃষ্ণের বরণ।
রাত্রিদিন লুব্ধ যাতে রাধিকার মন ॥
অশোক আকীর্ণ ফুলে ফলেতে মলিন।
যার তলে জানকী ছিলেন কতদিন ॥
রাত্রিদিন কষ্ট দিতে রাবণের চেড়ী।
রাম রাম বলিয়া ভূতলে যান গড়ি ॥
পারিজাত পরিপূর্ণ প্রতি ডালে ফুল।
যার লেগ্যা সত্যভামা জীবনে আকুল ॥
যমলঅর্জুন বৃক্ষ যোগরুচি সদা।
উদুখলে বেন্ধে ছিলা কৃষ্ণকে যশোদা ॥

নাসায় বেসর পরে মুকুতার ফল।
তিমিরে তড়িৎ যেন করে ঝলমল॥
আরম্ভে নটিনী নৃত্য রাজার সভায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথা বাঁকুড়ারায়॥১৭৪॥

নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা।
সুতান সুযন্ত্র সুচঙ্গ কর‍্যা॥ (?)
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘুনুনু বাজে।
অম্বুজলোচনে বঙ্কিম সাজে॥
খোল করতাল খঞ্জরী তুরী।
মুরুজা মঙ্গল ভুরঙ্গ ভেরী॥
বাজে অনিবার তাথেই নাদে।
রুনুনু ঝুনুনু নূপুর পদে॥
সুধা ইন্দু মুখে ঈষৎ হাসি।
মরমে মারিল মোহন ফাঁসি॥
বুকের বসন উড়িচে বায়।
রাজা পানে আধলোচনে চায়॥
কটি কৃশতর কঠিন কুচ।
কমলকলিকা কিবা সে উচ॥
কামের কামান ভুরূর শোভা।
বিদ্যাধরী প্রায় বচন আভা॥
সুললিতকেশা সুরম্যদেহা।
দিবাকর চাঁদে চাঁদের লেহা॥
মদনমোহিত নটিনীরূপে।
ডুবে গেল রাজা রসের কূপে॥
অনঙ্গ অনল অন্তরে জ্বলে।
বিকল হইয়া বিনয় বলে॥
শুন লো সুন্দরী নটিনী হীর‍্যা।
কটাক্ষে লইলি চেতন হর‍্যা॥

দেখিয়া মদন বদন তোর।
জাগিয়্যা জীবনে করিল জোর॥
যে বলি যুবতী বচন সত্য।
দেহ আলিঙ্গন জুড়াগু চিত্ত॥
হীর্য্যা বলে নয় উচিত কায।
কলঙ্ক হইবে অবনী মাঝ॥
পাপের পসরা করিবে মাথে॥
ধর্ম অবতার আপুনি তাতে॥
পুরাণে শুনেচ ব্যাসের যোগ।
পরদারে কত পাপের ভোগ॥
বুঝিয়্যা বিহিত বিযোগ তার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ শরণ সার॥
হীর্য্যা যত বলে নিযোগ তত্ত্ব।
না শুনে নৃপতি মদনে মত্ত॥
দিতে আলিঙ্গন আবেশে চলে।
পাত্র মহামদ প্রভুত্ব বলে॥
চিন্তিয়া শ্রীধর্মচরণ দ্বন্দ্ব।
একাদশ অক্ষরে করিব ছন্দ॥
মানিক রচিল রসিকোদয়।
শ্রবণে চিত্তের সন্তোষ হয়॥১৭৫॥

পাত্র বলে রাজা পারা হয়্যাচ পাগল।
লোকলজ্জা নিন্দাভয় মজাবে সকল॥
কৃষ্ণকথা পুরাণ ত্যাজিয়া পাপ মন।
পরান পয়ান কালে নরক গমন॥
হৈমবতী হরযুক্তি হরিবংশে গায়।
অসংখ্য পুণ্যের ফল এক পাপে যায়॥
বেউশ্যাকে শুনি বলে বশিষ্ঠের শাপ।
দরশনে পুণ্য হয় পরশনে পাপ॥

গৌরব গাইল গুণ জগজনে গায়।
কলঙ্ক কঠিন কালি ধুলে নাঞি যায়॥
কুন্তীর কলঙ্ক হৈল কপালের দোষে।
অহল্যার কলঙ্ক অদ্যাপি লোকে ঘুষে॥
ইন্দ্রের কলঙ্ক হৈল অখিল ভরিয়া।
চন্দ্রের কলঙ্ক হৈল কিসের লাগিয়া॥
কর্ম্মদোষে কৃষ্ণের হইল গোপবাদ।
বিবাহ বরং কর আছে যদি সাদ।
হরিপাল নামে রাজা শিমুল নিবাসী।
পদ্মগন্ধা পুত্রী তার পরম রূপসী॥
আনে বলে ঊষা কিবা কিবা অরুন্ধতী।
রেবতী রোহিণী কিবা কিবা রম্ভাবতী॥
বিধু জিন্যা বরণ বৈশাখ চাঁপা ফুল।
সুদতী সুন্দর ভাষা সুধা সমতুল॥
শুনিয়্যা রাজার মন সুখে উদাসীন।
দৈবজ্ঞে ডাকিয়া করে বিবাহের দিন॥
কানড়া কন্যার নাম পাত্র দেই কয়্যা।
গণনা করায় রাজা গৌরব করিয়া॥
জ্যোতিষ দেখিয়া দৈবজ্ঞ করে খড়ি॥
বিবাহে বিস্তর বলে অমঙ্গল দেড়ি॥
পাত্র বলে অঙ্গ জ্বলে তোর মুখে পাঁশু।
ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড়্যা খাসু॥
গণনার কি জানু সন্ধান নাঞি তোর।
শুভ কর্ম করিলে সুখের নাই ওর॥
নৃপে কয় লিখনে লিখিয়্যা অবান্তর।
ভেট দিয়্যা ভাটকে পাঠায় ভুবীশ্বর॥
সর্বজ্ঞ সিমুর আদি সাতাশী হাজারী।
এ সব নৃপতি যার আছে আজ্ঞাকারী॥
কোন তুচ্ছ হরিপাল খদ্যোত সমান।
কৃতার্থ হইবে শুনে কন্যা দিবে দান॥

চিরকাল তোমার সে বাপের চাকর।
সিমুল পাঠান তাকে সাধিবারে কর॥
প্রজা লোক যত ছিল অনুগত শেষে।
কপাল দিলেক ঋজু রাজা হৈল দেশে।
এ কুলে হইল আজি একুশী বৎসর।
শিমুল ইনাম খায় দেই নাই কর॥
তবে যদি এখন না করে কন্যাদান।
তবে জান্য বিধাতা হইল তাকে বাম॥
লয়্যা লবলক্ষ দল আর সেনা কোটি।
সাগরে ফেলিব তুলে শিমুলের মাটি॥
পত্র লেখে আপুনি পাত্রের নিবেদন।
কর্ণের সমান দাতা কৃষ্ণ পরায়ণ॥
সদাই উদারচিত্ত চরিত্র নির্মল।
জগতের পবিত্র যেমন গঙ্গাজল॥
কানড়া তোমার কন্যা কিশোর বয়েসী।
বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী॥
নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ।
প্রভুত্ব বুঝিবে রায় পাঠাই লিখন॥
ভেট লয়্যা ভাট যায় ভাব্য নাঞি আন।
দুস্‌খ পাবে না দিলে দুহিতা নৃপে দান॥
নব লক্ষ দল যার চলে আগু পাছু।
বীচকে বেগুন কিছু ক্ষেতে না রাখিব কিছু
পশ্চাৎ যাবেন রাজা পরিপূর্ণ ঠাটে।
পত্রকরে শ্রীমুখ প্রেষিত করে ভাটে॥
ভাবে মত্ত ভাট করে আপনার সাজ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা ধর্মরাজ॥১৭৬॥

পরিশোভা ভাল পুরটে মিশাল
প্রচিত্ত পগড়ি মাথে।

তাহার উপর জড়ি মনোহর
মুকুতা মণ্ডিত তাতে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল
কিরণ কবাই গায় ।
হেম হীরা সহ উপ উপানহ
অতি অনুপম পায় ॥
বিজটা স্থছন্দ করে বাজুবন্দ
কনক রচিত বালা ।
কাটার কাটারী যমধর ছুরি
কটিতটী করে আশা ॥
হেরি শুভবেলা আরোহণে দোলা
আনন্দে চলিল ভাট ।
লয়্যা ভেট ভার দ্বাদশ কাহার
চলিল করিয়্যা ঠাট ॥
সন্ধি সিলা পুর রহে কথক দূর
সবঙ্গ হইল পার ।
বিধু বিদ্যাবাটী কাঁটাহি জলহাটি
বামে রহে মুনিসার ॥
এড়িয়া বারাই গগন সরাই
পবনগমনে পায় ।
শান্তি সর্ব্বজায়া শিবা অনুদয়া
পারাপার হৈল নায় ॥
গোবিন্দ বাজার তবে হয় পার
পাইল গোমতী হাট ।
শিমুল নগরে দিন দশ পরে
উপনীত হৈল ভাট ॥
নগরের শোভা স্বর্গসম কিবা
দেখ্যা মনে মোহ পায় ।
শ্রীধর্ম্মচরণ করিয়া স্মরণ
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৭৭॥

বার দিয়া হরিপাল বসেচে বারামে।
বীরবর পাতর করেচে শোভা বামে॥
রামানন্দ পুরোহিত রসের সাগর।
বরাসনে বসেচে রাজার বরাবর॥
বার ভূঞা মুখ্যাদি মণ্ডল শিকদার।
সেনাপতি বসেচে সদনে দিয়ে বার॥
রায়বাঁশ্যা রাউত বস্যাচে রণসাজে।
কড়াপড়া খমক খঞ্জরী তুরী বাজে॥
পুরাণ শ্রবণ রাজা করে একমনে।
ভীম কৈল গদাযুদ্ধ দুর্যোধন সনে॥
গগন পরশে গোল গদার প্রহার।
উরুবর ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার॥
দুর্যোধন মল্য যদি শুনে কুরুরায়।
কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে উভুরায়॥
তবে শুনে কুরুক্ষেত্র সমাপ্ত যে কথা।
কৈবল্য সম্পদ্ যাতে কৃষ্ণগুণ গাঁথা॥
রাজা হৈয়া হস্তিনায় বৈসে যুধিষ্ঠির।
শিরে শোভে ছত্রদণ্ড সুবর্ণ মিহির॥
আপুনি করেন কৃষ্ণ চামরের বা।
সুখে হৈল সভাকার সম্পাতন গা॥
এই কথা শুনে রাজা অঝোর নয়ান।
কবিত্ব পড়িয়া ভাট করিল কল্যাণ॥
বলে নিবাস গৌড় দেশ নৃপতির ভাট।
প্রয়োজন প্রভুত্ব জানিবে পত্রপাঠ॥
কানড়া তোমার কন্যা কিশোর বয়েসী।
বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী॥
পাঠালেন পুণ্য করা্যা ভেট আয়োজন।
নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ॥
শুভকথা সমাপন কর‍্যা দিবে রায়।
নয় তবে নগর শিমুল লুটী যায়॥

সাত সুবা সবঙ্গ শিখর আদি রাজা।
সভে তারা গৌড়েশ্বরের করে পূজা ॥
তনয়া তোমার তপ করেছিল ভাল।
রসময় রসঙ্গ রাজার রানী হল্য ॥
ভাগ্য ভাল ভুবীশ্বর হবেন জামাতা।
এত শুনে আচম্বিত অভিযোগ কথা ॥
মৌন হয়্যা হরিপাল মাথা করে হেঁট।
প্রসঙ্গ সঙ্গতি নাই পাঠায়্যেচে ভেট ॥
অভব্য নৃপতি বড় অসম্ভব রীত।
উপযুক্ত অমর্যাদা ইহার উচিত ॥
পত্রপাঠ করিয়া প্রভুত্ব মনে মন।
না দিয়া উত্তর ভাটে নিলয়ে গমন ॥
কহিল কাশ্যপীকান্ত কান্তার নিকটে।
ভেট দিয়্যা গৌড়েশ্বর পাঠায়্যাচে ভাটে ॥
কানড়াকে বিবাহ করিতে বলে চায়।
কহ কান্তা সমুচিত কি করি উপায় ॥
যুবতী জিজ্ঞাসা করে জোড় করি কর।
ভাট মুখে শুন্যাচ কেমন বটে বর ॥
কুলে শীলে কি করে কি করে নাম যশ।
অভিলাষ দিব দেখ্যা অলপ বয়স ॥
কানড়া আমার করে কাত্যায়নী পূজা।
ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝা ॥
নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে।
জিজ্ঞাসিলে জানিব যেমত বলে সে ॥
বিদর্ভ নগরে ছিলা ভীষ্মক নৃপতি।
রুক্মিণী তনয়া তার অতি রূপবতী ॥
বড় বেটা রুক্মী তার বড়ই দুর্জন।
শিশুপালে বিবাহ দিবেক করে মন ॥
উপযোগে রুক্মিণী হল্যান ইচ্ছাবতী।
কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণ হবে পতি ॥

শিশুপাল সাজ্যা আইল সঙ্গী দল বল।
বিদর্ভ নৃপতি বড় হইল বিকল॥
কন্যা দিয়া কৃষ্ণের করিব পদসেবা।
এই চিন্তা চিত্তে রাজা চিন্তে রাত্রি দিবা॥
তনয়ার মুখে তত্ত্ব পেয়্যা কুতূহলে।
সমর্পিল কৃষ্ণকে না দিয়ে শিশুপালে॥
কানড়ার মুখে আমি শুনেছি সঞ্চয়।
লাউসেন নামে কর্ণসেনের তনয়॥
কুলে শীলে রূপে গুণে সম্পূর্ণ সকলি।
সে জন হবেক পতি কয়্যাচেন কালী॥
পাণ্ডবসারথি তাঁর সখা বল্যা শুনি।
কয়্যা এত কানড়া সমীপে গেল রানী॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম্ম যার সখা।
দয়া কর্য্যা দ্বিজ রূপে দিলে যারে দেখ্যা॥১৭৮॥

কায়মনে কানড়া হইয়া কৃতাঞ্জলি।
সংকেত মন্দিরে বস্যা সেবে ভদ্রকালী॥
অগোর চন্দন আদি দিয়্যা উপচার।
অঙ্গ বয়্যা অশ্রুধারা পড়ে অনিবার॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা করে প্রণাম প্রণতি।
বর মাগে লাউসেন হইবেন পতি॥
হেন কালে কল্পলতা কহে সমাচার।
ভাট আল্য গৌড়ে হত্যে লয়্যা ভেটভার॥
তোমার বাপের কথা শুন্যা মনে দড়।
বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নৃপতির বড়॥
হুজুরে মজুত যার নবলক্ষ দল।
নয় বাছা শিমুল নিবেক রসাতল॥
ক্রোধমুখে কয় তবে কানড়া কুমারী।
গৌড়েশ্বর রাজাকে গোমায়ু জ্ঞান করি॥

লয়্যা নবলক্ষ দল শুধে সে নিদান।
দশভুজা পূজা করি দিয়া বলিদান॥
বাড়াব বাহিনীরক্তে ব্রহ্মাণীর জল।
ভুজাস্ত্রে যেমন কাটে ভেটের ছাগল॥
বস্থা থাক বিশেষ জননী শুন কথা।
শাদূর্ল কিনিতে পারে সিংহের বনিতা॥
হতে চায় পতিপত্নী ভাব যার সনে।
দময়ন্তী উপাখ্যান শুনেচি পুরাণে॥
যার রূপে গুণে হল্য জগতপালন।
ইচ্ছা কৈল ইন্দ্র আদি অমর সকল॥
কায়মনে করে বামা কাত্যায়নী পূজা।
সতীর সতীত্ব হত্যে স্বামী নল রাজা॥
কয়্যা এত সমুচিত মায়ের নিকটে।
আজ্ঞা দিল ধুমসীকে আন ডেক্যা ভাটে॥
আজ্ঞা পেয়্যা ধুমসী আনন্দ মনে মন।
চলিতে চপল গতি চঞ্চল চরণ॥
বদনে নিমেক ফেল্যা রেকটাক চালু।
করিবর প্রভা কিম্বা কাপাসের মালু॥
অধরে দশন দাবে উড়া পাক খায়।
চাক পারা চক্ষু দুটা চৌদিক ঘুরায়॥
চরণের দাপটে পাষাণ হয় চুর।
দেখিয়্যা ভাটের বুক করে দুরদুর॥
না জানি কি করে আজি রক্তমুখ মাগি।
বিদেশে পরান গেলে বনিতা অভাগী॥
ধুমসী তখন কয় ধ্যান কর কি।
ভয় নাঞি ডেকেচেন ভূপালের ঝি॥
ভাটের ভরসা হল্য ভয় গেল ধরে।
মনে করে মহাপ্রভু অনুকূল মোরে॥
বলে ছলে বিবাহ করাতে যদি পারি।
জামা জোড়া ঘোড়া পাই পটুকা পামরি॥

আনন্দে চলিল ভাট এই মনে ধ্যান।
কানড়ার কাছে আস্যা করিল কল্যাণ॥
প্রভুত্ব পুছিল তাকে পালের নন্দিনী।
বরের বয়েস কত বল দেখি শুনি॥
ভাট বলে ভাগ্যবতী যোগ্য বটে বর।
বয়স হবেক সদ্য বিংশতি বৎসর॥
রূপের তুলনা নাঞি এ তিন সংসারে।
মূর্তি দেখ্যা সদাই মদন ঝুর্য্যা মরে॥
নয় তবে নিতম্বিনী হলে তাঁর নারী।
বসন ভূষণ পর্য্যা হবে বিদ্যাধরী॥
বিলাপ করিবে বস্যা খাটের উপর।
দাসদাসী দিবানিশি ঢুলাবে চামর॥
এত শুনে কানড়া ইঙ্গিত কর্য্যা বলে।
ভূপালের ভার্য্যা হব ভাগ্যে যদি ফলে॥
ধুমসী তখন কয় ধার্য শুন বলি।
না কহিলে মিথ্যা কথা না হয় ঘটকালি॥
ভাটের বচন মিথ্যা ভাবে বোঝা যায়।
জিজ্ঞাসিলে ভারিকে জানিবে সমুদয়॥
প্রাঙ্গণে বসিলা ভাট পাত্যা পর্যাসন।
ধুমসী আনিল ডেক্যা ভারিকে তখন॥
জিজ্ঞাসিল কানড়া যথার্থ কর্য্যা বল।
রূপে গুণে রাজা বটে কেমন সকল॥
ভারি বলে ভাগ্যহীন ভার বয়্যা খাই।
কহিব সকল সত্য কালীর দুহাই॥
বয়স রাজার হল্য বিশাশয় হেটে।
অত্যন্ত অথর্ববান আঁঠু ধর্য্যা উঠে॥
ঠাঞি নাঞি পৃষ্ঠে কুব্জ ঠায় বস্যা থাক্যা।
দশনের লেশ নাই দাড়ি গেছে পেক্যা॥
বল বুদ্ধি হীন সদা ক্ষীণ বয় শ্বাস।
ঝুল্যা ঝুল্যা পড়্যাচে গায়ের যত মাস॥

কানড়া এতেক শুন্যা স্বরূপ কথন।
ভাবিকে দিলেক ভুরি ভূষণ বসন॥
ধুমসী উঠিল রেগ্যা ধর‍্যা গিয়্যা ভাটে।
ঠক ঠাক গণ্ডা চারি ঠনা মারে ঠাঁটে।
কানড়া কুপিয়া কয় কুহুযোগ বলি।
বাশুলী পূজিব আজি ভাটে দিয়্যা বলি॥
মিথ্যা কথা বল্যা মোর মজাত যৌবন।
উচিত ইহার শাস্তি নির্ঘাত মারণ॥
বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুণ্ডে।
গণ্ডাচারি লাথি চড় পড়া গেল ভুণ্ডে॥
ধুম ধুম ধুমসী কিলের পরিপাটি।
দশ হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি॥
চট চাট চাপড় রগড় চারি ভিতে।
ভূতলে পড়িয়্যা ভাট ভাবে ভূতনাথে॥
জামাজোড়া পটুকা পাগড়ি গেল উড়্যা।
শিলিহার সুচেল সকলি নিল কেড়্যা॥
লঘু ডেক্যা নাপিত করায় পাঁচ চুলে।
সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেলে॥
না চায় পশ্চাৎ ভাট পরান বিকল।
এক দৌড়ে পার হল্য ব্রহ্মাণীর জল॥
গোবিন্দবাজার পার গোমতীর হাট।
শিলাপুর সত্বর এড়িয়্যা চলে ভাট॥
নয় দিনে গৌড় নগর এস্যা পায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥১৭৯॥

বরাসনে বারামে বস্যাছে গৌড়েশ্বর।
বারভূঞা বস্যাছে রাজার বরাবর॥
সভা করে সম্মুখে বস্যাছে সভাজন।
রাজা শুনে রসের সাগর রামায়ণ॥

দূরে হতে ভাটের দেখিয়া ম্লান মুখ।
মনে কত মাছন্দা পাত্তর ভাবে দুখ॥
বিফল সকল হল্য বুঝি এই মনে।
নয় তবে ভাটের অবস্থা এত কেনে॥
ভাবে দুঃখ ভাবিয়া ভূপতি গৌড়েশ্বর।
হেনকালে উপনীত হৈল গঙ্গাধর॥
বহুপূর্ণ ফলে বলে বাঁচ্যা এল্য মাথা।
একমুখে কি কহিব অবস্থার কথা॥
সাক্ষাৎ কনকলঙ্কা শিথিল নগর।
ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যেমত সাগর॥
সহচরী মুখে সত্য সমাচার শুনি।
প্রমত্তা প্রকোপে হৈল্য পালের নন্দিনী॥
বুড়া বর বলিয়া শুনেচে কার মুঞে।
দশ গণ্ডা লাথি চড় পড়্যা গেল ভুঞে॥
পাঁচ চুলে করিয়্যা মাথায় ঢালে ঘোল।
বাজার বাহির করে বাজাইয়া ঢোল॥
এত শুন্যা রাজা হল্য জলন্ত অনল।
ভাটের আবস্থা করে এত ধরে বল॥
রাজা বলে পাত্র শুন পুরাণপ্রসঙ্গ।
সুভদ্রার বিবাহে বিবাদ বাদে রঙ্গ॥
কৃষ্ণের কেবল ইচ্ছা দিব সে অর্জ্জুনে।
বলাই করেন ইচ্ছা দিতে দুর্যোধনে॥
বলে ছলে দুভেয়ে বিবাদ যায় বয়্যা।
দুর্য্যোধনে সকলি মন্ত্রণা দেয় কয়্যা॥
হয় ভাল নয় তবে করিব হরণ।
হাতে সুতা বান্ধে চলে হরষিত মন॥
লুকায়্যা বিবাহ কৃষ্ণ দিলেন অর্জ্জুনে।
দুর্যোধন লজ্জা পায় অধিক মরণে॥
তবে শুন রুক্মিণীর বিবাহের কথা।
সেজ্যা আল্য শিশুপাল হাতে বান্ধে সুতা॥

জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপবল সাথে।
হইল অদ্ভুত যুদ্ধ কৃষ্ণের সহিতে॥
সম্মুখ সমরে তবে পরাভব পায়।
রুক্মিণীকে হরণ করিল যদুরায়॥
জয় হৈল যদুবংশ জন্মিল হরিষ।
লোকলাজে শিশুপাল বলে খাই বিষ॥
তেমতি হইলে পাত্র পাবে বড় লাজ।
বস্যা থাক বিরোধ বিবাদে নাই কাজ॥
পাত্র বলে মহারাজা মন কথা নাঞি।
অধিবাস কর তবে যা করে গোসাঞি॥
হরিপালে বিধাতা হয়্যাছে প্রতিকুল।
নবলক্ষ দলে সেজ্যা লুটিব শিমুল॥
প্রভুত্ব এতেক শুন্যা পাত্রের বচন।
অধিবাস করে রাজা আনন্দিত মন॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি গৌড়ের মাঝ।
পঞ্চ সরা পড়া বাজে পটহ পেখ্বাজ॥
গৌরবে গৌড়েশ্বর জ্ঞাতি বন্ধু লয়্যা।
শুভকালে আরম্ভ করিল শুভক্রিয়া॥
সঙ্কল্প করিয়্যা সেবে সূর্যাদি গণেশে।
মন্ত্র পড়্যা মহী আদি মস্তকে পরশে॥
বান্ধিয়া প্রশস্তি পাত্র সূত্র বাঁধে করে।
বসুধারা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিধিমতে সারে॥
বরসজ্জা করে রাজা মাহুত্থার বোলে।
বিড়ম্বিল বিধাতা কুবুদ্ধি বৃদ্ধকালে॥
করে শোভা কপালে মানিক মণিরাজ।
রাগরুচি রতনমালা হৃদয়ের মাঝ॥
গজমণি মুকুতা সহিত গঙ্গাজল।*
পালকি প্রস্তুত কর্যা জোগায় কাহার।
চাপিয়া চপলে রাজা হৈল আগুসার॥

* এইখানে পুথিতে একাধিক ছত্র বাদ পড়িয়াছে।

মাহুত্যা চলিল সেজ্যা মাতঙ্গ উপর।
শিরে জড়ি পটুকা পামরি মনোহর॥
কাড়া পড়া নিশান করনাল কাঁসি বাজে।
নয় লাক লস্কর নিযোগ পাছু সাজে॥ অত্র ভনিতা ॥১৮০॥

দলবল সঙ্গে সাজে দলপতি রায়।
রাজার দরবারে যার নাম লেখা যায়॥
সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞা।
যার ভয়ে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুঞা॥
জয় পদাতিক সাজে যমের দোসর।
জগজনে জানে যার জয়পুরে ঘর॥
ধাঙ ধাঙ ধামাসা ধমকে কাঁপে ধরা।
তরয়ার তুলে ফেলে ছুটে যেন তারা॥
রমাই মল্লিক সাজে রসিক পাতর।
কত শত সঙ্গে যার রাজার কোঙর॥
বাঁশ বান্ধে চামর বিচিত্র রাঙ্গা থোপ।
করিসম গর্জন কেশরীসম কোপ॥
রামসিংহ রজপুত রথিপুরে ঘর।
সমরে সদাই থাকে শঙ্করীর বর॥
সঙ্গে সাজে শতেক সিপাই সেকজাদা।
হাজার হাজার ঘোড়া হাতী উট গাধা॥
সাজিল শঙ্কর কোল সাঁজ্জা দিয়া গায়।
সাত শত শার্ঙ্গধর সঙ্গে যার যায়॥
বিদ্যাধর রায় সাজে বাঁশ দিয়্যা চড়া।
দড় বড় দাবিয়া চলিল দশ ঘোড়া॥
সাজিল শিকদার হড় সবার প্রধান।
বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান॥
রণ পেল্যা রক্ত ঘোটে রাগে ফুলে যায়।
না মানে আগুন পানি পড়ে গিয়া গায়॥

কৃষ্ণ বলরাম সাজে কলিঙ্গের রাজা।
সুবাদার সঙ্গে যার সাত শত খোজা॥
জিঝড়ি জিঝড়ি ঝড়ি বাজে জয়ঢাক।
সিংহনাদ সবঙ্গে সঘনে ছাড়ে ডাক॥
কমল নিষাদ সাজে করে বীর দাপ।
চারি শত চাঁড়াল চলিল চাপে চাপ॥
উটের উপরে ডঙ্কা উভুরোলে কাঠি।
আড়াই হাত কেঁপে গেল অবনীর মাটি॥
বাইশ বাগদী সাজে বস্তুয়ার প্রধান।
প্রণয় প্রমত্ত রণে পাবক সমান॥
কালীর কৃপায় অস্ত্রে নাঞি যায় কাটা।
ঝকড় বিদ্যার বরে হয় কুলা ঝাটা॥
সাজিল হাসনবীর হাতীর উপর।
হুসন পশ্চাৎ সাজে হাতে যমধর॥
অবিসার অস্ত্র লয়্যা আরোহণে তাজি।
মার মার করিয়া চলিল মদ্দ গাজী॥
ফকির ফকরা সাজে কুলের পাঠান।
সুবাদার সঙ্গে যার সাত শ চুহান॥
কুমার কামার সাজে কলু মালী ধবা।
ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী যেবা॥
এই রীতে সেজে চলে নবলক্ষ দল।
ভেলায় হইল পার ভৈরবীর জল॥
পথে কত অমঙ্গল দেখে পৃথ্বীধর।
কাল পেঁচা ডেকে বুলে মাথার উপর॥
শৃগাল কুক্কুর কান্দে উভু কর্য্যা গলা।
আচম্বিত খসিয়া পড়িল মেঘমালা॥
শকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে।
পাক মের্য্যা পাখায় রাজার গায় পড়ে॥
বিক্রোধ না মানে রাজা বিক্রোধ বিসার।
একুই দাবানে হল অনুদয়া পার॥

সিন্দি শিলাপুর রেখে পাইল সবঙ্গ।
উত্তরে রহিল গ্রাম গুজরাট অপাঙ্গ॥
গোবিন্দ বাজার পার গোমতীর হাট।
পাড়পুর রেখে পায় পিশিলার মাঠ॥
বাহিনীর দাপটে বিপিন হল বারি।
গায় গায় যায় যেন পিঁপিড়ার সারি॥
সর্বালী অভয়া নদী পার হয়্যা লায়।
নয় দিনে নগর শিমুল এস্যা পায়॥
বসিল মোকাম দিয়ে ব্রহ্মাণীর তীরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে॥১৮১॥

দূত গিয়া হরিপালে দিলেক খবর।
সেজ্যা আইল গৌড়পতি শিমুল নগর॥
লয়্যা নবলক্ষ দল নগের গর্জন।
চাপটে তলপট যায় শিমুল ভুবন॥
হরিপাল ভূপাল শুনিঞা ভয় পায়।
কন্যাকে কহিল তবে কি করি উপায়॥
নবলক্ষ দল লঞা সেজ্যা আইল রাজা।
বুঝি পারা এত দিনে বাম দশভুজা॥
আপদে উদ্ধার করে কে এমন আছে।
পলাইয়া চল বাছা প্রাণ যায় পাছে॥
কানড়া তখন কয় কালী অনুকূল।
শত্রু এলে সাধ্য নাই প্রবেশে শিমুল।
কোন তুচ্ছ গৌড় রাজা কত ধরে বল।
যদি আইসে পার হয়্যা ব্রহ্মাণীর জল॥
তবে যেন শমন ধরেচে তার মুণ্ডে।
কালীর করিব পূজা কেটে এক দণ্ডে॥
তনয়ার বচনে তরাস হৈল তায়।
গড় ছেড়ে গোল হয়্যা গোপথে পলায়॥

হয় নাশ হবেক রাজার সনে হট্ট।
বাস্থুড়্যার গড়ে এসে বান্ধিলেক জট ॥
এখানে কানড়া কান্দে অঝোর নয়ান।
চন্দ্রের সম্পত্ত্যে নেয় হইয়া বাওন ॥
সঙ্কেত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভদ্রকালী।
তুসারি খর্পরে কেটে দেয় লক্ষ বলি ॥
প্রণতি করয়ে সতী পড়িয়ে ভূতলে।
নেতের আঁচল ভিজে নয়নের জলে ॥
বাপ হল বিরুদ্ধ দিলেক বনবাস।
কানড়ার কেউ নাঞি করিতে আশ্বাস ॥
তুমি যদি বাম হও তবে সব যায়।
দয়াময়ী দয়া কর‍্যা রাখ দুটি পায় ॥
গোকুলে গোপিনীগণ গোবিন্দের তরে।
জয় দিয়ে পূজে তোমা যমুনার তীরে ॥
করিল রুক্মিণী পূজা কৃষ্ণের লাগিয়া।
পূরালে মনের বাঞ্ছা প্রসন্ন হইয়া ॥
সাধিতে কৃষ্ণের কার্য সংহারকারিণী।
যশোদা জঠরে জন্ম লভিলে আপুনি ॥
রাবণ বধিতে তোমা পূজিলেন রাম।
পরকালে পতিতপাবনী তুয়া নাম ॥
স্বামী হবে লাউসেন সদা মনে আশ।
তুমি না চাহিলে হয় সকলি নৈরাশ ॥
দোষ বিনে দেয় যদি কলঙ্কের দাগ।
নয় তবে জননীর জীবন করি ত্যাগ ॥
কানড়া তোমার বিনে অন্য কার নয়।
যা কর করুণাময়ী উচিত যা হয় ॥
স্তব শুন্যা তখন ত্রিগুণানন্দ মনে।
সদয় হলেন কালী শিমুল ভুবনে ॥
মূর্ছিত কানড়া পড়্যা আছে ভূমিতলে।
ত্রিলোকতারিণী তুল্যা করিলেন কোলে ॥

বসনে অঙ্গের ধুলা মুছেন সকল।
কহেন কি লেগ্যা বাছা হয়্যাচ বিকল॥
দুর্গতিনাশিনী দুখ খণ্ডাইতে পারি।
কানড়া তখন কয় নিবেদন করি॥
দোষ বিনে দাসী প্রতি ছেড়্যা নাঞ্চি দয়া
মনের বাসনা পূর্ণ কর মহামায়া॥
যে মূর্ত্তি ধরিয়া কৈলে মহিষাসুর বধ।
চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি যতেক দুরাসদ॥
সাধ আছে সেই মূর্ত্তি করিব দরশন।
সফল সকল হণ্ড বিফল জীবন॥
কানড়ার প্রতি কৃপা আছে নিরন্তর।
উঠিলেন উগ্রচণ্ডা সিংহের উপর॥
দীপ্ত পাইল দশ হস্তে দশ অস্ত্র সব।
ঘন ঘন হুঙ্কার হাঁকার ঘোর রব॥
নরশির হাড় গলে লোলরসনা।
দ্বীপিচর্ম পরিধান বিস্তার বদনা॥
দনুজ সংহার মূর্ত্তি দেখ্যা দুনয়নে।
পড়িল কানড়া কেন্দে পঙ্কজচরণে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া।
দয়া কর্য়া দিলেন দক্ষিণ পদছায়া॥১৮২॥

কামিক্ষা বলেন বাছা কিসের ভাবনা।
পূরাব তোমার আমি মনের বাসনা॥
বিশ্বের বিচিত্রকারী বিশ্বকর্মা আছে।
আজ্ঞা মাত্র এখুনি আযোগ হব কাছে॥
নির্মাণ করাব গণ্ডা অভেদ লোহার।
তাকে কাটে ত্রিভুবনে সাধ্য নাহি কার॥
আখড়ায় দিয়াচি অভয় বর খাণ্ডা।
তায় করে লাউসেন কাটিবেন গণ্ডা॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর শুন্যাচ ভারত।
পদ্মের কমল ফুলে পীযূষ যেমত॥
নৃপতি নিয়ম কৈল লক্ষ্যবিধা পণ।
সেজ্যা আইল চৌদিকে যতেক রাজাগণ॥
কৃপাচার্য কর্ণ বীর দ্রোণ আদি যোদ্ধা।
সেজ্যা আইল দুর্যোধন দলবল শুদ্ধা॥
অর্জুন বিন্ধিল লক্ষ্য অচ্যুতের বোলে।
দ্রৌপদীর বিবাহ বিভাগ যথাকালে॥
তেমতি লোহার গণ্ডা নিয়ম আমার।
আমি দিব লাউসেনে বিবাহ তোমার॥
অতি সত্য ইথে নাঞি অন্যমত কিছু।
তুমি আগু কার্ত্তিক গণেশ মোর পাছু॥
অশনে শয়নে সদা অবন্ধ দিবস।
চিরকাল তোমার ভক্তির আমি বশ॥
এত বল্যা অভয়া আনন্দিত মনে।
বিশাই বলিয়া হইল বিশেষ স্মরণ॥
নেহাই হাতুড়ি জাঁতা লয়্যা লঘুতর।
সাজিলেন বিশ্বকর্ম্মা সন্তোষ অন্তর॥
রসের তরঙ্গ হল্যা রাম নাম মুখে।
চলিল চপল গতি চাপিয়া ভল্লুকে॥
ক্ষেণেক বিলম্ব নাই ক্ষিপ্র পান ক্ষিতি।
অভয়ার অভয় চরণে এস্যা নতি॥
কল্যাণে থাকিবে বাছা কন উগ্রচণ্ডা।
লঘু দেয় নির্ম্মাণ করিয়া লোহাগণ্ডা॥
বিশাই বসাল শাল বিষহরি তলে।
অনুচর আজ্ঞায়ে অনল দিয়্যা জ্বালে॥
ধরে পায় ধুমসী ধরণে তায় জাঁতা।
ফুঁসি ফুঁসি করে অগ্নি ঘন নাড়ে মাথা॥
নয়মণ চামর লোহা আনিল তখন।
পাবকে পুড়িয়া করে পূষন্ বরণ॥

নেহাই উপরে রেখ্যা পিটে ধুমধাম।
দর দর দেহ বয়্যা ছুটে কাল ঘাম॥
গিরি গজ সম হল গণ্ডার গঠন।
শালতরু সম চারি সমান চরণ॥
মস্তক গঠিল যেন মহেন্দ্রের চাল।
কুলা পারা কর্ণ দুটা কঠিন কপাল॥
খড়্গ বক্র উপরে বিসরে খরধারে।
সুতীক্ষ্ণ সমান অগ্র সূচীর আকারে॥
নির্ম্মাণ হইল গণ্ডা নাঞি কিছু ভেদ।
গণ্ডা দেখে কানড়ার গেল সব খেদ॥
আনন্দসাগরে ভাসে অভয়ারি মর্ম্ম।
বিশাই বিদাই হল বন্দিয়া চরণ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায়॥১৮৩॥

কানড়া তখন কয় জুড়ি দুই কর।
তব বাক্য অলঙ্ঘ্য ঈশ্বর অগোচর॥
মনের প্রত্যয় নাঞি সাত পাঁচ উঠে।
জ্ঞান হয় গণ্ডা পাছে গৌড়েশ্বর কাটে॥
দুর্গতিনাশিনী কন দূর কর ভয়।
চারি যুগে আমার বচন মিথ্যা নয়॥
কার সাধ্য কাটে গণ্ডা লাউসেন বিনে।
আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে॥
পদ্মহস্ত যুগল গণ্ডার পৃষ্ঠে দিয়া।
অভয়া জপেন মন্ত্র অঙ্গ অবধিয়া॥
ঐরি পরশনে হবে অক্ষয় অব্যয়।
অভিসার অস্ত্র সঙ্গী না হবেক পয়॥
পরশিলে লাউসেন হবে দারু তিন।
হেত্যার ফেলিয়া দূরে হাতে কাটে যেন॥

মন্ত্র বলে সজীব হইল সেই গণ্ডা ।
কুতূহলে কৈলাসে গেলেন উগ্রচণ্ডা ॥
পুরটের মাল্য লয়্যা পুরোহিত সাজে ।
বীণাদি বিবিধ বাদ্য উচ্চ রোলে বাজে ॥
অপরঞ্চ মাল্য লয়্যা চন্দনের বাটি ।
পশ্চাৎ নাপিত সেজ্যা কয়্যা পরিপাটি ॥
ধুমসী ধরণে সাজে ধরে অসি চাল ।
মঞ্জীর বসন পরে মুকুতা প্রবাল ॥
শকট উপরে গণ্ডা সাবধানে তুলে ।
দড়বড় দুকুলে দায়াই ঝুড়ে চলে ॥
দুম দাম উঠে পড়ে দু পায়ের সাড়া
দশনে দশন দাবে দেই হাত নাড়া ॥
সিংহিনী সমান গর্জে স্মরণে কাছাড় ।
মার মার শব্দ করে ঝাড়ে উড়া তাড় ॥
দূরে হত্যে রাজা পাত্র দেখে তার দর্প ।
সুপর্ণের ভয়ে যেন ম্লান হল সর্প ॥
কি আছে পালে আজি কি করে না জানি ।
মেয়্যার মহিমে মৈলে মুক্তি নাহি শুনি ॥
রাক্ষসীর আকার মাগীর দেখি সব ।
এই রীতে লঙ্কাকে করেচে পরাভব ॥
প্রবন্ধে তখন কয় পাত্র মহামদ ।
নবলক্ষ দলে ঘেরে ধরয়্যা করি বধ ॥
রাজা কয় ভাল নয় দেখ্যা ভয় বাসি ।
কানড়ার দাসী এই হবেক ধুমসী ॥
শুনেচি লোকের মুখে সংখ্যা নাঞি বলে ।
এক্ষণি যাবেক কাটা নবলক্ষ দলে ॥
সাত পাঁচ:ভাবে রাজা সচঞ্চল চিত ।
হেনকালে ধুমসী হইল উপনীত ॥
সদল শকট রেখ্যা ব্রাহ্মণীর কূলে ।
কাট কাট গণ্ডা কাট গৌড়েশ্বরে বলে ॥

এই গণ্ডা কাটিলে কন্যা পাবে দান।
নয় তবে নিব তোর মারণে পরান॥
পালের প্রভুত্ব এই গণ্ডাকাটা পণ।
আমার প্রভুত্ব বলি মন দিয়া শুন॥
প্রতিজ্ঞা পূরণ করে পর বরমালা।
বিভা দিব যুবতী নূতন চন্দ্রকলা॥
নয় তবে নবলক্ষ দলে যাব কেট্যা।
কাল হৈল বুড়ার কপাল গেল ফেট্যা॥
পাত্র কয় পরিচয় পেলে হয় ভাল।
ভয় নাঞি ভূপালে ভৎর্সনা করে বল॥
কানড়ার দাসী আমি কালী যার সখা।
ধনপতি ভাণ্ডারে ধনের নাঞি লেখা॥
ধুমসী আমার নাম ধরণীর বেটি।
পদভরে কেঁপে যায় পাতালের মাটি॥
শত্রু এলে বক্র হয়্যা ভয় নাঞি তারে।
রাজাকে কিসের ভয় কত বল ধরে॥
হাতীকে বধিতে পারি দিয়্যা হাত নাড়া।
দণ্ড দুই দেখি তবে দিব খুব সাড়া॥
ভয় পেয়ে রাজা পাত্র ভাবে মনে মন।
এ মাগীর হাতে আজি হইল মরণ॥
মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট।
কঠিন জাঁতির কাছে গুয়া কত ডাট॥
ভাল চায় কানড়া ভূপালে দেগু মালা।
যাবেক বিফলে নয় যৌবনের ডালা॥
রাখ রাখ গণ্ডাকাটা ঐখানে রাখ।
পদ্মবনে পদ্ম করে পোড়ামুণ্ডা কাক॥
রেগ্যা উঠে ধুমসী রক্তের পারা মুখ।
বঞ্চক হইয়া বলে এই ধরে বুক॥
অভয়া আপুনি এই কর্যাচেন কক্ষা।
নয় ইহা লঙ্ঘন করিলে নাঞি রক্ষা॥

তবে শুন রামায়ণ উত্তর মিথিলা।
জানকী জনকবাসে যেন রূপে ছিলা॥
পরশুরাম করিলেক ধনুক ভঙ্গ পণ।
কঠিন হইল কথা কে করে লঙ্ঘন॥
জনক ভাবেন মনে যথাকালে দান।
নোয়াইলে গণ্ডিখান ভাঙ্গিলেন রাম॥
আর শুন ভারত অমৃত সম্পাতন।
পঞ্চাল নৃপতি কৈল লক্ষ্যবিন্ধা পণ॥
প্রায় পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ।
ধর্মপথে ধনঞ্জয় বিন্ধিলেন লক্ষ॥
এত শুন্যা মহামদ ধুমসীর কথা।
কি লজ্জা হইল বলে করে হেঁট মাথা॥
মনে ভেবে সার যুক্তি মহীপালে কয়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়া সদয়॥১৮৪॥

নিবেদন শুন রাজা নিগূঢ় নিধার্য।
সাহস করিলে তবে হয় শুভকার্য॥
অস্ত্রযোগ লঞা উঠ মার চোট এঁটে।
অবশেষ থাকে যদি আমি দিব কেটে॥
উঠিতে অবশ রাজা অঙ্গ পড়ে ঢল্যা।
দিয়া লম্ফ দুপাশে দুজন ধরে তুল্যা॥
চক্রধরে চিন্তিয়া চোটায় করে রাগ।
অস্ত্র ভাঙ্গি গেলা না লাগে গণ্ডার পায়ে দাগ
বৃদ্ধ হয়্যা বল গেল বাঙ্গা হৈল কাল।
মূর্ছা হয়ে পড়িল ভূতলে মহীপাল॥
ধুমসী ইঙ্গিত করে হাসে খল খল।
মরণ সময় মুখে দেও গঙ্গাজল॥
হরি হরি রাম রাম গঙ্গা নারায়ণ।
বুড়ার কপালে হৈল বিখেড়ে মরণ॥

লজ্জিত হইয়া পাত্র নৃপতিকে তুলে।
যাম্য বক্ষে বসিয়া মাথায় জল ঢালে॥
গাঁথিয়া গলায় দেয় তুলসীর দাম।
রামনাম কৃষ্ণনাম করে হরিনাম॥
চেতন পাইয়া রাজা চিন্তে মনে মন।
পাত্র বলে পৃথ্বীনাথ কিসের কারণ॥
আমি দিব গণ্ডা কেট্যা তুমি কর বিভা।
চন্দ্রের কলঙ্ক আছে চিন্তা কর কিবা॥
কঠিন আমার পৃষ্ঠে কুজ হৈল কাল।
নয় তবে নিতে পারি শিমুল পাতাল॥
মঞ্চ বেন্ধে হুকুমে জোগায় মনোহর।
তবে উঠে মহামদ তাহার উপর॥
সমাধি সাধিয়া করে সঙ্কটে সাহস।
ছুমদাম দুহাতে চোটায় গণ্ডা দশ॥
অক্ষয় অব্যয় গণ্ডা অম্বিকার বোলে।
অস্ত্র ভেঙ্গে মাহুদ্যার বাজিল কপালে॥
ঝর ঝর রক্ত পড়ে ঝরে কাল ঘাম।
মঞ্চ হতে ভূতলে পড়িয়া বলে রাম॥
ব্যস্ত হয়্যা নৃপতি তখন ধর্য্যা তুলে।
সচেতন করায় স্নান ব্রাহ্মণীর জলে॥
ধুমসী তখন কয় বলি তুই রাজা।
অসার পাত্রের হল আন ডেকে ওঝা॥
লজ্জায় নৃপতি কিছু না দেয় উত্তর।
উঠিল চেতন পেয়্যা মাহুদ্যা পাতর॥
ভাবিয়া মন্ত্রণা কয় ভূপতি নিকটে।
লাউসেন এসে যদি তবে গণ্ডা কাটে॥
বরপুত্র ধর্ম্মের বিজয়ী ত্রিভুবনে।
সম্মুখ হইতে নারে সহস্র লোচনে॥
বিপত্ত্যি না আসে যদি কিসের চাকর।
বেরিজ করিয়া নিব ময়না নগর॥

রাজা কয় লাউসেন যদি গণ্ডা কাটে।
বিবাহ করিতে তবে আমাকে না ঘটে॥
পাত্র বলে পুরাণপ্রসঙ্গ শুন রায়।
শ্রবণে চিত্তের বাধা চূর্ণ হয়্যা যায়॥
অদনে সংকোপ হয়্যা সঞ্চরে কেশর।
সেজ্যা আইল দুর্যোধন বিরাট উপর॥
শব্দ শুন্যা সৈন্য সহ লয়্যা শেল জাঠা।
উত্তর সাজিল রণে বিরাটের বেটা॥
অর্জুন আপুনি তায় সারথি সহায়।
মনোগতি রথ খান রণস্থলে যায়॥
গুড় গুড় গলার শব্দ গাজর গর্জন।
উত্তর পাইল ভয় পলাবার মন॥
অর্জুন ধরিল জটে আকর্ষিয়া হাতে।
রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া ফেলিয়া রাখে রথে॥
আপুনি সমর জয় করিলেন একা।
কাটা গেল সৈন্য কত নাঞি তার লেখা॥
পলাইল দুর্যোধন পরানে সাহস।
অখিল ভরিয়া হইল উত্তরের যশ॥
লাউসেন যদি কাটে গণ্ডা নিরুপম।
তবে হব তোমার ত্রিপুর জুড়ে নাম॥
কানড়াকে বিবাহ করিবে তুমি সুখে।
লিখনে বিশেষ লিখে নিয়োজে ধাবকে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায়।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায়॥১৮৫॥

[নবম পালা সমাপ্ত]

[দশম পালা]

ধাবক লিখন লয়ে ধরণে না যায়।
পাঁচ দিনে নগর ময়না আসে যায়॥
বসেছেন লাউসেন আরাম বারামে।
কর্পূর পাতর সভা করেছেন বামে॥
বীর কালু বসে বার ডোমের সহিত।
হেনকালে ধাবক হইল উপনীত॥
সাতবার জুহার করিল সাত মন।
পাত্রের পরনা দিল প্রতুষ্ট তখন॥
পাঠ করে লাউসেন প্রফুল্ল হৃদয়।
সমাচার শুনিয়া সবার হল ভয়॥
কাল যেন কালুবীর করে মহাসোর।
সাজ সাজ সদলে সঘনে বলে জোর॥
সাথাসুরা সাজিল সক্রোধে হুতাশন।
বচন বলিতে হল বিষ বরিষণ॥
বার ডোম সাজিল বান্ধিয়া বীর ধটী।
কলরবে কেঁপে গেল ময়নার মাটি॥
বাজীর করিয়া সাজ বারণ জোগায়।
অনাদি ভাবিয়া সাজে লাউসেন রায়॥
শিরে শোভে টোপর সুচিত্র অভিসার।
গলায় গরুড়মণি গজমতি হার॥
ডানি হাতে জয়খড়্গ বামহাতে ফলা।
রত্ন মানিক দীপিকা রজনী করে আলা
পুটাঞ্জলি প্রণিপাত পিতার চরণে।
বিদায় মায়ের কাছে বিনতি বচনে॥
অশ্বে চেপে অমনি আনন্দে আগুসার।
কাট কাট শব্দে কটকমণি পার॥
তিলেক গউন নাই ত্বরিত গমনে।
সাত দিনে উপনীত শিমুল ভুবনে॥

প্রণিপাত ভূপালে ভূতলে অশ্ব রেখে।
জীবন পাইল রাজা লাউসেনে দেখে॥
এস এস বচনে আদরে নাহি ওর।
গণ্ডা কেটে বাছারে গৌরব রাখ মোর॥
মাহুত্যা তখন বলে বুদ্ধি হল হত।
চাকর কুকুর তুল্য তাকে কেন এত॥
নয় লক্ষের নগর ময়না খায় লুটে।
তুচ্ছ বটে লোহা গণ্ডা তূর্ণ দেক কেটে॥
তবে নয় শেষে হয় যা বল তা সই।
বিবাহ করিবে তুমি এইকালে কই॥
দেখিয়া সেনের মূর্তি ধুমসী বিকল।
এ হেন সোনার রূপ সুধা নিরমল॥
এইবার সদয় হইবে উগ্রচণ্ডা।
লাউসেন কাটে যেন তৃণবৎ গণ্ডা॥
এই কথা ধুমসী সভার মাঝে কয়।
গণ্ডা দেখে সেনের দ্বিগুণ হল ভয়॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা॥১৮৬॥

কমলকুসুম তুল্যা করিলেন স্নান।
শুদ্ধচিত্তে সেবিলেন স্বরূপনারায়ন॥
রাম অবতারে শুনি রঘুবংশে গায়।
হরের দুর্জয় গণ্ডি ভাঙ্গিলেন হেলায়॥
কৃষ্ণ অবতারে কৈলে শকটভঞ্জন।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর নারায়ণ॥
দান ধ্যান ক্রিয়া ভক্তি কিছুই না জানি
কেবল ভরসা ঐ চরণ দুখানি॥
সভাসদ্ সকলে সমান রূপ দয়া।
অজামিল শুনি বলে দিলে পদছায়া॥

দ্রৌপদীর পরিত্রাণ দুর্বাসার হঠে।
এবার উদ্ধার কর এ ঘোর সঙ্কটে॥
এত বলে অসাহসে দুঃসাহস মনে।
ধরিল মল্লের বেশ ধরণীধরণে॥
বার তিন ফলঙ্গ সা৷রল বীরদাপে।
আকার আরম্ভ দেখে অষ্টলোক কাঁপে॥
গর্জে যেন গজারি গহনে পেয়ে জোট।
হান হান শব্দে শ্রবণে হানে চোট॥
কালিকার কালখড়্গা কলি অধিষ্ঠান।
পড়িল লোহার গণ্ডা হয়ে দুইখান॥
জয় জয় উচ্চরোল ধুমসীর দলে।
বারদৃশার বরমাল্য এনে দেয় গলে॥
হাসে নাচে ধুমসী আনন্দে গীত গায়।
যার ধন তাকে বই শোভা নাহি পায়॥
মাহুদ্যা লজ্জিত হয়ে বলে তাই বটে।
একচোটে মহারাজা এক ভাগ কাটে॥
আমি কাটি তিন চোটে সাড়ে তিন ভাগ।
অভিসার হইতে আমার অনুরাগ॥
অস্ত্রদোষে এ পাশে ছিল কিছু লেগে।
ভর পেয়ে চোটের ধমকে গেল ভেঙ্গে॥
কোন গুণে লাউসেনে দিলে বরমালা।
ভূপতি পাবেন কন্যা এই কথা বালা॥
অলঙ্ঘ্য অবনী হইতে আমার বিচার।
নয় তবে ফিরে দেখি কাটুক আবার॥
পৃথ্বীমুখ লাউসেন পাত্রের কথায়।
আগুন লাগিল যেন ধুমসীর গায়॥
এই গুণে নাম তোর মাহুদ্যা নাবড়।
বসালে উঠাতে পারি দশগণ্ডা চড়॥
মারণের ভয়ে হল মাহুদ্যার বড় ডর।
দর্প করে উঠিল দুর্লভ সদাগর॥

কাটামুণ্ড হেটে রেখে পৃষ্ঠের উপরে।
সবলে দাবিয়া সেন শূন্যে চোট মারে॥
হরি হয় বজ্রসম হাঁকে হান হান।
কাটাগণ্ডা হেলায় হইল দুইখান॥
প্রলয় বচন বলে প্রগণ্ডা ধুমসী।
ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপস্বী॥
বিবিধ মনের বাঞ্ছা হৈল বরাবর।
শুনাইতে শুভবার্তা শীঘ্র চলে ঘর॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম।
শুনিয়া সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম॥১৮৭॥

এখানে কানড়া ছিল পথপানে চেয়ে।
বিলম্ব বিস্তর বলে কিসের লাগিয়া॥
কে যেন কাটিল গণ্ডা কহ দেখি শুনি।
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবেক স্বামী॥
অধোমুখ ধুমসী আনন্দ মনে হল।
কি আর জিজ্ঞাসা কর কপালে যা ছিল॥
গৌরবে কেটেছে গণ্ডা গৌড়ের ভূপতি।
সত্য রাখে মিথ্যা কয় সাতকুলে বাতি॥
কিসের লাগিয়া কৈলে গণ্ডাকাটা পণ।
বুড়ার বনিতা হবে বিধির লিখন॥
বরঞ্চ মরণ ভাল ভুঞ্জিয়া গরল।
জরাকে যৌবন দিলে যৌবন বিফল॥
এত শুনে কানড়া কাছাড় খেয়ে পড়ে।
কদলী কোমল তরু ভাঙ্গে যেন ঝড়ে॥
ধুমসী তখন কয় সফল মঙ্গল।
আপুনি আছেন জয়া যার পক্ষবল॥
গতমাত্রে রাজা পাত্রে জুড়ে দুইজনে।
স্বমুখে দিয়াছি গালি যত ছিল মনে॥

ক্রোধ করে রাজা বেটা কাতি লয়ে করে।
ছুটিয়া গণ্ডার গায় ঠায় ঘুরে মরে॥
নাবড় মাহুত্তা এল নাহি তিল লাজ।
মেরে চোট মূর্চ্ছিত পড়িল মহীমাঝ॥
লাউসেন আইল আপুনি মহাশয়।
আচম্বিত হইল যেন চন্দ্রের উদয়॥
একমুখে কি কব রূপের কত মূল্য।
দশ মুখে হইলে তবে দিতে পারি তুল্য॥
অঙ্গের প্রভায় আলো করেছে দুকূল।
যেন শতমণি সহিত সোনার চাঁপাফুল॥
বরপুত্র ধর্ম্মের বিযোগ বলে সাচ।
কাটিলেন গণ্ডাকে যেমন কলা গাছ॥
অবাক হলাম দেখে বাড়িল আনন্দ।
পুনর্ব্বার মহামদ পড়িল প্রবন্ধ॥
আক্রোশে হলেন সেন আগুন সমান।
কাটা গণ্ডা চপলে করিলা চারিখান॥
শুনে শুভ সমাচার সুন্দরী কানড়া।
ধুমসীকে প্রসাদ দিলেক ঘোড়া জোড়া॥
এখানে মন্ত্রণা করে মাহুত্তা পাতর।
কহিল পরুষ পৃথ্বীপালের উপর॥
বলে কয়ে বাঁসুড়্যা পাঠায় লাউসেনে।
হরিপালে হাজুত করিয়া ধরে আনে॥
সবিনয় সেনে রাজা সাতবার বলে।
নিজদল লয়ে রাজা লাউসেন চলে॥
বীর কালু বার ডোম বিক্রমে বিশার।
হান কাট শব্দে হরিণডাঙ্গা পার॥
পদভরে পদ্ধতি পাতাল পৃথ্বী নড়ে।
বসু দণ্ডে উপনীত বাঁসুড়্যার গড়ে॥
শিমুল লইয়া তবে শুন অতঃপর।
মন্ত্রণা মহৎ করে মাহুত্তা পাতর॥

সত্য শুন মহারাজ বচন সুরস।
লাউসেন থাকিতে তোমার নাহি যশ॥
বিবাহ করিবে তুমি এহি বাঞ্ছা মনে।
সে বেল্লিক বরমালা পরে কোন গুণে॥
অরিষ্ট আপন যদি এথা হৈতে গেল।
তবে বিভা তোমার আলোকরথে হল॥
আমার বচনে মন দিবে একবার।
সঙ্কটে সাহস শুন সকার্য উদ্ধার॥
নবলক্ষ দলে বেড়ে লুটিব শিমুল।
এখনি কানড়া ভয়ে হইবে ব্যাকুল॥
পায়ে পড়ে করিবেক পতিত্বে বরণ।
বিবাহ করিয়া কালি গৌড় গমন॥
সায় দিলা নৃপতি সন্তোষ মনে অতি।
নবলক্ষ দল সাজে তুরঙ্গ পদাতি॥
ঢাকঢোল কাঁসিতে দগড়ে পড়ে কাটি।
কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইলা মাটি॥
মহীপালে মগ্ন দেখে মাহুত্যার ফন্দি।
চারি আলি হইয়া চৌঘাট করে বন্দী॥
উপবন ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
শিমুল সোনার পুরী করে লণ্ড ভণ্ড॥
দূতমুখে কানড়া পেলেক সমাচার।
রাজা পাত্র সেজে আইল রক্ষা নাহি আর
নয় দুঃখে নিযোগ নয়নে বহে নীর।
সর্বাণী সেবিতে গেল সঙ্কেত মন্দির॥
করপুটে কমল বিমল পায় দিয়ে।
ভামিনী ভকতি করে ভূতলে পড়িয়ে॥
এইবার অভয়া আসিয়া কর রক্ষা।
কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা॥
মরি তার দায় নাহি এই ভয় মনে।
আমি যে তোমার দাসী জগজ্জনে জানে॥

না চাহিলে নয় তবে এমন সময়।
অপযশ তোমার অখিল ভরে হয়॥
কানড়াকে কামিক্ষার কৃপা আছে পূর্ণ।
শুভ হলে সন্তোষ সদয় মনে তূর্ণ॥
প্রিয় দাসী পদ্মা হইতে প্রধানা তুমি।
সাজ বাছা সমরে সারথি হব আমি॥
অমরে করেছি রক্ষা বধিয়া অসুরে।
কংসকে করেছি বধ কৃষ্ণ অবতারে॥
নবলক্ষ দলে আজি করিয়া নিধনে।
শোণিত করাব পান সিদ্ধচর গণে॥
জগতে আখ্যান জয় মঙ্গলদায়িকা।
সঙ্গে দিব অষ্টদল অনন্ত নায়িকা॥
কৌতুক দেখিব বস্যা সিংহের উপরে।
গতমাত্র জয়শীলে হইবে তোমারে॥
কানড়া পড়িল কেন্দে কমলচরণে।
আশ্বাস করিলা মাতা অমৃত বচনে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর।
নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥১৮৮॥

সাজিলেন সুপ্রভা সুতীক্ষ্ণ শূল হাতে।
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীগণ সাথে॥
জয়া মায়া সাজিলেন হাতে জয়খাঁড়া।
মস মস করিয়া সাজিল যত মড়া॥
নন্দিনী সাজিলা নবমেঘের গর্জন।
বিশুদ্ধা বিক্রোধে হল বিস্তার বদন॥
মহাকাল ভৈরবী বিজয়া সমাধিকা।
এইরূপে সাজিলেন অষ্ট নায়িকা॥
সপ্তস্বরা সুবাদ্য সঘনে বাজে জোর।
হান হান হুঙ্কার ঘন ঘোর॥

বিধুকায় বিধিবাক্যে বন্দিয়া দেবেশী।
কানড়া পশ্চাৎ সাজে করে ঢাল অসি ॥
উজ্জ্বলে অধিক পরে অমূল্য অম্বর।
শতমণি সহ শিরে সোনার টোপর ॥
ঝলমল অলকা ঝলকে ঝুরি ঝাঁপা।
কবরী উপরে কলি কাঞ্চনের চাঁপা ॥
মণিময় হার গলে মানিকের মালা।
বেশর মুকুতা ফলে বামনাসা আলা ॥
কিবা আঁখি শোভা শ্বেত ফুল্ল কমল।
বিজুরি সঞ্চরে রূপে বিধু ঢল ঢল ॥
কাল ছুরি কাটারি কার্ম্মুক যমধর।
সাঙ্গী শূল লইল সুতীক্ষ্ণ টাঙ্গী শর ॥
মেঘের গর্জনে গর্জে হাঁকে মার মার।
আরোহণে কালী অশ্বিনী অভিসার ॥
জয়পত্র সহিত ঘুড়ির পৃষ্ঠে জিন।
দিবাকর আকার আভায় হল দিন ॥
ধুমসী পশ্চাৎ সাজে বলে ধর ধর।
কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥
আক্রোশে অরুণ আঁখি আগ পায় নাচে।
বার মণ লোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে ॥
ডানি হাতে প্রলয় পাথর গোটা পাঁচ।
মুড়ে মেড়ে উপাড়ে নিলেক শাল গাছ ॥
আযোগ কানড়া অষ্ট নায়িকার সনে।
পরিবেশে প্রবেশ করিল গিয়া রণে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
শ্রবণে চিত্তের বাধা চূর্ণ হয়ে যায় ॥১৮৯॥

উড়িলেন সিংহরথে আপুনি অভয়া।
দয়া করে দাসীকে দিলেন পদছায়া ॥

গলায় মুণ্ডের মালা মত্তি গঙ্গাজল।
পদভরে পাতাল পৃথিবী টলমল॥
শবশিশু সুললিত সুযুগ শ্রবণে।
মাথার মুকুট গিয়ে পরশে গগনে॥
মার মার চৌদিকে উঠিল মহারোল।
জয়শঙ্খ জয়ঘণ্টা বাজে জয়ঢোল॥
দুইজনে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড়।
ঝন ঝন বাণের শব্দে বহে ঝড়॥
শূল হাতে সুপ্রভা সমরে অধিষ্ঠান।
নাগ নর অসুর নির্জর কম্পবান্॥
মহাকাল ভৈরবী মাতঙ্গে রক্ত সেনা হানে।
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ নাচে রণে॥
ধর ধর করিয়া ধাইল ধুলা মোড়া।
চপচপ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া॥
বিনাশেন বিজয়া বিযোগ বুলে সেনা।
মুখ তুলে রক্ত খায় মরকত দানা॥
যোগিনী ডাকিনীগণ যুঝে অনিবার।
হয় গজ নর মুণ্ডে হল একাকার॥
খোশাল হইয়া রণে রক্ত খায় পেতি।
গোমুখা গড়িয়ে বুলে গিলে রথ রথী॥
অষ্টদিকে উল্কা পাত অগ্নি বরিষণ।
ধরে অসি ধুমসী কানড়া করে রণ॥
কাট কাট নিঃস্বনে কম্পিত রিপুদল।
গরুড়ের ভয়ে যেন ভুজঙ্গ বিকল॥
কাটে সেনা কানড়া কামিনী দড়বড়।
মহীপাল মহাপাত্র উঠে দিল রড়॥
প্রাণভয়ে অত্যাকুল পড়ে আর উঠে।
ধর ধর করিয়া ধুমসী পাছে ছুটে॥
বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে ঢাল।
আক্রোশে আকার হল আকাশ পাতাল॥

বিফল মাহুদ্যা রাজা বায়ুগতি দৌড়ে।
ছুটাছুটি উপনীত হয় পরে গড়ে॥
ফিরে আসে ধুমসী ফিকিরে করে রণ।
মার মার শব্দে করে মেঘের গর্জন॥
লাফ দিয়ে পড়ে সৈন্যসমূহের মাঝে।
এক শরে ভেদ করে অষ্ট গজরাজে॥
তুরঙ্গে তাড়িয়া ধরে তিন গোটা লাফে।
আকার আরম্ভ দেখে তিন লোক কাঁপে॥
হাত নাড়া দিয়া বুলে হেলাইয়া ছাতি।
শূন্য সরণিয়ে যেন সিংহিনীর গতি॥
কাট কাট করিয়া কাটারি তুলে ধায়।
দূর দূর কেটে চলে দুচক্ষে দেখায়॥
শোক শিশু সয়ার সহিত ধরে ফিঁকে।
কসিয়া বসায় কিল মাহুদ্যার বুকে॥
দশদিক্ দলে বুলে করে ঘোর দম্ফ।
কৃষ্ণ বলরাম আদি সবে হল কম্প॥
হান হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে।
শুঁড়ে ধরে পাক দিয়া মাতঙ্গ আছাড়ে॥
ক্রোধবতী কানড়া কামিনী আগুসার।
অশ্বগজ কাটিয়া করিল একাকার॥
ধুমসী আগুলে পথ গ্রাসে যেন রাহু।
একলা কানড়া রণে হল দশবাহু॥
নিমিষে নিধন করে নবলক্ষ সেনা।
রক্তের হইল নদী বেগে বয় ফেনা॥
গোমায়ু মাতিয়া বুলে গৃধ্র কাক বিচ্ছ।
মাংসের হইল গাদা মহী হল উচ্চ॥
জয় করে সমর আনন্দে যথোচিত।
লঘু গেলা নিকেতনে ধুমসী সহিত॥
আনন্দে আযোগ অষ্ট নায়িকার সনে।
কৈলাসে গেলেন কালী কুতূহল মনে॥

এখানে বাঁস্বড়্যা হতে লাউসেন রায়।
শিমুলে অশুভ চিহ্ন দেখিবারে পায়॥
শুকুনী গৃধিনী শূন্যে করয়ে ভ্রমণ।
কালুবীরে জিজ্ঞাসেন কিসের কারণ॥
কালুবীর কয় রাজা কর অবধান।
কানড়া রাজার সনে করেছে সংগ্রাম॥
বিনাশ হয়েছে সেনা বুঝি এই ভাবে।
বিলম্বন বিহিত না হয় চল আগে॥
এত শুনে লাউসেন সচঞ্চল চিত।
হরিপালে ধরে লয়ে গমন ত্বরিত॥
পার হয়ে কর্জনা কর্মূক বৃকোদরে।
সাত দণ্ডে উপনীত শিমুল নগরে॥
কাটা গেল কদর্থনে নবলক্ষ দল।
না দেখি পাত্রে রাজা লাউসেন বিকল॥
সাত পাঁচ অনুমানে সচকিত মনে।
সংগোপনে রহিলেন আরাম বাগানে॥
এখানে কানড়া অতি পেয়ে মনব্যথা।
জিজ্ঞাসিল ধুমসীকে লাউসেন কোথা॥
ধুমসী কহিল ধরে চরণ যুগলে।
কি জানি কেটেছি সেনে কদলীর ভুলে॥
এত শুনে কানড়া আর্তিকা শোকমনে।
অমনি কাছাড় খেয়ে পড়ে অচেতনে॥
শিব কোপানলে ভস্ম হইল মদন।
রমণ অভাবে যেন রতির রোদন॥
হা নাথ হা নাথ বলে হানে শিরে হাত।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা সুরনাথ॥১৯০॥

করুণা করিয়া কান্দে কেশ বাস নাহি বান্ধে
বুকে হানে কঙ্কণ আঘাত।

রূপিনু সোনার গাছ ফুলে অষ্ট ফলে পাঁচ
বিধি কৈল সমূল নিপাত ॥
কি দশা করিলে উগ্রচণ্ডা।
এত যদি ছিল মনে তবে কেন অকারণে
নির্মাণ করিলে লৌহগণ্ডা ॥
আছিল মনের সাধ মা হয়ে সাধিলে বাদ
লাউসেনে নিধন করিলে।
সকল বিফল ধন্ধ দূর কৈলে আশাবন্ধ
বৃথা জন্মাইলে মহীতলে ॥
আগে দিলে পদছায়া শেষে না করিলে দয়া
কঠিন তোমার বড় মন।
ভুঞ্জিয়া গরল রাশি অথবা অনলে পশি
অভাগিনী ত্যাজিব জীবন ॥
পুরাণে মহিমা গায় শ্রবণে সম্পদ্ পায়
সেবিলে সুসিদ্ধ হয় ক্রিয়া।
নিঃস্ব অনন্য ভাবি ও রাঙ্গা চরণ সেবি
তবে কেন না করিলে দয়া ॥
যোগেতে জানিলা চণ্ডী শোক দুঃখ ভয় খণ্ডি
কানড়াকে হলেন সদয়।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
রচিল রসিক রসোদয় ॥১৯১॥

জগৎজননী কন জগতের মাতা।
কহ মাতা কেন কান্দ কিসের বিতথা ॥
অভিমান করে কয় কানড়া তখন।
এতকালে বৃথা সেবি ও রাঙ্গা চরণ ॥
বিষম তোমার মায়া বিধি নাহি জানে।
মনে ছিল নিধন করিবে লাউসেনে ॥
অভয়া বলেন বাছা আমি সর্বজয়া।
দয়া করে দিয়াছি দক্ষিণ পদছায়া ॥

আমার বচন মিথ্যা নয় কদাচনে।
দেখ গিয়া লাউসেনে আরাম বাগানে ॥
সেবিয়া আমার পদ স্বামী পেলে ভাল।
অতুল্য অমূল্য রূপে অষ্ট দিক্ আলো ॥
রুক্মিণী আমার পূজা কৈল ভক্তিভাবে।
করেছি বাসনা পূর্ণ দিয়ে শ্রীকেশবে ॥
অনূঢ়া বাণের কন্যা পূজেছিল ঊষা।
অনিরুদ্ধে দিয়া তার পূর্ণ কৈনু আশা ॥
কানড়া তখন কয় না হয় প্রত্যয়।
যুঝিব সেনের সঙ্গে বুঝিব নিশ্চয় ॥
জয়যোগে যদ্যপি জিনেন করে রণ।
তবে সত্য সেন বটে স্বামীত্বে বরণ ॥
সাজ বাছা সত্বর শঙ্করী কন হেসে।
কৌতুক দেখিব আমি সিংহরথে বসে ॥
কৃতাঞ্জলি কানড়া করিল দণ্ডবৎ।
আশিস্ দিলেন চণ্ডী বাড়ুক আয়ত ॥
তবে করে রণসাজ রসোদ্ধার ঘটা।
নীলাম্বর পরিল নূতন মেঘ ছটা ॥
বিচিত্র টোপর শিরে সুবর্ণ মিশাল।
পাশে পাশে মরকত মুকুতা প্রবাল ॥
কজ্জলে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন।
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরণ ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে শোভাসমুচ্চয়।
তরুণ তিমিরে যেন তারার উদয় ॥
চারিপাশে গোরোচনা চন্দনের বিন্দু।
রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেন ইন্দু ॥
কটিতটে সুকিঙ্কিণী কনক মিশাল।
রুনুঝুনু ঝুনুঝুনু বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিনোদ কাঁচলি বুকে বিচিত্র অভেদ।
রাধাকৃষ্ণ লেখা তায় রাস পরিচ্ছেদ ॥

ষোল শত অষ্ট সখী সবে এক হয়্যা।
রমণ রসের কথা রসিক বেড়িয়া॥
বাজিনীর সাজ করে বারণে যোগায়।
আরোহণে কানড়া অনিলগতি তায়॥
সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাজ বাজ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেখাজ॥
সমুচিত সুখে মন উদাসীন সদা।
কৃষ্ণ ভেটিতে যেন কমলিনী রাধা॥
সেইরূপ সমুচিত সুখে সম্পাতন।
কৌতুকসাগরে ভাসে কানড়ার মন॥
ধুমসী চলিল হেঁক্যা সচঞ্চল গতি।
পায়ের দাপটে কাঁপে পাতালপদ্ধতি॥
দেখিল কেমন বলে লাউসেন রাজা।
কালুবীরে কাটি আজি কালিকার পূজা॥
এত শুনে লাউসেন ভাবে মনে মনে।
বসেছিল কালুবীর উঠে পলায়নে॥
ধর ধর করিয়া ধুমসী ধাই দিল।
বার ডোম বিকল বিপিন প্রবেশিল॥
সুবিক্রমে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে।
তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহণ তবে॥
হেনকালে উপনীত হইল কানড়া।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বাঁকুড়া॥১৯২॥

রূপ দেখে সেনের রাউতি রসে পূর্ণ।
জুড়াইল জীবন জনম বলে ধন্য॥
ধুমসী তখন হেসে বলে লাউসেনে।
যুদ্ধ কর যুবরাজ যুবতীর সনে॥
সেন কন সদাতন সখা মোর প্রভু।
কামিনীর সনে রণ করিনা ক কভু॥

কানড়া তখন কয় কাপুরুষ হেন ।
পলায়ন কর নয় পরাজয় মান ॥
ধুমসী তখন কয় দাঁতে কড়মড় ।
জেনে শুনে এস কেন শিমুলের গড় ॥
কানড়ার দাসী আমি আখ্যান ধুমসী ।
অসুরে কাঁপাতে পারি যদি ধরি অসি ॥
এত শুনে লাউসেন আক্রোশে আগুন ।
বৃষকেতু বাক্যে যেন রুষিলা অর্জুন ॥
তুরঙ্গ দাবিয়া উঠে তরুণী উপর ।
দুজনে বাজিল ঘোর দুর্জয় সমর ॥
ঘন ঘন সঘনে ঘোড়ার দড়বড়ি ।
কানড়া ফলঙ্গ সারি ফিরাইল ঘুড়ি ॥
মুখামুখি দুজনে গর্জনে মহী ফাটে ।
কানড়ার তিন বাণ তারা যেন ছুটে ॥
গগনে উঠিল বাণ কৃষ্ণগুণ গায় ।
প্রণাম করিল আসি লাউসেন পায় ॥
বৃন্দাবন ভ্রমণ করিল ব্রজ দেশ ।
কানড়ার তূণে পুনঃ করিল প্রবেশ ॥
বাণ জোড়ে লাউসেন বিশাললোচন ।
কানড়ার চাঁদমুখে স্ত্রীভাবে চুম্বন ॥
কানড়া এড়িল বাণ কনকের ধার ।
সেনের গলায় হল সুবর্ণের হার ॥
লাউসেন বাণ এড়ে নাম তার ফুল ।
কানড়ার করে হল কঙ্কণ অতুল ॥
কানড়া এড়িল বাণ কনক চিকুর ।
সেনের চরণে হল সোনার নূপুর ॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ হইল অষ্টাহ ।
জয় কিম্বা পরাজয় না হইল কেহ ॥
অনঙ্গে অশ্বিনী মত্তা অশ্বে করে চার ।
অন্তরীক্ষে লাউসেনে আছাড়িয়া মার ॥

আতুর করিতে রক্ষা অশ্ব মোর নাই।
অনুদিন আনন্দে রাখিব এক ঠাঁই॥
অস্থির হইল ঘোড়া অশ্বিনীবচনে।
মদন মারিল বাণ মরম সন্ধানে॥
মনে ভাবে লাউসেনে করিব নিধন।
বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম বিশেষ কারণ॥ অত্র ভনিতা॥১৭৩॥

হনুমানে কহিলা কৃপাযুত বাণী।
অবিলম্বে যাও বাছা শিমুল অবনী॥
তোমার ভরসা আমি করি রাত্রিদিবা।
লাউসেনে কানড়ার দিয়ে এস বিভা॥
পুটাঞ্জলি প্রণিপাত পদাব্জ যুগলে।
হাস্যমুখ হরষিত হনুমান্ চলে॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাথ।
শিমুলে পেলেন শীঘ্র সেনের সাক্ষাৎ॥
পরিচয় দিলেন প্রভুর আজ্ঞা পাই।
অবিলম্বে অবনী এলাম ধাওয়া ধাই॥
সত্বরে তোমাকে জয় করাব সমর।
বসিলেন অশ্বের উপরে দিয়ে ভর॥
অষ্টযোগে আযোগ আনন্দে কুতূহলী।
কানড়াকে কোলে করে বসিলেন কালী॥
অভিমুখ হইল কানড়া লাউসেনে।
উভয় এড়িল বাণ উভয় সন্ধানে॥
বাণে বাণে আলিঙ্গন বাড়িল কৌতুক।
ঘোর হল ঘুড়িণী ঘোড়ায় অভিমুখ॥
লাউসেন বাণ এড়ে নবমেঘ ভাতি।
নিবারণ করেন আপুনি ভগবতী॥
কাটি কাটি নিঃস্বনে কানড়া এড়ে বাণ।
নিবারণ করেন আপুনি হনুমান্॥

অতুল হইল যুদ্ধ জয়াজয় নাই।
অশ্ব সনে অশ্বিনী হইল এক ঠাঁই॥
সেন কন কানড়াকে প্রতিজ্ঞা সম্ভবে।
জয় পরাজয় যুদ্ধে জানা যায় তবে॥
যদি পার অশ্ব হইতে তুলে নিতে জোরে।
তবে সে আমার হয় অজয় সমরে॥
নয় যদি ঘুড়ি হইতে তুলে নিতে পারি।
তবে হবে তুমি মোর ত্রিভাগ কিঙ্করী॥
সায় দিল কানড়া সন্তোষ মনে মন।
হব দাসী যদি কর প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
হরপ্রিয়া হরিষে হাসেন খল খল।
হরণ করিল তবে কানড়ার বল॥
লক্ষ বলে কানড়াকে লাউসেন রায়।
ঘুড়িনী হইতে তুলে বসাল ঘোড়ায়॥
কাঁপে ভয়ে কানড়ার হৃদয়কমল।
বসনে বদন ঝাঁপে লজ্জায় বিকল॥
সেনে রেখে সংগোপনে সন্তোষ অন্তর।
কুতূহলে ধুমসী কানড়া গেল ঘর॥
হরিপালে কন তবে হেমন্তের ঝি।
আমি বাছা থাকিতে তোমার ভয় কি॥
বিপদনাশিনী আমি বেদে নাই জান।
লাউসেনে কানড়াকে কয় বাছা দান॥
এত শুনে হরিপাল আকুল আনন্দে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদ বন্দে॥১৯৪॥

মঙ্গলরাগেণ গীয়তে

নৃপতি হরিপাল বুঝিয়া শুভ কাল
প্রাঙ্গণে বান্ধিল বেদিকা।
তাহে মুকুতা মণ্ডিত শ্বেত নীল পীত
পতাকা শোভে সমাধিকা॥

বাজে বীণা বেণী জয় জয় ধ্বনি
মঙ্গলে মঙ্গলধ্বনি।
শত আইও সঙ্গে জল সহে রঙ্গে
কুতূহলে যত ধনী॥
কুলের দ্বিজবর করিয়া তান স্বর
বেদাঙ্গ বিধি করে পাঠ।
স্বস্তিবাচনাদি করে যথাবিধি
স্থাপন করিল ঘট॥
পূজি পঞ্চদেবে অধিবাস তবে
আনন্দে আরম্ভে ভূপ।
আনিয়া কন্যাকে পরশে মস্তকে
মঙ্গল দ্রব্য নানারূপ॥
করি পঞ্চবিধি পূজিয়া গৌর্যাদি
বসুধারা করে দান।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় রস গান॥১৯৫॥

অপর সকল ক্রিয়া করে সমাপন।
লয়ে করে লাউসেনে মিলন বরণ॥
বিচিত্র বসন দিল সুবাসিত করি।
মণির মোহন মালা মানিক আদরী॥
কানড়া কনকলতা কমল ভাবিত।
দিলেন নৃপতি দান দক্ষিণা সহিত॥
বিযোগ আনন্দে মনে বিচক্ষণ ভূপ।
যৌতুক যতনে দিল যথাবিধি রূপ॥
ভগবতী আপুনি দিলেন আশীর্বাদ।
হাতের কঙ্কণ হাতে দিলেন প্রসাদ॥
পূর্ণভাবে পূর্ণ আঁখি প্রেমের পয়েতে।
সমর্পিয়া দিলেন সেনের হাতে হাতে॥

আজি হইতে আমার জামাতা হইলে তুমি
প্রাণধন তোমাকে দিলাম বাছা আমি ॥
প্রণাম করিল সেন শ্রীপদারবিন্দে।
আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আনন্দে ॥
হনুমান্ সহিত হরষে কুতূহলী।
কৌতুকে কৈলাসে গেলেন ভদ্রকালী ॥
বাসর বঞ্চিলা সেন বিযোগ সঞ্চয়।
রামরাত্রি পোহাইল রবির উদয় ॥
কলস্বরে বায়স কোকিল ডাকে তায়।
মহীপাল হরিপালে মাগেন বিদায় ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল।
না সম্বরে কেশপাশ কেবল বিভোল ॥
কানড়ার মাসি পিসি মামী খুড়ি জেঠি।
কেমনে পাঠাব বলে মায়ামোহ কাটি ॥
কানড়া প্রবোধ করে কেঁদ নাই আর।
এইরূপ যোগমায়া জগৎ সংসার ॥
বিদায় করিল রাজা রাজব্যবহারে।
চপলে চাপিলা সেন অশ্বির পাথরে ॥
কালিনী পাথরে চেপে চলিল কানড়া।
ধুমসী চলিল পাছু দিয়া হাত নাড়া ॥
বীর কালু আগুয়ান বার ডোম চলে।
বায়ুগতি উপনীত ব্রাহ্মণীর কূলে ॥
নবলক্ষ দল কাটা পড়ে এক ঠাঁই।
পদার্পণ করিতে তিলেক স্থান নাই ॥
সীমা নাই সেনের অসুখ হল চিত্তে।
কানড়াকে কন তবে আকার ইঙ্গিতে ॥
স্বামীর স্বরূপ বাক্য সম্ভাষিয়া সার।
কানড়া কাতরা বলে কিসে হই পার ॥
স্নান করে চপলা চণ্ডীর করে পূজা।
দাসীকে এবার রক্ষা কর দশভুজা ॥

অভয় চরণ বিনা অন্য নাই জানি।
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবনী ॥
প্রিয়ভাবে কৃষ্ণের প্রসাদে যেন দয়া।
সেই মত কানড়াকে সদয় অভয়া ॥
ইন্দ্রকে আদেশ আজ্ঞা দিলেন তখন।
সত্বর শিমুলে কর সুধা বরিষণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে অমররাজ চলে।
অমৃত করিল বৃষ্টি অতুল শিমুলে ॥
মৃতকায় পরশে অমৃতময় জল।
প্রাণ পেয়ে উঠে তবে নবলক্ষ দল ॥
মার মার করিয়া গৌড়মুখে চলে।
কানড়াকে লাউসেন ধন্য ধন্য বলে ॥
অহর্নিশি গমন আনন্দে অবিসার।
পঞ্চাহে পালেন এসে পঞ্চম বাজার ॥
বরাসনে বার দিয়া বসেছেন রাজা।
মাহুত্যা পাতর আর মোখাদিম প্রজা ॥
শ্রবণে কৃষ্ণের লীলা অমৃতকাহিনী।
মহীপালে ভজস্ব ময়নার গুণমণি ॥
আদর করিয়া সবে এস এস বলে।
বাপধন বলে রাজা বসালেন কোলে ॥
মাহুত্যার মনস্তাপ মরয়ে দ্বিগুণ।
উঠে গেল সভা হৈতে আক্রোশে আগুন ॥
কাল হল লাউসেন কি করি উপায়।
জঞ্জাল চক্ষের বালি কত দিনে যায় ॥
কংসাসুর আছিল কৃষ্ণের যেন মামা।
পরান থাকিতে আমি নাহি দিব ক্ষমা ॥
বিদায় হইল সেন নৃপতি নিকটে।
পাথেয় দিলেন রাজা প্রবাল পুরটে ॥
শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাত বার।
অশ্বে চেপে লাউসেন হৈল আগুসার ॥

নিশি দিবা গান আনন্দে নিরন্তর।
নয় দিনে প্রবেশিলা ময়না নগর ॥
সহর বাহিরে লোক করে ধায়াধাই।
অম্বরে সম্বরে নাহি আনন্দ বাধাই ॥
মঙ্গলবাজনা বাজে নাচে প্রজালোক।
সেনে দেখে সুখী হৈল দূরে গেল শোক ॥
সঞ্চয় আনন্দে রঞ্জা সহচরী সঙ্গে।
নিকেতনে পুত্রবধূ উথানিল রঙ্গে ॥
সমুচিত সুখের সাগরে ভাসে রাজা।
একমনে আরম্ভিল অনাদ্যের পূজা ॥
চারি বৌ লয়্যা রঞ্জা সুখে করে ঘর।
গৌড় লইয়া সভে শুন অতঃপর ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায় ॥১৯৬॥

ইতি পালা সমাপ্ত ॥

[দশম পালা সমাপ্ত]

[একাদশ পালা]

বরাসনে বারামে বসেচে গৌড়ের রাজা।
রাবণের প্রতাপ রবির সম তেজা॥
বারভূঞা বাহাত্তরি বসিল মণ্ডল।
দাণ্ডাইয়া দুপাশে দক্ষিণ দলবল॥
কোটাল আদেশ আগে কয় করজোড়ে।
রায়বার পড়ে ভাট রাজার নিয়ড়ে॥
কুলীন ব্রাহ্মণ কত শ্রোত্রিয় আর।
সভায় বসিয়া করে শাস্ত্রের বিচার॥
সভাগণ সচেষ্টিত সম্মুখে সকাজ।
অমরাবতীতে যেন ইন্দ্রের সমাজ॥
পাঠক পুরাণ পড়ে প্রেমে অভিসার।
কংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার॥
রাধার কলঙ্ক দোষ করিতে ভঞ্জন।
চিন্তামণি চিত্তে তবে চিন্তিলা তখন॥
অন্নজল উপহার কিছুই না খান।
যশোদার বড়ই বিকল হল প্রাণ॥
কিরূপ কৃষ্ণের মায়া কেবা দেই লেখা।
আপুনি বৈদ্যের বেশে অবিলম্বে দেখা॥
যশোদা কান্দিয়া কন দুস্খের নাঞিঃ ওর।
অকস্মাৎ কি দশা কৃষ্ণের হল মোর॥
কল্পনা করিয়া কথা কহেন মায়েরে।
আছে এক ঔষধ অনেক রোগ হরে॥
পুণ্যবতী পতিব্রতা হইবেক নারী।
সহস্র ধারায় কর‍্যা আনিবেক বারি॥
শুনে ব্রজনারী সভে লজ্জায় বিকল।
জটিলা কুটিলা গেল আনিবারে জল॥
অহঙ্কার করে সতী মায়ে ঝিয়ে সদা।
অসতী আমার বউ কলঙ্কিনী রাধা॥

ডুবায়ে সহস্রধারা যমুনার নীরে।
বন্ধ করে মায়ে ঝিয়ে তুলে ধীরে ধীরে ॥
পড়িল সকল জল পায় বড় লাজ।
না পারে দেখাতে মুখ ব্রজপুর মাঝ ॥
তখন চাহিয়া কৃষ্ণ কন শ্রীমতীরে।
পুণ্যবতী তুমি সতী আছ ব্রজপুরে ॥
কানাকানি করে শুনে ব্রজের কামিনী।
সভে বলে সতী নয় রাধা কলঙ্কিনী ॥
আপুনি স্বয়ং লক্ষ্মী বৃষভানুসুতা।
কৌতুক বাড়িল শুনে কত বড় কথা ॥
কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণের চরণ।
যমুনার কূলে গিয়ে দিল দরশন ॥
ডুবায়ে সহস্রধারা আনন্দে অশোক।
দিলেন কৃষ্ণের আগে দেখে ব্রজলোক ॥
এই কথা শুনে রাজা হয়ে একমন।
মাহুদ্যা মন্ত্রণা ভাবে মনে অনুক্ষণ ॥
যেখানে সেখানে হল ভাগিনার যশ।
বাজিল বড়ই শেল রাজা হইল বশ ॥
কপাল হইলে মন্দ কত ঠাঞি ডেড়ি।
কতদিনে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি ॥
গোকুল ময়না হল গৌড় মধুপুর।
কৃষ্ণ হৈল লাউসেন আমি কংসাসুর ॥
পাঠাব প্রবন্ধ করে ঢেকুরের গড়।
তবে সে আমার নাম মাহুদ্যা নাবড় ॥
অকস্মাৎ এই যুক্তি উপজিল মনে।
অবশ্য হবেক নাশ ইছাএর রণে ॥
মনস্তাপ মনের আমার মিটে মেলে।
হাটে ঘাটে বনি তবে কেন্দে কেন্দে বুলে ॥
রাম গেল বনবাস নিহালিয়া পথ।
পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ কৈল দশরথ ॥

সেই মত কর্ণসেন মল্যে ভাল হয় ।
অকালে আমার তবে আনন্দ উদয় ॥
এই যুক্তি অনুমান অনুক্ষণ মনে ।
নিবেদয়ে নিরাতঙ্কে নৃপতির স্থানে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর ।
নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥১৯৭॥

মহামদ কয় বাক্যে মন দিবে রাজা ।
কর্তা হল কিঙ্কর কিঙ্কর হল প্রজা ॥
হইয়ে দাস কহে তেঞি শুন হিতবাণী ।
একবার মনে কর ঢেকুর অবনী ॥
করতার কাহন পঞ্চাশ ছিল কড়ি ।
ইছা ঘোষ না দেই এখন এক বুড়ি ॥
তার বাপ সোম ঘোষ আছিল দুর্বল ।
তোমার বাপের পালা চাকর কেবল ॥
এক সের চাল খেয়ে চরাইত গোরু ।
তার বেটা এখন হয়েছে কল্পতরু ॥
দিতে হয় দমন দেশের মত বুঝে ।
লাউসেনে আনায়ে মহিম জাগু সেজে ॥
ন লক্ষ টাকার ভূমি খায় বিনা করে ।
না আসে হাজির দিতে বসে থাকে ঘরে ॥
আপুনি আমার তরে সভাকার কর্তা ।
লঘু লোক পাঠায় লিখনে লিখে বার্তা ॥
শুনি ইছা উভুদলে আসে অলসিতে ।
গৌড়ে দিবেক হানা আজিকার রাত্রে ॥
ভয় হল ভূপতির ভাষে ব্যগ্র বাণী ।
উচিত যা হয় কর কর্তা আপুনি ॥
হুকুম রাজার পায়ে হরষিত মন ।
অভাগার ভরসা আছিল নারায়ণ ॥

ঢের করে ঢঙ করে ঢেকুর পাঠাব।
লাউসেন ভাগিনার মাথা এবার খাব ॥
লেখে পত্র নৃপতির নিযোগ নির্জিত।
ষষ্ঠী আদি শুভাশিস সাদর সম্মত ॥
ঢেকুরের ইছা ঘোষ অজিত চাকর।
দ্বাদশ বৎসর আজি দেয় নাই কর ॥
অহঙ্কার করে বেটা এসে উভুদলে।
নিষ্কাশন কর গৌড় নিতে চায় বলে ॥
শুনিয়া সব কথা সর্বলোক কীর্ণ।
তে কারণে তোমাকে তলপ হইল তূর্ণ ॥
কাঙুর করিয়া জয় এনে দিলে কর।
এইবার সেজে চল ঢেকুর উপর ॥
ময়না ইনাম খায় মনে নাই ঠোকা।
না এলে বেরিজ করে নিব তার টাকা ॥
চৌরস করিয়া পাত্র শ্রীমুখ করিল।
তিন দিন মাসের তারিখ তায় দিল ॥
ধনিরাম ধাবকে ধরিয়া দিল পান।
নগর ময়না যেয়ে লাউসেনে আন ॥
বিদায় হইয়া যায় পাত্রের সম্মুখে।
ধাবক পরানা লয়ে ধায় ঊর্ধ্বমুখে ॥
রাখিয়া গৌড় বামে বসতি নগর।
ভৈরবী হৈল পার নায়ের উপর ॥
এড়াইয়া গোলাহাট পাইল জামতি।
জলঙ্গী হইল পার যশর জগতি ॥
বামে রেখে বর্ধমান বেলা অবসানে।
আত্ম গঙ্গা হৈল পার তরী আরোহণে ॥
উচালন দীঘির পশ্চিম পার দিয়া।
পুণ্যাজোল পদুমায় উত্তরিল গিয়া ॥
রাঙামেটে রঞ্জিতবাটি রাখিয়া দক্ষিণে।
লঘু পাল্য উসতপুর নিশি অবসানে ॥

অজয়বাটি ইজলবাটি এড়ায়ে ত্বরিত।
পার হয়ে কালিনী ময়নায় উপনীত ॥ অত্র ভনিতা ॥১৯৮॥

অযোধ্যা সমান দেখে ময়নার শোভা।
বিরাট বারেন্দ্র কাশী ব্রজপুর কিবা ॥
নৃত্যগীত নগরে লোকের কলরব।
কৃষ্ণকথা কেবল কৌতুক মহোৎসব ॥
ধবল পতাকা উড়ে ধর্ম্মগুণগাথা।
প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র পুণ্যকথা ॥
সভা করে বস্যা রাজা লাউসেন কোঙর।
নৃপতি লঙ্কেশ্বর যেন লঙ্কার উপর ॥
শিরে শোভে ছত্রদণ্ড স্বর্ণপূর্ণ গা।
চাকরে চারিদিকে করে চামরের বা ॥
পঞ্চপাত্র বসেচে পশ্চিম দিক লয়ে।
মোখাদিম মণ্ডল বসেচে বারভূঞা ॥
কালুসিংহ সম্মুখে শমন বরাবর।
দুপাশে দুসারি বান্ধ্যা ছত্রিশ আতর ॥
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের কৌশললীলা কালীয়দমন ॥
কালীদহ মাঝে ঝাঁপ দিলেন গোপাল।
বিষ জল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল ॥
নন্দ ঘোষ কান্দে আর যশোদা রোহিণী।
কৃষ্ণে না দেখিয়া কান্দে রাধা বিনোদিনী ॥
ব্রজের গোয়ালা কান্দে বিদরয়ে হিয়া।
ধবলী শ্যামলী কান্দে ধরণী লোটায়া ॥
এই কথা শুনেন ময়নার তপোধন।
ধাবক দিলেন লয়্যা গৌড়ের লিখন ॥
ব্যবহারে বার তিন বন্দনিয়ে শিরে।
মোহর ভাঙ্গিয়া সেন পড়ে ধীরে ধীরে ॥

ঢেকুরে মহিম শুন্যা মনে হল দুখ।
এতদিনে ধর্ম্মরাজ হলেন বিমুখ ॥
কে আছে ইছার সনে রণে দেয় হানা।
মাস্থার কল্পনা নয় মামার মন্ত্রণা ॥
অধোমুখে লাউসেন ভাবে অনুক্ষণ।
জোড়হাতে কালু বীর জিজ্ঞাসে কারণ ॥
ভৃত্যকে জানাতে হয় ভাল মন্দ কাজ।
কোথাকার পরোয়ানা কহিবে মহারাজ ॥
সেন কন শুন দাদা আভিল অসীম।
রাজার হুকুম যাত্যে ঢেকুর মহিম ॥
কালু কয় মহারাজা মনোকথা নাঞি।
আছেন সঙ্কটে সখা অনাত্ত গোসাঞি ॥
বৃষকেতু বীর ছিল বিদিত ভুবনে।
কোন কর্ম্ম না করিল কুরুক্ষেত্র রণে ॥
একা দ্রোণ সভারে করিল পরাজয়।
ব্যূহভেদ ব্রহ্মাবর্ত্তে বিনা ধনঞ্জয় ॥
জরাসন্ধ জগৎ বিজয় কৈল বলে।
পরাভব তূর্ণ কৈল প্রবঞ্চনা ছলে ॥
কৃপা হল্য কৃষ্ণের কাশ্চিত কায় শ্রমে।
একলা ঢেকুর জয় করিব মহিমে ॥
ইছা ঘোষ গোয়ালা আমার জানে বল।
গণ্ডূষ করিয়া খাব অজয়ার জল ॥
তেজীয়ান পুরুষের ত্রিগুণ প্রকাশ।
জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে কৈলা গ্রাস ॥
সেন কয় অহঙ্কার ঐরি হয় টুটা।
চারি ভাই আমার ঢেকুরে গেছে কাটা ॥
অজয়া আপুনি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
কেবল কনকলঙ্কা ঢেকুর অবনী ॥
উগ্রচণ্ডা আপুনি আছেন সেই গড়ে।
লক্ষ বলি নিযুক্ত পূজার কালে পড়ে ॥

অনুরক্ত ইছা ঘোষ ঐকান্তিক তাকে।
হয়্যাছে অজরামর অভিপ্রায় লোকে॥
যেন বশ প্রসাদের আছিলা যদুনাথে।
বিপত্ত্যে হইল রক্ষা বিপক্ষ নিপাতে॥
তেমতি ইছার বশ আছেন অভয়া।
দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া॥
আপুনি ইছার হয়ে রণে আগুসার।
অজিত বিপক্ষ দলে অমনি সংহার॥
বাড়িল মহিষাসুর শঙ্করের বরে।
হেলায় হানিলা তাকে নশ্বর সমরে॥
ধুম্রলোচন দৈত্য ধরে বল অসি।
হেন জন হুঙ্কারে হইল ভস্মরাশি॥
রক্তকীট রক্তবীজ রণে বল টুটা।
সহ অংশে সে জন সমরে গেল কাটা॥
শম্ভু নিশম্ভুর তেজে ত্রিদেব অস্থির।
তার মাথা কেটে পান করিল রুধির॥
তিনি যারে পক্ষাবল সেজন অমর।
অতেব ঢেকুরে যেত্যে পরানে কাতর॥
কালু কয় মহারাজা কপালের লেখা।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়া রায় সখা॥১৯৯॥

জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নই।
দশদিন পর কিম্বা দশ বচ্ছর বই॥
কোথা বা সে কর্ণ দাতা কোথা বালি রাজা
কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা॥
কোথা বা সে দুর্যোধন শকুনি দুর্মতি।
কোথা গেল ভীষ্ম দ্রোণ কোথা কুরুপতি॥
সভাকার কপালে মরণ আছে লেখা।
আগু পাছু এক পদ্ম এক ঠাঞি দেখা॥

বিযোগ পুরাণে শুনি ব্যাসের বচন।
ক্ষত্রি হয়ে রণে ভয় নরকে গমন॥
বীরের বচনে সেন বিযোগে গেল বুঝে।
অশ্বপালে আজ্ঞা দিল অশ্ব আন সেজে॥
ঢেকুরে ইছার সনে হবেক জঞ্জাল।
বার জন বারণ চলিল বাজীশাল॥
আগুপাছু পায়ের বন্ধন থুয়ে দূরে।
ঘনজালে ঘেরিয়ে ঘোড়ার সাজ করে॥
জ্যোৎস্নিকা জীবনাজ জিন ব্যতিহাস।
পাখর সহিত পাল্য পূষন্ প্রকাশ॥
মৌউথন মানিক থোপ মকরন্দ জালে।
ঝলকে পুলক রিপু বলাহক বলে॥
মুকুতা মিশাল মুখে বিচিত্র লাগাম।
কপালে কনকপাটা কিবা অনুপাম॥
রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে।
হরিশোভা হরি দেখ্যা হরিমুখে হাসে॥
থরে থরে থরকব থুইল গোটা ছয়।
হরিকে অনেক রাখে অস্ত্রজালময়॥
চরণে নূপুর চারি চামীকর মাটা।
আগর ডাগর ঘণ্টা ঘুঙুরের ঘটা॥
বাঘডোর ধরিয়া বারান বার জন।
বাহির করিল ঘোড়া বিস্তর যতন॥
চঞ্চল অবনী হানে চারি পায় লোটে।
লাফ দিয়া ফলঙ্গে পাতঙ্গ শান উঠে॥
চাবুক সারিল চারি চপলে গমন।
যাত্যে চায় সুরালয় পাতাল ভুবন॥
বাজী হল বেকায়দ বারান বিকল।
অষ্ট দিক্‌পাল কাঁপে অষ্ট কুলাচল॥
বারান বারত বলে লাউসেন ভূপে।
বাজী আজি কয়েদ না হয় কোন রূপে॥

ধায়াধাই লাউসেন ধরে অশ্ববরে।
এবার মহিম চল ঢেকুর উপরে॥
তোমার ভরসা পাল্যে আমার খাতির।
পার হতে পারিব কি অজয়ার নীর॥
উভুদলে ইছার ঢেকুরে দিব হানা।
ফতে হল্যে মহিম ময়নায় খাবে দানা॥
অশ্ববলে লাউসেন নিবেদন করি।
জয় পরাজয় কথা জানিতে না পারি॥
বিশ্বজয়ী বাণ রাজা বলে বিশ্বখ্যাত।
সে কেন কৃষ্ণের রণে হল পরাজিত॥
বর পায়্যা ইন্দ্রজিৎ বাণ বিশ্বস্থর।
হেলায় বধিল তাকে লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
বিজয়ী অর্জুন হল্য বলে বিশ্ব জিন্যা।
তার বেটা অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিন্যা॥
আপুনি সারথি যার সখা ভগবান্।
কেন অভিমন্যু রণে ত্যাজল পরান॥
আপুনি আমার পিঠে কর আরোহণ।
এক দণ্ডে লয়্যা যাব ইন্দ্রের ভবন॥
মন্দাকিনী গঙ্গায় করিয়া স্নানপূজা।
পরে জয় পঞ্চম পাতালে বলি রাজা॥
বার দণ্ডে লয়ে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অবশেষে অজিত ইছার সনে রণ॥
এত শুনি লাউসেন করে রণসাজ।
বার তিন স্মরণ করিয়া ধর্মরাজ॥
রণটোপ মাথায় মানিক রাজমণি।
সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী॥
কায়াই কাঞ্চন মাখা কলধৌত থায়।
উড়ু সহ উড়ুপতি আপন আভায়॥
প্রতি চিত্র প্রচিত্র পুরক পিঠে ঢাল।
বলাহক ঝলকে বিজুরি বিমিশাল॥

দক্ষ হাতে দিগন্ত দুর্গার দত্ত খাঁড়া।
অপরঞ্চ ধনুঃশর আজিগিস চড়া॥
অসি ইষু আদি কর‍্যা আতর ছত্রিশ।
বপু কৈল বিয়ঙ্গ বান্ধিয়া বিজীগিষ॥
কালুবীর সাজিতে চলিল নিজ ঘর।
মানিক রচিল পায়্যা বাঁকুড়ার বর॥২০০॥

তেঘাই তেওড়া বাজে জোড়া রণশিঙ্গা।
থনকাল খমক খঞ্জরী ক্ষীণ তির্গা॥
ঝঝরি নিশান বাজে সাজে কালু বীর।
সাথা সুরা সঙ্গে সাজে সমরে সুধীর॥
কালুর ভাগিন্যা সাজে কৃষ্ণ বলরাম।
রাজার দরবারে যার ডাকসেদে নাম॥
সাজিল কালুর মামা সুবল হাজারি।
হতে পারে লাফে পার সমুদ্রের বারি॥
সাথার শ্যালক সাজে সনাতন বাঁক।
চাপড়ে উড়াতে পারে পাষাণের আঁক॥
বিনোদ রায়ের বেটা সাজে বাঘরায়।
বারমাস বক্সিস মাহিনা বাড়া পায়॥
ভীমের সমান বলে ভুজঙ্গের রাগ।
বাতাসে বিপিন ছাড়ে বিপিনের বাঘ॥
রণজয় হেতার বান্ধিল দশ মত।
গুণে বলে গজারি গমনে ঐরাবত॥
ফরিকাল লোফে খেলে তরবার বিচে।
হাজির হইল এসে লাউসেনের কাছে॥
শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাত বার।
অশ্বে চেপে লাউসেন হল্য আগুসার॥
মার মার শব্দে পার মণিচন্দ্ররেখা।
পথে যাইতে কর্পূর সহিত হল্য দেখা॥

কৃতাঞ্জলি দণ্ডবৎ জিজ্ঞাসে কারণ।
যুদ্ধসাজ কর‍্যা দাদা কোথাকে গমন ॥
লাউসেন কয় দাদা কর নাঞি ধুম।
ঢেকুর মহিম যাই রাজার হুকুম ॥
জননী শুনিলে যেত্যে না দিবেন তবে।
বরঞ্চ বিরলে বার্তা বাপকে বলিবে ॥
কর্পূর তখন কয় ক্রোধ হয়্যা মনে।
তোমার পারা অজ্ঞান নাহিক ত্রিভুবনে ॥
এত কাল মিছে দাদা শুনিলে পুরাণ।
ভূমণ্ডলে গুরু নাঞি মায়ের সমান ॥
তোর লাগ্যা জননী দিয়াচে শালে ভর।
না কহিয়া যেতে চায় দেশে দেশান্তর ॥
অবধিয়া করিবেন অশেষ বিষাদ।
তবে হবে অনেক অধর্ম অপরাধ ॥
মায়ের আশিস হৈলে সর্ব ঠাঞি যায়।
মিথ্যা দিলে মনস্তাপ ধর্মে নাঞি সয় ॥
বিদায় হইয়া যাবে লয়ে পদধূলি।
নচেৎ উদ্বেগ পাবে নিদারুণ বলি ॥
কর্পূরের কথা যেন পীযূষ লহর।
সমুচিত বুঝিল দুর্লভ সদাগর ॥
ত্বরাত্বরি ত্বরিত তুরগ রেখে বাটে।
বিদায় হইতে গেলা মায়ের নিকটে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম যার সখা।
দয়া করে আপুনি দিলেন যারে দেখা ॥২০১॥

ঈষৎ করুণা

পড়িয়া যুগল পায় প্রণাম করিয়া মায়
লাউসেন মাগেন বিদায়।
রাজার আরতি পাই ঢেকুর মহিম যাই
আজ্ঞা কর জননী আমায় ॥

রাম গেলা বনবাস শূন্য হল্য সব আশ
কৌশল্যা শোকেতে অচেতন।
তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর‍্যা লাউসেনে
রঞ্জাবতী করয়ে রোদন ॥
তোমা লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি
সপ্ত শালে দিয়াছিনু ঝাঁপ।
দেখে দুঃসাহস কর্ম সদয় হল্যান ধর্ম
ঘুচিল চিত্তের অনুতাপ ॥
সঞ্চয় মনের সুখ তায় তুমি দিয়্যা দুখ
দেশান্তরে যাইতে চায় বাছা।
ভাবিতে গুণিতে সার সব দেখি অন্ধকার
কি ছার জীবন আর মিছা ॥
শুন্যা ভয় হয় চিত্তে না দিব ঢেকুর যাইতে
পরান পুত্তলি তুমি মোর।
সেই ঢেকুরের রণে ইছার বাপের সনে
চারি ভাই কাটা গেছে তোর ॥
অতি বৃদ্ধ তোর বাপ পাসুরেচে পূর্ব তাপ
তোকে দেখে রেখেচে পরান।
তবে যদি তুঞি যাবি তাঁর হত্যাকারী হবি
অভাগিনী মায়ের কথা মান ॥
কৈকেয়ী কলঙ্কদোষে রাম গেলা বনবাসে
দিবসে অযোধ্যা অন্ধকার।
লোচনে নেহালি পথ শোকে মৈল দশরথ
পাছে হয় তেমতি আমার ॥
এতেক শুনিয়া আগে ধরিয়া চরণযুগে
লাউসেনে প্রবোধ বুঝায়।
নিয়ত নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে
সদা যার সখা বাঁকুড়ারায় ॥২ ২॥

শুন গো জননী সত্য শাস্ত্র মত কই।
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নই॥
ভোগাভোগ সুখ মোক্ষ মুল সে অদৃষ্টি।
বেটা মরে বাপ দেখে বিধাতার সৃষ্টি॥
অবনীতে অমর হইয়া আছে কে।
মান্ধাতা মহেন্দ্রজয়ী মৈল কেন সে॥
যমকে জিনিল বলে রাবণ রাক্ষস।
সে জন মরিল কেন মৃত্যু যার বশ॥
প্রহ্লাদ কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়তম ছিল।
সময় সংযোগ পেয়ে সে কেন মরিল॥
কে করে খণ্ডন মৃত্যু কপালের লেখা।
সুধন্বা মরিল কেন কৃষ্ণ যার সখা॥
মরণ কেবল সত্য অসত্য শর্বরী।
যত কিছু দেখ সব দিন দুই চারি॥
রাজার চাকর হই রাজ্যে করি ঘর।
না গেলে হুকুম রদ বেগতি বিস্তর॥
মামার হইলে কোপ ময়না বেরিজ।
আজ্ঞা দিবে অতেব ইহার এই বীজ॥
জত॥ মায় ছেড়ে যেও না।
রাম মায় ছেড়ে যেও না॥
রঞ্জা বলে ওরে বাছা অবোধ ছাওয়াল।
মায়ের মাথার কিরা্যা না কর জঞ্জাল॥
দশ মাস দশ দিন ধরেছিনু কুখে।
ঢেকুর মহিম যেত্যে দিব নাঞি তোকে॥
সভাকার মরণ সময় আগু পিছু।
তথাপি মায়ের মন মানে নাঞি কিছু॥
কার বোলে হলি তুই রাজার চাকর।
এত ধনে আঁটে নাঞি ধনের ঈশ্বর॥
মায়ের বচন শুন বস্যা থাক ঘরে।
কাজ নাঞি ধন কীর্তি ময়না বস্কিরে॥

তোকে লয়্যা দেশান্তরে ভিক্ষা মেগে খাব।
নিরবধি চাঁদমুখ নয়নে দেখিব ॥
লাউসেন কয় মা গো নিবেদন করি।
তোমার আশিস হল্যে রসাতল অরি ॥
অর্জুনের সারথি আমার আছে সখা।
শুনি তার পুরাণে মহিমা গুণ লেখা ॥
আকাশ পাতাল বলে অজয়ার জল।
ইচ্ছা আছে দেখিব ইছার কত বল ॥
বলে এত লাউসেন বিদায় ত্বরিত।
চারি রানী সমীপে চপলে উপনীত ॥
কলিঙ্গা কানড়া আর সুয়াগা বিমলা।
সম্ভ্রমে সম্ভাষ কৈল সভে কুতূহলা ॥
কয় তবে লাউসেন কলিঙ্গার প্রতি।
রাজ্যের ঈশ্বরী তুমি প্রধান রাউতি ॥
ইছাই গুয়ালা আছে অজয় ঢেকুরে।
না দেই রাজার কর অহঙ্কার করে ॥
উভুদলে তার সনে হবেক সমর।
বিদায় হল্যাম আমি মায়ের গোচর ॥
পরাজয় অমঙ্গল পায় পায় আছে।
বিদায় হইয়া যাব তোমাদের কাছে ॥
ধর্মপত্নী ধর্ম জায়া ধর্মশীলা হলে।
অতিথি ওদন দিবে আমার বদলে ॥
রাজ্যরক্ষা করিবে প্রজার নিবে তত্ত্ব।
শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সদা রেখ চিত্ত ॥
সতীনে সতীনে যেন সম ভাব থাকে।
আমা হতে অধিক বাসিবে কানড়াকে ॥
সদাই করিবে চাড় সকাল বিকালে।
কহিবে সকল কথা কটু যদি বলে ॥
যদি ফিরে আসি জয় করিয়া ঢেকুর।
কাঁকালে ঘুঘুঁর দিব চরণে নূপুর ॥

কপালের সিন্দূর মলিন যদি হয়।
জানিবে আমার তবে মরণ নিশ্চয়॥
এত শুন্যা চারি রানী চরণে লোটায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥২০৩॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হতে কান্দে ব্রজাঙ্গনা।
বাড়িল রাধার বড় বিরহবেদনা॥
শিখিলা নূতন প্রেম নিরদয় হরি।
টল বল করে যেন পদ্মপত্রের বারি॥
নারীর যৌবন নাথ নিশির স্বপন।
মৃত্তিকায় মিলায় মদন অদর্শন॥
না যেও ঢেকুরে নাথ না দিও যাতনা।
বলিতে বিশেষ হয় মনের বাসনা॥
বস্যা থাক ভবনে ব্যামোহ কি কারণ।
কোন তুচ্ছ ইছার সহিত যাবে রণ॥
রাজাকে কিসের ভয় কোন শাকে গণি।
কি হয় পাত্রের কোপে কি সদৃশ মানি॥
নব লক্ষ দল লঞা যদি আইসে রাজা।
বলি দিয়া বাশুলী বিশালা করি পূজা॥
লাউসেন কন তাঁর রাজ্যে করি ঘর।
ইনাম বক্সিস খাই ময়না নগর॥
এত বল্যা প্রবোধিয়া হইলা বিদায়।
চপলে চঞ্চলপদ চড়েন ঘোড়ায়॥
চারি গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে।
গগনে উঠিল ঘোড়া গমনের পথে॥
অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্র সুররাট্।
গগন ছাড়িয়া ধরে গৌড়ের বাট॥
কালু বীর চলিল ঘোড়ার আগুসার।
সিংহনাদ শবদে জুড়িচে মার্মার॥

তের জন দলুই চলিল পাছু আন।
পার হয়্যা নানা গ্রাম পায় বর্ধমান॥
নিসহ্ন গমন পথে নাঞি বিলম্বন।
গুণ দিনে গেলা তবে গৌড়ভুবন॥
বার দিয়া বরাসনে বসেচে ভূপতি।
কপালে মানিক মণি কনক মূরতি॥
মহাপাত্র বসে মহীপালের নিয়ড়ে।
রঘুরাজ ভট্টাচার্য রামায়ণ পড়ে॥
রাবণ করিতে বধ রাম অবতার।
অযোধ্যা নগরে হল্য আনন্দ বিসার॥
সকালে হবেন রাজা সুখ দুখ খণ্ডি।
পাঠাইল বনবাস কৈকেয়ী পাষণ্ডী॥
এই কথা শুনে রাজা হয়ে এক চিত্ত।
উপনীত লাউসেন সঙ্গে কালু ভৃত্য॥
কৃতাঞ্জলি দণ্ডবৎ চরণকমলে।
বিভোল আনন্দে রাজা বসালেন কোলে
ঢেকুরের ইছা ঘোষ আমার অসখ্য।
রাবণ রাক্ষস যেন রামের বিপক্ষ॥
কামরূপ কর্যা জয় কর আজ্ঞা দিলে।
ই বার মহত্ত্ব থাকে ইছাকে বধিলে॥
লাউসেন কয় শুন নিবেদন রাজা।
আপুনি ইছার সখা আছে দশভুজা॥
সাধ্য কার সে গড় সদলে করে জয়।
মাপ কর মহারাজা মোর সাধ্য নয়॥
যাত্রাকালে যথোচিত জননীর মানা।
জোত্র পেয়ে মাহুদ্যা জুড়িল কুমন্ত্রণা॥
সমুচিত কহিতে সবাই দুখ ভাবে।
কোন গুণে ময়না বক্সিস খায় তবে॥
ঢেকুরের নামে যদি হয়েচে কাতর।
লেখা কর্যা দিয়া যাও ময়নার কর॥

অপভাষা অনেক কহিল এইরূপ।
গৌণ হয়্যা শুনে তবে গৌড়েশ্বর ভূপ ॥
কাল যেন কালু বীর কাঁপে কম্পবান্।
বলে আমার রাজায় করে এত অপমান ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়্যা জুড়ি পাঁচ শর।
আজি বলে পাত্রকে পাঠাব যমঘর ॥
তের ডোম তখন কুছাল করে উঠে।
বলে ধর ধর ধিয়রে ধর ঝঁটে ॥
বিন্দা বলে ওরে কালু আমি বাহাদুর।
ধরে দে বেটাকে দেখ মারি করি চূর ॥
মাহুত্যা লজ্জিত হল মুখে নাঞি রা।
থর থর তখন তরাসে কাঁপে গা ॥
অমর্যাদা অপমান অপরাধ শোধে।
নিবারিল লাউসেন নৃপ উপরোধে ॥
বিদায় হইল তবে রাজসন্নিধানে।
গমন ঢেকুরমুখে গজেন্দ্রমথনে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার মায়া।
দয়া করে দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২০৪॥

বাণকে বধিতে যেন বৈকুণ্ঠ সাক্ষাৎ।
রাবণ বধিতে যেন যান রঘুনাথ ॥
বৃকোদর দুর্যোধনে যেমন বিবাদ।
ইন্দ্রকে জিনিতে যেন যায় মেঘনাদ ॥
পাছুয়ান গৌড় পবন গতি সার।
পাঁচদণ্ডে প্রহ্লাদ ভুবন পারাপার ॥
শিবপুর সাতগেছে সম্মুখে রাখিয়্যা।
নাড়িচায় উপনীত নিধুবাটি দিয়্যা ॥
রামগঞ্জ রাজসোল রাখিয়া নিয়ড়ে।
উপনীত লাউসেন ঢেকুরের গড়ে ॥

অজয় নদীর ধারে ঈশানে মোকাম।
লঙ্কায় বসিলা যেন দাশরথি রাম॥
তাঁবুঘর তৈরপ করিল তিন খান।
তেঘাই তেওড়া বাজে ফুকারে নিশান॥
বসিলেন লাউসেন পালঙ্ক উপরে।
চারিজন চাকর চরণ সেবা করে॥
তের ডোম চারি দিকে চৌকি বৈসে তবে।
অজয় হইতে পার লাউসেন ভাবে॥
কালু বীর কয় রাজা কিসের ভাবনা।
পার হতে পারি লাফে দশহাত থানা॥
সুধী হতে শক্তি হয় সকলের সার।
হনুমান্ হলেন সমুদ্র লাফে পার॥
ত্রিশিরার তেজে হত্যে ত্রিভুবন কাঁপে।
পার হব অজয়া এখনি এক লাফে॥
বীরের বচনে সেন বুঝে অভিসার।
দেখে চেয়্যা ত্বকূলে মনুষ্য হয় পার॥
লাখ লাখ পার হয় শৃগাল কুকুর।
সেনের সাহস হল্য জিনিব ঢেকুর॥
পার হব বলিয়া সদলে আগুয়ান।
অকস্মাৎ আকাশ পাতাল আল্য বান॥
একাকার পল্বল পুখুর গড় খানা।
তুদ্দর তুকূল বাহিয়্যা বয় ফেনা॥
পর্বতপ্রমাণ পারে পড়ে উঠে ঢেউ।
পার হত্যে পারে নাঞি পুরজন বৌ॥
তিমিঙ্গিলা তোয়ে হল্য তরঙ্গে নির্জর।
ভেক ভাসে ভুজঙ্গ উপর কর্য়্যা ভর॥
নক্র ভাসে চক্র হয়্যা মকরের গায়।
গো মহিষ গণ্ডার গোমায়ু ভেস্যা যায়॥
মর্কট ভাসিয়া যায় মৃগেন্দ্রের পিঠে।
শম্বর শূকরে চাপ্যা সুরট কমঠে॥

তা দেখিয়া লাউসেন বৈসে তরুতলে।
কালু বীর ভাবে একা দাণ্ডাইয়া কূলে ॥
আছয়ে অনেক মচ্ছ অজয়ার দহে।
ধর‍্যা খাব ধার্য এই ধৈর্য মন নহে ॥
তনয়যুগলে ডাক্যা তূর্ণ কয় তবে।
মচ্ছ ধরি অজয়ায় মঞ্চ বেধ্যা দিবে ॥
সাখা স্থুরা কাটিল সবল শাল গাছ।
মঞ্চ বান্ধে পস্থ কর‍্যা উচ্চ হাত পাঁচ ॥
বাঁশ কেট্যা বঁড়শি বনায়্যা দেয় লালু।
মঞ্চে বস্যা মচ্ছ ধরে মহাবীর কালু ॥
নায় চেপ্যা হেন কালে লোহাটা বর্জর।
রাজাকে হাজির দিয়্যা যায় নিজ ঘর ॥ অত্র ভনিতা ॥২০৫ ॥

নায়ের উপরে ডঙ্কা নিশান তরল।
মুরজা মুরলী বাজে ধঙ্গিম মাদল ॥
গদ গদ আনন্দে গোবিন্দগুণ গায়।
মৎস্য ধরে কালু বীর দেখিবারে পায় ॥
ভঙ্গ হল রঙ্গরস অঙ্গ কাঁপে রোষে।
গালাগালি তর্জনে গর্জন কর‍্যা ভাসে ॥
মঞ্চে বস্যা মচ্ছ ধরে কে রে বেটা কে।
কালু কয় আমি তোর ভগ্নীপতি রে ॥
লোহাটা তখন কয় তবে বেটিচোদ।
কালু কয় কি রে বেটা কিন্তু হয় ক্রোধ ॥
লোহাটা তর্জন করে তবে বেটা পাজি।
কালু কয় কি রে শালা কদাচার মাজি ॥
গুলতাই নিল তুল্যা গভীর গর্জনে।
চারি গোটা বাটুল জুড়িল চারি গুণে ॥
লোহাটার নায় মারে নির্ঘাত সন্ধান।
ভগ্ন হল্য ভুবনে ভাঙ্গিয়া তিন খান ॥

যত লোক নায়ে ছিল জলে মল্য ডুব্যা।
লোহাটা পরান পায় নারায়ণ ভেব্যা ॥
তোয়ের তরঙ্গে ভেস্যা তীরে উঠে তবে।
পরিচয় কালুকে জিজ্ঞাসা করে ভাবে ॥
হনুমান্ পর্ব্বত মাথায় কর্য্যা যান।
ভরত বাটুল মারে অব্যর্থ সন্ধান ॥
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িলেন মুখে রাম নাম।
কহ ভাই কোন জাতি কোন গ্রামে ধাম ॥
বীর বলে বোঝা গেল বাটুলের গুণ।
আছিল আমার ঘর রমতিয়ে শুন ॥
সিদ্ধসিংহ পদবী সদার বংশ জেত্যে।
রাজার চাকর হই রাজ্য খণ্ড হত্যে ॥
ইবে ঘর দক্ষিণ ময়না মল্লেশ্বর।
কালু সিংহ আখ্যান কিঙ্কর কোঙর ॥
লোহাটা বর্জ্জর কয় বচন মিহির।
আমার বাপের নাম বারাণসী বীর ॥
নিজ নাম নিরুপম লোহাটা বর্জ্জর।
ইনাম বক্সিস খাই লোহাটা জগর ॥
তোর কথা জানি কালু স্বগ্রাম নিবাসী।
এমন কয়দিন হলি বিড়াল তপসী ॥
দেখ্যাচি চাগুনি হাতে শোকর চরান।
কালু কয় সর্ব্ব কালে না যায় সমান ॥
তোর আমি পূর্ব্বাপর জানি আমি সন্ধি।
চুরি কর্য্যা তোর বাপ বনে ছিল বন্দী ॥
লোহাটা তখন কয় ততক্ষণ সেটা।
পুখুরে পুখুরে তুঞি কুড়াতিস লোটা ॥
দুঃখের নাহি ত ওর গেল সব দিন।
পরিধান ছিল কলাপাতের কৌপীন ॥
হরিসর হেঁটে ছিল হোগলের কুড়্যা।
দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা ॥

কালু কয় তোর আমি আদ্যোপান্ত জানি।
ঘরে ঘরে মাগ তোর মাগিত আমানি॥
তখন কেবল ছিলি লোহাটা চাঁড়াল।
এখন পরের ধনে এত ঠাকুরাল॥
দেখেচি পুখুরে তোর পানিফল তোলা।
সারাদিন বেড়াতিস কান্ধে কর‍্যা ভেলা॥
বাদাবাদ বিবাদ হইল বড় তায়।
ধরাধরি দুজনে ধরণী গড়ি যায়॥
ঘোর যুদ্ধ হইল লোহাটা কালু বীরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার বরে॥২০৬॥

কৃতান্ত কালু বীর রুষিয়া ঘোরতর
উঠিল করিয়া দম্ফ।
লোহাটা তৈছনে গভীর গর্জনে
ঘন রোলে ঘন দেই লম্ফ॥
কৃষ্ণ বিনির্জিতে চানূর সহিতে
হইল যেন মহাযুদ্ধ।
মুষ্টিক প্রহারে লোহাটার উপরে
কালু বীর হইয়া ক্রুদ্ধ॥
স্মরণে অমনি কলঙ্গে ফাঁহুনি
যৈছনে সমবল সিংহ।
তৈছনে সমজোট দোহে অতি উতকট
করে ঘোর সমরতরঙ্গ॥
লোহাটা বর্জর অরুসে থর থর
থর থর কম্পই গাত্র।
কালু বীর বিসরে লোহাটা উপরে
ঐমনি যেন বীতিহোত্র॥
সঘনে হুঙ্কার হাকিচে মারমার
অমনি সম করে শব্দ।

তাপিয়া দুজনে ধরণী বরণে
ত্রিভুবন হইল স্তব্ধ ॥
আহব যেন মত হইল অদ্ভুত
শ্রীরাম রাবণ সঙ্গ।
তেমতি কালুবীরে লোহাটা বজ্জরে
বাজিল ঘোর জঙ্গ ॥
চর চলবৃত্তে চিন্তিয়া চিত্তে
শ্রীধর্ম চরণদ্বন্দ্ব।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥২০৭॥

উলটিয়া লোহাটা ধরিল কালু বীরে।
কসাকসি করে যেন কেশরী কুঞ্জরে ॥
কোপে হল্য কালু বীর কৃতান্ত কেবল।
লোহাটার মাথা কেট্যা হাসে খল খল ॥
পড়িল লোহাটা বীর প্রথম সমরে।
মুণ্ড লয়্যা দিল কালু সেনের গোচরে ॥
প্রস্তর ভাসিল যেন পয়োনিধি মাঝে।
জয় শব্দে জয়শঙ্খ জয়ঢাক বাজে ॥
কালু কয় মহারাজা শুন মোর কথা।
পাঠাও নগর গৌড়ে লোহাটার মাথা ॥
লিখন লিখিল সেন নিশঙ্ক বিস্তর।
সদানন্দ শিঙ্গাদারে নিয়োজে সত্বর ॥
মুণ্ড লয়্যা শিঙ্গাদার মনে আপ্যায়িত।
গুণ দিনে গৌড় নগরে উপনীত ॥
সভায় বস্যাচে রাজা শিরে দণ্ড ছাতা।
লয়্যা দিল শিঙ্গাদার লোহাটার মাথা ॥
পাগে ছিল পরানা হুজুরে ফেল্যা দিল।
পাঠ করে পত্র পাত্র প্রভুত্ব শুনাইল ॥

মহৎ আনন্দ শুন্যা নৃপতির মনে।
সভাজন সকলে প্রশংসা করে সেনে॥
বস্যা ছিল মাহুদ্যা করিল হেট মাথা।
ঢেকুর জিনিল সেন সর্বনাশ কথা॥
এত কর্যা বলি যদি না হল্য আঁটকুড়ি
অনর্থ হইল তবে আমার নাবুড়ি॥
ইবে এই সার যুক্তি করাব বিতথা।
ময়না পাঠায়ে দিব লোহাটার মাথা॥
কল্পনা করিয়া কয় রাজার গোচর।
বিশেষে বৈষ্ণব ছিল লোহাটা বজ্জর॥
কৃষ্ণকথা রামকথা নিরবধি মুখে।
দুর্বল বয়সে বুড়া দেখ্যাচি স্বচক্ষে॥
জরা বল্যা লাউসেন জিনেচে সমর।
না হলে সদল বলে নিত যমঘর॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর তনু বেদে বলে সার।
মুণ্ড দিলে গঙ্গাজলে মুক্তি আপনার॥
নৃপতি দিলেন আজ্ঞা না বুঝি প্রবন্ধে।
মুণ্ড লয়্যা মাহুদ্যা চলিল মহানন্দে॥
নারায়ণ নড়ির ঘরে লুকায়্যা তখন।
সমতুল করে মুণ্ড সেনের যেমন॥
সাত তিন শুভ চিহ্ন সুধামুখ শশী।
পরিসর কপাল প্রসন্ন পূর্ণমাসী॥
খগেশ্বরে জিনে নাসা খঞ্জনের আঁখি।
স্মরচাপ ভুরুযুগ সমতুল দেখি॥
বার দণ্ড বেলা যবে বিষ্ণুপদতলে।
জউ দিয়্যা অভেদ করিল হরিতালে॥
নৃপতি ডাকিয়া কেশ করিয়া মুণ্ডন।
গঙ্গাজলে গুলে দিল অগুরু চন্দন॥
লোহাটার কপালে আছিল এই লেখা।
সাত পুরু শাতনি গামছা দিল ঢাকা॥

লিখনে লিখিল বিধি নিদারুণ হল্য।
ঢেকুরে ইছার রণে লাউসেন মল্য॥
মনস্তাপে মহারাজা মূর্চ্ছা হল্য শুন্যা।
আহা মরি আমার শোকের নাঞি সীমা॥
কাটামুণ্ড বেটার দেখিয়া দুনয়নে।
বিষ খেয়্যা মরুগ বলি বৃথা আর কেনে॥
পুত্রশোকে বৃদ্ধকালে পায় পায় ডেড়ি।
কর্ণসেন মরিবে গলায় দিয়্যা দড়ি॥
অবীরা অবলা হল্যে রাখা নয় ঘরে।
অগ্নিকুণ্ড কর্য্যা যেন চারি বৌ মরে॥
এইরূপ অভিসার লিখিয়া লিখন।
লঘু ডেক্যা নিজ চরে নিয়োযে তখন॥
লয়্যা মাথা লোহাটার নিশঙ্ক অন্তরে।
চপলে চলিল চর চিত্তের খাতিরে॥
বায়ুবেগে বর্ত্মনি এড়ায়্যা বিকর্ত্তনে।
নগর ময়না পার হয় এক দিনে॥
কনক বাজারে দেখা কর্পূর সহিত।
বচন বলিতে হল্য সচঞ্চল চিত॥
কাটা মাথা কোলে কর্য্যা করে হায় হায়।
কোথা গেলে দাদা বলে কান্দে উভুরায়॥
পলাইল পাঁত্র চর প্রাণে অভিসার।
কর্পূর ভবনে গিয়া দিল সমাচার॥
বিযোগ আনন্দ হাটে বিধি দিল বাধা।
দুর্গম ঢেকুর রণে কাটা গেছে দাদা॥
অতঃপর জননী ময়না অন্ধকার।
দিয়া গেল অনুচর এই মুণ্ড তার॥
ঐমনি কাছাড় খেয়্যা পড়ে রঞ্জাবতী।
রাম লেগ্যা কৌশল্যার যেন মূর্চ্ছাগতি॥
রুক্মিণী বিকল যেন মদনের তরে।
সুধন্বার শোকে যেন সতী সদা ঝুরে॥

বাতাসে ভাঙ্গিল যেন রামরম্ভা তরু।
করাঘাতে কামিনী বিদারে দুই উরু॥
সমগ্না হইল রঞ্জা শোকসিন্ধু নীরে।
মানিক রচিল গীত অনাদ্যের বরে॥২০৮॥

কাটা মুণ্ড কর‍্যা কোলে পড়িয়া ধরণীতলে
রঞ্জাবতী করয়ে ক্রন্দন।
কি হল্য কি হল্য মোর দিয়া শোক দুঃখ মোর
কোথা গেলে কমললোচন॥
বিধি হল্য নিদারুণ ভাবিতে তোমার গুণ
হিয়া মোর বিদরিয়া যায়।
নিশ্চয় নির্দয় হয়্যা এ ঘোর সাগরে পড়্যা
ছেড়্যা গেলে অভাগিনী মায়॥
নৈরাশ করিয়া আশ বাছা যাবে বনবাস
ইহা আমি স্বপনে না জানি।
অন্তরে অনল জ্বলে নহলি যৌবন কালে
চারি বৌ হল অনাথিনী॥
সদানন্দ অবিসার সব হল ছারখার
কি দেখিতে রহিল পরান।
পুণ্য বিনে শূন্য তনু অর্থ বিনা ব্যর্থ জনু
তারা বিনা বিফল নয়ন॥
ঢেকুর যাবার কালে নিষেধিলাম না শুনিলে
বিখেড়ে মরণ ছিল লেখা।
সকল বিফল হৈল এই দগদগি রৈল
ফির‍্যা আর না হইল দেখা॥
সপ্ত শালে দিলাম ভর তোমা লাগ্যা যশধর
হেন ধনে কে না কৈল চুরি।
ঘুচিল সকল সাধ বিধাতা সাধিল বাদ
অভাগিনী কি উপায় করি॥

কর্পূর কাতর চিত্তে কহিয়া অনেক মতে
জননীকে প্রবোধ বুঝায়।
নিত্য নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে
সদা যার সখা বাঁকুড়ারায় ॥২০৭॥

শুন গো জননী সার বচন সঞ্চয়।
বিধির বিপাক ছিষ্টি বলে সত্য নয় ॥
কালে কিন্তু মরে কেহ না মরে অকালে
কে আছে অমর হয়্যা অবনীমণ্ডলে ॥
মরিল রাবণ কেন মৃত্যু যম জিন্যা।
কেন মৈল অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিন্যা ॥
জলের বিম্বোক যেন জগৎ সংসার।
কিবা দেখ কি বল অনিত্য কেবা কার ॥
সবে সার কর তার স্মরণ পঞ্জর।
তার প্রতি রাখ মতি গতি নিরন্তর ॥
প্রবোধ মানিল রঞ্জা প্রভুত্ব বচনে।
কর্পূরে করিল কোলে সম্বরি ক্রন্দনে ॥
চারি বৌ সমীপে চপল গতি সার।
করুণা করিয়া রামা কহে সমাচার ॥
নয় ধার্য নিদারুণ বিধির লিখন।
কাটা গেছে ঢেকুরে তোদের প্রাণধন ॥
অল্পকালে বাছা সব হল্যা অনাথিনী।
অনেক অধর্ম কর্য্যা আমি অভাগিনী ॥
এই মুণ্ড বাছার বিদরে দেখে বুক।
নিবারিতে নারি উঠে নিরবধি দুখ ॥
সতী স্ত্রীর গতি নাঞি পতির বিহনে।
যাত্রা কর যদি কিছু আছে কার মনে ॥
শুন্যা চারি সতিনীর মুখে নাঞি আন।
কর্পূরে কহিল কুণ্ড করিতে নির্মাণ ॥

সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি শ্বশুরে।
আম্রডাল ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে॥
সিতায় সিন্দুর পরে সুরঙ্গ উজ্জ্বল।
কবরী করিল দূর এলায়্যা কুন্তল॥
চিরুণী চাঁপার ফুল বান্ধে চয় চুলে।
কুলে দিয়া জলাঞ্জলি চাপিল চৌদলে॥
কর্ণসেন রঞ্জাবতী কান্দে উভুরায়।
সহরের সর্বলোক করে হায় হায়॥
কালিনী গঙ্গার কূলে কুণ্ড নিরমান।
তথায় তরুণীগণ তুরিত পয়ান॥
স্নান করে চিন্তামণি চিত্তে কৈল সার।
কর্পূর করিল তবে অগ্নি সংস্কার॥
দশ হাত উঠিল দক্ষিণ বায় অগ্নি।
সভে মেল্যা উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি॥
তবে চারি সতিনী স্বধবে সমাহিত।
আনন্দে কৌতুকে নাচে ভাবে গায় গীত॥
অগ্রে কর‍্যা অগ্নি পূজা উহ করে স্থান।
সমাধিল সমন্ত্রক সূর্যে অর্ঘ্য দান॥
বাম করে ব্যজন দক্ষিণ করে মুণ্ড।
পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড॥
স্মরণ করিয়ে চিত্তে স্বরূপনারান।
অন্তকালে অভয় চরণে দিয় স্থান॥
পুড়ে মরে অগ্নিকুণ্ডে পতির লাগিয়া।
ধিয়ানে জানিলা ধর্ম বৈকুণ্ঠে বসিয়া॥
নিজ মূর্তি ত্যাজিয়া দ্বিজের মূর্তি ধরি।
অবিলম্বে গমন অবনী ত্বরাত্বরি॥
প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবননন্দন।
দক্ষিণ কালিনীকূলে দিলা দরশন॥ অত্র ভনিতা॥২১০॥

পাবকে পুড়িতে যায় তবে চারি সতী।
সাক্ষাতে সদয় হৈলা সুরাসুরপতি॥
দ্বিজবরে দেখ্যা ভাবে দুই কর জুড়ি।
প্রণমিল কলিঙ্গা প্রভুর পায়ে পড়ি॥
আশিস করিল ধর্ম আনন্দ হৃদয়।
পুত্রবতী হয় সতী হগু পাপ ক্ষয়॥
কলিঙ্গা তখন কয় ভাবিয়া বিষাদ।
এমন সময়ে প্রভু হেন আশীর্বাদ॥
পতি মৈল ঢেকুরে ইছার সনে রণে।
পুড়্যা মরি পাবকে সতীন চারিজনে॥
বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ।
অবনী অমর পর অখণ্ড বচন॥
বিধবার পুত্র হল্য ব্রাহ্মণের বরে।
ভগীরথ ভাগ্যবান্ ভারত ভিতরে॥
যার কীর্তি গঙ্গা এই অবনীমণ্ডলে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় পরশিলে জলে॥
এমনি দ্বিজের বাক্য না যায় খণ্ডন।
এখন হইল মিথ্যা সংসত্য বচন॥
ধর্ম কন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু হয়।
মরে নাঞি লাউসেন মোর মনে লয়॥
লোহাটার মুণ্ড এই মাহুত্যার যন্ত্র।
জোউ দিয়া হরিতালে করেচে স্বতন্ত্র॥
সতী হয়্যা স্বামীর স্বরূপ নাই চিন।
আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ ত্যায়াগিবে কেন॥
লাউসেনে সদাই সদয় ধর্মরাজ।
বিক্রমে বিশাল বলে ত্রিভুবন মাঝ॥
বুড়া ব্রাহ্মণের কথা বুঝ মনে সার।
ধর্মরাজ থাকিতে বিনাশ নাঞি তার॥
জৌয়ের নির্মাণ মুণ্ড ফেল্যা দিয়া জলে।
সদনে প্রবেশ সতী এই শুভ কালে॥

প্রত্যয় না হয় চিত্তে প্রভু বুঝ্যা মনে।
চঞ্চল নয়নে চান হনুমানের পানে॥
শঙ্খচিল মূর্তি ধর্য্যা সদাগতি শুভ।
অন্তরীক্ষে মুণ্ড নিল তুল্যা আচম্বিত॥
মলিন হইল মুখ না পাইয়া মুণ্ডে।
ঈশ্বর ভাবিয়া ঝাঁপ দিল অগ্নিকুণ্ডে॥
বিশেষিত বায়ুসুত বুঝিয়া বিফল।
পাতাল প্রবেশ কর্য্যা তুল্যা দিল জল॥
নির্বাণ হইল অগ্নি উঠে চারি সতী।
কান্তি পাল্য কলেবর কিবা যেন রতি॥
কলিঙ্গা তখন হয়্যা কৃতাঞ্জলি আগে।
প্রভুকে প্রণতি কর্য্যা পরিচয় মাগে॥
অনাদি কহেন আমি অখিলের গুরু।
ভক্তি কর্য্যা ভক্তে বলে বাঞ্ছাকল্পতরু॥
বাল্মীকাদি বশিষ্ঠ সনক সনাতন।
অহর্নিশি আশা করে আমার চরণ॥
নিরবধি নারদ বীণায় গুণ গায়।
সহস্র লোচন সদা চামর ঢুলায়॥
লাউসেন নিতান্ত আমার প্রিয়তর।
আশিস কর্য্যাচি আমি হয়্যাচে অমর॥
কলিঙ্গা তখন কয় করুণা বচন।
দয়া কর্য্যা তবে যদি দিলে দরশন॥
আজি হৈল সফল বিফল দেহ ধর্য্যা।
দেখিব প্রভুর মূর্তি দুনয়ন ভর্য্যা॥
ভক্তিভাবে ভকতবচ্ছল ভগবান্।
ধরিলেন নিজ মূর্তি ধবল বিমান॥
ধবল চন্দন গায় ধবল কস্তুরি।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥
সম্মুখে সম্পুট করে বিনতা নন্দন।
মহামুনি উল্লূক আদ্যের কথা কন॥

আনন্দে নারদ আস্যা প্রভুগুণ গান।
দূর হত্যে হনুমান্ চামর ঢুলান ॥
মূর্তি দেখ্যা কলিঙ্গা মহিষী মোহ যায়।
পদ্মমুখী পড়িল প্রভুর তুটী পায় ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব কত সুধাময়।
দ্রৌপদীর খণ্ডিলে দারুণ দুস্খচয় ॥
পাণ্ডবে করিলা রক্ষা প্রকট পাবকে।
স্বয়ংগুণে সদয় হইলে সুধন্বাকে ॥
ধর্ম কন তখন সদয় হইল মন।
অসত্য অলীক নয় আমার বচন ॥
আশীর্বাদ কর‍্যাচি আনন্দ অবিসার।
পুত্র হল্যে চিত্রসেন নাম থুবে তার ॥
স্মরণ করিলে বাছা হইব সদয়।
বলে এত বৈকুণ্ঠে গেলেন বিশ্বময় ॥
তবে চারি সতিনী তখন তুষ্ট মন।
আত্রসার ফেল্যা পথে আনন্দে গমন ॥
স্নান করে গঙ্গাজলে প্রবেশে আলয়।
নগরের লোক যত ধন্য ধন্য কয় ॥
মরা পাইল পরান বটে গো ভাল সতী।
সুখের সায়রে ভাসে সেন রঞ্জাবতী ॥
আরম্ভে ধর্মের পূজা পুত্রের কল্যাণে।
মহোল্লাসে মহোৎসব ময়না ভুবনে ॥
ইহার উত্তর গীত হবেক ঢেকুর।
শ্রবণে কলুষ নাশ পাপ যায় দূর ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার খেলা।
সভে মেল্যা হরি বল সাঙ্গ হল পালা ॥২১১॥

[একাদশ পালা সমাপ্ত]

[দ্বাদশ পালা]

একমনে একথা শ্রবণ যদি করে।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ নিহরে॥
পড়িল প্রথম রণে লোহাটা বজ্জর।
ঢেকুর লইয়া সভে শুন অতঃপর॥
অজয়া হইতে পার লাউসেন ভাবে।
অবিসার অম্বির পাথরে কন তবে॥
করেছিল নিষেধ যাত্রার কালে মা।
তোমার ভরসা কর্য্যা বাড়্যায়্যাছি পা॥
শিমুল করিয়া জয় দুর্জয় কাঙুর।
জিনিলে এবার যম অজয় ঢেকুর॥
এত শুনে বলে অনুকূল ধর্ম।
উচ্চৈঃশ্রবা অংশে আমার হৈল জন্ম॥
অম্বর অয়নে গতি অনিল উপর।
সবলে পারাতে পারি সপ্ত সসাগর॥
চপলে আমার অশ্ব পিঠে চড়িবে আপুনি।
ফলঙ্গে ফাঁদিব আজি অজয়া তটিনী॥
শূন্য মূর্তি স্মরণ করিয়া সাত বার।
অশ্বে চেপে লাউসেন হল্য আগুসার॥
ফলঙ্গ সারিল ঘোড়া পতঙ্গ আভায়।
এক লাফে অজয়ার উত্তর কূল পায়॥
দারু ভেঙ্গে দৈবযোগে দর্য্যায় পড়িল।
দাম পয় পেয়্যা পায় মকর ধরিল॥
উঠু ডুবু করে ঘোড়া অগাধ সলিলে।
শরীর অস্থির তবু সেনে নাগ্রি ফেলে॥
ঘূর্ণায় ঘুরিয়া বুলে ঘনঘিঁটে জল।
বিদম হইল বড় টুট্যা আল্য বল॥
নিস্তেজ হইল ঘোড়া নাহিক নিমেষ।
পড়িল পাথালি খেয়ে প্রাণ হল শেষ॥

বার্ত্তা পায়্যা বিক্রোধে বরুণ যুদ্ধসাজে ।
ডুবালেক লাউসেনে দরিয়ার মাঝে ॥
অস্থির পাথর মল্য দৈবের ঘটন ।
লয়্যা দিল লাউসেনে নিগূঢ় বন্ধন ॥
প্রচুর প্রবন্ধে কৈল পাতাল দাখিল ।
অজয়ার অনুতাপ ঘুচিল আভিল ॥
নেরাগসে নাগপাশে হাতে গলে ছেঁন্দ্যা ।
বলির বাহনশালে রাখিলেক বেঁধ্যা ॥
সঙ্কটে সেনের হল্য সংশয় জীবন ।
কাঁলু বীর কান্দে ওথা ডোম তের জন ॥
কি হইল হায় হায় কি হইল হায় ।
না বলিয়া কোথা গেলে লাউসেন রায় ॥
মায়া কর্য্যা মহীরাবণ মহাদক্ষ মনে ।
চুরি কর্য্যা লয়্যা গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভুবন ।
এথা নল নীল কান্দেন সুগ্রীব বিভীষণ ॥
হনুমান্ কান্দেন মাথায় দিয়া হাত ।
অনাথ করিয়া কোথা গেলে সীতানাথ ॥
কালুবীর আদি কর্য্যা ডোম তের জন ।
সেইমত সবিকল সেনের কারণ ॥
শোকাকুল সবাই সবার ধরে গলে ।
ঐমনি দিলেন ঝাঁপ অজয়ার জলে ॥
স্রোতের চঞ্চল গতি চিত্তের সমান ।
পড়িল পাথারে ডুবে ত্যাজিল পরান ॥
কপালের লিখন খণ্ডন না যায় ।
পাতালে পড়িয়া সেন প্রভুকে ধিয়ায় ॥
হরি হরি বন্ধুজন বলে উচ্চস্বরে ।
মানিক রচিল গীত অনাদ্যের বরে ॥২১২॥

ত্রিপদী

হেদে হে অনাথবন্ধু কৃপাময় কৃপাসিন্ধু
করণকারণ ভগবান্।
স্বদেশ সম্পদ ছেড়্যা এ ঘোর সঙ্কটে পড়্যা
প্রাণ যায় প্রভু কর ত্রাণ॥
তুমি রাধা তুমি শ্যাম তুমি সীতা তুমি রাম
তুমি গতি অগতি জনের।
নিজগুণে কর দয়া দেহ দুটি পদছায়া
দূর কর কপালের ফের॥
পুরাণে শুনেচি আমি পতিতপাবন তুমি
পরাৎপর পাণ্ডবের সখা।
পাথার পাতালপুরে সেবক তোমার মরে
কোথা আছ এস্যা দেহ দেখা॥
বৈকুণ্ঠে আছিল ধর্ম সুকথনে চিত্তশর্ম
অকস্মাৎ টলিল আসন।
ধিয়ানে জানিয়া তত্ত্ব বাধায় বিকলচিত্ত
হনুমানে কহেন কারণ॥
প্রহ্লাদ সুধন্বা হত্যে প্রিয়ভক্ত পৃথিবীতে
প্রাণধন লাউসেন আমার।
ঢেকুর অবনীতল অজয়া কর্য্যাছে বল
তুমি যেয়্যা কর রে উদ্ধার॥
প্রভুর বচন শুনি পুলকিত প্রাভঞ্জনি
পরিরোষে করিল পয়ান।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিল ধর্ম গুণগান॥২১৩॥

রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাথ।
রাবণবধ লঙ্কাজয় রাক্ষসনিপাত॥
শত লক্ষ যোজন সাগর হল্যাম পার।
কোন তুচ্ছ অজয়া করিব ছারখার॥

ঢেকুরের গড়খান তুল্যা বাহুবলে।
কৌতুক দেখিব ফেল্যা সমুদ্রের জলে ॥
এই যুক্তি করে বীর আক্রোশ অন্তরে।
অবিলম্বে উপনীত অজয় ঢেকুরে ॥
ক্রোধে হল্য আকাশ পাতাল কলেবর।
অজয়ার জল ভরে কানের ভিতর ॥
জল বিনে জলজন্তু জীবন ত্যাজিল।
অজয়া কাতর হয়্যা কান্দিতে লাগিল ॥
হনুমান্ কন ক্রোধে হুতাশনমুখ।
ধর্মের সেবক সেনে দিলি এত দুখ ॥
আজি তোর ঢেকুর লইব রসাতল।
বীরের বিক্রোধ দেখ্যা বরুণ বিকল ॥
বিনতি বিস্তর করে বিনয় বচনে।
অপরাধ ক্ষমা কর আনি লাউসেনে ॥
সংগ্রাম সংকুল হল্যে সহায় ভজিব।
যে কেহ মরেচে জলে জিয়াইয়া দিব ॥
আজি হবে অনুকূল অজয়ার প্রতি।
জল হয় নদীর জীবন ধন গতি ॥
সত্য করি সাক্ষাতে সন্দেহ যাগু দূর।
যদবধি লাউসেন না জিনে ঢেকুর ॥
তদবধি অজয়ার এক আঁঠু জল।
ইহার ইসাদ ধর্ম ভকতবৎসল ॥
তুষ্ট হল্যা তা শুন্যা তখন মহাবীর।
দিলেন আযোগ কর্য্যা অজয়াকে নীর ॥
জীবন্যাস মন্ত্র জপে জীবনের ভূপ।
প্রাণ পেয়্যা উঠে ঘোড়া হয়্যা পূর্বরূপ ॥
কালু বীর তের ডোম উঠে প্রাণ পায়্যা।
সবাই সংকোচ ভাবে সেনে না দেখিয়া ॥
অনিল আত্মজ কন আকার ইঙ্গিতে।
বরুণ পাতাল গেল সেনকে আনিতে ॥

হেনকালে বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান্।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২১৪॥

বরুণ বিযোগ বলে বিনয় বচন।
ধন্য তুমি লাউসেন ধর্মপরায়ণ ॥
পরম আনন্দ হল্য পেয়্যা পরিচয়।
চল বাপু চপলে ঢেকুর কর জয় ॥
সদাই তোমার আছে সখা ভগবান্।
কয়্যা এত লাউসেনে করিলা ছাড়ান ॥
পার কর্যা দিলেন অজয়া পূর্ণকেতু।
কালিন্দীর কূলে গেলা কৃষ্ণসেবাহেতু ॥
অনাদি ভাবিয়া সেন অশ্বে আরোহণ।
কালু বীর আগুয়ান কেশরী যেমন ॥
তের ডোম চলিল পশ্চাৎ অনুপাম।
ঢেকুর দক্ষিণ দিগে করিল মোকাম ॥
লঙ্কার উপরে যেন ঠেসে রঘুবীর।
রাবণ বধিতে যুক্তি সুযুক্তি মিহির ॥
জোড়া শিঙ্গা সারে কালু বলে ধর ধর।
অকাল অনর্থ যেন ঢেকুর উপর ॥
দূতমুখে বার্তা পাল্য ইছাই গুয়ালা।
সেজ্যা আল্য লাউসেন সঙ্গে জয়ফলা ॥
তের ডোম সঙ্গতি সহায় কালু বীর।
উভুদলে পার হল্য অজয়ার নীর ॥
এত শুন্যা ইছা ঘোষ ঐমনি কাতর।
পার্বতী পূজিতে গেল প্রাসাদ ভিতর ॥
পূজার সামগ্রী নিল আগমপ্রমাণ।
শতভার শর্করা সন্দেশ মত্তমান ॥
সুপাত্রে পুরিয়া নিল সোমসুধা কলা।
এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা ॥
যাতে যাতে জননীর জন্মে পরিতোষ।
লয়্যা তাই পূজায় বসিলা ইছা ঘোষ ॥

ঢাক ঢোল কত বাজে কেউর করঙ্ক ।
বায় বাজে আপুনি দক্ষিণাব্রত শঙ্খ ॥
দামামা দুন্দভি বাজে দড়মসা সানি ।
জয়ঘণ্টা ঘন ঘোর জয় জয় ধ্বনি ॥
ভূমিষ্ঠ হইল ইছা মায়ের চরণে ।
বলে স্বস্তিবাচন বসিয়া বরাসনে ॥
পুরোহিত বৈসে বামে পূজার পদ্ধতি ।
শতরূপ সঙ্কল্প করেন সপ্তশতী ॥
দশ লক্ষ দুর্গা নাম দশ লক্ষ হোম ।
পঞ্চবিধি করিল পূজার যথা ক্রম ॥
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে বিহিত বরণে ।
জপ যজ্ঞ যোগ বিধি যারা ভাল জানে ॥
চণ্ডীর চরিত্রকথা শ্রবণে সম্পদ্ ।
তৃতীয় মাহাত্ম্যে হল মহিষাসুর বধ ॥
সঙ্গীত শুনিলে হয় শক্রর নিধন ।
ইছাই গুয়ালা শুনে হয়্যা একমন ॥
ভক্তিযুক্ত চন্দনাক্ত শ্রীফলের দলে ।
দিলেক মায়ের দুটি চরণ কমলে ॥
বীজমন্ত্র জপ করে দিয়া বলিদান ।
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান ॥
সগোষ্ঠী সহিত দিয়া গলায় বসন ।
করপুটে করে স্তুতি করুণাবচন ॥
না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা ॥
কেবল ভরসা ঐ কমলচরণ ।
আপনি রচিলে নাথ আপন কীর্ত্তন ॥
বামন হইয়া হাত বাড়ায়্যাচি চান্দে ।
ফিকির করিয়া প্রভু ফেল নাঞি ফান্দে ॥
অজ্ঞান কুমতি জড় কিছুই না জানি ।
আপনার গুণে কৃপা করিবে আপুনি ॥

করতার কর পার লইলাম শরণ।
বিষম তোমার মায়া বুঝে কোন জন ॥২১৫॥

কএঃ কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী।
করালবদনা কালী কর্পরধারিণী ॥
খএঃ খ্যাতিরূপা ক্ষিতিধরসুতা ক্ষেমঙ্করী।
খড়্গহস্তা খরতরা ক্ষয় কর ঐরি ॥
গএঃ গজারিবাহিনী গৌরী গণেশজননী।
গুণাশ্রয়া গুণময়া গিরিশগৃহিণী ॥
ঘয়েঃ ঘুর্মরনাদি লিখন ঘোর মূর্তিধর।
ঘোরে পড়্যা ঘন ডাকে ঘোর দুস্থ হর ॥
চএঃ চামুণ্ডা চণ্ডসি চণ্ডা চণ্ডিকা কোদণ্ডি।
চপলে চিত্তের চিন্তা চূর্ণ কর চণ্ডী ॥
ছএঃ ছপাল ছাওয়াল মার ছলছিদ্র ছাড়।
ছায়ারূপে ছয় কর‍্যা ছয়পদে ঘেড় ॥
জএঃ জগত্তারিণী জয়া জগৎ তারিলে।
জীবের জীবন গতি জীবন্যাসে বলে ॥
ঝএঃ ঝনঝনে শব্দ করে ঝলকে বাহিনী।
ঝম্পনে ঝটিত কাট ঝকড়ভঞ্জিনী ॥
টএঃ টলটল করে প্রাণ টিকে নাঞি আর।
টুট্যা আল্য বল বুদ্ধি কুবুদ্ধি টঙ্কার ॥
ঠয়েঃ ঠক হাতে ঠাকুরানী ঠেকালে আমায়।
ঠাঁই নাই দণ্ডাইতে ঠায় রে অনুপায় ॥
ডয়েঃ ডর হল্য ডাক শুন্যা ডাকে যেন কাল।
ডুবিল পাথারে ডিঙ্গা ভরে ভাঙ্গে ডাল ॥
ঢয়েঃ ঢল ঢল করে মন ঢের হয় আশ।
ঢাল হয়্যা ঢাক পদে ঢেকুরের দাস ॥
তয়েঃ ত্রিলোকতারিণী তুমি ত্রিদশের বিধি।
তবে সে তোমার নাম ত্রাণ কর যদি ॥
থয়েঃ থর থর কাঁপে অঙ্গস্থল গত অরি।
থাক্যা থাক্যা উঠে ভয় স্থির হতে নারি ॥

দয়েঃ দনুজদলনী তুমি দেবতার মূল।
দয়াময়ী দাসে হয় দোষে অনুকূল॥
ধয়েঃ ধূম্ররূপধরা ধাত্রী ধ্যানময়ী উমা।
ধরণী অনন্ত ধরে ধ্যান কর‍্যা তোমা॥
নয়েঃ নৃমুণ্ডমালিনী নিত্যা নৃমুণ্ডমালিনী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নমোস্তু তে নারায়ণী॥
পয়েঃ প্রকৃতি পরমা বিদ্যা পরমকারিণী।
পড়্যাচি পাথারে পার কর নারায়ণী॥
ফয়েঃ ফুরাল্য আমার সাধ ফিরে ডাকি মিছা।
ফের হল্য ফিকির ফকির হল ইছা॥
বয়েঃ বেদে বলে ব্রহ্মময়ী বিশ্বজন গায়।
বিপাকে বালক মরে বল কি উপায়॥
ভয়েঃ ভকতবৎসলা ভীমা ভুবনে প্রকাশ।
ভক্তিহীন ভক্ত মরে ভয় কর নাশ॥
ময়েঃ মহারানী মহেশী মহেশ গুণ গায়।
মন দিলে মনের মহৎ দুস্থ যায়॥
লয়েঃ লক্ষ্মীরূপা লক্ষমায়া লোলরসনা।
লোকমাত্রা লজ্জারূপা লোকেশ লক্ষণা॥
বয়েঃ বেদমাতা বেদে বলে ব্রহ্মার জননী।
বারাহী বিশ্বের বন্দ্যা বিপদনাশিনী॥
শয়েঃ শান্তিরূপা শাকম্ভরী শক্তি শিবা উমা।
শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া শুভময়ী শ্যামা॥
হয়েঃ হরিহরপরায়ণী হের মা নয়নে।
হাতের হেত্যার হয়্যা হান লাউসেনে॥
ক্ষয়েঃ ক্ষুধারূপে ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম দোষ গুণা।
ক্ষমাময়ী ক্ষান্তিরূপে ক্ষয় কর সেনা॥
করিল এতেক স্তুতি হয়্যা কৃতাঞ্জলি।
শান্তিমূর্তি সাক্ষাতে সদয় ভদ্রকালী॥
মনঃকথা মাফিক কহেন মহামাই।
কি লাগ্যা ডাকিলে বাছা কহ রে ইছাই॥

ইছা বলে জননী গো এই নিবেদন।
তোমার ইছার হয় অকাল মরণ॥
সাজ্যা আইল লাউসেন সক্রোধ বিসার।
বাজিবর-বিমানে অজয় হল্য সার॥
কালু বীর সঙ্গতি সহায় তের ডোম।
বলে ইন্দ্রজিৎ রণে বিশাল বিক্রম॥
অর্জুনের সারথি আপুনি তার সখা।
ভারতে মহিমা শুনি কুরুক্ষেত্রে লেখা॥
কাতর হয়্যাচি আমি কি হবে উপায়।
ধন প্রাণ এবার যে দেখি সব যায়॥
ভদ্রকালী কন বাছা ভয় নাঞি কিছু।
অগ্রসর আমি হব তুমি হয়্য পাছু॥
সঙ্গতচিত্তের কথা শুন বলি দড়।
কার্তিক গণেশ হত্যে তুমি মোর বড়॥
আমি আছি সারথি এতেক কেন ডর।
অবনী অখণ্ড মানে করিব অমর॥
এত শূন্যা ইছা কয় অনুচিত কথা।
নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা॥
রাবণ তোমার ভক্ত অনুরক্ত ছিল।
রামের সহিত রণে সে কেন মরিল॥
অভয়া বলেন রাম অখিল ঈশ্বরী।
রাবণের শোক আজ পাসরিতে নারি॥
দিয়্যাচি ছকূলে কাঁটা দক্ষিণ লঙ্কায়।
মনে হল্যে দ্বিগুণ আগুন উঠে তায়॥
ত্বরায় সমরে সাজ তুরঙ্গ বিমান।
লাউসেনে কেট্যা আজি করিব রক্ত পান॥
তিন বাণ তখন খসিল কুণ্ড হত্যে।
দিলেন অভয়া দান ইছায়ের হাতে॥
তিন বাণে তিন বীরে পাঠাবে যমঘর।
কালু বীর লাউসেন অস্থির পাথর॥

প্রণাম করিল ইছা মায়ের চরণে।
দেউলে বসিলা কালু দক্ষিণ মশানে॥
সাজিতে চলিল ইছা সমরকেশরী।
মার মার শবদে অভেদ কাঁপে অরি॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া।
দয়া কর‍্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া॥২১৬॥

ত্রিপদী

কাড়া পড়া ঢোল সাজ সাজ রোল
সঘনে সংঘাত বাজে।
বলে ইছা গোপ সহজে সংকোপ
গজারিগর্জনে সাজে॥
সাজোয়া শেখর শোভে কলেবর
সুরম্য টোপর শিরে।
তাহা কিবা রাকা সুচিত্র পটুকা
শশিসম শোভা করে॥
যেন ইন্দজিৎ সমর পণ্ডিত
শত বহ্নিসম বল।
পদভরে ক্ষিতি পাতাল পদ্ধতি
কাঁপে অষ্টকুলাচল॥
কিবা অঙ্গ ছবি কত কোটি রবি
উদয় হয়্যাচে হেন।
বদন শারদ বিধু পরিচ্ছদ
পূর্ণ ষোল কলা যেন॥
ধর‍্যা ধনুঃশর অশ্বের উপর
ঐমনি উঠিল নায়ে।
দেবীদত্ত বাণ রিপুজয়ী শান
লইয়া চলিল কোপে॥
লয়্যা অস্ত্রজাল সহস্র গুয়াল
সাজিয়া চলিল বেগে।

হাঁকিচে মার্মার যেন অবিসার
প্রলয় পবন মেঘে ॥
ফুকরে নিশান সারিল কামান
হাতীর উপরে ডঙ্কা।
ইছা ঘোষ যেন হইল রাবণ
ঢেকুর হইল লঙ্কা ॥
তরয়ার লুফিয়া তুরঙ্গ দাবিয়া
উপনীত অজয়ার তীরে।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় ধর্ম্মের বরে ॥২১৭॥

দূর হত্যে ইছার দেখিয়া দলবল।
কালু বীরে কহে সেন বচনকমল ॥
চঞ্চল চপলা সঙ্গে চন্দ্রের গমন।
সাজ্যা আল্য ইছা ঘোষ সাক্ষাৎ মদন ॥
বিজুরি খেলিছে রূপে বিনাশে তিমির।
ঢেকুরের যোগ্য রাজা যেন যুধিষ্ঠির ॥
মিহির মহেন্দ্র যেন মুকুন্দ মাধব।
বিরাট বৈবর্ত্ত কিবা গজেন্দ্র বাসব ॥
অবাক্ হইয়া সেন ইছায়ের ঠাটে।
শুনেছিনু সাক্ষাতে দেখিনু সাধু বটে ॥
অম্বিকার অবশ্য ইহাকে আছে দয়া।
প্রভু যেন প্রহ্লাদে দিলেন পদছায়া ॥
কালু বীর কয় তবে করি নিবেদন।
সফল জীবন আজি সাধু দরশন ॥
প্রসন্ন কপাল হইলে সাধুসঙ্গ পাই।
আজ্ঞা কর আজিকার যুদ্ধে আমি যাই ॥
বিযোগ বচন বলি শুন মহারাজ।
নখে ছিদ্র হয় যদি কুঠারে কি কাজ ॥

সেবক হইতে যদি সিদ্ধ হয় কর্ম।
না চাই ঠাকুরে বেদে বলে পরব্রহ্ম ॥
রামের সেবক বীর পবনকুমার।
রাবণের লঙ্কা পুড়ি কৈল ছারখার ॥
বৃষকেতু বীর ছিল বিখ্যাত জগতে।
কোন কর্ম না করিল অর্জুন সাক্ষাতে ॥
আজি আমি ইছার করিব দর্প চূর।
একদণ্ডে অধঃ নিব অজয় ঢেকুর ॥
কয়্যা এত কালু বীর করিল সাজন।
ইছার সমীপে আস্যা দিলা দরশন ॥
লেখা কর‍্যা দিতে বলে ঢেকুরের কর।
কি কাজ বিবাদবাদে ফির‍্যা যাই ঘর ॥
নচেৎ ইছাই আজি হারাবি জীবন।
আমি বীর কালুসিংহ সাক্ষাৎ শমন ॥
এত শুন্যা ইছাই আগুন পারা জ্বলে।
রাবণ রুষিল যেন অঙ্গদের বোলে ॥
কালুডোম নাম তোর সহজে মলিন।
শূকর চরায়্যা বেটা গেছে সব দিন ॥
কৌপীন জুটিত নাঞি কপালের দোষে।
না জুটিত অন্নজল লঙ্ঘন দিবসে ॥
আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার।
কুড়্যা ছিল উড়্যা যেত দিবসে দু বার ॥
বাড়িল বীরের কোপ ইছায়ের বোলে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আগুন যেন জ্বলে ॥
বলে বেটা ঠেটা ঠোঁটকাটা বর্বর নিগূঢ়।
গুয়ালা জেতের ধর্ম হয় বড় হুড় ॥
মন দিয়া শুন তোর আদ্যের কাহিনী।
যে কালে গৌড়ে ছিলি আমি সব জানি ॥
পিতা পিতামহ তোর অন্নাভাবে মরে।
জায়া তার জাতি দেই যবনের ঘরে ॥

বাপ তোর ছিল বলে গরুর রাখাল।
তিন দিন খেয়েছিল তিন গোটা তাল
ক্ষুধায় মলিন মুখ ক্ষীণ হইল রা।
রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা॥
কেহ দিত খুদ কুড়া কেহ শাক লাউ।
উদর পূরিয়া খাইত আউটিয়া জাউ॥
গালাগালি হইল যেন অঙ্গদরাবণে।
বিক্রোধ বিশাল যুদ্ধ বাজিল দুইজনে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা।
কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা॥২১৮॥

বীর বলে ইছা আগে বাণ মার তুমি।
বুক পেত্যা বীরাসনে বসি দেখ আমি॥
এত শুন্যা আক্রোশিত ইছাই সুন্দর।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া জুড়ে পাঁচ শর॥
শর ছেড়্যা মার্মার সঘনে বলে তুণ্ড।
এক বাণে কালু বীর কৈল খণ্ড খণ্ড॥
আকর্ণ সন্ধান কর্য়া এড়ে আট বাণ।
অর্ধপথে ইছাই করিল খান খান॥
দোহাকার বাণ ব্যর্থ দোহে ডাকাডাকি।
হান হান হৈরথে হৈরথে হাঁকাহাঁকি॥
ধনুঃশর ত্যাজিয়া ধরিল ডাল খাড়া।
কসাকসি কসরথ করে মেলাপাড়া॥
ফলঙ্গ সারিল শূন্যে যোড় করি পা।
উঠে পড়ে কাছাড়ে আছাড়ে ঝাড়ে গা॥
ইছাই হানেন চোট ভেদে সপ্ত তাল।
ফলঙ্গ সারিল কালু বুকে দিয়া চাল॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ অঙ্কুশ প্রমাণ।
পুনর্বার ইছাই ধনুকে যোড়ে বাণ॥

অভয়ার দত্ত বাণ অগ্নি জ্বলে মুখে।
বাঝে নাঞি বধে পেল্যা বরুণ ব্রহ্মাকে ॥
বাণ ছেড়্যা ইছা ঘোষ ডেক্যা বলে মার।
বাজিয়া বীরের বুকে পৃষ্ঠে হল্য ফার ॥
পরিসরে পাতাল প্রবেশে গিয়া বাণ।
ঐমনি পড়িল বীর ত্যাজিল পরান ॥
নির্বাপণ লাউসেন নয়নের জলে।
রাম যেন কান্দেন লক্ষ্মণে কর‍্যা কোলে ॥
সুমিত্রা মায়ের তুমি নয়নের তারা।
বিধিবশে বিপিনে বিখেড়ে কৈনু হারা ॥
সেইমত লাউসেন শোকাকুল মন।
কালু বীরে কোলে কর‍্যা করেন ক্রন্দন ॥
বিপত্ত্য সময়ে ছিলে বিযোগ সারথি।
স্মরিতে সে সব গুণ বিদরয়ে ছাতি ॥
শিমুল করিলে জয় অজয় কাঙুর।
কি দোষে এখন দাদা হইলে নিষ্ঠুর ॥
তেরটি দলুই কান্দে শিরে হানে হাত।
সাখাসুরা বলে মোরা হলাম অনাথ ॥
অঝোর নয়নে কান্দে অবনী লোটায়।
কি লয়্যা যাইব ঘর কি বলিব মায় ॥
ইছাকে বলেন সেন বচন অব্যয়।
আজিকার সমর করিলে তুমি জয় ॥
বিপত্ত্য পড়িল ঘোর আমার উপর।
সকালে আসিবে সাজ্যা করিব সমর ॥
এত শুন্যা ইছা ঘোষ গেল নিকেতন।
ধ্যান করে লাউসেন ধর্ম্মের চরণ ॥
কে জানে তোমার মায়া মহিমা কে জানে।
পতিতপাবন নাম শুন্যাচি পুরাণে ॥
জৌঘরে আগুন দিলেন দুর্যোধনে।
পালাল্যে পাতাল পথে পাণ্ডবনন্দনে ॥

চণ্ডাল পুড়িয়া মল্য দৈবের লাগিয়া।
সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়া॥
বৈকুণ্ঠে আছিলা ধর্ম বিশ্বলোকনাথ।
অনুস্থয়ে আসন টলিল অকস্মাৎ॥
যোগে বস্যা জানিলেন যতেক কারণ।
ধরিয়া দ্বিজের মূর্তি ধরণী গমন॥
হনুমান্ সঙ্গে যান সচঞ্চল চিত।
অবিলম্বে অজয় ঢেকুরে উপনীত॥
অধোমুখে লাউসেন চিন্তে অনুক্ষণ।
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দিলা দরশন॥
অর্জুনসারথি আমি অখিল ঈশ্বর।
আস্যাচি তোমার ভাবে অবনী ভিতর॥
সনাতন সনক সনন্দ সপ্তঋষি।
আশ করে আমার চরণ অহর্নিশি॥
লাউসেন কয় তুমি দয়ার ঠাকুর।
দিয়া ছায়া দাসের দুর্গতি কর দূর॥
যে বেশে সদয় হল্যে সুধন্বার সখা।
পূর্ণভাবে যে বেশে প্রহ্লাদে দিলে দেখা॥
যে মূর্তি দেখিত ধ্রুব সদা যোগধ্যানে।
সেই মূর্তি দেখিতে আমার সাধ মনে॥
ভক্তের ভক্তিতে চতুর্ভুজ হল্যা হরি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী॥
নবঘন শ্যাম অঙ্গ অম্বুজলোচন।
গোবৎসলাঞ্ছন বক্ষে গরুড়বাহন॥
দেবের দুর্লভ মূর্তি দেখ্যা দুনয়নে।
পড়িল ঐমনি সেন প্রভুর চরণে॥
পরব্রহ্ম সনাতন পতিতপাবন।
শ্রীপতি পুরুষোত্তম শ্রীমধুসূদন॥
অজয় ঢেকুরে আস্যা এই দশা হল।
পক্ষাবল কালুবীর সমরে পড়িল॥

অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
সমর করিয়া জয় যাবে যুগপতি ॥
অনাথবান্ধব ধর্ম অখিল কারণ।
কালু বীরে প্রাণদান দিলেন তখন ॥
হনুমান্ সহিত সত্বর তিরোধানে।
অন্তরীক্ষে রহিলেন উল্লুক বাহনে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা।
দয়া কর‍্যা দ্বিজবেশে দিলা যারে দেখা ॥২১৯॥

প্রাণ পেয়্যা কালু বীর কাল যেন রোষে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া তিন বাণ শোষে ॥
সিংহদুয়ারে গিয়া জয়ঘণ্টা নাড়ে।
চমক পড়িয়া গেল ঢেকুরের গড়ে ॥
শব্দ শুন্যা ইছা ঘোষ সেজ্যা আইল রণে।
ভবানীর বাণ তার না পড়িল মনে ॥
মার মার সমনে শব্দের নাঞি লেখা।
শীঘ্র আস্যা সেনের সমীপে দিল দেখা ॥
মুখামুখি দুজনে বাজিল ঘোর রণ।
বৃষ্টিধারা সমান বাণের বরিষণ ॥
তিন বাণ এঁড়ে সেন তারা যেন ছুটে।
অর্ধপথে একবাণে ইছা ঘোষ কাটে ॥
তূণে হতে তৈরক করিল তিন শর।
আকর্ণ সন্ধানে এড়ে সেনের উপর ॥
ইছা হইল রাবণ সেন হল্য রাম।
একবাণে ইছার কাটিল তিন বাণ ॥
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হৈল উচ্চরোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্রকল্লোল ॥
ইছা বলে লাউসেন বুঝিব এবার।
ধর্মের তপসী তুমি ধর্ম অবতার ॥

কালীর কিঙ্কর আমি কাল কাঁপে ডরে।
যমঘর এখনি পাঠাব এক শরে॥
সেন কন আমার সহায় সনাতন।
আজি তোর আমার হাতে অবশ্য মরণ॥
এত বল্যা লাউসেন এড়ে এক বাণ।
ইছার ধনুক কেট্যা কৈল খান খান॥
আর বাণে কেট্যা ফেলে কবচ উরণা।
ইছা ঘোষ হল্য যেন আগুনের কণা॥
ঢাল খাড়া ধরিয়া ধাইল সমকাল।
ডেক্যা বলে লাউসেন এবার সামাল॥
সিংহসম সরঙ্গে সমান দুইজন।
দেবতা সকল আইল দেখিবারে রণ॥
গরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গজে।
হংসে চেপ্যা ব্রহ্মা আল্য অগ্নি চেপ্যা অজে॥
ষষ্ঠী মহাকাল ক্ষেত্রপাল আদি যত।
অনন্ত অরুণ আদি উপদেব কত॥
ঐমনি সারিল চোট ইছাই গুয়ালা।
ফলঙ্গে উঠিল সেন বুকে দিয়া ফলা॥
দেবতা দানব যেন দোঁহে সমজোট।
ইছা ঘোষ লাউসেন ঐমনি হানে চোট॥
ভূতলে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে।
উচ্চৈঃস্বরে অভয়া অভয়া বল্যা ডাকে॥
কৃষ্ণ বলে ডাকে যেন সুধন্বার মাথা।
প্রলয়ে সেবক মরে প্রভু গেলে কোথা॥
তেমতি ইছার মুণ্ড মা বলিয়া ডাকে।
দনুজদলনী দয়া ছাড়িলে সেবকে॥
পরব্রহ্ম সনাতনী পরমকারিণী।
পুরাণে শুনেচি নাম পতিতপাবনী॥
এই তুমি অভাগাকে অবধিয়া গেলে।
ফির্যা দেখা না হইল মরণের কালে॥

ইছা ঘোষ অম্বিকার অনুরক্ত ভৃত্য।
চঞ্চল কৈলাসে হল্য চণ্ডিকার চিত॥
যোগে বস্যা জননী জানিলা বিবরণে।
আমার ইছাই পায়া কাটা গেছে রণে॥
শোকেতে সজল আঁখি সচঞ্চল চিত্ত।
অবিলম্বে অজয় ঢেকুরে উপনীত॥
সভাসদ্ সর্ব্বজীবে সমভাবে দয়া।
ইছা ঘোষ কোলে কর্য্যা কান্দেন অভয়া॥
জপেন যুগল বীজ জীবন কবন্ধে।
কাটা মুণ্ড ইছায়ের জোর লাগে স্কন্ধে॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি কর বন্ধুজন।
ইছা ঘোষ প্রাণ পাল্য উঠিল তখন॥
ঐমনি পড়িল কেন্দে অম্বিকার পায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥২২০॥

বিধির বিধাতা তুমি বলে চারি বেদে।
এবার উদ্ধার কর এ ঘোর আপদে॥
কলুষনাশিনী তুমি করুণা সম্পদ।
কৃষ্ণের সাধিলে কার্য কংসে কৈলা বধ॥
তুমি যার অনুকূলা তার কিবা শঙ্কা।
রাবণ বধিয়া রাম জিনিলেন লঙ্কা॥
অনন্ত তোমার মায়া মহিমা অপার।
বিধি বিষ্ণু বৈভব বুঝিতে নারে যার॥
ঈশ্বরী বলেন বাছা শুন রে ইছাই।
বর মাগ অবনী অমর কর্য্যা যাই॥
এত শুন্যা অশ্রুমুখে ইছা ঘোষ বলে।
আছে কে অমর হয়্যা অবনীমণ্ডলে॥
অখিল ঈশ্বর যার আপুনি সারথি।
অভিমন্যু মহাবীর বলে মহারথী॥

সে জন মরিল যুদ্ধে না জানি নিগম।
বিধির লিখন সত্য কে করে লঙ্ঘন॥
ত্রিপুরতারিণী বর মাগি তুয়া আগে।
কাটা গেলে মুণ্ড যেন স্কন্ধে জোড় লাগে।
অমর অসার বলি এই বর দেয়।
অভয়া বলেন বাছা ইন্দ্রপদ নেয়॥
ইছা বলে ইন্দ্রপদ ঐ দুটি পা।
কিসের অভাব তার তুমি যার মা॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী বসিলা দেউলে।
সংগ্রাম করিতে পুন ইছা ঘোষ চলে॥
হান হান হাকুনি সঘনে হুহুঙ্কার।
নাগ মরে সুরাসুরে লাগে চমৎকার॥
সাজ্যা আল্য সক্রোধে ময়নার তপোধন।
ইছার উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল।
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষয়ে জল॥
প্রতি অঙ্গময় পরে রুধিরের ধারা।
ইছা ঘোষ হল্য যেন আগুনের পারা॥
সপ সপ বিধে শর সরণি সংকোপে।
নারাচলে লাফ দিয়া কালু বীর লোফে॥
অসি ঢাল লয়্যা উঠে লাউসেন বীর।
একচোটে ঐমনি ইছার হানে শির॥
রুক্মিণী বাসুলী বল্যা ডাকে উভুরায়।
কাটা মুণ্ড লাগে জোড় কালীর কৃপায়॥
মার মার শব্দ কর্যা উঠে ইছা ঘোষ।
দেবতা সবার হল্য দেখ্যা অসন্তোষ॥
ফলা লয়্যা ফলঙ্গে পতঙ্গমান উঠে।
পুনর্বার লাউসেন ইছা ঘোষে কাটে॥
উচ্চৈঃস্বরে অভয়া অভয়া বলে তুণ্ড।
কালীর কৃপায় স্কন্ধে জোড় লাগে মুণ্ড॥

এইরূপে যতবার কাটে লাউসেন।
ততবার অভয়া অভয় বর দেন॥
না মরে ইছাই ঘোষ উঠে প্রাণ পায়্যা।
দেবতা সকল হল্য বিকল দেখিয়া॥
অমর হইল ইছা অম্বিকার বরে।
উপায় সৃজন কর কি উপায়ে মরে॥
হনুমানে যুক্তি দেন দেবতা সকলে।
তবে মরে ইছা ঘোষ তুমি মন দিলে॥
করতার কন বাছা কিবা আর দেখ।
ইছা ঘোষে বধ কর্য্যা লাউসেন রাখ॥
তুমি মোর সারথি সেবক প্রাণধন।
রাম অবতারে কৈলে রাবণ নিধন॥
তবে বায়ু বেগে লাউসেন ইছার হানে শির।
বামহাতে করিয়া মুণ্ড ধরে মহাবীর॥
সত্বরে দিলেন ফেল্যা সাগরের জলে।
বাশুলী বিশেষ জানে বসিয়া দেউলে॥
সাগর হইতে মুণ্ড আনে মহামায়া।
ইছার কবন্ধে দেবী দিলা পদছায়া॥
প্রাণ পায়্যা ইছা ঘোষ উঠে পুনর্ব্বার।
দারুণ হইল দুখ দেবতা সভার॥
রঙ্কিণী থাকিতে গড়ে রক্ষা নাই বুঝি।
কার সাধ্য ইছা ঘোষ বধ করে আজি॥
ব্রহ্মাকে বিশেষ যুক্তি বলিলা তখন।
তবে মরে ইছা ঘোষ তুমি দিলে মন॥
সমরে অমর সঙ্গে দাণ্ডায় আপুনি।
ভাসুর দেখিয়া ভঙ্গ দিবেক ভবানী॥
এত শুন্যা আত্মভূ আবেগে রণস্থলে।
লজ্জা পেয়্যা দেবী গিয়া প্রবেশ দেউলে॥
দুয়ারে বসিলা ব্রহ্মা হয়্যা সাবধান।
বাশুলী বাহির হইতে বাট নাঞি পান॥

হেনকালে লাউসেন কাটিল ইছাকে ।
মুণ্ড লয়্যা হনুমান্ দেন নাগলোকে ॥
তিল তিল কর্য়্যা তারা করিল ভক্ষণ ।
দেউলে দেবীর এথা টলিল আসন ॥
হান হান প্রলয় হাকুনি হুহুঙ্কার ।
দেউলের চূড়া ভেঙ্গে হইল দুয়ার ॥
বারি হল্যা বাশুলী বিবুধে পড়ে ঝড় ।
বিকট দেখিয়া মূর্তি ব্রহ্মা দিলা রড় ॥
পায়্যা ভয় পলাইল পবন অরুণ ।
লয়্যা প্রাণ লুকাইল নৈঋর্ত বরুণ ॥
ইছা ইছা বলিয়া জননী ডাক ছাড়ে ।
চলাচল সচঞ্চল কুলাচল নড়ে ॥
ক্ষিতিতল সকল খুঁজিল একে একে ।
নাগলোক গেলা মাতা নির্বাপণ শোকে ॥
নিত্যরূপা সাক্ষাতে দেখিয়া নাগরাজা ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল পঞ্চবিধি পূজা ॥
বাশুলী বলেন বাছা বলি বিবরণ ।
ইছা ঘোষ সেবক আমার প্রাণধন ॥
বলিতে বিদরে বুক বড় পাই ব্যথা ।
দুস্থ নিবারণ কর দিয়া তার মাথা ॥
নাগরাজা বলে মাতা নিবেদি চরণে ।
ইছাই তোমার ভক্ত জানিব কেমনে ॥
মুণ্ড দিয়া হনুমান্ গেলেন এখন ।
খানি খানি করিয়া খায়্যাচে নাগগণ ॥
এত শুন্যা অভয়ার আঁখি ছলছল ।
প্রিয় ভক্ত প্রতি ভাবে পরান বিকল ॥
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ।
কোথা গেলে আমার ইছাই প্রাণ পায় ॥
দেবীর দেখিয়া ভাব দর্বীকরগণ ।
উগারিয়া অস্থি অঙ্গ দিলেক তখন ॥

অস্থি পায়্যা ইছার আনন্দে ভগবতী।
উত্তর ঢেকুর গড়ে হল্যা উপনীতি॥ অত্র ভনিতা ॥২২১॥

ইছার ভাগ্যের কথা কয়া নাঞি যায়।
জগতজননী যার আপুনি সহায়॥
সেই অস্থি অঙ্গ হল্য অমৃতসেচনে।
মুণ্ড কৈলা মহারাত্রি মন্ত্র আরাধনে॥
জীবন সঞ্চারে যোগে জোড় লাগে মাথা।
প্রাণ পায়্যা উঠে ইছা জানে নাঞি ব্যথা
কালিকা বলেন বাছা চিন্তা নাঞি আর।
অকালে কর্য্যাচি আমি অসুর সংহার॥
চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ নিশুম্ভ দুজন।
মহিষাসুর প্রভৃতি মরিল কত জন॥
ইছা বলে জননী যে বল অবিসার।
দেবতা হয়্যাচে বাদী রক্ষা নাই আর॥
রাবণ নিধন হল্য দেবতার বুদ্ধে।
জগতজীবন রাম জয়ী হল্য যুদ্ধে॥
দেবী বলে দেবগণ কত বলবান্।
খড়্গে কর্য়্যা এখনি করিব খান খান॥
কাটিব কাটারি ধর্য়্যা লাউসেনের শির।
খর্পর পূরিয়া পান করিব রুধির॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি প্রভুর দুহাই।
নয় তবে কার্তিক গণেশের মাথা খাই॥
প্রতিজ্ঞা করিলা দেবী পরিরোষ চিত্তে।
ধর্ম্মের ভাবনা হল্য সেনকে বাঁচাতে॥
যথোচিত যুক্তি করে যতেক দেবতা।
বিশায়ে ডাকিয়া কন বিশেষ বারতা॥
মায়াসেন নির্ম্মাণ করিয়া দেয় বাছা।
না হলে অমর হয় অচিরাৎ ইছা॥

লুকাইয়া নিভৃতে নিয়োগ মায়া বলে।
আজ্ঞা পায়্যা বিশাই আরম্ভে শুভ কালে॥
আকার প্রকার করে সেনের যেমন।
চৌরস কপাল নানা চঞ্চল লোচন॥
অধর অরুণে নিন্দে অতি অনুপাম।
সুললিত কর্ণযুগ সুন্দর সুঠাম॥
প্রভুর পাদুকা শিরে প্রচিত্র প্রফুল্ল।
করপদ কেবল করিল এক তুল্য॥
লাজল রুধির হল্য নাই ভেদ লেশ।
বিকট দশন পাঁতি তুল্য বীর বেশ॥
লাউসেনের ফলা খড়্গ দেই তার হাতে।
কলে চলে আপুনি অনিল বনপথে॥
বিশাই বিদায় হল্য বন্দিয়া চরণ।
প্রসাদ দিলেন ধর্ম পুরট রতন॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার মায়া।
দয়া কর্‌য়া দিলেন দক্ষিণ পদছায়া॥২২২॥

নারদ কহেন ধর্ম নিয়োগ বচন।
তুমি মন দিলে হয় ইছার মরণ॥
প্রকাশ বারমতি পূজা পৃথিবী ভিতরে।
সাজিল নারদ মুনি ঢেঁকির উপরে॥
বান্ধিল বিরোধী বল্যা বেনা গাছের আগ।
লাগ লাগ কোন্দল কৌতুক দেখি লাগ॥
বিযোগ আনন্দ হল্য বাজাল দুকাঠি।
পড়্যা গেল কন্দুলে লোকের কাটাকাটি॥
ঢক ঢক কর‍্যা উঠে ঢেঁকির রগড়।
চল্যা যেত্যে চৌদিকে চালের উড়ে খড়॥
বিনয়ে কৃষ্ণের গুণ কুতূহলমতি।
মামী বলিয়া দুর্গার পায় নতি॥

হরিভক্তি হগু বাছা হৈমবতী কন।
মুনি বলে মামী এথা কিসের কারণ॥
অভয়া বলেন বাছা ইছা হয় দাস।
আমি যার সদাই ভক্তির করি আশ॥
ধর্মপুত্র লাউসেন হল্য আর বাদী।
সমরে কাটিয়া তাকে সাধিব সমাধি॥
মুনি বলে মামী আর বাঁচে নাঞি মামা।
নয়ন পাগল হল্য না দেখিয়া তোমা॥
একবার কৈলাস ভুবন কর মনে।
দেবতা হইয়া কক্ষা মনুষ্যের সনে॥
জগতজননী কন যাব নাই যা।
মরমে রেখ্যাচি বেহ্মা মহেশের পা॥
হারি মেন্যা হরিদাস হেঁট মুখে রয়।
হেনকালে মায়াসেন মূর্তিমান্ হয়॥
দূরে হত্যে দশভুজা দেখিবারে পান।
কাট কাট করিয়া কাটারি তুল্যা ধান॥
ঐমনি সারিলা চোট ভূমে পড়ে শির।
লাজল খেলেন বল্যা সেনের রুধির॥
রাজপুত্র বিযোগে বেড়্যাচে রাজভোগে।
শোণিত এমন কেন স্বাদ নাই লাগে॥
মুনি বলে মামীর বিপাক দেখি ধারা।
মনুষ্যের রক্ত খায় রাক্ষসীর পারা॥
সেনের শোণিতে যদি স্বাদ নাঞি পায়।
কাছে আছে ইছা ঘোষ ঘাড় ভেঙ্গে খায়॥
রুষিলা রঙ্কিনী শুন্যা নারদের কথা।
ইছার বালাই আজি খাব তোর মাথা॥
বিকট বদনে নিলা বাম হাতে অসি।
ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখ্যা ভঙ্গ দিল ঋষি॥
তূর্ণগতি ত্রিপুরা পশ্চাৎ দেন তাড়া।
বিকল নারদ মুনি করে বাড়বাড়া॥

নিঃশ্বাস পবন বয় নাই অবসর।
ছুটাছুটি পান গিয়া কৈলাসশিখর॥
লুকাল নারদ মুনি মহেশের কোলে।
লজ্জা পেয়্যা দেবী গিয়া বসিলা দেউলে॥
মুনি বলে মামা হে মামীর কথা শুন।
মুখ তুল্যা মনুষ্যের রক্ত খায় কেন॥
মিথ্যা নয় সাক্ষাতে দেখ্যাচি সত্য কথা।
অদোষে আমার মামী খ্যাতে চায় মাথা॥
রুষিলেন সদাশিব ঋষির বচনে।
দেশত্যাগী হত্যে হল্য দুর্গার কারণে॥
সিদ্ধিঝুলি শিঙ্গা লয়্যা আরোহণ বৃষে।
গোসা কর্য্যা যান হর গৌরী বস্যা হাসে॥
বাসুলী বিনয় কর্য্যা বচন মধুর।
তুষ্ট হৈলা ত্রিলোচন তাপ গেল দূর॥
হর কন হৈমবতী না দেখিলে মরি।
দেখিলে জীবন পাই দিবস শর্বরী॥
সভাসনে বসিলেন শঙ্করী শঙ্কর।
ইছা ঘোষ লয়্যা তবে শুন অতঃপর॥ অত্র ভনিতা ॥২২৩॥

লাউসেনে যুক্তি দেন যতেক দেবতা।
এই কালে অজিত ইছার কাট মাথা॥
অস্ত্র লয়্যা লাউসেন অন্তরীক্ষে উঠে।
এক চোটে ঐমনি ইছার মাথা কাটে॥
শূন্য মাত্রে হনুমান্ তবে লন তুল্যা।
বিযোগ হইল মুণ্ড জয় দুর্গা বল্যা॥
মা আস্য জননী আস্য যাই কর্য্যা দেখা
অভাগার অকালে মরণ ছিল লেখা॥
বিনয় করিয়া বীরে বলে উভুরায়।
সন্নিকট মায়ের কৈলাস দেখা যায়॥

কৃপা করা কিছুকাল কর বিলম্বন।
দেখ্যা যাই জননীর দুখানি চরণ॥
না শুনেন হনুমান্ নিয়োগ বচনে।
বিযোগে আনন্দে গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
মুক্তিপদ ছিল লেখা ইছার কপালে।
মুণ্ড লয়্যা দেন বীর বিষ্ণুপদতলে॥
ততক্ষণে সারূপ্য পদ দিলেন শ্রীহরি।
মুক্ত হয়্যা ইছা ঘোষ যান স্বর্গপুরী॥
কৈলাসে কালীর এথা টলিল আসন।
পদ্মাকে কহেন মাতা কিসের কারণ॥
যোগবলে পদ্মাবতী ভূমে পেড়্যা খড়ি।
ইছা নামে ভক্তের অপার দেখি দেড়ি॥
কান্দেন করুণাময়ী কিঙ্করের তরে।
পদ্মা সহ উপনীতা অজয় ঢেকুরে॥
পড়্যাচে ইছাই ঘোষ লাউসেনের রণে।
মুণ্ড না দেখিয়া মাতা মোহ পায় মনে॥
আমি বাছা অভাগিনী কি করিব আর।
জীবন্তে দেখিতে হল্য মরণ তোমার॥
কার্তিক গণেশ মোর না মরিল কেনে।
বিফল সকল হল্য তোমার বিহনে॥
ভাবিতে ভাসিল অঙ্গ নয়নের জলে।
মা বলিয়া ডেক্যাছিলে মরণের কালে॥
সুরলোক প্রভৃতি খুঁজেন সমুদয়।
ইছা ইছা বলিয়া ডাকেন উভরায়॥
গয়া গঙ্গা গোদাবরী খুঁজিলেন শেষে।
আকুল হইলা দেবী না পায়্যা উদ্দেশে॥
অজয় ঢেকুরে পুন আইলেন ফিরিয়া।
চঞ্চল হইল চিত্ত চারি পানে চায়্যা॥
অপবর্গ পেয়্যাচে আমার ইছা ঘোষ।
লাউসেনে দেখিয়া দারুণ হল্য রোষ॥

কাট কাট করিয়া কাটারি লেন হাতে।
সবিনয় সেন বলে সকাতর চিত্তে ॥
ধরিলে মোহিনীবেশ মোহিত সংসারে।
এই খড়্গ দিয়াছিলে আখড়া ভিতরে ॥
নিশ্চয় কাটিবে যদি নিরদয় মন।
এই খড়্গে কর‍্যা কাট এই নিবেদন ॥
মরি তার দায় নাই মনে ভয় গুণি।
কানড়া তোমার তরে হবে অনাথিনী ॥
সমর্পিলে আপুনি জামাতা সম্বোধিয়া।
তার দশা কি হবেক তুষিবে কি দিয়া ॥
স্বামী বিনা সীমন্তিনী সদা পায় দুখ।
এত শুন্যা অভয়া করেন অধোমুখ ॥
কানড়ার পতি তুমি পরান আমার।
চিরজীবী হয় বাছা চিন্তা নাই আর ॥
কন্যা হত্যে জামাতা জীবন হত্যে বাড়া।
দিয়াচি তোমাকে আমি প্রাণের কানড়া ॥
কন্যা এত কালরাত্রি করিলা পয়ান।
ইছাই ঘোষের লাগ্যা অঝোর নয়ান ॥
সে গায় গায়্যায় গীত যে করে শ্রবণ।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় ধর্মে থাকে মন ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর।
নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর্জর ॥২২৪॥

ভক্তের অধীন সদা ভক্ত হেতু পায়্যা বাধা
ভগবতী ভাবেন বিষাদ।
জগতে হইল খোঁটা ঢেকুরে পড়িল কাটা
বিধাতা সাধিল হেন বাদ ॥
বিকল করিয়া মন কোথা গেলে বাছাধন
ডাকি তোমায় আমি দশভুজা।

উৎকট হইল বেলা গাঁথিয়া জবার মালা
উঠ বাছা কর মোর পূজা ॥
সুগন্ধি চন্দন চুয়া কর্পূর তাম্বূল গুয়া
ভক্তি কর‍্যা কে দিবেক আর।
অন্তরে পশিল দুখ বিদরে আমার বুক
ভাবিতে ভুবন অন্ধকার ॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তোমা পাব
কি করিব কি হবে উপায়।
সে চান্দ বয়ানছান্দে না দেখিয়া প্রাণ কান্দে
হিয়া মোর বিদরিয়া যায় ॥
স্বপনে না জানি আমি মায় ছেড়্যা যাবে তুমি
তবে কেন তেজিব ঢেকুর।
খলহীন হেন মতি না জানি কার্যের গতি
নারদ করিল এত দূর ॥
মা বলিয়া ডাক মোরে শোক দুঃখ যাগু দূরে
শুন্যা মনে বাড়ুক আনন্দ।
আমি যে করিলাম এত সে সব হইল ব্যর্থ
সত্য হইল বিধাতার নির্বন্ধ ॥
দেবীর বিষাদ দেখি প্রিয় বোলে প্রিয় সখী
প্রবোধ করেন পদ্মাবতী।
ইছাই তোমার দাস পূর্ণ তার অভিলাষ
বৈকুণ্ঠে হয়্যাচে সদ্‌গতি ॥
পুরাণে মহিমা শুনি পরব্রহ্মা সনাতনী
পতিতপাবনী তুয়া নাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় সদা সখা বাঁকুড়ারায়
বেলডিহা গ্রামে যার ধাম ॥২২৫॥

পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।
ইছায়ের অগ্নিকার্য করেন আপুনি ॥

অজয়ার তীরে চিতা হইল নির্মাণ।
কঙ্কালমালিনী চণ্ডী করিলেন স্নান॥
মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।
নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছা ঘোষে॥
কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে।
তথাপি ইছার অস্থি দেন গঙ্গাজলে॥
ত্রিরাত্রি করিয়া মাতা রহিলা ঢেকুরে।
করেন চতুর্দ্ধা শান্তি চতুর্থ বাসরে॥
আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান।
প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিণ্ডদান॥
তবে দেন ত্রিয়াঞ্জলি তর্পণের জল।
ইছাই ঘোষের হল্য জনম সফল॥
নিযোগ ভাবিয়া মাতা ছাড়েন নিঃশ্বাস।
ঢেকুর তেজিয়া তবে গেলেন কৈলাস॥
পূর্ণ ভক্ত ইছা ঘোষ পূর্ণ দয়া আছে।
কৃপা কর্য্যা আনিলেন আপনার কাছে॥
কিরূপ মহিমা তাঁর কহা নাই যায়।
চতুর্ভুজ হয়্যা ইছা চামর ঢুলায়॥
এথা লাউসেন লয়্যা ডোম তের জন।
কালু বীর সঙ্গে গেলা ইছার ভবন॥
সোনার সুচিত্র ঘর সোনার প্রাচীর।
দুয়ারে কীর্তন মেলা দুর্গার মন্দির॥
ইন্দ্রের আলয় যেন অনুপাম দেখি।
শোকে হল্য সেনের সজল দুটি আঁখি॥
সোম ঘোষ কান্দে বস্যা সজল নয়ন।
কোথা গেলে ইছাই আমার প্রাণধন॥
লাউসেন কন ঘোষ কান্দ আর কেন।
ভক্তি করে ভারত পুরাণ কিছু শুন॥
অভিমন্যু অর্জুনআত্মজ রণদক্ষ।
কৃষ্ণ যার আপুনি সারথি বলপক্ষ॥

হইয়া সমর জয় হেন জন মরে।
পুত্রশোকে অর্জ্জুন পরান কেন ধরে ॥
মৃত্যু সত্য মিথ্যা সব মায়ার প্রবন্ধ।
চিন্তা কর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ॥
কর দেয় লেখা কর‍্যা কাঞ্চীকান্তকে।
রাজা হয়্যা প্রজার পালন কর সুখে ॥
প্রবোধ বুঝিল ঘোষ সেনের কথায়।
কর দেয় হিসাব করিয়া বাকি যায় ॥
কর পেত্যে লাউসেন কৃপাযুক্ত ঘোষে।
টীকা ছাতা দিয়া পুন রাজা কৈল দেশে ॥
কালু বীর সঙ্গে আর ডোম তের জন।
গজরাজ গতি সাজে গৌড় গমন ॥
ইছার উত্তর গীত অঘোর বাদল।
শ্রবণে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছা কারী।
ঢেকুর হইল সাঙ্গ সভে বল হরি ॥২২৬॥

নম ধর্ম্মায় ॥

ইতি পালা সমাপ্ত ॥

ঢেকুর করিয়া জয় লাউসেন চলে।
মাতঙ্গে পতঙ্গ গতি পবন মিশালে ॥
অমনে আনন্দ মনে অহর্নিশি জান।
পাঁচ দিনে নগর গৌড় এসে পান ॥
বার দিয়া ভূপতি বস্যাচে বরাসনে।
প্রণমিলা লাউসেন প্রণতি বচনে ॥
আদর করিয়া রাজা আসনে বসায়।
রত্ন ধন স্বপনে যেন রঙ্ক জন পায় ॥
ধন্য বাছা লাউসেন ধর্ম্মবিশারদ।
ইছাকে বধিয়া মোর ঘুচালে আপদ্ ॥

এত শুন্যা মাহুদ্যা আগুন পায়া জলে।
হাত নেড়্যা কথা কয় হরি হরি বলে॥
ইছা ঘোষ আপুনি অভয়া বর দেন।
কি করিতে পারে তারে চৌদ্দ লাউসেন॥
ভালে কালে লগ্ন হলে ভগ্ন হয় দশা।
কর তুমি লাউসেনে কিসের প্রশংসা॥
নৃপতি কহেন শুনে নিশ্চয় বচন।
লাউসেন আমার চাহিল প্রাণধন॥
ত্র্যধিক শকাব্দা সাতে ঢেকুরের কর।
লাউসেন দিলেন নৃপতি বরাবর॥
মাহুদ্যা পাতর স্পষ্ট মুখে নাই রা।
অনন্ত আগুনে যেন জ্বলে গেল গা॥
লাউসেন বিদায় নৃপতি বরাবর।
প্রসাদ দিলেন রাজা প্রচিত্ত অম্বর॥
কণ্ঠহার কুন্তলাঙ্গ কিরীট ভূষণ।
আনন্দে চলিলা সেন অশ্বে আরোহণ॥
রহিল গৌড় পাছে রমতি নগর।
জামতি হলেন পার জয় সরোবর॥
সন্নিকট সম্মুখ নিয়ড়ে সীতাপুর।
উচালন পজুমা রহিল কতদূর॥
অজয়বাটী বিজয়বাটী এড়িয়ে ত্বরিত।
নয় দিনে ময়না নগর উপনীত॥
রাবণ করিয়া বধ রাম এল্যা ঘরে।
আনন্দ উদয় হল্য অযোধ্যা নগরে॥
তেমতি আনন্দময় ময়না ভুবনে।
শুভক্ষণে লাউসেন গেলা নিকেতনে॥
প্রণাম মায়ের পায় প্রণতি করিয়া।
জীবন পাইল রঞ্জা জুড়াইল হিয়া॥
নিরবধি কান্দি আমি না দেখি তোমায়।
সকল সফল হুগু কোলে করি আয়॥

প্রাণ পাল্য কর্ণসেন পুত্রমুখ হেরি।
প্রণমিলা লাউসেন প্রদক্ষিণ করি॥
কলিঙ্গা কানড়া আর সুয়াগা বিমলা।
সেনে দেখে সম্ভ্রমে সবাই কুতূহলা॥
অলঙ্ঘ্য ধর্মের বাক্য না যায় খণ্ডনে।
ঋতুস্নাতা কলিঙ্গা হইল সেই দিনে॥
তৃতীয় দিবস গেল চতুর্থ দিবসে।
এয়োগণে আমন্ত্রিয়া আনিলেক বাসে॥
মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব।
কুলাচার ব্যবহার করিলেক সব॥
কৌতুকে দিবস গেল উপনীত নিশি।
কলিঙ্গার বেশভূষা কর্য্যা দেই দাসী॥
করিল চাঁচর কেশে কবরী সুঠাম।
মণ্ডিত করিল তায় মল্লিকার দাম॥
ঝুরি ঝাপা হেমচাঁপা ঝলমল করে।
তড়িৎ উদয় যেন তরুণ তিমিরে॥
সুকপালে শোভা করে সিন্দূরের বিন্দু।
নাসায় বেশর যেন পূর্ণিমার ইন্দু॥
কটিতে কিঙ্কিণী পায় কনক নূপুর।
চলিতে মধুর বাজে ঘাঘর ঘুঙুর॥
পয়োধরে কাঁচলি পরিল অনুপাম।
তার কাছে চন্দ্রহার মুকুতার দাম॥
হয়গ্রীবে শোভা করে হীরা মাঠা কড়ি।
ভুজে নানা ভূষণ বসন পাটশাড়ি॥
শয়ন করিল গিয়া শয়ন মন্দিরে।
মদন রতির পতি অতি বল করে॥
স্বামী সনে সম্ভোগ সুখের নাই ওর।
হরষিতে হরিমুখে হয়্যা গেল ভোর॥
আর্তব হইল রক্ষা আনন্দ অতুল।
অনাদি পুরুষ ধর্ম হল্যা অনুকূল॥

গর্ভবতী কলিঙ্গা হইল গেল জানা।
ময়না নগরে হল্য মঙ্গল ঘোষণা॥
পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত নয় মাসে সাধ।
সার্ধ দশ মাস হল্য নেত্রপক্ষ বাদ॥
অদিতি নক্ষত্র তায় শুভ তিথি বার।
প্রসবিল পুত্র যেন অশ্বিনীকুমার॥
করিল অনেক দান গো বস্ত্র কাঞ্চন।
নয়দিনে নত্তা হইল লয়্যা বন্ধুগণ॥
জ্যোতির্বিদ্ বিপ্রে এন্যা করিল বিচার।
সকল শাস্ত্রীয় লগ্নে শুভ গ্রহ যার॥
হইবেক ভূমিস্বামী ভারতে ভাগ্যবান্।
প্রভুর আজ্ঞায় রাখে চিত্রসেন নাম॥
আনন্দের সীমা নাঞি অনুদিন যায়।
মহানন্দে রাজত্ব করেন ময়নায়॥
গৌড় লইয়া সভে শুন অতঃপর।
মন্ত্রণা করেন পুন মাহুদ্যা পাতর॥
মানিক রচিল গীত অনাদ্যের বরে।
ক্ষরে সুধা সদাক্ষণ অক্ষরে অক্ষরে॥
অষ্ট ফল অঘোর বাদল ব্রতকথা।
যে গায় গাওয়ায় তাকে প্রসন্ন বিধাতা॥২২৭॥

মরে কিসে লাউসেন ভাবে মহামদ।
যেন কংস ভাবে কৃষ্ণকে কিরূপে করি বধ॥
পরহিত করিলে পরম পদ পায়।
পরের করিলে মন্দ পরকাল যায়॥
শাস্ত্রসিদ্ধ এই কথা শুনি সর্ব ঠাঞি।
বৈরিকে অকালে বধ অপরাধ নাই॥
লাউসেন ভাগিনা আমার হল্য বাদী।
কে আছে আপনার বল্যা কার কাছে কান্দি॥

কখন করুণা কর‍্যা কৃষ্ণ যদি চান।
আটকুঁড়ি বলি হল্যা আমার কল্যাণ॥
করিব ধর্মের পূজা করিয়া কামনা।
বলে তবে মহীপালে বিযোগ মন্ত্রণা॥
লাউসেন তোমার চাকর বই নয়।
সেবা করে ধর্মের সকল ঠাঞি জয়॥
দুর্বল দুষ্টের দর্প দেখিতে না পারি।
তোমায় আমায় এস ধর্ম পূজা করি॥
ধর্ম বিনা অন্য কিছু ধ্যান নাঞি আর।
মেগে বলে জয়ী হব জগত সংসার॥
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দেবতার মূল।
এক মন করিলে হবেন অনুকূল॥
মাহুত্যার বচনে রাজার হল্য মন।
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অর্চিতে তখন॥
প্রবাল পাথরে কর প্রাসাদ নির্মাণ।
ধবল পতাকা তায় ধর্মের নিশান॥
আজ্ঞা পায়্যা আনন্দে অচ্যুত চিত্রকর।
চপলে নির্মাণ করে চারিদ্বার ঘর॥
চারিদ্বারে চৌষট্টি চল্লিশ শয় গতি।
স্বর্ণভেদ রহিল যুগের যুগপতি॥
দক্ষিণ দ্বারে লেখে দশ অবতার।
ভেদাভেদ অতুল অভেদ চমৎকার॥
মীনরূপে মুকুন্দ মাকন্দ সিন্ধুজলে।
চারি বেদ উদ্ধার করিলা চারি কালে॥
কূর্মরূপে মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধরি।
বসুমতী বিভাবে বরাহরূপ হরি॥
নরসিংহ অবতারে হিরণ্যনিধন।
পঞ্চমে বামন রূপে বলিকে ছলন॥
পরশুরাম কেবল প্রবল অবতার।
ক্ষিতিয়ে ক্ষত্রির ক্ষয় তিন সপ্ত বার॥

রাম অবতার ঘোর রাবণনিধন।
বলরাম রূপে হল্য প্রলম্ব-মথন ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগে।
বুদ্ধ কল্কি অবতার অবশেষ ভাগে ॥
পশ্চিম দুয়ারে লেখে পাণ্ডববিজয়।
দুর্যোধনে শকুনি সুসার যুক্তি কয় ॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব প্রবল হল্য বড়।
জয় নাই জীবনে জীবার আশ ছাড় ॥
পরাজয় প্রবৃত্তি পাশায় কৈল্য পণ।
হয় তবে হারিলে হবেক যেতে বন ॥
কৃষ্ণের চরণ মনে কেবল ভরসা।
যুধিষ্ঠির খেলেন যৌগিক যুগ পাশা ॥
উত্তর দুয়ারে লেখে কৃষ্ণ অবতার।
দান ছলে মানভঙ্গ হইল রাধার ॥
কোন খানে পূতনাবধ কেশীবধ কোথা
কৃষ্ণ গেলা মথুরায় কংসের বিতথা ॥
বধ করে রজকে বসন পরিধান।
কংস রাজা শুনিয়া সভয়ে কম্পবান্ ॥
মালাকার হার গেঁথে মালতীর ফুলে।
গদগদ হয়ে দেই গোবিন্দের গলে ॥
বিমানে বৈকুণ্ঠে যাবে বিষ্ণু দিলা বর।
চানূর মুষ্টিক বধ লেখে তার পর ॥
পূর্ব দুয়ারে লেখে রাম অবতার।
অযোধ্যায় হইল আনন্দ অভিসার ॥
সর্ত কৈল দশরথ কৈকেয়ীর সনে।
ভরত হবেন রাজা রাম যাগু বনে ॥
অচেতন কৌশল্যা এ সব কথা শুনি।
মায় ছেড়্যা কোথা যাবে রাম রঘুমণি ॥
কোন খানে বালিবধ তারকানিধন।
সুগ্রীব সহিত মৈত্র শিবরামে রণ ॥

প্রাসাদ নির্মাণ করে কামিনা বিদায়।
ভূরি ধন বসন ভূষণ দিল রায়॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অঘোর বাদল।
শ্রবণে সন্তাপ যায় চিত্ত নিরমল॥২২৮॥

বেদজ্ঞ পণ্ডিত এনে বিচারিয়া কাল।
ধর্মসেবা আরম্ভে মাহুদ্যা মহীপাল॥
আচমন কর‍্যা বস্যা একমন হয়্যা।
করিল সঙ্কল্প কর্ম কামনা করিয়া॥
দপদপ সম্মুখে জ্বলিচে ধূনাচুর।
একান্ত হইয়া সেবে অনাদ্য ঠাকুর॥
শঙ্খঘণ্টা ঢাকঢোল বাজে সপ্তস্বরা।
মাদল পেখাজ তুরী মৃদঙ্গ মন্দিরা॥
অর্ধভাগ পাদুকা মাহুদ্যা করে পূজা।
অর্ধভাগ পূজে তবে গৌড়েশ্বর রাজা॥
ভক্তির নাহিক ওর গদগদ ভাবে।
নিত্য নিত্য এইরূপ নরপতি সেবে॥
বর মাগে বিনয় বিধানে বিশেষত।
যাবৎ জগৎ মধ্যে জীব ধরে যত॥
পরাভব হবেক প্রবলে মোর ঠাঞি।
এই বর দিবে ধর্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন মহামদ পাত্র।
অভক্তি করিয়া দেই পুষ্পজল মাত্র॥
দুর্জয় বুকের শেল হয় দুই খান।
এই বর দিবে ধর্ম স্বরূপনারান॥
বৈকুণ্ঠে আছিলা ধর্ম বিশ্বলোকনাথ।
মাহুদ্যার পুষ্পজল বাজে বজ্রাঘাত॥
অর্ধ অংগ শীতল রাজার ভক্তিবলে।
মাহুদ্যার অভক্তিয়ে অর্ধ অঙ্গ জ্বলে॥

বিকল বিশ্বের কর্ত্তা বিরাজিত মন।
আকুল প্রভুর হল্য উল্লূক আসন॥
হনুমানে কহেন ইহার হেতু কি।
হনু কহে অভয় চরণে নিবেদি॥
লাউসেন নিতান্ত না জানে তোমা বই।
তোমার আশিস বলে ত্রিভুবনজয়ী॥
মহামদ মামা তার মহা খলমতি।
কংস রাজা বক্র যেন ছিল কৃষ্ণ প্রতি॥
মরিবেক লাউসেন কর‍্যাচে কামনা।
অতেব তোমার করে অভক্তি অর্চনা॥
কটু কথা শুনিয়া ধর্ম্মের হল্য কোপ।
পৃথিবীমণ্ডলে পূজা প্রায় হল্য লোপ॥
প্রিয়ভক্ত লাউসেন পরান কেবল।
তার অমঙ্গল চিন্তে এত ধরে বল॥
কহ বাছা হনুমান্ কি করি উপায়।
যুক্তি মূল কর যাতে পূজা বাদ যায়॥
হনুমান্ কন তবে কিসের প্রমাদ।
অঘোর বাদল কর পূজা হগু বাদ॥
এত শুন্যা আনন্দে আকুল নিরঞ্জন।
ইন্দ্রকে আনিঞা আজ্ঞা দিলেন তখন॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম্ম।
শ্রবণে সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম্ম॥২২৯॥

বিক্রোধ বিহিতে নিজদল সহিতে
বাসব চলিলা বেগে।
ঈশানে উরিয়া সঘনে পূরিয়া
আঁধার করিল মেঘে॥
চড়কা চড় চড় চিকুর গড় গড়
চৌদিক বেড়িল ঝড়ে।

ভাঙ্গিল তরুবর উড়িল কত ঘর
উৎপাত হইল গৌড়ে ॥
অনিল মহাবল হইল সাত তাল
বিদ্যুৎ সঘনে তায় ।
মেঘের গর্জন বজ্র বরিষন
প্রলয় হইল প্রায় ॥
কুলকুল ডাকিয়া অম্বর ঢাকিয়া
বরিষয়ে মুষল ধারা ।
হইল ভীষকর নদ নদী একাকার
পুখুর পল্লবহারা ॥
ধাইল পদ্মাবতী ষোল নদী সংহতি
সহ ধায় গোমতী করুণা ।
ভগবতী মন্দা চলিল চন্দ্রা
ভৈরবী জুড়িয়া ফেনা ॥
গৌড় নগরে সহরে বাজারে
ব্যাপিত হইল বান ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় ধর্মের গান ॥২৩০॥

মহাবল অনিল সলিল সাত তাল ।
চক্রাবর্তে ফিরে মহী অহি হল্য কাল ॥
পর্বত পাষাণ পড়ে পয় হয় জল ।
সাত দিন সাত রাতি অঘোর বাদল ॥
যাবত সমুদ্র জল এক ঠাঞি জড় ।
টলবল রসাতল টিকে নাঞি গৌড় ॥
ঘরে ঘরে সভাকার প্রবেশিল বান ।
রাশি রাশি ভেসে গেল কত চাল ধান ॥
টাকাকড়ি মালমার্তা যার যত ছিল ।
সলিলের তরঙ্গে সকল ভেস্যা গেল ॥

গণ্ডার মহিষ কত গরু পালে পাল।
ছাগল গাড়র ভাসে কুক্কুর শৃগাল॥
হাতি ঘোড়া ভেস্যা যায় নাঞি তার শঙ্কা।
মার্জার মহিষ কত মৃগাদি অসংখ্যা॥
ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা।
তাম্বুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা॥
কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি।
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি॥
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট।
তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট॥
হায় হায় করে যত গৌড়ের লোকে।
পলাইতে পথ নাই পরিত্রাণ ডাকে॥
কার বা শ্বশুর ভাসে কার ভাসে পতি।
কোলের কুমার ভাসে কান্দয়ে যুবতী॥
বুড়ি করে হায় হায় বুড়া যায় ভেসে।
লোচন থাকিতে বলে তারা যায় খসে॥
পিতা মাতা ভেসে যায় পুত্র কান্দে শোকে।
কত রাঁড়ি ভেসে গেল চরখা দিয়া বুকে॥
মঞ্চে বসে মহারাজা মহারানী সঙ্গে।
মহামদ ভেসে যায় মহৎ তরঙ্গে॥
হায় হায় বড় শেল রহিল মরমে।
না পারিলাম নির্ব্বংশ করিতে কর্ণসেনে॥
কৃষ্ণ যদি বাঁচাতেন কিছু কাল ভবে।
ভাগিনার বুকে ভাত রান্ধিতাম তবে॥
পাত্র পড়ে উঠে ডুবে করে ছটপট।
ঘন ঘন গেলে জল ঘিটে ঘট ঘট॥
সন্তরণ করিতে সামর্থ্য হল্য খাট।
ধর্ম্ম বলে হনুমান্ ধরা চল ঝাট॥
বিপক্ষ বিনাশ হল্যে বিধর্ম আচার।
রাবণ প্রকাশ কৈল রাম অবতার॥

কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিল কংস রাজা।
মহামদ হত্যে মোর মহীতলে পূজা॥
হেন জন হয় যদি হেলায় বিনাশ।
না হবেক বারমতি পূজার প্রকাশ॥
এত শুন্যা হনুমান্ আনন্দে তখন।
গৌড় নগরে আস্যা দিল দরশন॥
প্রকাশ বারমতি পূজা পৃথিবী ভিতরে।
মাহুত্যাকে তুল্যা দেন মঞ্চের উপরে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
বেলডিহা গ্রামে ধাম বাঁকুড়ারায় সখা॥২৩১॥

রাজা কয় রাজখণ্ড রসাতল যায়।
কহ পাত্র সমুচিত কি করি উপায়॥
পাত্র কয় পৃথ্বীশে প্রভুত্ব নিবেদন।
লাউসেনে সদয় সদত নিরঞ্জন॥
অসাধ্য সুসাধ্য হয় অনুগ্রহবলে।
অঘোর বাদল যায় লাউসেন এল্যে॥
বিযোগ নৃপতি ভাবে লোক নাই লক্ষে।
ইন্দ্রজাল কোটাল আছিল বস্যা বৃক্ষে॥
সবিনয় বচন বলিল সাবধানে।
আজ্ঞা পাল্যে আমি যাই আনি লাউসেনে॥
ত্বরাত্বরি আরোহণে তরণী তৎকাল।
জলপথে চলিল কোটাল ইন্দ্রজাল॥
উত্তর পবন বয় অতি খরতর।
এড়াইল আট কোণ অনাদি শিখর॥
কালিনী গঙ্গার ঘাটে হল্য উপনীত।
ময়নার শোভা দেখ্যা মনে আপ্যাইত॥
বরাসনে বস্যাচে ময়নার মহীপাল।
সমাচার কহিল কোটাল ইন্দ্রজাল॥

আরতি রাজার পেয়্যা অবিসার মনে।
সাজিলেন কর্পূর সহিত লাউসেনে॥
পিতামাতা চরণে প্রণাম নমস্কার।
নায় চেপ্যা চপলে কালিনী হল পার॥
অয়নে বিলম্ব নাঞি অতি শীঘ্রগতি।
অষ্টাহে গৌড় দেশে হৈল উপনীতি॥
যথায় নৃপতি বস্যা মাথার উপর।
প্রণমিলা লাউসেন কর্পূর পাতর॥
আনন্দে নৃপতি বলে এস বাপধন।
আজি মোর রক্ষা কর অকাল মরণ॥
সাত দিন সাত রাতি অঘোর বাদল।
অবনী গৌড়ভূমি গেল রসাতল॥
এত শুন্যা সেনের হইল ত্নসুখ দূর।
স্নান কর্যা সেবিলেন শ্রীধর্মঠাকুর॥
না জানি ভজন ভক্তি নাই মোর জ্ঞান।
পার কর পতিতে হে প্রভু ভগবান্॥
রাত্রিদিন রাতুল চরণ বাঞ্ছা করি।
ত্রিভুবন তিমির তোমার নামে তরি॥
অনাথের আর নাই এই পুষ্পজল।
বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম ভকতবৎসল॥
ভক্তিভাবে ভক্তের পূরিলা মনস্কাম।
অঘোর বাদল গেল শুখাইল বান॥
তবে পাল্য জীবন গৌড়ের লোক যত।
ধন্য ধন্য লাউসেন বলে ধরানাথ॥
ডুবিল রাজার মন আনন্দসাগরে।
নিকেতনে লয়ে গেল লাউসেন কর্পূরে॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায়॥২৩২॥

ভাবে মহামদ ভাগিন্যা আপদ্
ভাগিনা হইল কাল।
আমার বচন না করে গ্রহণ
অবোধ অবনীপাল ॥
তবে ভগবান্ যদি ফিরে চান
ভুলাব ভূপালে কয়্যা।
হাকণ্ড সেবনে রঞ্জার নন্দনে
পাঠাব মন্ত্রণা দিয়া ॥
বরাসনে রায় বস্যাচেন সভায়
বন্ধুবান্ধবের সনে।
কৃষ্ণ লীলামৃত শ্রবণে অদ্ভুত
উপাদিয়ে একান্ত মনে ॥
প্রেমে পূর্ণ অঙ্গ প্রমোদে তরঙ্গ
পরিহার কুলব্রীড়া।
যত গোপাঙ্গনা হয়ে বিবসনা
যমুনায় জলক্রীড়া।
হরিলা বসন শ্রীনন্দনন্দন
হইলা বিকল সভে।
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে চিত্ত নিবেদিয়ে
শ্রীমতী রাধিকা তবে ॥
কহে মহামদ হইল বিপদ্
শুন শুন সমাধান।
ধর্মসেবা বাদ মহা অপরাধ
ইথে নাই পরিত্রাণ ॥
সত্ত্ব ধরে ফল রাজ্যে অমঙ্গল
বিনাশ করিল বানে।
তবে ভাল হয় পশ্চিম উদয়
দিতে বল লাউসেনে ॥
আছে মনস্পৃহা না করিলে ইহা
শুন সমুচিত বলি।

তুমি দিবে আজ্ঞা সাধিব সমাজ্ঞা
লাউসেনে দিব শূলি ॥
ভণ্ডের ভাষায় ভুলে গেল রায়
ভাবে যুক্তি সার মনে।
শ্রীধর্ম্মচরণ করিয়া স্মরণ
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥২৩৩॥

সীতার উদ্দেশে যান পবনকুমার।
পয়োনিধি গোষ্পদ প্রমাণ হল্য পার ॥
অশোকের বনে সীতা আকুল পরান।
মলিন বসন গায় মুখে রাম নাম ॥
এই কথা শুনে রাজা বসিয়া সভায়।
সেই কালে উপনীত লাউসেন রায় ॥
অনুজ কর্পূর সঙ্গে অতি সভা করে।
রাজার রাখিল মান রাজ ব্যবহারে ॥
বাপধন বাছাধন বলে মহীপাল।
আমার ঘুচালে তুমি আপদ্ জঞ্জাল ॥
আগুন লাগিল দেখ্যা মাহুত্তার গায়।
শক্রর সমান বলে সহা নাহি যায় ॥
অন্তরে গরল বলি মুখে সুধাস্বরে।
প্রবন্ধ করিয়া কথা পাঁচখান করে ॥
লাউসেন হত্যে নাঞি নৃপতির বাধা।
ভাগিন্যা বলিয়া আমি ভালবাসি সদা ॥
সাবধান হয়্যা শুন সমুচিত ফল।
রাজার মঙ্গল হল্যে রাজ্যের মঙ্গল ॥
পূর্ব্বের পূষন্ দেয় পশ্চিমে উদয়।
বিশেষে আমার বাঞ্ছা বরাবর হয় ॥
মহীপাল কয় বাছা মনে অবিসার।
কলি হল্য প্রবল করিল একাকার ॥

কৃষ্ণসেবা বিষয়ে কল্পিত হল্য মন।
সুপথ ছাড়িয়া সদা কুপথে গমন॥
অন্ত পেয়ে শান্ত হল্য অনন্ত অঙ্কুর।
পশ্চিমে উদয় দেয় পাপ যাগু দূর॥
মহীনাথে ভজস্ব ময়নার গুণমণি।
চারি যুগে পশ্চিম উদয় নাই শুনি॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ নারদ আদি ঋষি।
কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণের কীর্তন দিবানিশি॥
হরিনামে তরী তায় নামে নামে ঢেউ।
পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেউ॥
তবে যদি তোমার হইল তায় পণ।
হাকণ্ড সেবিতে যাব হয়্যা একমন॥
ইহাতে মামার যদি হয় অভিলাষ।
সত্ত্ব করি সুযাত্রা সিদ্ধ অর্ধমাস॥
প্রাণপণে পূজিব যুগের যুগপতি।
পশ্চিম উদয় দিব পঞ্চদশ তিথি॥
শনিবার অমাবস্যা শুভযোগ তায়।
নিরুপম নিয়ম নয়নে দেখে রায়॥
অর্ধরাত্রে সূর্যোদয় হব অস্তাচলে।
শুনে সেনে সভাজন সাধু সাধু বলে॥
মহামদ কয় শুনে মনে হইল আন।
মারীচের মায়ায় মোহিত হৈল রাম॥
মহাভণ্ড লাউসেন মায়া ঢের জানে।
ভুলাবেক ভূপতি ভাবিত এই মনে॥
প্রত্যয় কারণে দেগু পিতা মাতা বন্দী।
হাকণ্ড সেবিতে যাগু হইয়া নিশ্চিন্দি॥
পাত্রের অধীন রাজা শুনে দিল সায়।
বিকল হলেন বড় লাউসেন রায়॥
ইহা আমি কেমনে করিব অঙ্গীকার।
ধরাতলে পিতা মাতা ধর্ম অবতার॥

নিরযোগ ভাবিতে নয়নে বহে নীর।
বরং মরণ ভাল বিফল শরীর ॥
পিতা হল্য পরাৎপর শুন্যাচি পুরাণে।
পালিতে পিতার সত্য রাম গেলা বনে ॥
বেদে বলে বিধিসার বাঞ্ছাকল্পতরু।
বাপ হতে মা হন সহস্রগুণে গুরু ॥
ভাব বুঝ্যা ভূপতিভবনে গেলা তবে।
মন্ত্রণা তখন মনে মহামদ ভাবে ॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম্মগুণ গান ॥২৩৪॥

কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংস রাজা।
কর্ণসেন বসুদেব দৈবকী হল্য রঞ্জা ॥
নিগূঢ় বন্ধন দিব নয় কিছু আর।
এই মোর প্রতিজ্ঞা অপর অবিসার ॥
লাউসেনে কয় তবে নয় শুন সন্ধি।
আগে এন্যা পিতা মাতা দিবি তুলে বন্দী ॥
তবে দিবি পশ্চিম উদয় পৃথিবীতে।
কোটালে কহিল ডাক্যা কারাগার দিতে ॥
করাঘাত তখন কর্পূর হানে বুকে।
কারাগারে কোটাল কয়েদ কর্যা রাখে ॥
লাউসেন কন দাদা প্রাণের কর্পূর।
এমন সময় কোথা অনাদ্য ঠাকুর ॥
কি করিব হায় হায় কি করিব হায়।
কেমন করিয়া বন্দী দিব বাপ মায় ॥
প্রাণপণে করে লোক মা বাপের সেবা।
কষ্ট দেই নচেৎ কুপুত্র হয় যেবা ॥ .
আমি হীন অভাগা হল্যাম অতঃপর।
মা বাপ আনিতে যায় ময়না নগর ॥

তিল আধ বিলম্ব না করিবে পথে।
কর্পূর চলিলা তবে কান্দিতে কান্দিতে ॥
শর নিয়ে গমন সত্বর শোকমনে।
নিকেতনে উপনীত নয় একদিনে ॥
জননী জনকে নতি জুড়ি দুই কর।
বচন বলিতে হল্য বিকল অন্তর ॥
আশিস্ করিয়া রঞ্জা জিজ্ঞাসে বারতা।
তুমি ঘর এল্যা বাছা লাউসেন কোথা ॥
পরানপুত্তলি মোর পরশরতন।
কর্পূর কহেন তবে করি নিবেদন ॥
দৈবগতি দাদার দুস্খের নাহি সীমা।
কারাগারে রেখেচে কয়েদ কর্য্যা মামা ॥
দিতে বলে দিবাকর উদয় পশ্চিমে।
আর চায় তুহুঁ বন্দী অপ্রত্যয় ক্রমে ॥
হায় হায় করে রঞ্জা হাকুলি বিকুলি।
চাহিয়া রহিল যেন চিত্রের পুত্তলি ॥
উড়িল পরান শোকে নয়ন অঝোর।
অনেক দুস্খের বাছা লাউসেন মোর ॥
তার লেগ্যা সপ্ত শালে দিয়াছিনু ঝাঁপ।
সে হেন সোনার চান্দে শত্রু দেই তাপ ॥
সকালে গোধন লয়্যা কৃষ্ণ গেলা বন।
যশোদার হল্য এথা আকুল জীবন ॥
কৈকেয়ী পাষণ্ডী রামে পাঠাইল বনে।
কত না উদ্বেগ হল্য কৌশল্যার মনে।
এখনি গৌড় চল গেলে অসম্ভব।
পথ পানে চায়্যা আছে প্রাণের যাদব ॥
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী শুন্যা শোকসংজ্ঞা।
সুয়াগা বিমলা কান্দে কানড়া কলিঙ্গা ॥
অগ্রসর কর্ণসেন অতি শুভবেলা।
পশ্চাৎ চলিল রঞ্জা আরোহণ দোলা ॥

কর্পূর পশ্চাৎ যান কিশোর বয়েস।
পাঁচ দিনে প্রবর্ত্তনে পান গৌড় দেশ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ধরামর রূপে ধর্ম্ম যারে দিলা দেখা॥২৩৫॥

কারাগারে লাউসেন করেন বিষাদ।
কর্পূর আশ্বায়্যা আস্থা দিলেন সংবাদ॥
বিধির বিপাক বল্যা হয়েছিল বাধা।
মনের আঁধার গেল মা আল্যেন দাদা॥
উদ্বেগ তোমার শুন্যা আস্যাচেন পিতা।
সুখী হৈলা লাউসেন শুনে শুভকথা॥
হেনকালে রাজা রানী হৈল উপনীত।
লাউসেনে দেখিয়া নয়ন আপ্যায়িত॥
করপুটে লাউসেন করিলেন ভক্তি।
পাচ বার প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রণতি॥
রঞ্জা কন বাছলার বালাই লয়্যা মরি।
একবার মা বল অভাগী কোলে করি॥
জন্মলীলা দৈবকীজঠরে যদুরায়।
মনের আঁধার যত মরমে মিলায়॥
প্রাণধন তুমি রে গুণের গুণনিধি।
কত কষ্ট দিয়াচে মাহুত্যা কাল বাদী॥
তোর লেগ্যা অভাগী দিয়াচি শালে ভর।
আমি বন্দী থাকি বাছা তুমি যায় ঘর॥
লাউসেন তখন করেন নিবেদন।
কি হল্য কপালে মোর কি ছিল সাধন॥
কংস বন্দী দিলেক দৈবকী বসুদেবে।
পুত্রভাবে উদ্ধার করিলা কৃষ্ণ তবে॥
আমি দিব তোমাদিগে বন্দী উপযোগ।
পরকালে নরকে বসতি পাপভোগ॥

প্রবোধ করিল রঞ্জা প্রভুত্ব বচনে।
বিদায় হইয়া আস্য রাজ সন্নিধানে॥
বরাসনে মহারাজা বস্যাচে সভায়।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা লাউসেন রায়॥
বন্দী রাখ্যা বাপ মায় বিধির ঘটন।
সেবিতে হাকণ্ডে যাই পূর্ণ সনাতন॥
কষ্ট যদি কোনরূপে কদাচিৎ পান।
ভবসিন্ধু সংগমে বিমুখ ভগবান্॥
ত্রিকালে অকাল তবে বলে মহারাজা।
পাত্রের প্রত্যয় হেতু বন্দী থাকু রঞ্জা॥
কর্ণসেনে আনিয়া করিল পুরস্কার।
সভায় বসিলা তবে সন্তোষ অপার॥
তবে আস্যা লাউসেন জননী গোচরে।
কহিলেন সবিনয় কর্পূর পাতরে॥
আমি হীন অভাগা উদয় দিতে যাই।
যথাকালে জননীর সেবা কর্য ভাই॥
কন তবে কর্পূর হাকণ্ডে আমি যাব।
নিত্য ব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিব॥
লাউসেন্ কন তবে নারায়ণ কোথা।
শুনি লোকে পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা॥
প্রাণপণে সেবা কর পরকাল পাবে।
নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিবে॥
এত শুন্যা কর্পূর বুঝিল অন্য নয়।
জননীর সেবায় যামিনী দিবা রয়॥
তবে তুষ্ট লাউসেন তখন বিদায়।
প্রদক্ষিণ প্রণাম মায়ের দুটী পায়॥
এইখানে পালা সাঙ্গ অঘোর বাদল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥২৩৬॥

নমো ধর্মায় ॥ নমো নিরঞ্জনায় ॥

বিষম ধর্ম্মের ঘর করাতের ধার।
এক মন করিলে অবশ্য হয় পার ॥
নিকেতনে উপনীত লাউসেন রাজা।
সমাচার শুন্যা আল্য সর্বজন প্রজা ॥
কালু বীর কুর্নিশ করিল তিন বার।
অরণ্যে গেলেন রাম অযোধ্যা আঁধার ॥
ময়না আঁধার ছিল মহারাজ বিনে।
ম্লানমুখ দেখ্যা বড় দুখ হল্য মনে ॥
সেন কন শুন দাদা স্বরূপ কথন।
সেবিতে হাকণ্ডে যাইব ব্রহ্ম সনাতন ॥
বাপ মা গৌড়ে বন্দী বিধির বিপাকে।
জাতিকুলশীল সঁপিল তোমাকে ॥
রাত্রে হবে কোটাল দিবসে হবে রাজা।
পালন করিবে পুত্র সমধিক প্রজা ॥
আছিল সুরথ রাজা অবনীভুবনে।
মহিমা বিস্তর শুনি মার্কণ্ড পুরাণে ॥
ভুঞ্জিয়া দুর্যোধন নৃপতির লোন।
কোন কর্ম না করিল কৃপাচার্য দ্রোণ ॥
নিধন হইল কর্ণ লবণের গুণে।
অদ্যাপি অনন্ত যশ এ তিন ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু বেদাগমে শুনি।
বহুতর বিনয় করিবে বীরবাণী ॥
কৃষ্ণকথা রামকথা তায় দিবে মন।
চতুরাক্ষে না করিবে অধর্মাচরণ ॥
পরধনে লোভ করে পাপপুণ্য হয়।
মর্যাদিক জনের মর্যাদা যেন রয় ॥
উষ্ট্র গজ অশ্ব আদি আছয়ে অসংখ্যা।
যত্ন সমধিক কর রাত্রি দিন রক্ষা ॥

রাজনীতি বীরে কয়্যা রাজ্যের ঠাকুর।
লখ্যাকে দিলেন সঁপে নিজ অন্তঃপুর॥
বিপত্ত্যে সাগরে পার তুমি কর যদি।
আনন্দে হাকণ্ডে যাই সাধিতে উপাধি॥
তোমাকে দিলেম সঁপ্যা এ চারি তরুণী॥
যৌবনে জীবন দিয়া রাখিবে যামিনী॥
চিত্রসেনে না করিবে চক্ষের আয়ড়।
স্বামীভাব সমান রাখিবে সাত গড়॥
লখ্যা বলে প্রাণপণে লবণ শুধিব।
অন্যমত করিলে সবংশে নাশ হব॥
অধম দেখিয়া দয়া কর্যাচ আপুনি।
কি দিয়া শুধিব ধার আমি অভাগিনী॥
এতেক শুনিয়া সেন লক্ষার বচন।
অন্তঃপুরে গেলেন আনন্দ মনে মন॥
প্রীতি নীত বুঝান প্রেয়সী চারিজনে।
পত্নীর প্রভুত্ব লেখে পারিজাতহরণে॥
রাত্রিদিন শ্রবণ করিবে রামায়ণ।
অতিথে ওদন দিবে হয়্যা একমন॥
পতি পত্নী উভয়ের পাপ পুণ্য ফলে।
ধর্মপত্নী ধর্ম্ম যজ্ঞে ধর্মশীল হল্যে॥
নিশিদিন নিয়ম করিবে নিরামিষ্য।
দয়ার ঠাকুর দেখা দিবেন অবশ্য॥
ধরামরে ভক্তি কর্য্যা ধর্মে রেখ্য মতি।
পশ্চিম উদয় হব পঞ্চদশ তিথি॥
এত শুন্যা চারি রানী আকুল পরান।
অবনী লোটায়্যা কান্দে অঝোর নয়ান॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম।
শ্রবণে সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম॥২৩৭॥

স্বামী বিনা সীমন্তিনী স্বপনের ভাষা।
উদয় দেখিতে যাব এই মনে আশা॥
অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে।
দয়াল কেমন হরি দেখিব নয়নে॥
লাউসেন কন তবে নয় হেন বিধি।
যুবতীর যৌবন যামিনী কাল নদী॥
দারা সঙ্গে দেবার্চনে দৃঢ় নয় মন।
পশ্চিমে উদয় হব পূর্ব্বের পূষন্॥
চারি রানী তখন চরণে গড়ি যায়।
মহাভারতের কথা মন দিবে তায়॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব পাশায় কৈল পণ।
দেখ সঙ্গে দ্রুপদনন্দিনী গেলা বন॥
রামায়ণ উপাখ্যান রচিত বাল্মীকি।
রাম গেলা বনবাস সহিত জানকী॥
সেন কন শুন্যাচ সম্যক্ রামায়ণ।
অরণ্যে হরিল সীতা অবোধ রাবণ॥
ঘরে বস্যে কৃষ্ণকথা শ্রবণে পুরাণ।
পশ্চিম উদয় দিব প্রভু ভগবান্॥
দুরাচার কদাচার না হয় যেন দেশে।
মা বাপের তত্ত্ব নিবে প্রতি মাসে মাসে॥
বচন বলিয়া সেন হল্যান বিদায়।
সামুলা মাসিকে ডেকে কন সমুদায়॥
স্বধর্ম্মে সামুলা হল্য সত্যের আমিনি।
নিবেদন করেন ময়নার গুণমণি॥
আমি বড় অভাগা অবনী লোক নিন্দি।
বিধিবশে বাপ মা গৌড় দেশে বন্দী॥
বিপত্ত্য সাগরে পার তুমি কর যদি।
কেমনে উদয় দিব কহ তার বিধি॥
সামুলা বলেন বাছা তবে সাধু গুণ।
বিষম ধর্ম্মের ঘর বিষের আগুন॥

যুগে যুগে আমি রে ধর্মের ব্রতদাসী।
পশ্চিম উদয় দিব প্রতি কালনিশি॥
মনে দৃঢ় কর্য্যাচি মানাব মায়াবীরে।
জাতিস্মরা আমি রে জৈমিনি মুনিবরে॥
সপ্তম জন্মের কথা মনে পড়ে সব।
গাজন সাজন কর সহিত উৎসব॥
কহিব পূজার ক্রম হাকণ্ডার কুলে।
করতার তুষ্ট অষ্ট কমলের ফুলে॥
বিধির বিহিত কাল বিলম্ব না সয়।
প্রতি কালে হত্যে চায় পশ্চিম উদয়॥
মাসির বচনে সুখী ময়নার নাথ।
শুভকালে সাজন করিল সাংযাত॥
জয় জয় ধর্ম জয় জয় নিরঞ্জন।
ত্বরিত নাবিক তরি সাজায় তখন॥
ধূপ দীপ ধুনাখণ্ড ধবল চামর।
কর্পূর কনক সরা কাতি হীরাধর॥
অষ্ট ভাজা উপহার উড়ির তণ্ডুল।
মল্লিকা মালতী যূথী নানা জাতি ফুল॥
শঙ্খ ঘণ্টা সুবাদ্য সেবার কালে চাই।
ষাড় মনোরথ সঙ্গে সুকপিলা গাই॥
মণিময় মুক্তা হাতি মানিক যুগল।
পুরোহিত সঙ্গে চাই নাপিত কুশল॥
শারী শুয়া দুই পক্ষ সোনার পিঞ্জরে।
রাম নাম কৃষ্ণনাম হরিনাম করে॥
দ্বাদশ ভকিতা সঙ্গে দ্বাদশ আমিনি।
ধর্মের গাজন দেই জয় জয় ধ্বনি॥
ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর।
রই ঘর চাপিয়া বসিলা সদাকর॥
সরণিয়ে সুমঙ্গল শঙ্খচিল ভ্রমে।
শব শিবা সম্পূর্ণ কলসী দেখে বামে॥

লোহিত বরণ বেট্টা নটা দুই কান।
পরিমল দন্তপাটি পিঙ্গল নয়ান ॥
ব্যক্ত হয়্যা লাউসেনে সবিনয় বলে।
পশ্চিমে উদয় দিবে প্রতিকাল হল্যে ॥
মহীতলে মোহিত মহিম মহারাজ।
সঙ্গে যাব হাকণ্ডে সাধিব কিছু কাজ ॥
তিন দিন উপবাস তথির কারণ।
দেখিব দয়ার হরি দয়াল কেমন ॥
ইন্দ্রের বঞ্চনা হেতু উপযোগ করি।
গোবিন্দ ধরিলা করে গোবর্ধন গিরি ॥
রতিভঙ্গ দেখিয়া রুষিলা দেব রায়।
ঝড়বৃষ্টি উৎপাতে ঝকড় বয়্যা যায় ॥
গোবিন্দে বিহিত বলে সহিত গোকুল।
শ্রীনন্দ যশোদা মনে চিন্তিলা আকুল ॥
সমাহিত সাধন রোধন সেই কালে।
কৃষ্ণসেবা আরম্ভিলা কালিন্দীর কূলে ॥
দ্বিজের বালক আমি দেবার্চনে যাই।
কৃষ্ণসেবা দেখিতে কৌতুক ধায়াধাই ॥
পঞ্চরসে প্রচুর পূজার আয়োজন।
লালস হইল দেখ্যা লুব্ধ বড় মন ॥
ধরণী ধরিতে যায় নাই ধর্মাধর্ম।
শাপ দিলা সেনে সুত শ্বান কুলে জন্ম ॥
বিধিযোগ বিনয় করিতে দিলা বর।
যামিনী প্রসাদ ফলে আমি জাতিস্মর ॥
জন্মান্তরে কথা তায় আমি সব জানি।
চতুর্ভুজ হাকণ্ডে দেখিবে চক্রপাণি ॥
এত শুন্যা লাউসেন অভিযোগ তায়।
আস্ত আস্ত বাছা বল্যা উঠালেন নায় ॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥২৩৮॥

অনিল মিশালে নৌকা ছুটে ঐরাবত।
দিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ ॥
রাকৃসা রাঘবদহ রেখ্যা কত দূর।
পার হয়্যা উদ্বিপন পায় দেবাসুর ॥
দেবাসুর দেউলে দেখিল দশভুজা।
যোগিনী ডাকিনী যার যোগে করে পূজা ॥
তোয়ের তরঙ্গে তরি তারা যেন ছুটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল চাঁপায়ের ঘাটে ॥
শালে ভর দিয়া রঙ্গা হল্য খানি খানি।
চতুর্ভুজ যেখানে দেখিল চক্রপাণি ॥
স্নান দান করিয়া চপলে চেপ্যা নায়।
তীরণ তপন দেখ্যা তারানদী পায় ॥
দয়াপুরে দেখিল দ্বিভুজ রাধাশ্যাম।
সর্বজয়া সঙ্কেতমাধব সীতারাম ॥
ত্রিযোগিনী রাখিয়া তাপিনী তপোবন।
কটকর্ণ নদীর কূলে কৃষ্ণ দরশন ॥
কৌশিকের কুটিরে কেবল পত্রাবলী।
বৃন্দাবন সমেত দেখিল বনমালী ॥
নীলাচলে নীলচক্র দেখে লক্ষহাত।
বলরাম সুভদ্রা দেখিল জগন্নাথ ॥
দিগে দিগে লোক যত দরশনে যায়।
পিঠা ভাত প্রভুর প্রসাদ কিন্যা খায় ॥
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বিচার কিছু নাঞি।
হাত পেতে অন্ন নেই চণ্ডালের ঠাঁই ॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর সম্মুখ নিয়ড়ে।
দেখিল দক্ষিণ শিব দেউল ভিতরে ॥
পরিসর পার হয়্যা পাইল মহানদ।
কৃষ্ণ অবতারে যথা হৈল কেশী বধ ॥
উপমণি অগ্রদ্বীপ এড়িয়া ত্বরিত।
অস্তগিরি হাকণ্ডে হইল উপনীত ॥

ঐরি ভাব নাই তায় উপযোগ পর।
কেশরী কুঞ্জরে করে এক ঠাঞি ঘর॥
হরিণ শার্দূল চরে হয়্যা একযোগ।
অধর্ম আচার নাই অমৃতের ভোগ॥
সর্প কোলে নিদ্রা যায় শয়নে সান্থর।
ভাবে বন্দে এক ঠাঞি ভুজঙ্গ ময়ুর॥
সামুলা কহেন সেন সজল নয়ান।
এই বাছা হাকণ্ড প্রভুর আত্ম স্থান॥
সত্যযুগে রাউটি পাথরবান্ধা ঘাট।
কমল বিমল হীরা কনকের পাট॥
ধর্মসেবা বরণি সাধিল এইখানে।
বরুণ সাধিল পূজা বিধির বিধানে॥
সহস্র অর্জুন পূজা সাধিল সাদর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি দেবতা কিন্নর॥
জয়যাত্রী সভে দেই জয় জয় ধ্বনি।
উচ্চরোল বাদ্য বাজে হাকণ্ড অবনী॥
ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর।
বনজন্তু সকল বিকল বনান্তর॥
তীরে উঠে তখন তরণি তোয়ে রাখি।
বন কাটে কামার বয়ড়া বাঘনখি॥
সালসিজ লতাফনি শিমুল আসদ।
আম জাম হরীতকী আউচ আকন্দ॥
বাবলা বাকস নিম বেঙুচ বাস্কনা।
কাঞ্চন কেতকী চাঁপা করবীর সোনা॥
তপন তমাল তাল তেতুল ভেলাই।
শিরিস সাণ্ডিল্য কোলি সহকার সাঁই॥
বিপিনে ব্যাপিত ছিল বারি হল্য ধরা।
পুরটের চিত ভগ্ন পূর্বের দেহারা॥
নত হল্য জয়যাত্রী লাউসেন ভূপ।
প্রদক্ষিণ করিল প্রণাম যথারূপ॥

পূজার হইল স্থল পঞ্চবিধি সার।
কপিলার গোময়ে করিল সংস্কার॥
বান্ধিল বেদিকা তায় বিচিত্র বিতান।
কনক মানিকে কৈল জগতী নির্ম্মাণ॥
ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর।
বেত হাতে নাচেন দুর্ল্লভ সদাগর॥
সাংস্থর ভকিত্যা নাচে সমাহিত মনে।
হুড়াহুড়ি পড়্যা গেল হাকণ্ড সিনানে॥
শ্রীধর্ম্ম পিরিতে হরি বল বন্ধুজন।
মানিক রচিল গীত মুক্তিপদে মন॥২৩৯॥

বেট্যা বলে আজি হল্য বিধিভাব চিত্তে।
পাপ তাপ খণ্ডাইব স্নান কর্য্যা তীর্থে॥
জয়যাত্রী লয়্যা তবে লাউসেন রাজা।
স্নান দান তর্পণ করিল নিত্য পূজা॥
উচ্চরোলে বাদ্য বাজে হাকণ্ড অবনী।
সেবায় বসিল সভে শুভকাল গুণি॥
সামুলা সম্মুখে বস্যা সমাহিত মন।
পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা ব্রাহ্মণ॥
ধূপদীপ ধুনা খণ্ড জ্বলে সপ্ত বাতি।
জয় দিয়া পূজিল যুগের যুগপতি॥
ধর্ম্মশীলা আমিনি মাথায় পোড়ে ধুনা।
শঙ্খঘণ্টা ঢাক ঢোল সঘনে ঘোষণা॥
নিশি দিবা লাউসেন নিরঞ্জন পূজে।
তপন তপস্যা যেন তপোবন মাঝে॥
উপবাস প্রতপ্ত নিয়ম অনাহার।
কৃপাযুত না হল্যেন প্রভু করতার॥
কান্দিতে কান্দিতে সেন করে অর্ঘ্যদান।
আমিনি ভকিত্যা কান্দে অঝোর নয়ান

ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর।
প্রতিকালে পশ্চিম উদয় দেহ বর॥
গোকুলে গোবিন্দ তুমি গোবর্ধনধারী।
নিকুঞ্জ নিভৃত কুঞ্জে রাধার মুরারি॥
তুমি জল তুমি স্থল চরাচর ভূমি।
তুমি সীতা তুমি রাম রাধাশ্যাম তুমি॥
আর বলে চারি বেদে অগতির গতি।
পুরাণে শুনেছি তুমি পাণ্ডবসারথি॥
আমি করি আত্ম পূজা হাকণ্ড নিয়ড়ে।
জন্মদাতা জননী যাতনা পান গৌড়ে॥
তাঁদের উদ্ধার কর এই মাগি বর।
পশ্চিম উদয় দেয় প্রভু গদাধর॥
বারটি ভকিত্যা কান্দে হাতে বেত বাড়ি।
জয় ধর্ম বল্যা বেট্যা যায় গড়াগড়ি॥
এক অর্থ দিলেন দুর্লভ সদাকর।
এথা গৌড়ে পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর॥
বরাসনে সভায় বস্যাচে বসুনাথ।
সুরপুর সম শোভে শক্রের সাক্ষাৎ॥
গজমুক্তা গলায় গোকর্ণে করে মালা।
কপালে মানিক জ্বলে করে নিশি আলা॥
সভায় পুরাণ পড়ে সদানন্দ দ্বিজ।
কেবল রাজার বাঞ্ছা কৃষ্ণপদরজ॥
সভাজন সভে কান্দে শুন্যা কংসবধ।
ময়না নাশিতে যুক্তি ভাবে মহামদ॥
ভাগিন্যা হাকণ্ডে গেছে কিসের ভাবনা।
এই কালে বিনাশ করিব তায় ময়না॥
মহল ডুবাব তার না রাখিব মাটি।
কালুকে ইনাম দিব কনকের ধটি॥
হোসেন হুসনে দিব চারি ভাগিনা বৌ।
মকরের চান্দে যেন থস্যা পড়ে মোউ॥

ঋণশেষ শত্রুশেষ রাখা নয় তা।
চিত্রসেন নাতির গলায় দিব পা॥
এই যুক্তি অনুমান অনুক্ষণ চিত্তে।
কপট করিয়া কান্দে রাজার সাক্ষাতে॥
জিজ্ঞাসে নৃপতি পাত্র কিসের কারণে।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস ভনে॥২৪৮॥

পাত্র বলে তখন প্রভুত্ব নিবেদন।
লাউসেন ভাগিন্যা আমার প্রাণধন॥
তোমার লবণ খায় তুমি অন্নদাতা।
এতদিনে বাম তাকে হইল বিধাতা॥
হাকণ্ডে উদয় দিতে গেল অনুকাল।
ময়নায় বিতথা হয়্যাচে মহীপাল॥
কনিষ্ঠা ভগিনী রঞ্জা কারাগারে বন্দী।
অতেব তোমার কাছে এই হেতু কান্দি॥
গণ্ডা আস্যা নগরে কর্যাচে উপদ্রব।
ভাঙ্গেচে ভুবন গঞ্জ ভয়ে লোক সব॥
খরতর খড়্গ শিরে ক্ষিতি করে ভেদ।
কৃষ্ণপূজা তপ জপ কর্যাচে নিষেধ॥
দিবসে বিপিনে থাকে দেখা নাই দেই।
সাধ্য করি সহজে সমুখ তার নেই॥
পলায় সমস্ত লোক প্রাণ নাহি বান্দে।
কোথা ছিল পাপ রাহু গরাসিল চান্দে॥
পলাইল ব্রাহ্মণ পইতা গেল পড়্যা।
বৈষ্ণবের কৌপীন বাতাসে গেল ছিড়্যা॥
তামলি পলায় তাঁতি করে হাকু পাকু।
হায় হায় উলুবনে হারাইল মাকু॥
যুবতী পলায়ে যায় হাতে কাঁখে পো।
কিবা হল্য কাল গণ্ডা কোথা ছিল গো॥

প্রাণ ভয়ে পলায় কুমার ফেল্যা হাঁড়ি।
চরখা খাউই ফেল্যা পলাইল রাঁড়ি॥
বুড়ি বলে হায় রে বুড়ার মাথা খাই।
ছুটে যেত্যে টুটে এল্য আপদ্ বালাই॥
এইরূপে অহর্নিশি উপদ্রব করে।
স্বর্গপুরী শূন্য হল সেন নাই ঘরে॥
হুকুম তোমার পাল্যে হয় বরাবর।
নব লক্ষ দল সাজে গণ্ডার উপর॥
রাজা বলে সঙ্গে যাব রাজ্যে রিপু বক্র।
নীলাচলে প্রভুর দেখিব লীলাচক্র॥
দরশন ভাগ্যফলে দ্বিতীয়ার রথে।
বলরাম সুভদ্রা সহিত জগন্নাথে॥
পাত্র বলে তুমি গেলে বুঝি নাই ভাল।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট মান্ধাতার হল॥
আমি গেলে গণ্ডার আনিব অসিমণি।
বসুনাথ বলে তবে সাজায় বাহিনী॥
দক্ষিণ কালিনীকুলে দিব গিয়া থানা।
বিনাশ না হয় যেন সেনের ময়না॥
লাউসেন আমার কেবল প্রাণধন।
কালু বীরে ময়না করিবে সমর্পণ॥
পাত্র বলে নিবেদন পৃথ্বীনাথ আগে।
ভাল মন্দ আমাকে ভাগিনার দায় লাগে॥
কিন্তু নিব কাষ্ঠ হাঁড়ি বন্ধন কারণ।
কদলীর পত্র নিব করিতে ভোজন॥
এত বল্যা ঐমনি আনন্দে যায় পুর।
নব লক্ষ দল সাজে বাজে রতন তুর॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা।
দ্বিজরূপে দয়া কর্য্যা দিলে যারে দেখা॥২৪১॥

মণিরাম রায় সাজে মান্ধাতার নাতি।
হাজার বন্দুকী সাজে বিংশতি পদাতি॥
নামজাদা সিফাই সর্দার কত সাজে।
জোড়া শিঙ্গা জয় ঢাক জয় ঘণ্টা বাজে॥
ভগীরথ রায় সাজে ভূপতির মামা।
উভুদলে সাজনি উটের পিঠে দামা॥
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার।
ফরিকাল ফলঙ্গে ফাঁহুনি সাত বার॥
কোচের ভূপতি সাজে নাম তার কালু।
আতর ছত্রিশে করে আচ্ছাদিত তনু॥
পর্বতীয় ঘোড়ার পুরটে বান্ধা ক্ষুর।
দড়বড় করিয়া চলিল দূর দূর॥
ঢালি পাকি সাজিল হাজার তিন সাড়ে।
ফণিমণি উপরে অবনী খান নড়ে॥
রাজ্যধর রায় সাজে রামসিংহের খুড়া।
চাপড়ে উড়াতে পারে পর্বতের চূড়া॥
শতাষ্ট সিফাই সঙ্গে শাঙ্গিধর কুড়ি।
উভুদলে অশ্বের উপরে দড়বড়ি॥
দলপতি রায় সাজে দলুইপুরে ঘর।
কমল সর্দার সঙ্গে কুশল পাতর॥
সুবাদার যাহার সঙ্গেতে শয় শয়।
জোড়াশিঙ্গা হাতীর উপরে জয়জয়॥
মন্ত্ররাজা সাজিল মাতঙ্গে দিয়া বার।
নয় অষ্ট কোল সাজে নগদি হাজার॥
বাঘার বাগতি সাজে বলে অহিঘট।
চোখ চোখ হেতার বান্ধিল চটপট॥
হাসন হুসন সাজে হাতীর উপর।
সাজ্যা গায় মজা পায় হাতে চাপ শর॥
বাইশ হাজার খোজা বিশাশয় মিঞা।
টাঙন উপরে তাজি টাটু যায় সুঞা॥

মোগল পাঠান সাজে খানসামা কাজি।
মুস্তকিম সেকজাদা মীর মন্দ গাজি॥
চাপে চাপ হইয়া চলিল কানে কান।
নগের উপরে ডঙ্কা নগিরা নিশান॥
রাজীব ঘোষাল সাজে রাজপুরোহিত।
সমরে শমন সম বিচারে পণ্ডিত॥
গঙ্গাধর ভাট সাজে আর ভিন্থা মেট্যা।
পয়মাল হেতারে পাষাণ পেলে কাট্যা॥
অন্ধকারে প্রথম যামিনী যায় ঘোর।
গাঁটকাটা গেঁঠার সাজিল জুয়াচোর॥
কালুমালি কামলি সাজিল কতজন।
ভেকধারী ভিক্ষা আশে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ॥
এই রীতে সেজে চলে ন লাখ নস্কর।
লাফ দিয়া পাত্র উঠে নগের উপর॥
পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে।
কলস্বরে প্লক্ষডালে কালপেঁচা ডাকে॥
খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে খায় মড়া।
কাল ডাকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া॥
না মানিয়া বিরোধ নিদান ভেব্যা যায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥২৪২॥

দড় বড় দম্পই অবনী কম্পই
দলবল দনুজ নির্ঘাতং।
মোহি মহী পর অবতহি লুটই
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাথং॥
মহীপর উপরে ঘন ঘন দাপই
ভাগই খরতর চাপং।
তরয়ার তৈছলে আনব ঝম্পই
হানই রিপুকুল দাপং॥

শস্ত্র শাঙ্গিধর তর্জই সঘনে
গর্জই কার অরি ঘোরং।
মস্তক অবধে অহিধর ভাবই
ভাবই সংসার পারং॥
চলে সেনা চপলে চাপিয়া দুকূলে
চৌদিক জুড়িয়া বাটং।
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার মার
কেহ বলে কাট কাটং॥
তুরঙ্গ সকলে পতঙ্গ নিকলে
করি ধায় উভু করি পুচ্ছং।
ঢালি পাকি বন্দুকি ধাইল ধানুকি
যদুকুলে জৈছনে স্বচ্ছং॥
চর চল বৃত্তে চিন্তিয়া চিত্তে
শ্রীধর্মচরণ দ্বন্দ্বং।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় সুন্দর ছন্দং॥২৪৩॥

এইরূপে সেজ্যা চলে রাজার নস্কর।
পার হল্যা রমতি পাত্রের যথা ঘর॥
ভৈরবী রাখিয়া পায় ভগবান্ পুর।
দত্তবাটি দক্ষিণে রহিল কতদূর॥
সুরিক্ষা নটিনী পাট সম্মুখ নিয়ড়।
জামতি রাখিয়া পায় জালন্ধার গড়॥
পার হয়্যা শিলাভঞ্জ পায় পার খণ্ড।
বর্ধমানে বিশ্রাম করিল বার দণ্ড॥
আন্ত গঙ্গা দামোদর নাএ পার হয়্যা।
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া॥
চলিল রাজার সেনা চন্দ্রে লাগে শোভা।
পীত নীল পতাকা প্রচয় মণি কিবা॥

অবসরে এক দণ্ড মোকাম যেখানে।
কত শত পুখুর শুথায় জল পানে॥
পিরিস মেলাগড় পার হয়্যা যায়।
আমিন্যার সরাই দিয়া অশ্বরাকা পায়॥
রাঙ্গামেট্যা মান্দারণ বাম দিকে রাখি।
দেবীচক উসতপুর পায় দেখাদেখি॥
পাত্র ভাবে তখন প্রবন্ধ পরিণাম।
কালিনীর কূলে সেনা করিল মোকাম॥
সন্ধ্যাকাল অতীতে সহরে দিব হানা।
বলে ছলে কৌশলে বাদ্য করে মানা॥
শিঙ্গাদার যদ্যপি শিঙ্গায় দেই ফুক।
পারা জ্বাল্যা পাবকে পোড়াব তার মুখ॥
নিশান বাজায় যদি না শুনে নিষেধ।
কালীর খর্পরে তার কেট্যা দিব ছেদ॥
কাড়া পড়া দগড়ে কাঁসার দিলে কাঠি।
মহিসার বুকে তার তুলে দিব মাটি॥
এইরূপ অনেক করিল আসতাড়া।
থাকুক অন্যের দায় নাহি সরে ঘোড়া॥
উত্তরে রাজার সেনা অবধা অবনী।
দুসারি দোকান দিয়া বসিল দোকানী॥
কেহ কিনে চালু ডালি কেহ কিনে হাঁড়ি।
গব্য কিনে ভব্য লোক গাঁঠে যার কড়ি॥
রন্ধন ভোজন কর্যা পঞ্চ রস খায়।
হরিষে উন্মত্ত কেহ হরিগুণ গায়॥
যতেক অকর্ণ বেদ এক ঠাঞি থানা।
হরিষে পাকায় রুটি হাসনের নানা॥
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।
সমরে হইতে যায় স্মরয়ে খোদায়॥
পাত্র বলে গঙ্গাধর প্রাণ সমতুল।
বিশেষ বিষয়ে ভাই বুদ্ধি হয় মূল॥

কালুর ভবন যায় করিয়া কপট।
শুধাইবে সুধাধরে কহিবে সঙ্কট॥
কর্ণসেন রঞ্জা মল্য রাজকারাগারে।
পাত্র শোকে পরান ধরিতে নাঞি পারে॥
হাকণ্ডে লাউসেন মল্য হয়্যা আত্মঘাতী।
চিন্তা নাই করে মরে চিত্রসেন নাতি॥
সফল কপাল হল্যে সকল সুসার।
তোমাকে দিবেন রাজা রাজত্ব ময়নার॥
ইহার অধিক কার্য অসত্য বচন।
ভেট ভরে লয়্যা যায় ভূরি আয়োজন॥
ভাট বলে যাত্যে নারি ভয়ে কম্পবান্।
কালুর নিকটে নাঞি কৃতান্তের মান॥
তাকে চেয়্যা লখ্যা আছে বাঘিনীর রাগ।
চাপড়ে নিবেক প্রাণ যদি পায় লাগ॥
মাপ কর মহাপাত্র প্রাণ বড় ধন।
বিধাতা বিমুখ হল্যে বিখেড়ে মরণ॥
পরিজন পুষিব পরের ধর্য্যা হাল।
কাজ নাই ইনাম বক্সির ইরসাল॥
গুণে বলে গুণিন হইলে গুণ গায়।
বস্থ পাল্যে বীর কালু বশ হয়্যা যায়॥
তবে ভাট তখন ত্বরিত করে সাজ।
করে আলো কপালে মানিক মণিরাজ॥
শিরে বান্ধে সুচেল সুবর্ণ ধায়্যা জরি।
নব বলাহকে যেন সঞ্চলে বিজুরি॥
দীপ্তি করে দুকর্ণে দু গজমুক্তা ফল।
কনক কমলে যেন ফুটিল কমল॥
শুচিকাবাই গায় পায় মকমলি।
যমধর কাটারি কোমরে গঙ্গাজলি॥
অবিসার আনন্দে দোলায় আরোহণ।
চলে ভাট চপলে চিন্তিয়া নারায়ণ॥

ভেট আয়োজন লয়ে আগু পাছু ভারি।
তবে পার কালিনী হইল চেপে তরী॥
সহরের শোভা দেখ্যা সুখী হৈলা ভাট।
কিবা সে মথুরাকান্তি কিবা সে বিরাট॥
হস্তিনা নগর কিবা কিবা হরিদ্বার।
ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্ম্ম অবতার॥
বাইশ রাজার গঞ্জ পার হয়্যা যায়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায়॥২৪৪॥

বাহির মহলে বস্যাচে বীর।
ধরণী উপরে ধনুক তীর॥
শিরে বনটোপ সুচেল গায়।
খাসা মকমলি পাদুকা পায়॥
ঘন গোঁফে তার ঘুরায় আঁখি।
পদ্মপত্রে যেন খঞ্জন পাখি॥
মুখে ঘোরতর গভীর ডাক।
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক॥
করে কলস্বরে কবিতা পাঠ।
রাজ্য গৌড়েশ্বর রাজার ভাট॥
আছেন সেখানে অনন্ত রূপা।
কালু বীরে কালী করুন কৃপা॥
বিরলে বলিব বিশেষ কথা।
শুন্যা সিংহ কালু নুয়ায় মাথা॥
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে।
নিশঙ্ক হইয়া নিকটে বস্যে॥
বসিতে আসন দিলেক বীর।
যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে ধীর॥
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত।
মানিক রচিল মধুর গীত॥

নাঞি কিছু জ্ঞান না জানি মর্ম্ম ।
দ্বিজরূপে দেখা দিলেন ধর্ম্ম ॥
হুকুম হইল রচিতে পুথি ।
বার দিনে সাঙ্গ এ বারমতি ॥
সভে বল হরি সামুয়্য কাম ।
বৈকুণ্ঠে হবেক বিযোগ ধাম ॥২৪৫॥

ভাট বলে ভাগ্য ফলে ভগবান্ সখা ।
কভু না খণ্ডন যায় কপালের লেখা ॥
কপাল বিরুদ্ধ হল্যে কৃষ্ণ দুখ দেন ।
নব খণ্ডে হাকণ্ডে মর্য়্যাচে লাউসেন ॥
কর্ণসেন রঞ্জা মল্য রাজকারাগারে ।
মহাপাত্র সেজ্যা আল্য ময়না উপরে ॥
নব লক্ষ দল সঙ্গে নিযোগ প্রকাশ ।
অকাল কুজ্ঝটি যেন ঢাকিল আকাশ ॥
বীর বলে তবে আর বৃথা বীরপনা ।
নিমিষে না কাটি তার নব লক্ষ সেনা ॥
আমার প্রতাপে অষ্ট কুলাচল কাঁপে ।
আজি জিতে ময়না প্রবেশে কার বাপে ॥
ভাট বলে ভব্য হলে ভবে নাই আন ।
আগে পাত্র তোমার কর্য়্যাচে সহমান ॥
সুরাপান করিতে ইনাম শত টাকা ।
ভেট ভার সুবসন ভূষণ পটুকা ॥
ময়নার রাজত্ব দিবেন মহীপাল ।
প্রায় বুঝি কালু তোর প্রসন্ন কপাল ॥
মনোবাঞ্ছা মহাপাত্র দিতে চান ঝি ।
পাত্রের জামাই হবে পরে আর কি ॥
ভুল্যা গেল কালু বীর ভাবে মনে মনে ।
বাড়িল আনন্দ বড় বিবাহের নামে ॥

আমি হেন অভাজন অবোধ আকৃতি।
অনন্ত পাত্রের সদা উচ্ছিষ্টের গতি ॥
পান দিয়া তখন ভাটের পায় ধরে।
এসব শুনিল লখ্যা থেকে অন্তঃপুরে ॥
ধর্মপথ লঙ্ঘিলে ধনের দেখ্যা মুখ।
পরিণামে রৌরব নরকে পাবে দুখ ॥
ধনপ্রাণ লাউসেন ধর্ম যার সখা।
পুণ্যফলে অভাগী পায়্যাচি তাঁকে দেখা ॥
কালু কয় আত্মবুদ্ধি কিন্তু শুভকরী।
বনিতার বুদ্ধি হত্যে বিপত্ত্যে না তরি ॥
কৈকেয়ীর বুদ্ধি রাজা করিয়া গ্রহণে।
রাম হেন গুণনিধি পাঠাইল বনে ॥
সকুন্তার বুদ্ধি শুন্যা শাস্ত হল্য করী।
দক্ষিণার বুদ্ধি হত্যে দারুময় হরি ॥
পরবুদ্ধি শুনিলে পাতাল যেত্যে হয়।
আজি তোর বুদ্ধি হল্য আপদ সঞ্চয় ॥
বঙ্গের ঈশ্বর রাজা তার সঙ্গে বাদ।
সেন কি আসিবে ফিরে হেন মনে সাধ ॥
এতেক বচন লখ্যা শুন্যা অবিসার।
বিনয় করিয়া বীরে বলে বার বার ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৬॥

করতার কর পার ভরসা কেবল।
অন্তকালে চরণকমলে দিয় স্থল ॥
জন্মিয়ে শয়ান ভূমে জন্ম যায় বৃথা।
অল্পকালে পুত্রশোক অবোধ বিধাতা ॥
দুকুল চাহিয়া বুলি দেখি অন্ধকার।
পুত্রশোক সমান যন্ত্রণা নাহি আর ॥

পড়িয়া বীরের পায়।
কান্দে লখ্যা উভুরায় ॥

পূর্ব্ব দুঃখ পড়ে মনে।
অন্ন না জুটিত মনে॥
রমতি নগরে ঘর।
পড়শি স্ববাসী পর॥
সদাই শূকর সঙ্গে।
ভ্রমিতে ক্ষুধিত অঙ্গে॥
আছিলে অনাথ নাথ।
কৌপীন কলার পাত॥
ছিল হুগলের কুড়্যা।
অনিলে যাইত উড়্যা॥
শয্যা না জুড়িত শুতে।
আমানি খাইতে গর্ত্তে॥
অভাগী সঙ্গের সাথী।
কষ্ট পেয়্যাচি যে কতি॥
আছিল কপালে লেখা।
সেনের সহিত দেখা॥
আনিল আপন দেশে।
করিলা খণ্ডন ক্লেশে॥
ইবে পূর্ণ অভিলাষ।
পরিধান পট্টবাস॥
ভবনে দুই তিন ঘোড়া।
শোভা অঙ্গে সুচেল জোড়া॥
সিনান সুগন্ধি জলে।
অন্ন খায় স্বর্ণ থালে॥
শয়ন রতন খাটে।
রাজত্ব রাজার পাটে॥
এ সুখ সম্পদ্ যত।
কি জানি লাগিল তিত॥
দ্বিজ শ্রীমানিক গায়।
সদা সখা বাঁকুড়ারায়॥২৪৭॥

ময়না তোমার হাতে কর্‍্যা সমর্পণ।
সেন গেল হাকণ্ডে সেবিতে সনাতন॥
যদি আজি জাতিকুল না রাখিবে তার।
পরকালে কেমনে হইবে তবে পার॥
মরি মরি যার ধনে মনে অভিলাষী।
দিবারাত্রি হুকুম জোগায় দাসদাসী॥
তাঁর শত্রুর সহিত করিতে চাহ ভাব।
গজমণি ত্যাজিয়া গোবর হয় লাভ॥
বীর বলে বিরূপ বিধাতা এত দিনে।
পলাইয়া থাকি চল পদুমার বনে॥
কুলা পেথ্যা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল।
আর না লইতে পারি এসব জঞ্জাল॥
এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে।
কাঞ্চন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে॥
ধিক্ ধিক্ তোমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্।
ভেকের নিকটে হল্য ভুজঙ্গের ভিক॥
শুধিব সেনের হুন সাধিব সাধনা।
মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না॥
বীর বলে বুদ্ধি নাই বিপদ্ সময়।
পার যদি প্রিয়া গো পরান তবে রয়॥
লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘরে।
চোদ্দ গাছ তালকে বিঁধ্যাচি এক শরে
থুলি লাফে পের‍্যাতাম খালুয়ের খানা।
আত্মরস তোমার বিশেষ আছে জানা॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা।
শরে বিন্ধে চুফার করিতে পারি শিলা॥
কালু কয় সকল সহিতে হয় কালে।
তবে হয় প্রত্যয় তরুণী তোর বলে॥
তের হাত পাথর ঈশান গড়ে পড়্যা।
পার যদি বিন্ধিতে প্রথম শর জুড়্যা॥

তবে করি ময়না তোমাকে সমর্পণ।
নয় তবে ধিক্ ধিক্ লখ্যার জীবন ॥
ডাকে বলে ডুমনি ডরাই নাঞি তাকে।
ধনুঃশর আনিতে ধাইল ঘরমুখে ॥
বীর বলে বটে ভাল ধনুক আমার।
আই আই লখ্যা বলে আছাড় আকার ॥
এমন ধনুক বীর ধরি নাই আমি।
তুলা ফুড়ে তিন বেলা তেলির রমণী ॥
তোমার ধনুক বীর তোমাকে সে আন।
চড়া দিতে এখনি হবেক চারি খান ॥
ঘরে তোলা আছিল ধনুক ঘোরতরা।
টঙ্কারে হুঙ্কারে ছাড়ে টলবল ধরা ॥
ঝুলি ঝাড়্যা বসনে ঝটিত মেজ্যা তুলে।
তৈরফ করিল তবে তিন বার হুলে ॥
কাল ধামি বাঁসখান কাঁসড়ের চড়া।
গাঁঠে গাঁঠে চুনি হীরা গজমোতি বেড়া ॥
স্বামী আগে সম্ভ্রমে সম্ভাষ করে সতী।
গুণ দিতে ধনুকে কইলা বসুমতী ॥
হেদে গো ডোমের বেটি হেটে ধর হুল।
সহিতে না পারি তেজ শরীর আকুল ॥
কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবকুল বাদী।
ধর্মময় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় আদি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য ভুবনে পূজিত।
যার তেজে যমরাজ জীবনে কম্পিত ॥
ধনুকের হুল তার ধর্যাচি মাথায়।
তোর তেজে ত্রিপুর তরণী বুড়্যা যায় ॥
ধরণী উপরে হুল লপর ধরিয়া।
গুণবতী গুণ দেই গৌরব করিয়া ॥
ঘন ঘোর বদন ঘুরায় ঘোর আঁখি।
প্রাণনাথ কোথা হে পাথর চল দেখি ॥

ভাট আগু বীর পাছু ভাবিয়া ঈশ্বর।
এক লাফে লখ্যা গেল যেখানে পাথর ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৮॥

পাথর দেখিয়া রামা পরিতাপ মন।
চিন্তা করে একচিত্তে চণ্ডীর চরণ ॥
বেদে বলে বিপদ্‌নাশিনী তুয়া নাম।
রামে হল্যে সদয় রাবণে হল্যে বাম ॥
ব্রহ্মার জননী তুমি বিশ্বের কারণ।
নন্দের নন্দিনী হল্যে নিদান সাধন ॥
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার।
অনন্ত তোমার মায়া মহিমা অপার ॥
সদয় হল্যেন কালী সারূপ্যদায়িনী।
বাণমুখে ঝলকে ঝলকে উঠে অগ্নি ॥
ইঙ্গিত করিয়া বীরে বলে ইন্দুমুখী।
প্রাণনাথ তবে হে পাথর তুল দেখি ॥
সোজা কর‍্যা ধরিলে সন্ধান করি বাণ।
পাছে হয় হেয়ত্ব পাত্রের বর্তমান ॥
এত শুন্যা অনুচিত অবলাবচন।
পাথর তুলিতে বীর প্রবেশে পবন ॥
কসাকসি দণ্ড চারি করিল বিস্তর।
রুধির নিকলে মুখে না নড়ে পাথর ॥
ক্রোধভরে কলেবরে কালঘাম পড়ে।
হায় হায় হেয়ত্ব হইল বল্যা ছাড়ে ॥
রাগে বলে রমণীকে রসি লো ডুমনি।
একবার ধ্যান করি অসুরনাশিনী ॥
সর্বকাল থাকে নাই সমুদ্রের জল।
প্রতি কালে হত হয় পুরুষের বল ॥
লখ্যা বলে না কর‍্য সেনের অমাননা।
রাজা হয়্যা রাজ্যে থাকি রাখিলে ময়না ॥

ভারথ পুরাণ কথা ভেব্যা দেখ মনে।
ধর্মহীন হইলে বিনাশ ধনে জনে॥
এতেক কহিয়া বীরে অভিযোগ বাণী।
পাথর তুলিতে লখ্যা চলিল আপুনি॥
বাম হাতে করিয়া ধরিল বলবতী।
অষ্ট কুলাচল কাঁপে আই কাল ক্ষিতি॥
বার তিন লুফিয়া বীরের পানে চায়।
দেখ্যা ভয়ে ভাটের পরান উড়্যা যায়॥
তবে সে পাথর খান তুল্যা রাখে গড়ে।
হান হান হাকুনি হুঙ্কার ঘন ছাড়ে॥
বীরদাপ সঘনে বজ্রের সম বলা।
চমকিত ত্রিভুবন চঞ্চল অচলা॥
ধনুকে জুড়িয়া শর ধ্যান করে কালী।
বিপদে উদ্ধার কর বিশালা বাসুলী॥
শর ছেড়্যা সিংহিনী সমান শূন্যে যায়।
দুফার হইল শিলা কালীর কৃপায়॥
অনিল মিশালে বাণ উঠে গিয়া স্বর্গে।
মনুষ্য গণিতে পারে পাষাণীর মার্গে॥
রামকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ দামোদর।
প্রবেশিল পাতাল প্রবেশ কর্য্যা শর॥
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া তার পরে।
নিষ্পথে ঠেকিল গিয়া লঙ্কার দুয়ারে॥
লখ্যা বলে ভাটের কাটিব নাক কান।
শুধিব সেনের মুন সাধিব সম্মান॥
ভয় পেয়্যা ঐমনি ভাটের পলায়ন।
গড় করি গোসাঞি গোবিন্দ নারায়ণ॥
তাড়াতাড়ি লখ্যা গিয়া ধরে তার জটে।
বীর বলে দূতে দণ্ড দিতে নাই ঘটে॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মোহিত।
যুধিষ্ঠির জয়দ্রথে যেমন বিহিত॥

স্বামীর বচনে লখ্যা সম্ভাবিল আন।
ভাগ্যফলে বেঁচ্যা গেল ভাটের পরান॥
পরিত্রাণ পায়্যা ভাট পলায় অমনি।
উভুরড়ে পার হল্য অজয়া কালিনী॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৯॥

পরান বিকলে যায় না চায় পশ্চাতে।
জামা জোড়া জলধর পড়্যা গেল পথে॥
দূরে হত্যে দেখ্যা পাত্র দুর্গতি ভাটের।
কেশ বেশ সব নাই কপালের ফের॥
ভাট বলে পরান বাঁচিল ভাগ্যফলে।
এত ছিল অপমান আমার কপালে॥
লখ্যার তেজের কথা কহনে না যায়।
সদা তাকে ভদ্রকালী আছেন সহায়॥
হট কর্যা বীরের সহিত হঠাৎকার।
জগদ্দল পাথর বিন্ধিয়া কৈল পার॥
কর্যাচে প্রতিজ্ঞা পণ কালু বীর সনে।
রাখিবেক ময়না আপুনি সেজ্যা রণে॥
পাত্র ভাবে তখন প্রভুত্ব রয় কিসে।
মন দিয়া শুন সভে ময়নার অংশে॥
বুঝিয়া কার্যের গতি বচন মিহির।
ময়না লখ্যার হাতে সঁপে মহাবীর॥
বার ডোম সহিত তখন বেদকালে।
সুরাপান করিতে শুঁড়ির ঘর চলে॥
গায় মাখে রাঙ্গামাটি গলে রুদ্রমাল।
ডানি কানে শোভা করে বকুলের ডাল
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর।
হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপে হেঁট বিষধর॥
সহরের ঈশান বাহিরে শুঁড়ি পাড়া।
কালুর পড়িল গিয়া নিশানের সাড়া॥

সুরা পান বিনা মুখে নাই সরে বাক্ ।
শুঁড়ি মাসি বলিয়া সঘনে ছাড়িয়া ডাক ॥
বাস করে একত্রে বাইশ ঘর শুঁড়ি ।
মদ বেচ্যা সভার অযুত গেঁঠে কড়ি ॥
বারি হয়্যা শুঁড়িনী বিনয় বাণী বলে ।
বেচা কেনা নাই বাছা বস্যা হে বাদলে ॥
হাকণ্ডে গেলেন রাজা হত্যে হল বাধা ।
সেই হত্যে বারণ করিতে সাদা বাঁধা ॥
ক্রোধ হল্য কালুর কহিতে কয় ডেড়ি ।
দেশে হতে দূর কর্য্যা দিব সব শুঁড়ি ॥
শুঁড়িনী তখন কয় সম্পদে বিপদ্ ।
ঘরে পোতা আছে বাছা ঘড়া সাত মদ ॥
তুষ্ট হয়্যা কালু কয় তবে দিবে তাই ।
মাসি বল্যা সদাই তোমার মুখ চাই ॥
আমার অনন্য ভাবে তুমি হয় ইষ্টি ।
বিক্রীত তোমার কাছে আছি মোর গোষ্ঠী ॥
প্রাণপণে উদ্ধারিব পড়িলে বিপদ্ ।
শুঁড়িনী দিলেক আন্যা সাত ঘড়া মদ ॥
সাত শির্য্যা লোহার শিকল তায় বেড়া ।
সাত জন মাথায় করিল সাত ঘড়া ॥
আনন্দে চলিল বীর অগাধ কেশরী ।
সতিমিরে ঘন ঘোর প্রথম শর্বরী ॥
মানিক রচিল গীত সখা মায়াধর ।
নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥২৫০॥

নিসাটি দীঘির কুলে নিশা ভোগরাতি ।
বার ডোম সহিত বীরের তায় গতি ॥
মধ্যখানে বসাইল মদের কলস ।
আগমোক্ত করিল অধিক অষ্টরস ॥

আখণ্ড কলার পাতে অষ্ট উপহার।
শল্লকীর মাংস তায় সংযোগ সাম্বার॥
একে একে নিগ্রহ করিল ছয় ইন্দ্র।
তবে করে কপালে তিলক অর্ধচন্দ্র॥
করিল পূজার ক্রম ক্রিয়াযোগশালী।
জোড়হাত হয়্যা বলে জয় ভদ্রকালী॥
কৈলাস ত্যাজিলা চণ্ডী দেখিতে কৌতুক।
যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে জয় ব্রহ্মমুখ॥
অম্বরে অম্বিকা রথে আনন্দে অঘোর।
ইন্দ্র বলে কালুর ভাগ্যের নাহি ওর॥
ভ্রম হল্য বীরের ভক্ষণে আগুসার।
তুল্যা দেই বদনে তখন তিন বার॥
না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা।
অমুখে বিরূপ হল্যা বিক্রোধে কালিকা॥
মোর পূজা না করিলে মত্ত মধুপানে।
কাটা যাবে সবংশে সহিত কালি রণে॥
সেবিলে আমার পদ সকল সুসার।
ইন্দ্রের উপরে বাছা হত্য অধিকার॥
অন্য দিন সেবিতে একান্ত ভেব্যা মনে।
কেন আজি পাসুরিলে কিসের কারণে॥
ভক্তভাবে অধীনা ভক্তির বশ হই।
কয়্যা এত কৈলাসে গেলেন কৃপাময়ই॥
মধুপানে মত্ত হইল কালু মহাবীর।
চল্যা যেত্যে ঢলে পড়ে চৌদিক অস্থির॥
কেহ ধর‍্যা কোল দেই কে রে বল্যা ডাকে।
মধু মাংস লয়্যা কেউ তুল্যা দেই মুখে॥
উন্মাদ হইল বড় আনন্দ বিসার।
শুঁড়ির সদনে যায়্যা সুধা চায় আর॥
না চিনে আপন পর নাঞি জ্ঞান দেয়।
জায়া বলে শুঁড়িনীকে কোল দিতে যায়॥

শূন্য ঘরে এথা কেনে সাথায়ের মা।
আমার মাথায় তুমি তুলে দেয় পা॥
বহুতর বচন বলিতে বলে কি।
চারিদিকে পালায় শুঁড়ির বৌ ঝি॥
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হইল নগরে।
লঘুতত্ত্ব দেই গিয়া লখ্যার গোচরে॥
রাজ্যের কোটাল হয়্যা রাজধর্ম নাশে।
দেখি বড় অমঙ্গল রাজা নাই দেশে॥
তোমার পতির সতী মতিহীন হল্য।
এই পাপে রাবণ আমার ঐরী মল্য॥
এতেক শুনিয়্যা লখ্যা উভুরড়ে ধায়।
হাতে ধর্য়্যা নাথের নিলয়ে লয়্যা যায়॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান॥২৫১॥

যেদিন হইতে সেন গেছেন হাকণ্ডে॥
পূজে লখ্যা কালিকা প্রত্যহ পারখণ্ডে॥
আয়োজন করিল অমূল্য উপহার।
সুধাতুল্য নৈবিদ্য শর্করা শত ভার॥
চন্দ্রমুখী চয়ন করিয়া চাঁপা ফুল।
কমল কারণে গেল কালিনীর কূল॥
ওপারে রাজার সেনা করে উচ্চ রোল।
চারি পানে চায় লখ্যা চিত্তের বিভোল॥
ডাক দিয়্যা ডুমনি ডাগর ডাক ছাড়ে।
অন্তরীক্ষে লাফ দিয়্যা উঠে গিয়া গড়ে।
হেদে বেটা মহামদ গৌড়ের নাবড়।
মরিতে আইলি কেনে ময়নার গড়॥
তোর নবলক্ষ দলে তৃণ জ্ঞান করি।
হেল্যা যাব এথনি হেত্যার যদি ধরি॥

ভাট গঙ্গাধর শুন্যা ভয়ে কম্পবান্।
সবিনয়ে পাত্রে বলে হবে সাবধান॥
কালুর রমণী আল্য কর‍্যা বীরদাপ।
চণ্ডর‍্যা ভণ্ডর‍্যা সেনা সভে চুপচাপ॥
আপুনি উঠিল পাত্রে এই বোল শুনি।
সুবর্ণের চুড়ি লয়্যা সুপট্টের ভুনি॥
লখ্যার নিকটে গিয়্যা বলে নিরাহিত।
এন্যাচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত॥
কালুকে করিব রাজা তুমি হবে রানী।
এক দণ্ড ছেড়্যা দেয় ময়না অবনী॥
লখ্যা বলে তোর মুখে তুল্যা মারি লাথি।
ধন মোর অতুল জিনিএগ ধনপতি॥
সোনারূপা সুচেল সদনে আছে ঢের।
সেনের প্রভাবে মোর অভাব কিসের॥
আমি রাজা আমি প্রজা রাজ্যের ঈশ্বর।
মরিতে আইলি কেন ময়না নগর॥
এতদিনে বিরূপ বিধাতা তোর পক্ষে।
কালীর করিব পূজা কেট্যা নবলক্ষে॥
লাউসেনে ধরাইব গৌড়ের ছাতা।
দণ্ডেক বিলম্ব কর দেখিবি যোগ্যতা॥
ভয় হল্য মাহুদ্যার ভাবে মনে মন।
পূর্বমুখে পরান বিকলে পলায়ন॥
এক লাফে লখ্যা গেল আপন আলয়।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম সদয়॥২৫২॥

বিপত্ত্য পড়িল ঘোর ঘরে নাই রাজা।
রণ জয় কর‍্যা তবে রঙ্কিণীর পূজা॥
বীরকে বলিব তত্ত্ব বাড়িব সম্মান।
শুধিলে সেনের ধার সকল কল্যাণ॥

এতেক করিল যুক্তি ইতরে অধিকা।
সমরে সাজন করে সঙরি কালিকা॥
রণটোপ মাথায় রতনমণি সাজে।
মুকুতার মোহন গাঁথনি মাঝে মাঝে॥
পয়োধরে কাঁচলি প্রচিত্র পরিচ্ছদ।
বিষ্ণুরথ লেখা তায় বকাসুরবধ॥
ঢালে অঙ্গ ঢাকিল টকর পরিমাণ।
ফালি করে বান্ধিল ফাঁতুনি তিন খান॥
অস্ত্রমণি উপরে উত্থান দিয়া কাঁপে।
কাট কাট নিঃস্বনে কটাক্ষে রিপু কাঁপে॥
কসিয়া কোমর বান্ধে কত ছন্দ পাগে।
পেটি সনে পটুকা পামরি তার আগে॥
কবচ কাবাই পরে কটঙ্ক বিহর।
সুবর্ণ শিখরে যেন শোভে শশধর॥
ঢল ঢল শব্দ করে ঢালের মুগুর।
রুনুঝু ঝুনুঝু বাজে দুপায় নূপুর॥
উড়া পাক সঘনে অনিলগতি যায়।
এক লাফে গড়ের উত্তর দিক্ পায়॥
কালিনী হইল পার ক্রোধে সমধিকা।
অসুরসমরে যেন উন্মত্ত কালিকা॥
মার মার করিয়া মাতিল মুক্তকেশী।
উর্য্যা ঢাল আততায়ী তরে লক্ষ্যে অসি।
রুষিল রাজার সেনা রণে আগুয়ান।
হরি বোলে হাকুনি হুঙ্কার হান হান॥
যুঝে লখ্যা ডুমনি জীবনে নাঞি ভয়।
হাতী ঘোড়া পদাতিক হানে শয় শয়॥
অন্তরীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে।
সিকাপ সমরে সেনা সপ সপ কাটে॥
গোল হল্য গোলার শবদে গুড় গুড়।
হাত নাড়ে ডুমনি হাতীর পড়ে শুঁড়॥

সম্মুখ সমরে যুঝে সীতারাম দাঁ।
গৌড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ॥
তার পাছে তুরগীর সোয়ার তিন শয়।
ঝন ঝন বাণের শবদে ঝড় বয়॥
উত্তরে হাসন বীর যুঝে অনিবার।
সঙ্গে যার সেখজাদা সৈয়দ হাজার॥
পশ্চিমে পাঠান যুঝে পবন যেমন।
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তীর ঝড় বরিষণ॥
আঠার কাহন ঢালি এক ঠাঞি যুঝে।
তুরঙ্গ ভূরঙ্গ ভোর তিরানই বাজে॥
এক লখ্যা সমরে হইল আটখান।
আরক্ত লোচনযুগ অরুণবয়ান॥
দশ বিশ জনের মুচুড়্যা ভাঙ্গে ঘাড়।
কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড়॥
উত্তরে অঘোর বাজে অসি দড়মসা।
হইল বিকল কেহ হারাইল দিশা॥
বাঁশবনে বস্যা কেহ বলে রাম রাম।
অর্জুনতলায় কেহ খুঁজ্যা বুলে আম॥
এক ঠাঁই কাড়া বাজে আর ঠাঁই ডম্ফ।
লখ্যার প্রতাপে মহী অহি হল্য কম্প॥
দুমদাম চোটায় দুহাতে ধর্য্যা খাঁড়া।
পদাতি বারণ পড়ে পরিমাণ ঘোড়া॥
বড় বড় রাউতের বুকে মারে তীর।
কত শত সিফায়ের শূন্যে হানে শির॥
রণস্থলে রুধিরে তরঙ্গনদী বয়।
ভঙ্গ দিল রাজার লস্করে হল্য ভয়॥
চারি মুখে পালায় চৌদিক অন্ধকার।
ডাক দিয়া লখ্যা বলে ডাড়া এক বার॥
সিফাই পালায় ফেল্যা সরণিয়ে ঘোড়া।
কার গেল যমধর কার গেল জোড়া॥

আছিল ধীবর পাঁকে লুকাইল জলে।
বেনাবনে বস্যা কেহ রাম রাম বলে॥
মহিম করিয়া জয় মনে হরষিতা।
নিকেতনে লখ্যা গেল শঙ্করীমানিতা॥
শিমুল্যার বিলে সেনা জড় হল্য সবে।
ময়না করিতে জয় মহামদ ভাবে॥
মানিক রচিল গীত শ্রবণে মধুর।
এক মনে শুনিলে আপদ্ যায় দূর॥২৫৩॥

অশেষ বিশেষ পাত্রে ডিঁদা চোরে কয়।
মন দেয় তুমি রে ময়না করি জয়॥
অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব এই সত্য বাণী।
আর দিব ইনাম ভাগিন্যার ছোট রানী॥
ডিঁদা বলে আমি শুনি চোরের বিদায়।
জয় দুর্গা আমাকে আছেন বরদায়॥
নিদাটী লাগাব আমি নগর সহিত।
বেড়িবে চৌবেড়ে ময়না বিশিষ্ট বাঞ্ছিত॥
এতেক শুনিঞা পাত্র আনন্দে বিসার।
আগ না করিয়া কড়ি দেয় অষ্ট ভার॥
ডিঁদা মেষ্ট চলিল অম্বিকা পূজিবারে।
উপনীত হৈল গিয়া হেমন্ত বাজারে॥
কামধন ছাগল কিনিল যথাবিধি।
উপচার অতুল্য নৈবেদ্য আসনাদি॥
একে নিশা ভোর রাত্রি অষ্টমীর ক্ষেণে।
স্নান কর্যা বসিল চণ্ডিকা আরাধনে॥
বলিদান দিয়া কৈল বিশেষ অর্চনা।
জপ করি সিদ্ধবিদ্যা যোগিনী সাধনা॥
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী কর দয়া।
পার কর এ সঙ্কটে দিয়া পদছায়া॥

রাবণের সহিত রামের হল্য রণ।
অকালে তোমার পূজা অতেব কারণ॥
হরিহরে হইল সমরে হানাহানি।
রণে দিগম্বরী রাখিলে আপনি॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
না জানি ভজন ভক্তি নাঞি জ্ঞান ধ্যান॥
করিল এতেক স্তুতি অবনত কায়।
বিশালাক্ষী বিশিষ্ট হলেন বরদায়॥
মোহন মুকুট মাথে গলে মুণ্ডমালা।
বাঁ হাতে খর্পর কাতি বদন বিশালা॥
বর মাগ বলিয়া বলেন ডিঁদা চোরে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বাছা দিব আজি তোরে॥
নয় দিব হরিভক্তি নাঞি কিছু আন।
ত্রিভুবনে ভক্ত নাঞি তোমার সমান॥
ডিঁদা বলে জননী গো এই নিবেদন।
পরান পয়ানে যেন পাই দরশন॥
অপরঞ্চ এই বর মাগি এই পায়।
নিদাটী লাগয়ে যেন নগর ময়নায়॥
এত শুন্যা ঈশ্বরী হল্যেন অধোমুখ।
ধর্মপুত্র লাউসেনে কেমনে দিব দুখ॥
অন্য বর মাগহ বাছা যে আছয়ে মনে।
ডিঁদা বলে পরান ত্যাজিব ইহা বিনে॥
অবোধ মানুষ্যা পাত্র ভাবে অকারণ।
বর দিলা বাশুলী বুঝিয়া তার মন॥
প্রায় হল্য ময়না নগরে পরমাদ।
কৈলাসে গেলেন কালী করিয়া বিষাদ॥ অত্র ভনিতা॥২৫৪॥

ডিঁদা চোর সাজিল আনন্দে নাঞি আন
পট্টবাস ত্যাজিয়া কৌপীন পরিধান॥

পিছল করিল অঙ্গ মেখে পূর্ণ তৈলে।
সিঁদকাঠি লইল সজীব কর্যা শৈলে॥
ইন্দুর গর্ত্তের মাটি আনে এক মুটা।
জয় বলে কুম্ভকর্ণ যোগিনী সম্পুটা॥
অন্ধকার অবশেষ নিশি অতি ঘোর।
চারিদিগে সহর ভ্রমণ করে চোর॥
সিদ্ধবিদ্যা স্মরণে সজীব হল্য মাটি।
সাতবার পরশ করিল সিঁদকাঠি॥
হর সিদ্ধি গুরুর চরণ হরিভাগ।
লাগ লাগ নিদাটী নগর জুড়্যা লাগ॥
দেবীর দোহাই তোকে দিষ্টে দিবি তুলা।
এত বল্যা তিন বার উড়াইল ধূলা॥
নিদাটী লাগিল লোক নিদ্রায় বিভোল।
হারাইল অনুজ্ঞান অলসে অবোল॥
বচ্ছরের পরে কার ঘরে আল্য পতি।
জাগিল মদন কোলে আনন্দে যুবতী॥
কোথা ছিল কালনিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
পান হাতে পদ্মিনী পড়িল অচেতন॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চোর দেখে ঘটি বাটি।
সোনার প্রদীপ জ্বলে শোভা করে দুটি॥
তামুলি তামুক বেচে তরপ বাজারে।
অলসে বিকল হয়্যা পড়িল অঘোরে॥
কাটনা কাটিয়া রাঁড়ি করে নিত্য ভাত।
চরখার উপরে পড়িল চিতমাত॥
তাঁতি ভেয়্যা তাঁত বুন্যা তুল্যা ফেলে মাকু।
তাঁত গাড়ে তাঁতি পড়্যা করে হাকু পাকু॥
পত্তনের পোদ্দার পরখ করে কড়ি।
অচেতন নিদ্রায় অমনি গড়াগড়ি॥
কুতূহলে রন্ধন করিতেছিল কেহ।
উনুনের উপরে অলস হল্য দেহ॥

ভোজনে বসিয়া কেহ ভাবে জনার্দন।
হাতে ভাতে পাতের উপরে অচেতন॥
বিনোত্থা বুড়ার কাছে বস্যা ছিল বুড়ি।
ধরাধরি অমনি ধূলায় গড়াগড়ি॥
অরাতি অবধি পক্ষ অচেতন জনে।
জলজন্তু যত সব নিদ্রা যায় জলে॥
কালীপূজা করে লখ্যা কায়মন বাক্যে।
নিশি দিবা জাগরণ নিদ্রা নাঞি চক্ষে॥
চমকিত হইল চোরের পায়্যা সাড়া।
ধরধর করিয়া ধরিল ঢাল খাঁড়া॥
পালাইল ডিঁদা চোর লইয়া পরান।
তাড়া দিতে তরাসে হইল আধখান॥
কালিনী হইল পার কামিক্ষা ভরসা।
মানিক রচিল গীত মুক্তি পদ আশা॥২৫৫॥

না পায়্যা লোকের শব্দ লখ্যা ভাবে মনে
বুঝি পারা বিধাতা বিরূপ এত দিনে॥
একা আমি কি করিব আখেরে অবলা।
বীরকে জাগাতে হল্য যা করে বিশালা॥
জিউ দিয়্যা সেনের রাখুক জাতি কূল।
পুরাণে দুর্লভ শুনি পরিণাম মূল॥
এই যুক্তি অনুমান অনুক্ষণ চিত্তে।
দড়বড় দ্রুত গেল দুয়ার জাগাতে॥
পূর্ব দুয়ারে গিয়া দেই পুষ্পজল।
তাম্রের তসলা তায় লোহার শিকল॥
জাগ জাগ রঙ্কিণী বাশুলী জয়চণ্ডী।
উত্তর দুয়ারে গেল দিয়া রেখ্যা গণ্ডী॥
লোহার কপাট তায় তাম্রের তসলা।
জাগ জাগ জয়দুর্গা জয় মা মঙ্গলা॥

পশ্চিম দুয়ারে দেই পাষাণের বিনি।
জাগ জাগ দশভুজা দুয়ারবাসিনী॥
দক্ষিণ দুয়ারে দেই দুসতি কপাট।
জাগ জাগ অষ্টভুজা অনন্ত বিরাট্॥
জাগাইয়া চারি দ্বার জীবনে কাতর।
সন্তাপ করিয়া গেল সতিনীর ঘর॥
উঠ গো সতিনী ঝাট আর কিবা দেখ।
প্রাণপণে ময়না এবার যুঝ্যা রাখ॥
রাজা গেল হাকণ্ডে রাজ্যের দিয়া ভার।
ধর্ম রক্ষা করিলে শুধিতে হয় ধার॥
অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই।
কিসের চেটাস কর কার ধন খাই॥
সতিনী শেলের কাঁটা সভে বলে তিতা।
সতা হত্যে রাবণ রামের হরে সীতা॥
সতিনীর সন্তাড়নে সন্ধ্যা গেল বন।
সোনা দিলে সোজা নয় সতিনীর মন॥
চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত।
জ্বলন্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘৃত॥
স্বামীর সুয়াগী তুমি সোনা দুলে কানে।
আমি পরি ছেড়া কাঁথা এই দুস্থ মনে॥
ভাগ্যহীনা হয়্যাচি ভাতার বাসে ভিন্ন।
একদিন না দিলেক পেটভরে অন্ন॥
মরে যদি মনের এখনি পুরে আশ।
বিধবা হইয়া যাই মা বাপের বাস॥
সতিনীর বচন বাজিল শেল বক্ষে।
অশ্রুধারা লখ্যার অমিয়া বয় চক্ষে॥
বীরকে জাগাতে গেল বিকল পরান।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান॥২৫৬॥

পালঙ্ক উপরে বীর শয়নে প্রসুখী।
অচেতন নিদ্রায় অঘোর দুটি আঁখি॥
নাসিকায় নিঃশ্বাস নিশ্বিস নাঞি রাখে।
মহাপ্রলয়ের কালে মেঘ যেন ডাকে॥
লখ্যা বলে নিদ্রাভঙ্গে নাঞি অপরাধ।
না হইলে নগর নিগড় পরমাদ॥
উঠ হে পরানধন অভাগিনী ডাকে।
সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে॥
এইকালে ধর্মরক্ষা করিবা উচিত।
নয় তবে পরকালে পার নাঞি নাথ।
কুঙ্কুম চন্দন দেই কলেবরময়।
দৃঢ়তায় কালুবীরের দ্বিগুণ নিদ্রা হয়॥
শয়ন করিল পুন উলটিয়া পাশ।
বিপাক দেখিয়া লখ্যা বলে সর্বনাশ॥
শ্রীধর্ম ইহার সাক্ষী চন্দ্রাদিবাকর।
বসায় চাপড় গোটা বুকের উপর॥
আহা উহু করিয়া উঠিল মহাবীর।
চাহিতে চৌখার দেখে চমকে শরীর॥
লাফ দিয়া লখ্যার অমনি ধরে ঝুটি।
অকারণে আইলি কেন অধমের বেটি॥
নাক কান কেট্যা নাকে বুলাইব ঝামা।
লখ্যা বলে অপরাধ নাথ কর ক্ষমা॥
বিশেষ বারতা শুন বিপত্ত্য সাগর।
ময়না বেড়েচে এস্যা মাহুদ্যা পাতর॥
জাতিকুল সেনের জীবন দিয়া রাখ।
অচিরাৎ ধর্মপথে এই কালে দেখ॥
এ কারণে গেছিনু জীবনে নাঞি আশ।
হেন্যাচি হেত্যার ধার হাজার পঞ্চাশ॥
এতেক শুনিয়া বীর আনন্দ হৃদয়।
প্রিয়া বলে প্রশংসা করিল অতিশয়॥

আখেরে মণ্ডপ জাতি অনীত ব্যভার।
লখ্যার পায়ের ধূলা নেই তিনবার॥
প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মরাই।
সুখেদুঃখে সম্পদে সদাই মুখ চাই॥
আজি রাত্রে স্বপন দেখ্যাচি অমঙ্গল।
না যাইব সমরে না সরে বুদ্ধি বল॥
পিতার প্রভুত্ব গুণ পুত্রে কিছু পাও।
সাখা আজি সমরে সাজান কর‍্যা জাও॥
কয়্যা এত কালুবীর করিল শয়ন।
লখ্যা বলে অতঃপর নিশ্চয় মরণ॥
এত দিনে হায় নাথ হইলে অবোধ।
না করিলে সেনের লবণ পরিশোধ॥
মায়ে পোয়ে যাব মোরা সমরে সাজিয়া।
জাতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়া॥
এত বল্যা অন্দর মহলে উপনীত।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মসংগীত॥২৫৭॥

ঐমনি কাতরা লখ্যা করে হায় হায়।
উঠ রে সাখাই বল্যা কান্দে উভরায়॥
শয়নে সজাগ ছিল সরুজা ডুমনি।
গা তুল পরাননাথ ডাকেন গৃহিণী॥
ব্যস্ত হয়্যা সাখাই বাহির হয়্যা কয়।
কেন কান্দ জননী গো কিসের বিষয়॥
কার সঙ্গে বিবাদ কি হেতু পরিতাপ।
লখ্যা বলে মনঃপীড়া দেই তোর বাপ॥
সেন গেলা হাকণ্ডে সেবিতে সনাতন।
হাতে হাতে ময়না করিয়া সমর্পণ॥
বল কর‍্যা মাহুদ্যা বেড়্যাচে এস্যা গড়।
ক্ষেণ কর‍্যা নিদ্রা যায় ঘাটের উপর॥

নিমকের চাকর না রাখে ধর্ম্মবল।
এই পাপে আমার হবেক অমঙ্গল॥
মিটায় মায়ের তুমি মনের যাতনা।
সমর করিয়া রাখ সেনের ময়না॥
সাখা বলে জননী গো শুন সত্যসার।
প্রাণ দিয়া সেনের শুধিব আমি ধার॥
সুরথ সুধন্বা দুই রাজার নন্দন।
সুধন্বা সাজিল রণে সাক্ষাৎ পবন॥
দশ দণ্ড বিক্রমে দেবতা কম্পবান্।
প্রতাপে পৃথিবী নড়ে পর্বত পাষাণ॥
সমরে সম্ভ্রম নাঞি সহজে বিভোল।
কৃষ্ণ তাকে আপুনি আবেশে দিলা কোল॥
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে যায় সুখে।
মুক্তিপদ মাধব আপুনি দেন তাকে॥
যায় যাগু জীবন জগতে রগু যশ।
যত কিছু দেখ শুন সব দিন দশ॥
বলে লখ্যা বাছার বালাই লয়্যা মরি।
শুধিলে সেনের ধার পরকাল তরি॥
মায়ের পায়ের ধূলা বন্দিয়া মাথায়।
সাখা বীর সাজিতে সত্বরগতি যায়॥ অত্র ভনিতা॥২৫৮॥

সাজ সাজ শবদে সঘনে বাজে দামা।
পায় মোজা শিরে টোপ গায় পরে জামা
কুন্তল ঝলকে কর্ণে কনকরচিত।
অনুপম সাজিল যেমন ইন্দ্রজিত॥
গলায় পদক দুলে গোবিন্দপাদুকা।
রত্নাহার দুসতিরচিত যেন রাকা॥
চন্দ্রমণি তবক চপলাসম প্রভা।
বাজুবন্দ বলয়া বিনোদ করে শোভা॥

কত ছন্দ বসনে কসিয়া বান্ধে কটি।
পরিশোভা পরিমল পুরটের পেটি॥
কলধৌত কটঙ্ক বিটঙ্ক তার মাঝে।
ঘুনু ঘুনু শবদে ঘুঁগুর ঘন বাজে॥
অসি ঢাল ধনুক ই সমুটা তীর।
সিংহনাদ সঘনে সাজিল সাখা বীর॥
বার ডোম সাজিল বীর দাপে।
ধরাধর সম দম্ভে ধরাধর কাঁপে॥
রামের ধনুক শর সবাকার হাতে।
আবির্ভাব কর‍্যা চলে অন্তরীক্ষ পথে॥
হান হান শবদে হইল উচ্চরোল।
জয় শব্দে জয় ঢাক বাজে জয় ঢোল॥
শিঙ্গাদার সঘনে শিঙ্গায় দেই ফুক।
বজ্রপাণি যেমন বরিষে হুতভুক॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল জয়পত্রি ডাকে।
কান্দে কত শৃগাল কুকুর ঊর্ধ্বমুখে॥
পথে দেখ্যা বিরোধ বিকল হল্য বীর।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কালীর মন্দির॥
নতি করে নতকায় লোটায়্যা অবনী।
দ্বিজ শ্রীমাঁনিক ভনে শ্রীধর্মকাহিনী॥২৫৭॥

নমো নারায়ণিঃ নগেন্দ্রনন্দিনী
নৃমুণ্ডমালিনী চণ্ডী।
অঘোর অপারে অনাথ কিঙ্করে
তার ভবভয় খণ্ডি॥
তুমি দিবারাতি ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী
স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
তুমি সর্বজয়া জয় মহামায়া
জগত্রয়বিনাশিনী॥

রাম রামেশ্বর দোঁহে নিরন্তর
তব বেদমন্ত্রে দীক্ষা।
আমি দীনহীন তাহে অভাজন
নিজগুণে কর রক্ষা॥
তোমার মহিমা অপার অসীমা
আগমে নিগমে শুনি।
বলে হরিবংশে বেদ বিধি অংশে,
বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী॥
অসিদ্ধ সাধিনী অনন্তরূপিণী
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে।
বিধি বিষ্ণু শিব তোমার বৈভব
তুমি গতি চতুর্বর্গে॥
এত রূপে স্তুতি স্তুতি অবগতি
অবনী লোটায়ে কায়।
শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্মরণ
দ্বিজ শ্রীমানিক গায়॥২৬০॥

সম্মুখে ছিলেন কালী হল্যান বিমুখ।
দেখিলেন সাখার কপালে আছে দুখ॥
না যেয় সমরে আজি শুন বলি দড়।
ফিরে ঘর যায় বাছা গোল দেখি বড়॥
লঙ্ঘিলে আমার বাক্য রণে যাবে কাটা।
কাল এসে ধরিলে কপালে হয় খোঁটা॥
সাখা বলে প্রাণ দিব সেনের কারণে।
অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে॥
আজি কিম্বা কালি মরি এক লক্ষ বয়।
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়॥
শুনিয়া সেনের কথা সবিস্ময় মনে।
তিরোধান ত্রিপুরা হল্যেন ততক্ষণে॥

সমর করিতে সাখা চলিল সত্বর।
বার ডোম পাছু আন বলে ধর ধর ॥
ঘোর দম্ভে ধরা কম্পে ঘন লম্ফ ছাড়ে।
চলাচল সচঞ্চল কুলাচল লড়ে ॥
ঘোর নেত্র কাঁপে গাত্র কোপে ঘোরতর
গজপতি সমগতি গর্জে অতি ঘোর ॥
খরধার তরআর অনিবার লোফে।
ঘন লম্ফ ঘন ঝম্ফ ঘন তার গোঁফে ॥
গজ ঐরি তদ বৈরি সমতুল গাজে।
বীণা আদ্য নানা বাদ্য কত পদ্য বাজে ॥
দ্বিজরাজ সম সাজ দিগ্ দিগ্ দম্ভে।
সুরনাথ সচকিত সুরাসুর কম্পে ॥
রণভুক্ অভিমুখ রহি রহি ঠাট।
ধর ধর সহযোধ বলে কাট কাট ॥
প্রতিদিন পরাধীন প্রভুপদ আশে।
শ্রীমানিক সুরসিক রসোদয় ভাষে ॥২৬১॥

সমরে পশিল সাখা সুঙরিয়া কালী।
উড়া পাক সঘনে আগুনে সব ঢালি ॥
মাতঙ্গ ফাঁদিল সাখা পতঙ্গ যেমন।
ভয়ে কম্পবান্ মাহুত্যা ভাবে নারায়ণ ॥
প্রবন্ধ করিয়া বলে পরিচয় দেহ।
কার বেটা কিবা নাম কোথা ঘর কহ ॥
সাখা বলে শুন বলি স্বআখ্যান সাখা।
কালুসিংহ জনক কালিকা যার সখা ॥
পূর্বঘর জামতি প্রসন্ন হবে ধাতা।
ময়নায় ঘর সদ্য লখ্যা মোর মাতা ॥
যার তেজে আপনি অবনী টলবল।
গণ্ডূষে শুষিতে পারে গণ্ডকীর জল ॥

সেনের চাকর হই পাল্যে সদাতন।
দুর্যোধন কৈল যেন দ্রোণের পালন॥
বিভীষণে পালন করিল যেন রাম।
শুধিব সেনের ধার সন্থ দিয়া প্রাণ॥
হু হু কর্য্যা মহামদ হাসে এত শুন্যা।
ভাগিনার ভাই কালু হইল ভাগিনা॥
তার বেটা তুমি তবে হলে মোর নাতি।
কহিব বিশেষ কথা কি ছার জুগতি॥
কর্ণসেন রঞ্জার পড়িল রাজমুণ্ডে।
লাউসেন হাকণ্ডে মর্য্যাচে নবখণ্ডে॥
রাজা কর্য্যা কালুকে রাখিব রাজ্য দিয়া।
তুমি নাতি থাকিবে রাজার বেটা হয়্যা॥
এতেক শুনিয়া সাখা আক্রোশে আগুন।
তোকে এতদিনে বিধি হন নিদারুণ॥
গালাগালি দুই জনে গণ্ডগোল বাজে।
সাখা যায় মাহুত্তাকে মারিবার সাজে॥
রামসিংহ হাসন হুসন আদি বীর।
সাখার উপরে সভে এড়ে গুলি তীর॥
উচ্চরোলে বাত্ত বাজে অবধা অবনী।
ঝন ঝন শব্দ কর্য্যে ঝলকে বাহিনী॥
সংগ্রামে প্রবল সাখা সম মহিষাসুর।
হাতীঘোড়া পদাতিক হানে দূর দূর॥
সিফাই সর্দার হানে সকোপে অস্থির।
কুরুক্ষেত্র সমরে যেমন কর্ণ বীর॥
ভয়ঙ্কর ভীম যেন ভারতের মূল।
কারে ধরে কারে বিন্ধে কারে মারে শূল॥
বড় বড় বারণের বেগে হানে শুণ্ড।
ঘোর শব্দে ঘেরিয়া ঘোড়ার কাটে মুণ্ড॥
যুঝে রাজ্যধর রায় যমের সমান।
তার পাছু মারি ফিরে মল্লির পাঠান॥

বার ডোম সহিত বাজিল ঘোর রণ।
বাণবৃষ্টি উল্কাপাত ঝড় বরিষণ॥
সমরে সুধীর সাখা সম গজ রিপু।
নবলক্ষ দলের চূর্ণিত করে বপু॥
রণতুরী কল্যাণ কাঁসর বাজে রণে।
মার মার করিয়া মাতঙ্গে শেল হানে॥
অদিগ্ধ এগার ডোম মৈল রণস্থলে।
প্রাণ পাল্য হরিহর পরমাউ বলে॥
না পার্‌য্যা রাজার সেনা রণে দিল ভঙ্গ।
সুপর্ণের ভয়ে যেন পালায় ভুজঙ্গ॥
সমর করিয়া জয় হরিহর সঙ্গে।
সদলে চলিল সাখা সুখোচিত রঙ্গে॥
ওষধির আয়ড়ে আছিল চূড়াধর।
ধর ধর করিয়া ধনুকে জুড়ে তীর॥
আজি রণে তোমায় আমায় ঘোর রণ।
এতেক শুনিয়া সাখা ক্রোধে হুতাশন॥
পবনে করিয়া ভর উঠিল প্রান্তরে।
এমন সময়ে চূড়া কুলিশ প্রহারে॥
বজ্রের সমান ধার বাজিল নির্ঘাত।
বিকল হইল সাখা বারি হল আঁত॥
তথাপি বীরের বেটা বল নাই তুটে।
অস্ত্র ফিক্যে ঐমনি চূড়ার মাথা কাটে॥
মহীতলে মূর্ছিত পড়িল অচেতন।
ছটপট করে সাখা আছাড়ে চরণ॥
বসন ভিজিল দুটি নয়নের জলে।
ধায়াধাই হরিহর ধর্‌য্যা কৈল কোলে॥
সাখা বলে স্বসাপতি শুন হরিহর।
যে হল্য আমার আশ ত্যাজ অতঃপর॥
এমন সময়ে ভাই এই বাক্য ধর।
কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম হরিনাম কর॥

শুনাইবে মরণ সময়ে রামনাম।
অন্তকালে পাই যেন দূর্বাদলশ্যাম॥
মনে কর্‌্যা এই কথা কয়্যা মোর মায়।
এ জন্মের মত সাখা হইল বিদায়॥
মাথার টোপর দিয়া নিশান নিশানা।
কহিবে যতন কর্‌্যা রাখিতে ময়না॥
জঠরে ধরিয়া বহু পায়্যাচেন দুখ।
না পান্থ শুধিতে ধার বিধাতা বৈমুখ॥
বাপকে জানাবে যায়্যা আমার বিষয়।
বল শুধিতে সেনের ধার এই ত সময়॥
প্রিয়াকে নিশান দিয় পুরট উরনা।
নিষেধ করিবে যেন না করে ভাবনা॥
সুরাকে কহিবে সর্ব সমাধিয়া।
এতেক বলিয়া সাখা পড়িল ঢলিয়া॥
গতপ্রাণ বুঝিয়া বিকল বহুতর।
কাতরে সাখার মুণ্ড কাটে হরিহর॥
দাণ্ডায়্যা ঈশান গড়ে লখ্যা ভাবে দুখ।
কতক্ষণ বাছার দেখিব চাঁদমুখ॥
হেনকালে হরিহর হল্য উপনীত।
দ্বিগুণ আনন্দ লখ্যা জিজ্ঞাসয়ে তত্ত্ব॥
হরি বলে জননী গো শুনিলে হুতাশ।
সমরে সাখাই মল্য হল্য সর্বনাশ॥
লখ্যা বলে নয় বাছা না কর কৌতুক।
মরুক তোমার বাপ মনে পাই সুখ॥
হরি বলে বিধাতা জ্বেলেছে অগ্নিকুণ্ড।
এই দেখ সাখার এনেছি এই মুণ্ড॥
তরুণী তখন চিন্যা তনয়ের মাথা।
পড়িল কাছাড় খেয়্যা পায়্যা শোক ব্যথা॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম।
শ্রবণে সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম॥২৬২॥

কাটামুণ্ড কোলে কর‍্যা লখ্যার ক্রন্দন।
কোথা গেল্যা বাপধন মায়ের জীবন॥
কি কাল হইল রাত্রি কি ছিল কপালে।
বিনা দোষে অভাগিনী মায় ছেড়্যা গেলে॥
ভাবিতে তোমার গুণ বিদরে পরান।
আর না দেখিতে পাব সে চান্দ বয়ান॥
বিধি বড় নিদারুণ সাধিলেক বাদ।
ফির‍্যা দেখা না হল্য ফুরাইল সাধ॥
ষোড়শবর্ষীয়া বধূ হল্য অনাথিনী।
কেমনে ধরিব হিয়া এ কালযামিনী॥
রহিল দারুণ শেল অন্তরে পশিয়া।
মরি মরি আর কে ডাকিবে মা বলিয়া॥
তোমা বিনু অভাগিনীর নাঞি অন্য গতি।
দিবসে আন্ধার হল্য এ ঘরবসতি॥
হরি কয় জননী মূল ইতিহাস।
উৎখাত জৈমিনি যাতে কর্তা বেদব্যাস॥
আপুনি মাতুল কৃষ্ণ অখিল ঈশ্বর।
পিতা যার ধনঞ্জয় বলে পুরন্দর॥
তবে কেন অভিমন্যু সমরে পড়িল।
সুভদ্রা কেঁমনে শোকে পরান ধরিল॥
জন্মিলে মরণ আছে কে করে খণ্ডন।
কোথা গেল শত ভাই সহ দুর্যোধন॥
কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা।
কোথা গেল ভীষ্ম দ্রোণ কোথা কুরু রাজা॥
কোথা গেল শুম্ভ দৈত্য নিশুম্ভ দুর্জন।
মান্ধাতা মরিল কেন ভুবনমোহন॥
জামাতার বচনে যুবতী বোধ পায়।
বীরে দিতে সংবাদ সত্বরগতি যায়॥
রাখে মুণ্ড সাথার রঙ্কিণী পদতলে।
প্রাণ পাবে পুত্র মোর প্রভু ঘরে আল্যে॥

ডাকে বীরে উচ্চৈঃস্বরে ডাহুকি যেমন।
সমরে সাথাই মল্য শুন হে কারণ॥
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে।
মনে উঠে সাত পাঁচ মরি বিষ খেয়ে॥
এই কথা বীরের হইল কর্ণগত।
মহীতলে অচেতন পড়িল মূর্ছিত॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলে দেখা॥২৬৩॥

লখ্যা বলে নাথ কিছু নাই আর মনে।
বিফল সকল হল্য বাছার বিহনে॥
এখন সেনের ধার ধারি অভাগিনী।
তবে শুধি সমরে সাজন কর তুমি॥
স্বধর্মে থাকিলে জয় জানি সবিশেষে।
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে প্রভু এলে দেশে।
পুত্রশোকে মহাবীর পরান বিকল।
সমরে সাজন করে শক্রসম বল॥
অতি তীক্ষ্ণ হেত্যার নিলেক অসি ঢাল।
টোপর পরিল শিরে কনক মিশাল॥
হান হান করিয়া হুঙ্কার ঘন ছাড়ে।
সপ্তসিন্ধু সহিত সপ্তম পৃথ্বী নড়ে॥
গোটা চারি লাফে গেল গড়ের উত্তর।
অভিমুখ রণে হল্য রাজার লস্কর॥
ফলঙ্গ সারিয়া কালু ফিরে যেন চাক।
সিংহনাদ সঘনে সঘনে ছাড়ে ডাক॥
চৌদিগে রাজার সেনা আগুলে সরণি।
কালু বীর করে রণ কোপে বজ্রপাণি॥
হাসন হুসন যুঝে হাতীর উপর।
লহমায় মারি করে বদন হীরার॥

আগুন বরিষে রণে অস্ত্র করে পাতি।
বেগে গিয়া কালু বীর কাটে তার হাতী ॥
হাসন হুসন ভঙ্গ দিলেক সমরে।
পন্নগ পালায় যেন গরুড়ের ডরে ॥
ঢাক ঢোল উচ্চরোল রণে বাজে দামা।
আগু হয়্যা মারি করে ভূপতির মামা ॥
একা কালু সমরে হইল আটখান।
ধর ধর করিয়া ধনুকে জুড়ে বাণ ॥
মার মার নিঃস্বনে মহেন্দ্র যায় দূর।
পদাতিক বারণে বিন্ধিয়া কৈল চূর ॥
কালু হৈল কেশরী কুঞ্জর নৃপসেনা।
রুধিরে হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥
তরঙ্গে ভাসিয়া যায় তুরঙ্গের মাথা।
অতি শোভা করে যেন উৎপল রাতা ॥
পদাতি পলায় সব পরান বিকল।
রণে ভঙ্গ দিলে রাউত মহাবল ॥
লক্ষ হাতী পক্ষ পড়ে অলক্ষ মাতঙ্গ।
রাজ্যধর রায় আদি রণে দিল ভঙ্গ ॥
সমর করিয়া যায় কালু সিংহ ঘর।
পবন গমনে পায় পত্তনের গড় ॥
একে পুত্রশোক তায় আহবের শ্রম।
সাত পাঁচ ভাবিতে সদাই মনে ভ্রম ॥
বিটপীর তলায় বসিল বীরাসনে।
মহামদ তখন উপায় ভাবে মনে ॥
কৃষ্ণে হত্যে কংসের হইল অপমান।
এত বল্যা লস্কর ভিতরে রাখে প্রাণ ॥
যে জন দিবেক আন্যা কালুসিংহের মাথা।
দিব তাকে ইনাম ময়নার টীকাছাতা ॥
কাম্বা বলে মহাপাত্র করিব সুসার।
বুদ্ধিযোগ থাকিলে বিপত্ত্যে হয় পার ॥

হীনবুদ্ধি হইতে পাতাল গেছে বালি।
কর্ম্ম হতে ধর্ম্ম নাস্তি ধর্ম্ম হল্য কলি ॥
আন্ধা মন্ধা নাপিতে মুড়ায়্যা মোর মাথা।
লস্কর বাহির কর দিয়া লাথা লোথা ॥
কালি চূন ভালে দিবে কিঞ্চিতের ভাগ।
কাটিব কালুর মাথা কর‍্যা অনুরাগ ॥
এত শুন্যা মহামদ আনন্দে উতল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥২৬৪॥

কাম্বার বচনে পাত্র বুঝ্যা পরিশেষ।
নরসুন্দে আনিয়া মুড়ায় তার কেশ ॥
ভালে দিয়া চূনকালি ভেজায় নরুণ।
কাম্বা বলে হায় মোরে কৃষ্ণ নিদারুণ ॥
কলধৌত বসন ত্যাজিয়া পরে কালি।
গলায় ওড়ের মালা গোচর্ম্মে গাঁথুনি ॥
কপটে চাপায় কালা হাতীর উপর।
এতক্ষণে কাম্বা বলে প্রসন্ন ঈশ্বর ॥
ঘাড়ে ধর‍্যা ঘটক মাথায় ঢালে ঘোল।
লস্কর বাহির করে বাজাইয়া ঢোল ॥
শক্তিশেলে পড়িলেন সুমিত্রানন্দন।
কি হল্য কি হল্য বল্যা রামের ক্রন্দন ॥
হনুমান্ গেলেন ঔষধ আনিবারে।
কালনিমা এখানে তখন যুক্তি করে ॥
রাবণের গোচরে কহিল সাবধানে।
হয় আমি হেলায় বধিব হনুমানে ॥
কালু বীরে বধিতে কাম্বার সেই গতি।
চাতুরি করিয়া কান্দে চঞ্চল ভারতী ॥
কানা হাতী হইতে নাম্বিল জোড়কর।
বীরাসনে বসিল বীরের বরাবর ॥

বিশেষ বিষয়ে মুখে বিপরীত ভাষা।
কালু কয় কামদেব কেন হেন দশা॥
কাম্বা বলে কালু আর কি বলিব তোরে।
অহেতু আমারে পাত্র অপমান করে॥
শরণ লইনু তোর স্বকার্য সন্ধান।
করিব চরণসেবা কহিল নিদান॥
না যাইব ফির্য়া ঘরে না দেখাব মুখ।
অকারণে অপমান উঠে বড় দুখ॥
শ্রীরামের শরণ লইল বিভীষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে শুন্যাচ বাল্মীকিরামায়ণ॥
সমুদ্র বন্ধন কর্য়া সীতার উদ্ধার।
সুধাসিন্ধু ভারত পুরাণ শুন আর॥
অজ্ঞাতবাসের কালে আপন্ন বাধাই।
বিরাটের শরণ লইল পাঁচ ভাই॥
কালু কয় পরিতাপ কিসের কারণ।
থাক ভাই কামদেব স্থির কর মন॥
ধনপ্রাণ সকল সঁপিব তোর হাতে।
যশ ধর্ম্ম বহুদিন রহিবে জগতে॥
কাম্বা কয় কলিকাল সত্য কর তবে।
যে চাহিব যখন তখন তাই দিবে॥
বিধিবশে বীরের হইল বুদ্ধি হীন।
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে বার তিন॥ অত্র ভনিতা॥২৬৫॥

কাম্বা বলে কালু কিছু কহিব পুরাণ।
আছিল উদ্ধব রাজা অতি পুণ্যবান্॥
সত্য কর্য়া সয়ম্ভর মুনির সাক্ষাতে।
আপনি কেটেছে মাথা আপনার হাতে॥
সংসার সকল মিথ্যা সত্য বড় ধন।
মৈল শত্রুজিৎ রাজা সত্যের কারণ॥

সত্য যদি করিলে সম্প্রতি দেহ মাথা।
অকালে মরণ ভালে লিখেছিল ধাতা ॥
এত শুন্যা মহাবীর ঐমনি কাতর।
বলে যা করিলে ভগবান্ ভকতবৎসল ॥
উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কৃষ্ণ বলে ডাকে।
পরিব্রত আসনে বসিল পূর্বমুখে ॥
এমন সময়ে লখ্যা সামন্ত ঝকড়।
কালিনী গঙ্গার ঘাটে নিতে আইল জল ॥
কাম্বা সে কালুর মাথা কাটিবারে যায়।
দূর হত্যে লখ্যা তাহা দেখিবারে পায় ॥
চপলে চলিল রামা চঞ্চল চরণ।
বাতাসে পড়িল এস্যা বাঘিনী যেমন ॥
বীর বলে প্রিয়া এলে বিধি হল্য সখা।
মৃত্যুকালে তোমার সহিত হল্য দেখা ॥
এত শুন্যা লখ্যা বলে অনুচিত কথা।
আজ্ঞা কর এখনি কাম্বার কাটি মাথা ॥
বীর বলে বিধুমুখী শুন বলি তত্ত্ব।
পরকালে প্রিয়ে আগে পার কর সত্য ॥
দ্রোণপর্বে ভারত দুর্জয় রণ হল্য।
সত্য কর্যা শান্তনু শরাসনে মৈল ॥
এত শুন্যা লখ্যা বলে অত্যাকুল বাণী।
এত দিনে অভাগিনী হল্যাম অনাথিনী ॥
কালু কয় কামদেব কাট মোর মুণ্ড।
এড়াইব পুত্রশোক সম অগ্নিকুণ্ড ॥
এতেক শুনিয়া কাম্বা অন্তরীক্ষে উঠে।
কাল খড়্গ করিয়া কালুর মাথা কাটে ॥
হাতীর উপরে চেপ্যা অরিসে গমন।
তাড়িয়া ধরিল লখ্যা সাপিনী যেমন ॥
প্রলয় প্রহার করে পিঠে যেন পুড়া।
অমনি আছাড়ে ভূমে অস্থি করে গুড়া ॥

কাম্বা যদি মরিল কপালে ছিল ডেড়ি।
তবে লখ্যা বারণে ধরিল তাড়াতাড়ি ॥
নির্দয় হইয়া মারে নির্ঘাত আছাড়।
পরান ত্যাজিল হস্তী পর্বত আকার ॥
দূর হত্যে মহামদ দেখিবারে পায়।
কাম্বা মল অতঃপর কি করি উপায় ॥
তবে লখ্যা ডুমনি চলিল অতি ত্বরা।
অনিবার বুক বেয়্যা পড়ে অশ্রুধারা ॥
পতির লাগিয়া চিত্তে ভাবে পরিতাপ।
মদনের তরে যেন রতির বিলাপ ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার মায়া।
দয়া কর্য্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২৬৬॥

কাটা মুণ্ড কর্য্যা কোলে ভাসে লখ্যা অশ্রুজলে
কোথা গেলে প্রভু গুণনিধি।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদারিয়া যায় বুক
এত দুঃখ দিল দুষ্ট বিধি ॥
আনন্দে নিশাস্ত বাট বসাতে না পালাম হাট
বুঝি মনে বিফল সংসার।
এতদিনে এই হল্য দাণ্ডাইতে নাঞি স্থল
ঘুচিল বসতি ময়নার ॥
উজ্জ্বল কজ্জলপুর সকলি হইল দূর
শঙ্খ সোনা সুরঙ্গ বসন।
এই সত্য বুঝি মনে সতী স্ত্রীর পতি বিনে
গতি নাঞি কেবল মরণ ॥
এত বল্যা চলে কেন্দে কাটা মুণ্ড গলে বেন্ধে
উপনীতা সেনের মহলে।
কলিঙ্গা কানড়া আগো উঠ দিদি ঝট জাগ
বিপত্ত্য পড়িল রাত্রিকালে ॥

কলিঙ্গা শুনিতে পায়্যা তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন ধায়্যা
কেন কান্দ কিসের কারণে।
লখ্যা বলে ঠাকুরানী বিধি কৈল অনাথিনী
বিপাক হইল এতদিনে॥
লয়্যা নবলক্ষ দল এস্যা মহামদ খল
ময়না বেড়িয়া বল করে।
সাখাই সমরবীর বার ডোম মহাবীর
সভে তারা পড়্যাচে সমরে॥
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞি সখা
এবে হল্য অনর্থভাজন।
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতি পুত্র প্রাণপণে
পরিশোধ কর‍্যাচে লবণ॥
রাখ যদি কুললাজ ত্বরায়ে সমর সাজ
নিবেদিনু সভার গোচর।
এত বল্যা অতি তূর্ণ শোকে হয়্যা পরিপূর্ণ
লখ্যা গেল আপনার ঘর॥
শ্রীধর্মচরণদ্বন্দ্ব ঈষৎ ফুল্লারবিন্দ
তাহা চিত্ত অলি তুল্য রয়।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
রচিল রসিক রসোদয়॥২৬৭॥

কলিঙ্গা কহিচে কি করি বল।
সমরে সাজিয়া সভাই চল॥
উচিত কহিতে না কর রাগ।
কে কাখে ছাড়িবে সিরল ভাগ॥
সভাই সেনের রমণী বট।
যুঝিয়া ময়না রাখ না ঝাট॥
সুয়াগা কহিছে শুন গো দিদি।
পূর্বাপর আছে প্রধানে বিধি॥

শয়নে ভোজনে যে জন আগে।
ময়নার ভার তাহাকে লাগে॥
তুমি গো সেনের তরুণী অর্জ্যা।
সন্ধ্যা না হত্যে করিতে সজ্জা॥
দিবা নিশি কত দেখ্যাচি লাট।
গণিকা সমান গঠন ঠাট॥
পতি সনে নিতি প্রেমের দান।
মোহিত করিয়া লইতে মান॥
বিমলা বলিচে বিরূপ বাণী।
সবে বট ভাল সকল জানি॥
মরমে ভেদিল মদনজাল।
সতিনী পাপিনী স্বপনকাল॥
সদা সতিনীর সবক্র গতি।
বিনা দোষে জ্বলে বিষের বাতি॥
সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।
উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা॥
কানড়া তখন কহিছে ভাল।
কোন্দল করিতে উচিত কাল॥
জাতি কুল শীল সকলি যায়।
সমুর্চিত বটে সবার দায়॥
শুন শুন দিদি সঙ্গত বলি।
যায় যায় স্মরিয়া কালী॥
কানড়ার বোলে কলিঙ্গা দুখী।
সন্তাপে হইল সজল আঁখি॥
চিত্রসেনে তুল্যা করিয়া বুকে।
কত চুম্ব খায় কমলমুখে॥
মরি বাছা বিধি দিলেক দুখ।
ফির্যা যদি হেরিব মুখ॥
নহে নিদারুণ বচন রাখ।
এ জন্মের মতন মা বলে ডাক॥

শ্রীধর্ম্মচরণে মজায়্যা চিত।
মানিক রচিল মধুর গীত ॥২৬৮॥

চিত্তের উদ্বেগে রামা চিত্রসেন লয়্যা।
কানড়ার হাতে হাতে দিলেন সঁপিয়া ॥
মোহন মানিক ধন মায়ের পরান।
পালন করিবে বলি পুত্রের সমান ॥
সতিনীর বেটা বল্যা না বাসিবে ভিন্ন।
চিত্তে স্নেহ করিবে অধিক চির দিন ॥
প্রাণপতি আইলে নতি জানাবে আমার।
ফির্যা যদি আসি ধার শুধিব তোমার ॥
এত বল্যা দুনয়নে বহে অশ্রুধারা।
সমরে সাজন করে সহজে কাতরা ॥
অমূল্য টোপর শিরে অষ্টদিক্ শোভা।
বিধুকে বেড়িয়া যেন বিদ্যুতের আভা ॥
সিন্দূর শোভিল ভালে সুরঙ্গ আকার।
হরিমুখী হেত্যার লইল হীরাধার ॥
সাজ কর্য়া বাজীর বারণ জোগাইল।
পদ্মমুখী কলিঙ্গা প্রধানে পিট নিল ॥
একে সে অবলা তায় অষ্টমাস গর্ভ।
উঠিতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথর্ব ॥
কেবল সাহস মনে কালীর চরণ।
সমরে প্রবেশে গিয়া সিংহিনী যেমন ॥
ঐমনি আরম্ভে যুদ্ধ উর্য়া ঢাল খাঁড়া।
হানে হয় পদাতিক হস্তী জোড়া জোড়া ॥
সিফাই সর্দার ঘের্য়া ধর্য়া করে বধ।
প্রবন্ধ তখন ভাবে পাত্র মহামদ ॥
গৌণ হয়ে গঙ্গাধর ভাটে ডেকে ভাষে।
রণে এল লাউসেন রমণীর বেশে ॥

পাগল পাপিষ্ঠ হেদে পামর পাষণ্ড।
লুকায়্যা আছিল ঘরে না গিয়া হাকণ্ড॥
পশ্চিম উদয় দিব করে নিরূপণ।
বাপ মায়ে বন্দী দেই বিনষ্ট এমন॥
জগতে সমান গুরু নাই যার পর।
হেন জন কষ্ট পায় হায় কি পামর॥
নিতম্বিনী নিন্দা শুনে নাথের তখন।
মরমে নির্ঘাত শেল বাজিল তখন॥
সাত দিন সেন আজি গেছেন হাকণ্ডে।
নয় নবলক্ষ দল লয় এক দণ্ডে॥
সেনের রমণী আমি অব্যয় সমান।
কর্পূরধলের বেটি কলিঙ্গা আখ্যান॥
পাত্র বলে রাম রাম পূর্ণ হল কলি।
কুলীনের কামিনী হয়্যা কুলে দেয় কালী॥
ভাগিনীবৌ বাছা কি ভারত ছাড়া মেয়্যা।
তিলেক সম্ভ্রম নাই শ্বশুর বলিয়া॥
হেঁট মাথা শুনে কথা হেন ছার বেটি।
গরি হল কেবল যেন গোলাহাটের নটী॥
এত শুন্যা কলিঙ্গা লজ্জায় অধোমুখী।
অনুরাগে সজল হইল দুটি আঁখি॥
ঘরমুখে ঘোড়ার ফিরায় বাগডোর।
বলে এতেক কপালে ছিল অপযশ মোর॥
হাসনে দিলেক টের্যা মাহুদ্যা পাতর।
যবন আগুলে পথ যমের দুসর॥
যুবতীজীবনে ভয় পাছে যায় জাতি।
তরুণী তিয়াগে তনু গলে দিয়া কাতি॥
কলিঙ্গা পড়িল যদি কপালের দোষে।
অস্থির পাথর তবে অশ্রুজলে ভাসে॥
সম্বরিয়া ক্রন্দন সংগ্রামে করি বল।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল॥২৬৯॥

অস্থির পাথর ঘোড়া অবিসার রণে।
জলন্ত আগুন হয়্যা যুঝে ঘোর রণে॥
ঘুরুন্যা বাতাস যেন ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা যায়।
বিনাশে বারণ বাজী সম্মুখে যে পায়॥
উঠে পড়ে অন্তরীক্ষে অনিলপ্রকাশ।
চরণ চাপটে সেনা চৌদিগে বিনাশ॥
বিক্রমে বিশাল বল বিরোধ না মানে।
চূর্ণ করে রথ রথী চিবায়ে দশনে॥
রাউত সিফাই রণে রাগে হল তারা।
শর এড়ে সঘনে সমান বৃষ্টিধারা॥
আগুন হইল ঘোড়া অরুসে আরব।
রণে ভঙ্গ দিলেক রাজার সৈন্য সব॥
উধাও করিল ঘোড়া অনিল মিশালে।
তবে তূর্ণ উপনীত হইল তবলে॥
কলিঙ্গার মরণে স্মরণে সকাতর।
সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর॥
কানড়া শুনিতে পায় ঘোড়ার কাবাই।
দিদি আল্য বলিয়া আনন্দে ধায়াধাই॥
কলিঙ্গা পড়্যাচে রণে ফির‍্যা এল ঘোড়া।
ঐমনি কাছাড় খায়্যা পড়িল কানড়া॥
কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায়।
ধুমসী প্রবোধ কর‍্যা ধর‍্যা লয়্যা যায়॥
সতিনীর শোকে রামা বিকল শরীরে।
সম্বরিয়া ক্রন্দন সমরে সাজ করে॥
মণিময় টোপর কিরণ করে মৌলি।
সোনার কাবাই পরে সুচিত্র কাঁচুলি॥
বৃন্দাবন লেখা তায় বিহারের স্থল।
চমৎকার চক্রভেদে শ্রীরাসমণ্ডল॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দিকে সাজে।
রসময়ী আপুনি রাধিকা তার মাঝে॥

কোকিল পঞ্চম গায় কুহু কুহু রব।
ময়ূর ময়ূরী নাচে মত্ত হয়্যা সব ॥
কপালে সিন্দূর ফোঁটা করে ঝলমল।
কুরঙ্গ নয়নে সাজে কাশ্চিৎ কাজল ॥
হেতার লইল যার হীরাধারে জ্বলে।
ঢাকিল সকল অঙ্গ অনুপম ঢালে ॥
পাছু আসি সাজিল ধুমসী পরাধিকা।
আক্রোশ আকার যেন আগুনের শিখা ॥
বিরাজ করেন যথা বিশ্বের ঈশ্বরী।
কাতরা তথায় গেল কানড়া কুমারী ॥
অনুরাগে আপ্লাবিত অঙ্গ অশ্রুজলে।
সম্মুখে সম্পুট করে সবিনয় বলে ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ধরমের রূপে ধর্ম্ম যারে দিলে দেখা ॥২৭০॥

করুণা রাগেণ গীয়তে

অবনী লোটায়্যা কায় কানড়া কালীর পায়
করপুটে করে নানা স্তুতি।
নিজগুণে কর দয়া দেহ দুটি পদছায়া
দূর কর দাসীর দুর্গতি ॥
পুরাণে মহিমা শুনি পরব্রহ্মা সনাতনী
পরমকারণী পরাৎপরা।
কলুষনাশিনী ত্রয়ী কালরাত্রি কৃপাময়ী
কলি ঘোর ভবভয়হরা ॥
অবলা অবোধমতি না জানি ভজন ভক্তি
এমনে ভরসা কেবল।
সতিনী সমরে মল্য পতি পরায়ণে গেল
ধনে প্রাণে মজিল সকল ॥
দুস্খের নাহিক ওর শ্বশুর শাশুড়ী মোর
দৈবদোষে গৌড়দেশে বন্দী।

অপার আনন্দ হাটে বিধাতা লেগ্যাছে হটে
এই তাপে অভাগিনী কান্দি ॥
কৃষ্ণ অবতারে শুনি নন্দের নন্দিনী তুমি
কংস ধ্বংস হৈল তোমা হৈতে।
অপার তোমার মায়া সর্বজীবে সম দয়া
কিবা সৎ অথবা অসতে ॥
শুনিয়া এতেক স্তুতি কানড়াকে ভগবতী
সদয় হইয়া কন কথা।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিল ধর্মগুণ গাথা ॥২৭১॥

অভয়া বলেন বাছা আমি যার পক্ষা।
শুভ দিয়া সঙ্কটে সদাই করি রক্ষা ॥
বাণ বড় ভক্ত ছিল বিশ্বের নিঃসহ।
কৃষ্ণের সহিত তার বাড়িল কলহ ॥
অনিরুদ্ধ অপমান উষার কারণ।
রুষিলা রুক্মিণীনাথ রেবতীরমণ ॥
জয়াকাঙ্ক্ষী যদুবংশ যাদব রুষিল।
অমর অসুর রণে অনর্থ পড়িল ॥
ঘোর যুদ্ধ হইল ঘেরিল কালমান।
ভুজচ্ছেদ বাণের করিল ভগবান্ ॥
দক্ষিণা আপুনি রণে দিগম্বরী হয়্যা।
প্রাণরক্ষা কর্যাচি পায়ের ছায়া দিয়া ॥
আমি আছি সারথি সমরে চল বাছা।
মনের মাফিক পাবে মনস্তাপ মিছা ॥
এত শুন্যা কানড়া আনন্দে আট বাহু।
রবি হল্য লোচন বচন হল্য রাহু ॥
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া।
কালিনী পাথরে চেপ্যা চলিল কানড়া ॥

একে নব যুবতী অম্বুজ তায় আঁখি।
সম্বরারি বলে মরি শোভা কিবা দেখি॥
ধুমসী ধর ধর করে ধরনে না যায়।
উঠে পড়ে পতঙ্গ যেমন উড়ে বায়॥
প্রকোপে পবনগতি প্রবেশিলা রণে।
মাতিল যোগিনী সব মকরন্দ পানে॥
তাণ্ডব জন্মিল হল্য তমস্বিনী পেয়ে।
প্রেত ভূত পিচাশ প্রমথ বুলে ধেয়ে॥
সমরে সঘনে বাজে শঙ্খ ঘণ্টা সানি।
মস মস করে কর মড়ার মাতুনি॥
পেতীগণ প্রধনে প্রশস্ত করে মুখ।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক॥
দানাগুলা দীপ্ত হয়ে দিগে দিগে বুলে।
গর্জন করিয়া হয় গজে ধরে গিলে॥
যোগিনী সকল রণে যুঝে অনিবার।
পয় দল সহিত পড়িল মহামার॥
কৌতুক দেখিতে চণ্ডী কুতূহল মনে।
উরিলেন সিংহরথে আপুনি গগনে॥
মুণ্ডমালা গলায় মোহন করে কাতি।
কৃপা কর‍্যা কন কথা কানড়ার প্রতি॥
চিন্তা নাই বাছা আমি আছি পক্ষাবল।
রিপুকুলে নষ্ট কর‍্যা রাখিব সকল॥
এত শুন্যা কানড়ার আধ হাত বুক।
ধনুক ধরিতে হল্য ধন্দ জয় মুখ॥
এ কারণে ধুমসী আগুলে চারি ঘাট।
নিতম্বিনী কানড়া নিহবে যুড়ে কাট॥
হান হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে।
পায় ধর‍্যা পাক দিয়া পতঙ্গ আছাড়ে॥
মার মার করিয়া মাহুতে দেয় তাড়া।
ঘোর শব্দে ঘেরিয়া ধুমসী কাটে ঘোড়া॥

নৃপতির লস্কর নিয়োগ হয়্যা যুঝে।
কোপবতী ধুমসী কানড়া তার মাঝে॥
মাহুত্যা পাতর যুঝে মাতঙ্গ উপর।
কপালে মানিক শিরে কনক টোপর॥
মনোহর রায় যুঝে তেজে মহী ফাটে।
তার পাছে তিলোত্তমা তারা যেন ছুটে॥
কানড়াকে করে যত বাণ বরিষন।
কালীর কৃপায় অঙ্গে না করে ভেদন॥
তাপিয়া তরুণী তবে তরোয়ার ধরে।
পদাতি বারণ কেট্যা পয়মাল করে॥
জলে ডুবে মল মানি মান্ধাতার বেটা।
রাউত সিফাই কত রণে গেল কাটা॥
ভয়েতে বিকল দেহ ভূতলে লোটায়।
মকরে লুকায় কেহ মড়া দিয়া গায়॥
সভাকারে ধুমসী ধরিয়া করে বধ।
বিধাতা বিরূপ দেবে অকালে বিপদ্॥
রণস্থলে একাকার রক্তে বয় নদী।
মাংস হল বালুকা মার্জারে ভাসে দধি॥
শকুনি সঘনে উড়ে গৃধিনীর সাড়া।
এক এক শৃগাল রাখে দুই তিন মড়া॥
বিষধরে নকুলে বিবাদ রয়্যা যায়।
আনের সম্পত্তি লয়্যা আর জন খায়॥
পালায় মাহুত্যা পাত্র প্রাণ বড় ধন।
গড় করি গোসাঞিে গোবিন্দ নারায়ণ॥
তা দেখিয়া ধুমসী চলিল তাড়াতাড়ি।
পাত্র গিয়া প্রবেশ করিল ইক্ষুবাড়ি॥
এতক্ষণে কানড়ার আনন্দ হৃদয়।
ধুমসীকে কহিল আনিতে ধনঞ্জয়॥
দুষ্ট বেটা দিয়াছে দ্বিগুণ মোরে দুখ।
প্রতিজ্ঞা আগুন জ্বেল্যা পুড়াইব মুখ॥

একে তায় ধুমসী ঈশ্বরে বাসে পর।
ভাল ভাল বলিয়া পবনে করে ভর॥
নাচে গায় আনন্দে না করে ভয় মাত্র।
বাড়িময় দিলেক মেটিয়্যা বীতহোত্র॥
দাবানলে মাহুত্তার দাড়ি চুল পুড়ে।
লুকায় তখন গিয়া শৃগালের গাড়ে॥
উপর করিয়া মুখ উগি দিয়া চায়।
দুর হত্যে ধুমসী তা দেখিবারে পায়॥
ঘাড়ে ধর‍্যা তখন ঘস্যর‍্যে বারি করে।
কিলায় নির্ঘাত তেকে কুজের উপরে॥
চট চাট চাপড় চৌদিকে পরিপাটি।
ধুমসীর ধুমুসানে ধেপে গেল মাটি॥
কাতর হইয়া পাত্র করে হায় হায়।
ধরণী লোটায়্যা ধরে ধুমসীর পায়॥
সহজে ধুমসী তায় সদা কোপে মতি।
চিত কর‍্যা ফেল্যা বুকে মারে পেলালাথি॥
দাঁতে খড় করে পাত্র তুটি হাত বুকে।
করুণা করিয়া কিছু কয় কানড়াকে॥
শ্বশুর তোমার আমি সর্ব অর্থে বড়।
অপমান হঁইলে অধর্ম হয় বড়॥
কানড়া তখন কয় কুলাঙ্গার দূর।
তোর ছার অধম বেটা কিসের শ্বশুর॥
লঘু ডেকে আনিল অচ্ছুৎ নরসুন্দে।
মুণ্ডন করায় কেশ মনের আনন্দে॥
পরিতাপ ভাবে পাত্র পড়িয়া বিপাকে।
চুন কালি দিলেক চর্চিত করে মুখে॥
গলায় ওড়ের মালা বিছাতির পাতা।
তুকর্ণে দিলেক বেঁধ্যা গোচর্মের জুতা॥
ঘাড়ে ধর‍্যা ধুমসী মাথায় ঢালে ঘোল।
আগু যান মহাপাত্র পাছু বাজে ঢোল॥

ময়নার মনুষ্য মনের দুখে ছিল।
পাত্রের বন্ধন শুন্যা পিত্যাহিতে এল ॥
মহেন্দ্র বাজারে হল মনুষ্যের রেলা।
কেহ মারে কিল কেহ মারে ঢেলা ॥
কেহ কেহ বলে দূর দেশ ভাঙ্গা বেটা।
মার মার করে কেউ মুখে মারে ঝেঁটা ॥
লজ্জার খাতিরে পাত্র নতশিরে রয়।
কানড়াকে ধুমসী তখন কিছু কয় ॥
কয়েদ করিয়া রাখি কর্য্যা অপমান।
বিশালা পূজিব কালি দিয়া বলিদান ॥
কানড়া তখন কয় নয় হেন কাজ।
দূর কর দুর্মতি দুরাত্মা দাগাবাজ ॥
ঘাড়ে ধর্য্যা ধুমসী বসায় ঘোর কিল।
পার করে রেখে এল্য পদুমার বিল ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বল।
শ্রবণে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥২৭২॥

অপমান পায়্যা পাত্র উভুরড়ে ধায়।
সঙ্কটসাগরে কৃষ্ণ আছেন সহায় ॥
হাতে তুলে আপুনি খেয়্যাচি বিষরাশি।
ময়না আসিব ফিরে মরিলে ধুমসী ॥
পার হল্য তখনি তুরিত মান্দারণ।
অসব্যে রহিল গ্রাম দীঘি উচালন ॥
জালন্ধা জামতি পার ময় সরোবর।
নয় দিনে পায় পাত্র রমতি নগর ॥
সহরের শোভা কিবা সূর্যের কিরণ।
তথায় পাত্রের ঘর জানে জগজন ॥
বিচার করিল মনে বিধি প্রতিকূল।
নেড়া মাথা একে তায় নাই দাড়ি চুল ॥

দিবসে না দিব দেখা দেহজের মাঝ।
পোড়ামুখে চুনকালি পাব বড় লাজ॥
ওলবনে বসিল আসন কর‍্যা বাস।
বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম বিশ্বের প্রকাশ॥
কুতূহলে কতি চিত্র কয়ে বিবরণ।
হনুমানে পাঠালেন হরষিত মন॥
রামনাম জপে বীর রসোদয় চিত্তে।
পরিতোষে পয়ান পঞ্জিকা বাম হস্তে॥
পত্তনের প্রান্তদিকে পাত্রের ভবন।
দৈবজ্ঞের বেশে এস্যা দিল দরশন॥
পাত্রের রমণী এস্যা পরিতোষ পাইল।
বসিতে আসন দিয়্যা দণ্ডবৎ কৈল॥
বালকবিহীনা নারী বার্তা পেয়্যা ধায়।
গোচর বিলগ্না আদি যে যায় গণায়॥
কেহ দেয় চাল ডাল কেহ দেয় কড়ি।
কি করিলে যায় কপালের ডেড়ি॥
পঞ্জিকা করেন পাঠ পবননন্দন।
বারে হন মহীপুত্র ব্যালোন করণ॥
কৃষ্ণপক্ষে দশমী দিবস অতি ভাল।
বিশাখা নক্ষত্র যোগ বরীয়ানে হল॥
অমঙ্গল দেখি এক আপদ্ সঞ্চয়।
বাড়ির ঈশান কোণে ভূতের আশ্রয়॥
দুদণ্ড রেতের পর দিব দরশন।
নেড়া মাথা মুখে কালি জোঁকের বরণ॥
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধানে থেক।
পাটিকাল গোহাড় প্রস্তুত কর‍্যা রেখ॥
শুনে এত সভাকার সচকিত মন।
বিয়োগে গেলেন বীর বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
দৈবজ্ঞের বচন বুঝিয়া দারুব্রহ্ম।
সজাগে রহিল সবে স্মরিয়া ধর্ম॥

পাটিকাল পাথর প্রস্তুত করে রাখে।
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধান থাকে॥
দিবা গেল দুঃখে সুখে রাত্রি হল ত্রাসে।
পাত্র বলে আর কেনে গুলবনে বসে॥
প্রবেশ করিতে ঘর পাঁচ হাত বুক।
দুয়ারে দুহাত দিয়া দেখাইল মুখ॥
মদন বদন দেখ্যা বলে ওটা কি।
শিহরে সকল অঙ্গ শচী বলে ছি॥
মাথায় ঝাঁটার মুড়া মারে গণ্ডা দশ।
পবিত্র হইল অঙ্গ পাত্র বলে বস॥
পাটিকাল পাথর ফেল্যা মারে দুম দাম।
সভয়ে পালায় পাত্র স্মরিয়া রাম॥
গৌণ হয়ে গৌড় নগর মুখে ধায়।
চোরের সমান শাস্তি সহা নাহি যায়॥
মাগু হল্য সতন্তরা বেটা হল্য আন।
কত না সহিব আর এত অপমান॥
কে করে খণ্ডন বল কপালের লেখা।
দিবসে রাজার সনে না করিব দেখা॥
রাত্রিযোগে বারামে বসিলা রাজ্যেশ্বর।
প্রবন্ধ করিয়া গেল মাহুদ্যা পাতর॥
জিজ্ঞাসা করিল রাজা আনন্দে আমোদ।
কহ পাত্র কেমনে করিলে গণ্ডা বধ॥
লাউসেন হাকণ্ডে গেছেন কোন দিনে।
ময়না নগরবাসী আছেন কেমনে॥
পাত্র বলে পৃথিবীনাথ নিবেদি প্রভুত্ব।
নগরে গণ্ডার কিছু না পেলাম তত্ত্ব॥
সেনের বারতা বলি শুন তার পরে।
বনিতার বেশ ধরে বসেছিল ঘরে॥
সেজ্যা এল্য অস্ত্রজাল লয়ে শেল জাটি।
নবলক্ষ দলের সহিত কাটাকাটি॥

গোচর করিনু কথা নয় জ্ঞান দিব।
এসে যদি গৌড় ইহার ফল দিব॥
এত শুন্যা মহারাজা মনে ভাবে আন।
অনিন্দার নিন্দা করে নরকে পয়ান॥
পষ্ট হল্য দুষ্টবাক্য মাহুত্থা পাতর।
ময়না লইয়া সবে শুন অতঃপর॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা।
ধরামর রূপে ধর্ম্ম যারে দিলে দেখা॥২৭৩॥

কানড়া বিষাদ ভাবে কলিঙ্গার তরে।
কি দুঃখ যন্ত্রণা দিদি দিয়ে গেল মোরে॥
এক তিল অভাগীকে না বাসিতে আন।
কেমনে কাটিলে তবে মায়া মোহ বাণ॥
এই বড় দগদগি অন্তরে রহিল।
দুঃখিনীর সনে ফির্য়া দেখা না হইল॥
চিত্রসেনে কোলে করে চিত্তে মোহ যায়।
কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায়॥
দারুণ বিধাতা বাদ সাধিল তোমার।
কি করিব অভাগিনী কি হইবে আর॥
তাপের উপরে তাপ তনু হল ক্ষীণ।
অল্পকালে বাছাধন হলে মাতৃহীন॥
কানড়াকে ভগবতী বড় মায়া মো।
নেতের আঁচলে চণ্ডী মুছালেন লো॥
চারি বেদে আমার বচন বলে সাঁচা।
কলিঙ্গা পাবেন প্রাণ কেঁদ নাই বাছা॥
দেশে এলে লাউসেন দুঃখ হবে নাশ।
আমি আছি সদয় পূরাব অভিলাষ॥
সর্পিষে সম্বর্য়া রাখ কলিঙ্গার দেহ।
কয়ে এত কৈলাসে গেলেন পদ্মা সহ॥

তারিণীর বচনে তরুণী ত্যাজে শোক।
দেহ আনে কলিঙ্গার দূত দিয়া লোক॥
সর্পিযে সম্বর্য্যা রাখে সিন্দুকে পুরিয়া।
বিকল হইল বড় বিষাদ ভাবিয়া॥
হাকণ্ডের কথা কিছু বলি তার পরে।
হরি হরি বন্ধু জন বল উচ্চৈঃস্বরে॥
নিরশনে নিয়ম করিয়া লাউসেন।
অনাহারে অহর্নিশি অনাদি পূজেন॥
অন্য দিন অর্ঘ্য দিলে যায় উর্দ্ধপথে।
সেদিন পড়িল ফির্য্যা সেনের সাক্ষাতে॥
সামুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় কর্য্যা।
আগো মাসি আজি কেন অর্ঘ্য আল্য ফির্য্যা॥
চারিদিন হল্য আজি চিত্তে নাহি সুখ।
প্রভু পারা পাপাত্মাকে হলেন বিমুখ॥
মরণ হইলে মিটে মনের আগুন।
বুঝি মোরে এতদিনে বিধি নিদারুণ॥
কি জানি ময়নায় কোন হয়্যাচে বিতথা।
আছে কে এমন কালে এনে দেয় বার্তা॥
শারী শুক কয় তবে সমাধান করি।
ময়নার তত্ত্ব মোরা এনে দিতে পারি॥
সেন কন শারীর শুক সমুচিত নয়।
বুঝি পারা ছেড়্যা যাবে বিপদ সময়॥
শারী শুক কয় রাজা শুন অবিসার।
বিষয় গোচরে জ্ঞান আছে সভাকার॥
দারুণ ব্যাধের হাতে দিলে প্রাণদান।
পালন করিলে করে পুত্রের সমান॥
সময় পেয়েছি ধার কিছু শোধ করি।
পরকালে পেতে চাই পরব্রহ্ম হরি॥
শাস্ত্রে কয় জ্ঞানের কারণে সদা শিব।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনোজ্ঞান ধরে যত জীব॥

দশরথ সত্য কৈল দৈবের ঘটন।
কাননে গেলেন রাম তথির কারণ॥
শূর্পনখা রাক্ষসী সীতার মূর্তি ধরে।
ভুলাইতে ভূরি কথা ভাষে ভাব করে॥
কোপে হল্যা কম্পমান কমললোচন।
শূর্পনখার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ॥
অপমানে আগুন জ্বলিল দশ হাত।
রাগে গেল যেখানে রাবণ রক্ষোনাথ॥
ধরণী লোটায়ে কয় ধরিয়া চরণে।
বিদ্যুৎ সমান কন্যা দেখিনু নয়নে॥
উপজে আনন্দসিন্ধু একথা শুনিয়া।
রভসে রাবণ যায় রথারূঢ় হয়্যা॥
মারীচ মায়ায় হল্য সোনার হরিণ।
বিধিবশে বিপদে প্রভুর বুদ্ধি হীন॥
গণ্ডী শর লয়া পাছু গেলেন লক্ষ্মণ।
শূন্য পেয়ে হেতা সীতা হরিল রাবণ॥
হা রাম হা রঘুনাথ হা দয়াল হরি।
এত বল্যা কান্দে সীতা অনুরাগ করি॥
জটায়ু শুনিতে পায় জরাতুর মন।
কাননে রাঁমের নাম করে কোন জন॥
গদগদ অত্যানন্দে গমন ত্বরিত।
সীতাকে দেখিল রথে রাবণ সহিত॥
পরকালে পরমপদ পাবার কারণ।
রাবণের সহিত করিল ঘোর রণ॥
অবিসার অস্ত্রজালে অঙ্গ গেল ঢাকা।
কাটা গেল কিশোর ঈশ্বরে দুই পাখা॥
পক্ষ হয়্যা সুন্দর পেয়েছে পরিজ্ঞান।
অন্তকালে আপুনি সারথি হল রাম॥
ধর্ম পরায়ণ ছিল ধর্মপাল রাজা।
পালন করিল পুত্র সমধিক প্রজা॥

ব্যাধিযুক্ত হল্য রাজা বিধির ঘটন।
তিয়াগিয়া রাজভূমি তপস্যায় মন ॥
কঠোরে কৃষ্ণের সেবা কৈল রাত্রিদিন।
ত্যাজিল অন্নজল তনু হল্য ক্ষীণ ॥
দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া দয়াল দেব হরি।
দরশন দিলেন বিপিনে দয়া করি ॥
ভূপাল ভুমিষ্ঠ হয়্যা ভাবে সবিনয়।
দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ দূর কর ভয় ॥
হরি কন হয়্যা তুষ্ট হরষ বিভোলে।
অষ্টবর্গ সিদ্ধি হবে আমাকে ভজিলে ॥
যেই পক্ষে পালন করিলে পুত্র প্রায়।
সেই পক্ষে ভক্ষণ করিলে ব্যাধি যায় ॥
অনন্য করিল জ্ঞান ঈশ্বরের বাক্য।
প্রাণ দিয়া রাজার লবণ শুধে পক্ষ ॥
এত যদি শারী শুক কহিল পুরাণ।
তা শুন্যা রাজার হল্য অঝোর নয়ান ॥
লিখন লেখন তবে নিরাহিত মন।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥২৪৭॥

স্বস্তিকাদি শুভাশিস সাদর মনমত।
বিজ্ঞাপন বিশেষ বারতা বিশেষত ॥
কলিঙ্গা কমলমুখী কমলের লতা।
কি কহিব তোমার চরিত্রগুণ কথা ॥
চিত্রসেন না দেখিয়া চিত্ত উচাটন।
সদাই উদ্বেগ পাই তোমার কারণ ॥
হাকণ্ডে প্রভুর পূজা প্রতিদিন করি।
পয় জল ওদন পর্যন্ত পরিহরি ॥
ঊর্ধ্বপথে পায় অর্ঘ্য অন্য দিন দিলে।
অদ্যাপি পড়িল ফিরে অতক্রের জলে ॥

না জানি কপালে কিবা লিখেছে বিধাতা।
না হয় নিশ্চয় প্রাণ ত্যাজিব সর্ব্বথা॥
সমাচার কারণ পাঠাই শারী শুকে।
অপরঞ্চ কিমধিক লিখিব অধিকে॥
তারিখ দিলেন তবে ত্রিপাদ পঞ্জর।
চৈত্রের চারি দিল শ্রীমুখ উপর॥
পক্ষজ কুভক্ষ কিছু করায় ভক্ষণ।
শুকের গলায় বেন্ধে দিলেন লিখন॥
সমাচার লয়ে ফিরে আসিবে সত্বর।
শারী শুক বিদায় সেনের বরাবর॥
গদগদ আনন্দে গোবিন্দগুণ গায়।
উঠিল আকাশপথে অনিল আভায়॥
দুস্‌খে দৈন্য হলেন দয়াল নিধিরাম।
জানকীর তত্ত্ব হেতু জান হনুমান্॥
নিদর্শন অঙ্গুরী নিধান রাম কক্ষে।
পার হল সমুদ্র পবনবল পক্ষে॥
অশোকের বনে সীতা আকুল জীবন।
রাম রাম বলিয়া রোদন অনুক্ষণ॥
চৌদিকে তুর্জ্জন করে রাবণের চেড়ী।
ভয়েতে বিকল সীতা ভূমে যান গড়ি॥
এই কথা শারী শুক কহিতে বলিতে।
বাল্মীকের আশ্রয় রহিল রাম ভিতে॥
অযোধ্যা এড়িয়া যায় আনন্দে আবেশ।
রাম অবতারে যথায় হল্যা হৃষীকেশ॥
সেনের কারণে মনে সদাই ভাবনা।
পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ময়না॥
কালিনীর কূলে দেখে কাটা নৃপ সৈন্য।
মহাবীর কালুকে দেখিয়া মোহ জন্য॥
নিমগ্ন হইল দুহে লোচনের জলে।
শোকার্ত্ত হইয়া গেল সেনের মহলে॥

কলিঙ্গার কারণে কানড়া ভাবে দুখ।
ডালিমের ডালে বসে ডাকে শারী শুক॥
কলিঙ্গা জননী কোথা কোথা মা কানড়া।
তিমির ময়না হল্য তপোধন ছাড়া॥
ব্যস্ত হয়্যা কানড়া বাহির হয়্যা এল।
কোলে করে শারীশুকে কত নিধি পাল্য॥
ক্ষীর সর খায় বাছা ক্ষুধায় বিকল।
সুস্থ হলে জিজ্ঞাসিব সেনের কুশল॥
শারী শুক কয় তবে স্বরূপ কথন।
নিরাহারে আছি মোরা নিয়ম কারণ॥
সাংযাত সহিত সভে আছি উপবাসী।
হাকণ্ডে দেখিব হরি মনে অভিলাষী॥
প্রভুত্ব পাইবে তত্ত্ব পত্র কর পাঠ।
উত্তর লইয়া যাব অতি দূর বাট॥
কানড়া তখন কয় কাল হল্য বিধি।
দুদিন হইল আজি মর্য্যাচেন দিদি॥
শুন্যা এত শারী শুক শোকে মোহ যায়।
কি হইল হায় হায় কি হইল হায়॥
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান।
কানড়া প্রবোধ করে কহিয়া পুরাণ॥
না মরে অকালে কেহ মরে কাল পেয়া।
অবনীতে আছে কেবা অমর হইয়া॥
দূর কর দুর্ভাবনা দূর কর দুখ।
শুনে এত প্রবোধ মানিল শারী শুক॥
পদ্মিনী পতির পত্র পরশিয়া মাথে।
কুতূহলে করে পাঠ ক্রমিক হইতে॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান॥২৭৫॥

ঈষৎ করুণা

পত্রপাঠে পেয়া তত্ত্ব দুখে দগ্ধ হল চিত্ত
অশ্রুজলে পূর্ণিত লোচন।
শোকেতে ব্যাকুল মতি করিয়া অসংখ্য নতি
লেখে সতী পতিকে লিখন ॥*

* * *

দুটি পায়ে দণ্ডবৎ হই।
অধিক লিখিব কিবা অভাগীর রাত্রি দিবা
অনুতাপ উঠে তোমা বই ॥
লয়ে নবলক্ষ দল সেজে মহামদা খল
ময়না বেড়িয়া বল করে।
সাখাই সমরে ধীর বার ডোম মহাবীর
সভে তারা পড়েছে সমরে ॥
বড় নিদারুণ বিধি অদোষে হইয়া বাদী
শোকের উপরে দেই শোক।
দারুণ দৈবের বাজি দুদিন হইল আজি
দিদির হয়াচে পরলোক ॥
চিত্রসেন দুগ্ধপোষ্য না হয় বচনে তস্য
মা বলিয়া কান্দে সদাতন।
দেখিয়া বাছার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
দুরাশয় দিদির কারণ ॥
লিখনে এতেক লিখি কানড়া মৃগাঙ্কমুখী
ত্রিয়হ তারিখ দিলা তায়।
লইয়া লিখন পাতি হরিষে বিভোল মতি
শারীশুক হইল বিদায় ॥
উড়িয়া অনিল সাথে চলিল আকাশ পথে
নীলাচল রাখিয়া তুরিত।
নিশি অবসান কালে হাকণ্ড নদীর কূলে
সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥

---

* অতঃপর দুই ছত্র বাদ পড়িয়াছে।

শারীশুকে দেখি সেন জীবন পাইল যেন
বাড়িল আনন্দ মনে মন।
করিয়া আশ্বাস কতি লইয়া লিখন পাতি
ক্রমে পাঠ করেন তখন ॥
আগে তায় আছে লেখা সমরে পড়েছে সাখা
বার ডোম আদি মহাবীর।
বিপাক হয়েছে দেশে কলিঙ্গার মরণ শেষে
তা দেখিয়া বিষন্ন শরীর ॥
বিয়োগ হইল মোহে বসন ভিজিল লোহে
ব্যাকুল ময়নার গুণমণি।
করাঘাত মেরে বুকে রোদন করিয়া শোকে
অচেতনে লোটায় অবনী ॥
কোথা গেলে বিধুমুখী বিশ্ব অন্ধকার দেখি
তোমা বিনে বিয়োগ সঞ্চয়।
অভেদ আছিল দেহ কেমনে কাটিলে মোহ
এতদিনে হইলে নির্দয় ॥
দেখা না হইল ফিরে পাসরি কেমন করে
দগদগি রহিল অন্তরে।
আছিল মনের সাধ বিধাতা সাধিল বাদ
সকল সয়াল গেল দূরে ॥
সামুলা শোকার্ত মনে কোলে করে লাউসেনে
বামদণ্ডে প্রবোধ বুঝান।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিল ধর্মগুণ গান ॥২৭৬॥

সামুলা বলেন বাছা শুন রে যাদব।
মরণ কেবল সত্য মিথ্যা অন্য সব ॥
মরি বাপু মোহ ত্যাজ মাসির বচনে।
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝ্যা দেখ মনে ॥

ভাগ্যবতী কলিঙ্গা তোমার কোলে মল্য।
সকল সয়াল রেখ্যা স্বর্গবাস গেল॥
পিণ্ডদান কর তার প্রেতার্থ বিনাশ।
নিরঞ্জনে মতি রাখ না কর হুতাশ॥
মমত্ব ত্যাজিলা সেন মাসির বচনে।
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝিলেন মনে॥
অশৌচান্তে উচিত করিয়া আয়োজন।
কলিঙ্গার পিণ্ডদান করেন তর্পণ॥
নিরাহারে নিয়ম করিয়া একে একে।
প্রভুর তারক নাম প্রতিক্ষণ মুখে॥
ঊর্ধ্ববাহু কখন কখন ঊর্ধ্ব শির।
নিবর্ত হইয়া ভূমে লোটায় শরীর॥
হা হরি অনাথবন্ধু হা মধুসূদন।
প্রভু কর পরিত্রাণ পতিতপাবন॥
কৃষ্ণ অবতারে বড় কৃপা গুণমণি।
যমুনার ভাগ্য পূর্ণ কৈলে যদুমণি॥
ঐরি ভাবে কংসে দিলে অভয় চরণ।
আগম নিগমে বলে অধমতারণ॥
বিধির বিধান তুমি বিশ্বের দয়াল।
গর্হিত আছিল বড় গুহক চণ্ডাল॥
রাম অবতারে তার বাঞ্ছা পূর্ণমতি।
আপুনি করিলে কোলে অখিলের পতি॥
এতরূপে লাউসেন করেন অমায়া।
দেবাদিদেবের তবু না হইল দয়া॥
সামুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় করি।
কি করিলে কৃপা মোরে করেন শ্রীহরি॥
সামুলা বলেন বাছা শুন সাবধানে।
বিষম ধর্মের মায়া বিধি নাহি জানে॥
মহাবিদ্যা জপ কর যোগেন্দ্রজ রূঢ়।
যার গুণে হরিভক্তি পেয়েচে গরুড়॥

শব্দসূচী

অকূপার ১৬৯—অপার (সমুদ্রবৎ)
অখ্যাত ৯৮—অখ্যাতি [ছন্দের জন্য 'অখ্যাত'। মিল : 'জোড়হাত']
অগ্নিয়ে ১৪৩—অগ্নিতে
অগ্রবাক ৬৭—উগ্রবাক্য, অধৈর্য
অঘোর ৫১৩—বিভোর
অঙ্গ-অবধিয়া ৩৮২—অঙ্গ-অবধ্য-কারক
অচাক নির্মাণ ২৬৪—যাহা কুম্ভকারের চক্রে নির্মিত নহে
অচ্ছুৎ ৫৪৮—অস্পৃশ্য
অজিত ৪৬৩—যাহাকে জয় করা হয় নাই
অর্জ্যা ৫৪০—আর্যা, মাননীয়া
অতক্রের ৫৫৫—যাহা তক্র অর্থাৎ ঘোলের নহে (?), অতর্কের (?)
অতেব ৯৯—অতএব
অত্যাকুল ৩৯৬—অতি আকুল
অত্যানন্দে ১১০—অতি আনন্দে
অথর্ববান ৩৭২—অথর্ব, অত্যন্ত বৃদ্ধ
অদৃষ্টি ৪২১—অদৃষ্ট [মিল : 'সৃষ্টি']
অদোষে ৪৬৩—বিনা দোষে
অদ্রিজা ১২৪—হৈমবতী, পার্বতী
অধ্যা ৩২০—অধ্যায়
অধিকা ৩০—অধিক [মিল : 'মেনকা']
অনস্তিকে ৮৬—ন অস্তিকে, অনতিদূরে
অনিদয়া ৫৭৪—স্থাননাম
অনিবারা ১৬২—অনিবার
অনীক ১০৭—মুখ, ললাট
অনীত ৫২৪—অনৃত, মন্দ
অনীশাত্মা ৮—যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর
অনুকূলা ২—অনুকূল
অনুজ্ঞান ৫২০—সম্বিৎ
অনুপায় ৩২৬—উপায়হীন
অনুবন্দ ১৮১—নির্বন্ধ
অনুসুয়ে ৮৪—শীঘ্র ; তাড়াতাড়ি
অন্তর্যামিনী ২৩৬—অন্তর্যামী
অন্তশ্চরে ১৫৫—অন্তরীক্ষে ; অন্তরালে
অন্ধক জনের নড়ি ১০৭—অন্ধ জনের আশ্রয়
অস্তিকে ৭১—নিকটে
অন্নগুনা ২৩১—অন্নগুলা
অপরঞ্চ ১৩৩—অপরও
অপসরে ১২১—অবসরে, উপযুক্ত সময়ে
অপিধান ৭৬—আড়াল
অপিয়া ৫৮—অর্পণ করিয়া
অপ্রমতা ৭৩—অপ্রমত্ত
অবন্ধ ৩৮১—অবন্ধ্য, সার্থক
অবধিয়া ৩৮২—দ্র° অঙ্গ-অবধিয়া
অবধিয়ে ১৯০—বোধ দিয়া, প্রবোধ দিয়া
অবংসে ৪১—অবাংসে, কাঁধ নীচু করিয়া (?), অবংশে (?)
অবান্তর ৬০—সংবাদ, বিবরণ
অবারোহ ১৪৭—গাছের ঝুরি, ডাল-পালা
অবিসার ২৭১—অভিসার, কার্যোদ্-যোগ
অবৃহৎ ৩—ক্ষুদ্র
অবোধিয়ে ভুলি ২০৩—অবোধের মত (অথবা বুদ্ধিহীনতায়) ভুল করিয়া
অভক্তিয়ে ৪৭৪—অভক্তিতে
অভিকর্তা ১০৩—অভিভাবক+কর্তা
অভিভুক ৩৪০(—অভিভব)—অভিভাবক।
অমরাবতীয়ে ৩০৫—অমরাবতীতে (?), স্বর্গের দেবতাবৃন্দে

অমায়া ৫৬০—মায়া, কাতরতাপ্রকাশ
অমিখিয়ে ২২৭—অনিমিখে (?), অনিমিখ+দেখিয়ে (?)
অমুখে ৫১৩—অপ্রসন্ন মুখে
অম্বর ২—বস্ত্র
অম্বুজনয়নে ৫৬৩—পদ্মনেত্রে
অম্বুবতী ৫৬৩—বারুণী
অম্বুভৃৎ ৮৪—মেঘ
অম্ভোরুহঅঙ্ঘ্রি ১০৩—পদ্মপাদ
অরাতি ৫২১—শত্রু
অরিষ্টআলয় ৫৭—সূতিকাগৃহ
অরিষ্টবাস ৩২—সূতিকাগৃহ
অরিসে ৫৩৭—ক্রুদ্ধ হইয়া
অরুষ ৬৯—ক্রুদ্ধ
অরুষে ৩২৫—ক্রোধে
অরুসে ২১০—দ্র° অরুষে
অর্গৌর ১২৭—অগৌর, অগরু
অর্যমা ৮৯—সূর্য
অলঙ্গে ২৭৫—অনঙ্গে, কামে
অলসিতে ৪১১—অনলসভাবে, দ্রুত
অশাত ৬৯—অসত্য, নিদারুণ
অষ্টাশী ৩২৮—অষ্ট আশী
অসখ্য ৪২৪—শত্রু
অসব্যে ৫৪৯—ডাহিন দিকে
অসমজ্ঞা ১৬৫—অ-সমজ্ঞা, অবজ্ঞা
অসংখ্যা ৪৭৭—যাহার সংখ্যা নাই, অসংখ্য [মিল : 'শঙ্কা']
অসীমা ১—অসীম
অসুক্ষণ ৭৩—অসৌখ্য+অসুখন, দুঃখ
অস্ত্রমণি ৫১৬—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তলোয়ার
অয়নে উতারি ৩০৮—রাস্তায় নামিয়া
অহাস ৭২—বিরক্ত, ক্রুদ্ধ
অহিঘট ৪৯৮—দুর্ধর্ষ (?)

আঅড় ১৫৪—আহড়, আড়, আড়াল
আই ৫২২—আর্য্যা, মাতা
আইও ৪০৫—অবিধবা, এয়ো
আউটিয়া জাউ ৪৫১—জাউকে ঘন করিয়া রন্ধন। যবাগূ>জাউ
আউদড় ৫৮৩—আলুথালু
আকন্দ ৪৬৯—আকন্দ ফুল
আক্রোশিত ৪৫১—ক্রুদ্ধ
আখণ্ড ৫১৩—অচ্ছিন্ন
আখণ্ডল ৩১২—ইন্দ্র
আখেরে ৫২১—শেষে
আঁখে ১২৬—আঁখিতে
আখ্যান ৩৩, ৫৫—নাম
আগলা ৪৪৩—উৎকৃষ্ট, অগ্রগণ্য
আগস ৬৭—অপরাধ, পাপ
আগু ৩৮১—আগে
আগুলে ৫৩৩—বেষ্টন করে, ঘিরিয়া ধরে
আগুসার ৮৫—অগ্রসর
আগুয়ে পাছুয়ে ৮৩—আগাইয়া পিছাইয়া
আগো ১৩১—ওগো
আগ্যায়্যা ৪৮৫—আগাইয়া
আগ্র কর্য্যা ৩৫১—আগ্রহ করিয়া
আঙ হাড়ি ২৬৪—আপোড়া হাঁড়ি
আচান্ত হইয়া ২৬৫—আচমন করিয়া
আচ্ছাদিল ২০১—ঢাকিল
আঁচুড়ে ৯৩—আঁচড়াইয়া
আছয়ে ৩১১—আছে
আছাড়া ৩০২—আছাড়
আজা ৩২৬—আর্য, মাতামহ, পিতামহ
আজিগিস ৪১৮—আজিগীষ, জয়াকাঙ্ক্ষী, জয়শীল
আজ্যগ্য ৩৬—আজ্যার্ঘ্য (?), সাদর উপহার বা পুরস্কার
আঁট করে ৯৪—শক্ত করিয়া
আঁটকুড় ৫১—অপুত্রক
আঁটু ১৭—হাঁটু

অ্যা হতে ১১৮—এ ব্যক্তি হইতে, ইহার দ্বারা
আঁট ৩৮৪—দম্ভ, দর্প
আঁধলার ১৫৭—অন্ধের

ইচ্ছাবতী ৩৬৯—ইচ্ছুক
ইচ্ছি ৯—ইচ্ছা করি
ইতর পথে ১৯৬—কাঁচা পথ, যে পথ পরিত্যক্ত
ইতরে ৫১৬—অপর, অন্য
ইথে ২৫—ইহাতে
ইনাম ৫১৮—বখ্‌শিশ
ইব ৩৩—মত
ইবে ৩০—এবে, এইমত
ইভ ১৬১—হস্তী
ইরম্মদে ৩২৪—বজ্রাগ্নি
ইরসাল ১২৩—খাজনা, কর
ইম্বাস ৪১—দ্র° আস ইষু
ইসমুঠা ৫২৬—তূণ (?)
ইসাদ ৪৪২—ইসাদী, সাক্ষী

ঈষদাস্য ১২৯—ঈষৎ হাস্য

উগি ৫৪৮—উঁকি
উগি দিয়ে ৭৪—উঁকি দিয়া, উঁকি মারিয়া
উচাটন ১০৮—উদ্বিগ্ন
উচ্চাটন ১৪৯—উচাটন, চঞ্চল
উছর ৬৪—উৎসর, বেশি বেলা
উট ১৪৬—উঠ
উঠু ডুবু ৪৩৯—হাবুডুবু
উড়া পাক—উড়ন্ত পক্ষী
উড়া পাক ৫২৮—উড়ন্ত ভাবে পাক খাওয়া
উড়ির তণ্ডুল ৭৭—উড়ি অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধান্যের চাউল
উডুকুল ১২৯—নক্ষত্রমণ্ডলী
উডুগ্রহপতি ৫৭২—নক্ষত্র ও গ্রহগণের অধিপতি, সূর্য
উড়্যা ৩৪১—উড়িয়া
উতারিয়া ৩২৪—নামিয়া
উত্রি ৯১—উত্তরীয়
উত্থানিল ৩৪৮—উঠাইল
উথে ৩৫৬—উঠে
উদক ৫৯০—জল
উদধি ২৯৬—জল, সমুদ্র
উদরস্ত ৩৩৯—উদরস্থ
উধাঙ ৩২৪—উধাও
উপকাজ্যের ১১৯—উপকারিকার, কাছারি বাড়ীর
উপনীতি ২০—উপস্থিত
উপান্ত ৫২—উপসর্পণীয়
উপাধি ১২৫—উপধি, উপসর্গ
উভরায় ৫০—উর্ধ্বস্বরে
উভারিল ১৬১—চড়াও হইয়া মারিল
উভুদলে ৩২১—দ্রুতগামী সৈন্যদলে
উভুরড়ে ৫৪৯—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ছোটা
উরণ ৪৪৩—মেষ
উরণে ১৬৪—মেষকে
উরহ ১—অবতীর্ণ হও
উলসিত ৫৭৪—উল্লসিত
উলাইল ৯১—খুলিয়া ফেলিল
উসন ৫৯০—আচমন, গণ্ডূষ
উসব ২০৫—ও সব
উসুল ২৫৬—আদায়
উয়াসিল ২৩৫—আদায়
উহ ৪৩৫—পরিষ্কার (?)
উৎপল রাতা ৫৩৪—লাল পদ্মফুলের মত
উৎসাৎ ৪৭৬—উৎসাদ, উচ্ছন্ন, বিনষ্ট

উত্রী ৮০—উত্তরীয়
উরণাদি ৬৪—মেষ প্রভৃতি
উষত ২০৭—নির্ণয়, নিশ্চিত (?)

ঋক্ষে—নক্ষত্রগণকে

একাঞ্জলি ৫৯০—জোড়হাত
একুই ৩৭৭—একই
একুশী ৩৬৬—একুইশ, একুশ
এটে ৪৭—আঁটিয়া, বিশেষভাবে
এঠ্যা ২৫১—এঁঠো
এতা ১৪৯—এথা, হেথা
এতানি ৩৪৮—এগুলি
এন্যা ২৫১—আনিয়া
এস্য ২৬৭—আইস
এস্যাচ ৩৫৭—আসিয়াছ
এস্যাচি ৩৫—আসিয়াছি
এহি ৩৯৩—এই
এঁটে ৪২—আঁটিয়া, শক্ত করিয়া

ঐছনে ১৪৫—ঐ রকমে
ঐমনি ৩৫৩—অমনি
ঐরি ৭—শত্রু (অরি+বৈরী=ঐরি)

ওড়ের মালা ২৯২—জবা ফুলের মালা
ওথাওত ১১১—ওখানেও
ওদন ৫৮—অন্ন
ওর ৫১৩—সীমা
ওলাইবে ১০১—নামাইবে
ওলায়্যা ২১১—নামাইয়া

ঔদধি ১১—উদধি, সমুদ্র
কণ্ড ১০৩—কহুক, বলুক
কচালে ৩৯৫—মর্দন করে
কটঙ্ক ৫১৬, ৫২৬—?
কটিল্নক ৬৮—রন্ধনের আনাজবিশেষ
কটু ৬৮—কটুরসযুক্ত, ঝাল
কড়ি পাতি ২৫৬—টাকা কড়ি
কতি ৩২—কথি, কোথায়
কতি ৫৩—কত
কতিচিৎ ৩৫৭—কথঞ্চিৎ
কথ ১০৬—কত
কথক ৩৬৭—কতক, কিছু
কদর্থন ৩৯৮—অত্যাচার, নিষ্ঠুর প্রহার
কদলকমনে ৩৪১—কদলী মনে করিয়া
কনকমঞ্জীর ৪—সোনার নূপুর
কন্দুলে ১৩৮—ঝগড়ায়
কপর্দীকে ১২৪—শিবকে
কবচ ৫১৬—বর্ম
করধা ৫৮১—দেনার দায়ে বন্দী
কবাই ৩৬৭—উপরের জামা
ক-মন্তরে ৩৭—কি উপায়ে, কোন উপায়ে
করঙ্গ ৬—জলপাত্র, কমণ্ডলু
করনাল ৩৭৬—একপ্রকার বাঁশি
করসে ৬৮—করিবে আইস
করয়ে ৫০—করে
করহ ২৮—কর
করার্ধ পর ৯৭—?
করাল্যা ১১৮—করাইল
করিএ ২১—করিয়া
করিবর ৩৭১—উত্তম হস্তী
করিল মোকাম ৩২৮—বাসা করিল, বাস করিল
করিসি ১৬৪—করিয়াছিস
করো নাই ১৬৮—করিও না
কর্যা ৪১—করিয়া
কলধৌত ৫৩৫—বিশুদ্ধ স্বর্ণ
কলম্ব ৪১—অস্ত্রবিশেষ
কলুষ বিহরে ১৯৮—কলুষ নাশ করে

কলুষভঙ্গা ১৪০—কলুষভঙ্গ, কলুষনাশ
কষ্টে শ্রষ্টে ২৯১—কষ্টে সৃষ্টে, কোনও প্রকারে
কসি ২৪১—কহিস
কয়গুলা ১৭৭—কতগুলি
কয়্যাচি ৩১২—কহিয়াছি
কয়ো নাই ১৬৮—কহিও না
কহিএ ১৯—কহিয়া
কক্ষ ৫৬১—বাহুমূল, কাঁখ
কক্ষা ৩৮৪—পণ, বাজি, তর্ক
কাকতলি ২৭২—কক্ষতল, বগল
কাকুবাদ ৩৫—প্রশংসা বাক্য
কাছাড়া ১১৭—কাছাড়, আছাড়
কাড়া ৮৩—বড় ঢাক
কাতি ৬৬—খড়্গ
কানি ৩১০—ছিন্ন বস্ত্র
কান্দিএ ১৯—কাঁদিয়া
কাঁপা ২৯—কাঁপ, কাঁপিয়া
কাপাসের মালু ৩৭১—কার্পাস তুলা রাখিবার পাত্র
কাবাই ৫৪৩—কবাই
কাম্পাইয়া ৩৮—কাঁপাইয়া
কার্ম্মুক ৯৮—ধনু
কালপৃষ্ঠ ৪১—শস্ত্র বিশেষ
কালাসন্ন ৫৮০—আসন্ন কাল
কালিনী ৭৯—নদী নাম
কাষ্টীবল ৬৮—ফলবিশেষ
কায়্যাই ৪১৭—দ্র° কবাই
কাহাল, কাহলি ৮৮—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢাক বা ঢোল
কাঁটাকড়ি ২৩২—কর্ণাভরণ বিশেষ
কিমর্থে ৫৭১—কি জন্য
কিরিকুল ৩০৯—শূকরের পাল
কিরা্যা ৪২১—শপথ
কিসরে ৫৬৩—অকাতরে (?)
কিশর ইসারা ২৭২— ?
কিশোর ঈশ্বরে ৫৫৪— ?
কীটভকুমারী ১৩২—পার্বতী, দুর্গা
কুখে ৪২১—কুক্ষিতে, গর্ভে
কুজ্ঞানীর ১৮—মন্দ জ্ঞানীর, অল্পজ্ঞানীর
কুড়্যার ৩১১—কুঁড়ে ঘরের
কুনাথকিঙ্করী ৬৮—পৃথিবীপতির দাসী
কুলুপা ২৫৭—কুলুপযুক্ত, কব্জা দেওয়া
কুপিয়া ৩৭৩—কোপ করিয়া
কুবা ১৪৮—চাকতি
কুমতিকলাপ ৩১—অসৎ বাক্য
কুলাচল ৫২৮—অষ্ট কুলাচল (মূল পর্বতমালা)
কুলাল ৭৭—কুম্ভকার
কুহু ৩৭৩—অমাবস্যা
কেট্যা ৪২—কাটিয়া
কেড়্যা ৩৭৩—কাড়িয়া
কেমত ৯০—কেমন
কেম্নে ১৭২—কেমনে
কেঁন্দ্য নাই ১১৩—কাঁদিয়ো না
কৈটজে ১৭৩— ?
কৈলাসকে ১৮৮—কৈলাসে
কৈলি ২৯—করিলি
কৈশোদরী ১৪১—কৃশোদরী
কোতুক বেহার ১৩৪—কৌতুকবিহার
কৌতুকচেতসী ৫৬৯—কৌতুক চিত্তে, কুতূহল মনে
ক্রুপায় ২৭৩—কৃপায় (উড়িয়া প্রভাব)
ক্রোধে অবিসার ৩৪০—ক্রোধে উন্মত্ত
ক্লিপ্ত ৩১—কল্পিত, খণ্ডিত
ক্ষেণ ২১১—ক্ষণ, মুহূর্ত, সময়
ক্ষেণেক ৩৮১—ক্ষণেক
ক্ষেমহ ৯৯—ক্ষমা কর
ক্ষেমা ২৮৪—ক্ষমা

খঞ্জরি ৩৫৯—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, খঞ্জনি (?)

গোত্রভিৎ ৪৫৫—ইন্দ্র
গোমায়ু ৩৭০—শৃগাল
গোল ৩১৭—গোলমাল
গোষ্ঠকে ১৩১—গোষ্ঠে
গোহাড় ৫৫০—গোরুর অস্থি
গৌণসে ১৭৩ : শুদ্ধ পাঠ "গৌণ সে"
গৌরিকের ৫৬৬— ?
গৌর্যাদি ৩৪৮—গৌরী আদি দেবতা

ঘনঘিঁটে ৪৩৯ : শুদ্ধপাঠ "ঘনখিঁটে" ঘন ঘন জল তোলপাড় করে
ঘর গাড়ি ৫৮৬ : শুদ্ধ পাঠ "ঘরগারি" —দ্র' গারিঘর
ঘাঁটু ১৭—ঘেঁটু, ঘণ্টাকর্ণ
ঘুচয়ে ৫০—ঘুচিয়া যায়, দূর হয়
ঘুটে পাশ ৩৩৭—ঘুঁটের ছাই
ঘুড়িনী ৪০৩—ঘোড়া (স্ত্রী)

ঙিশ্রয়ে ১১৪— ?

চপলে ৮৪—শীঘ্র
চরণপুষ্করে ৭২—পাদপদ্মে
চরায়্যা ৪৫০—চরাইয়া
চয় ৭৭—চয়ন
চয় ৪৩৫—সমূহ
চাক ৫৩৩—কুমারের হাঁড়ি ইত্যাদি গড়িবার জন্যে চাক্তি
চাগুনি ৪২৮—চারণের লাঠি
চামীকরে ৮০—স্বর্ণে
চামীকর মাটা ৪১৬—স্বর্ণমণ্ডিত ?
চালু ৩৭১—চাউল
চায় ৪২০—চাও
চিত্র পুতলির পারা ১৬৭—পটের পুতুলের মত
চিন্তহ ১২—চিন্তা কর

চিরি ১০১—চিরিয়া
চুআয় ১৫—চুয়ায়
চুহান ৩৭৬—চৌহান, যোদ্ধা জাতি
চূর ৪২৫—চূর্ণ
চেএ ২১—চাহিয়া
চেটাস ৫২২—অহঙ্কার
চেলের ১০১—চাউলের
চোটায় ৫১০—আস্ফালন করে
চৌখার ৫২৩—চোখে সর্ষে ফুল ?
চৌবেড়ে ৫১৮—চারিদিক
চৌরস ৪১২—চতুরস্র, চারিকোণা ভাঁজ

ছদ্মতা ৪০—ছলের ভাব
ছপরে ৭৪—শুদ্ধ পাঠ "ডুপরে" (?)
ছপার ২৬৩—শুদ্ধ পাঠ "ডুপরে" (?)
ছান্দে ৩৫৫—প্রকারে
ছাপা ৩২৮—লুকানো, গোপন
ছাম্বালে ৪০—ছাওয়ালে, সন্তানে
ছায়াল ১৭৬ ছাওয়াল, শিশু
ছিড়্যা ৪৯৬—ছিঁড়িয়া
ছিপর ১৯২—লুক্কায়িত (?)
ছিরামবাটি ২১৪—শ্রীরামবাটি
ছিষ্টি ৪৩৪—সৃষ্টি
ছুয়ায় ৩৩৮—স্পর্শ করে
ছেড়্যা ৩৩৩—ছাড়িয়া (তু° নেচ্যা, এন্যা, সের্যা)
ছেন্থা ৩৪—জড়াইয়া ধরিয়া
ছোচা ২৯৫—ছোটলোক
ছোঁছা ৪৮—অতি লোভী

জউ ৪৩১—জতু, গালা
জন্ম ৬২—যেন
জনেক ৩৭—জনৈক
জন্মায়্যাতি ৩৫২—আজীবন সধবা
জপ্যা ২০৮—জপিয়া

জপ্যায়া ৫৯—জপিয়া
জবুল ৩৩— ?
জলাশ ২৬৪—জলজ উদ্ভিদ্
জসরে ২০৫— ?
জয়ঘাঁটা ২৮৬—জয়ঘণ্টা
জয়যাত্রী ৯১—জয়যাত্রার যাত্রী
জয়াঙ্কে ৩৩১—জয়চিহ্নাঙ্কিত
জাখ্য ৩১৮— ?
জাঙ্গাল ১২৩—উঁচু চলা পথ
জাটি ৫৫১—যষ্টি, লাঠি
জাঠা ৩৮৭—যষ্টি, বড় লাঠি
জাতি ৩৭৬—বিভাগ
জান্য ৩৬৬—জানিও
জাপ্য মালা ৩৩৪—জপমালা
জাভ্য ১৮৭—যথার্থ (?)
জাস্য পাল্য ১৩৫—শোভা (?) পাইল
জাঁকনে ২০৬—চাপে
জিজ্ঞাসিয়ে ৩০—জিজ্ঞাসা করিয়া
জিনেন ৪০০—জয় করেন
জিন্যা ৩৬৫—জয় করিয়া
জিম্মা ২৯৪—জমা
জিয়ন্তয়ে ১৩৪—জীয়ন্তে
জিয়ন্তেয়ে ৩৫৮— দ্র' জিয়ন্তয়ে
জিয়াইয়া ২৯৯—বাঁচাইয়া
জিঁজিঁর ১১৭—জিঞ্জির, শিকল
জীতে ৪৯—বাঁচিতে
জীয়ন্তে ৪৬৪—জীবিত কালে
জীয়্যা থাকুক ১০৩—বাঁচিয়া থাকুক
জুড়াও ৩৬৪—জুড়াক
জুভায় ২৯৯—জিহ্বায়
জুস ৬৮—যূষ, ঝোল
জুহার ৩১১—জোহার, জয়ধ্বনি
জেতে ৩১০—জাতিতে
জেন্যা ৩৩৬—জানিয়া
জোত্র ৭—যোত্র, জোগাড়
জোঘর ৮১—জতুগৃহ

ঝট্‌ ১৪৬—শীঘ্র
ঝরকায় ৯৬—জালক্ষ> জালকৃথ>
>ঝরোকা>ঝরকা, জানালা
ঝাই দিয়া ২৪৪—?
ঝাকা ৫৮২— ?
ঝাট নাই যায় ১২১—সংখ্যা করা যায় না
ঝাপুটে ২১০—জাপটে
ঝাঁপা ২৯—ঝাঁপিয়া
ঝুরে ৩৩, ৫৯১—ঝরে
ঝুর্যা ৩৭২—ঝুরিয়া, দুঃখে
ঝেট ১৫৬—ঝাঁটাইয়া

টকর ৫১৬—মাথা পর্যন্ত
টটক ৫৬৪—চমক, টনক
টাটক ৪১—চমক, বিস্ময়
টাটু ৩০২—টাটু ঘোড়া, ভালো ঘোড়া
টাঁগন ৩০২—ঘোড়া
টীকা ছাতা ৫৩৪—রাজছত্র, আধিপত্য
টুটা ৩৩৬—কম, হীন
টের্যা ৫৪২—ইঙ্গিত করিয়া
টোটক ১৪০—তোটক (ছন্দ)
টোডর ২৮৮—ঘুঙ্ঘুরওয়ালা হাতের (বা পায়ের) আভরণ

ঠাকুরাল ৪২৯—প্রভুত্ব
ঠাঞি ১—স্থান
ঠুটা ১৫৭—ঠুঁটো
ঠেস দিয়া ৯৫—হেলান দিয়া
ঠেটা ৪৫০—ধৃষ্ট, উদ্ধত
ঠোকা ৪১২—আশঙ্কা, সংশয়

ডক ৬৮ শুদ্ধপাঠ "দক" —
দিক্, জল
ডঙ্কা ৫৮৭—রাজাজ্ঞাজ্ঞাপক বাদ্যধ্বনি, ঢেঁটরা

ডম্ফ ৫১৭—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
ডাক্যা ৮৩—ডাকিয়া
ডাগর ৫১৪—বৃহৎ, বড়
ডাঁড়া ডাঁড়া ২৩০—দাঁড়া দাঁড়া
ডিঁয়ে ১৯০—পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া লাফানো
ডুবিলা ২৪—ডুবিল
ডেরি ৪৩২ শুদ্ধপাঠ "ডেড়ি"—দুঃখ
ডোর ৬—বৈষ্ণবদিগের বহির্বাস, কৌপীন

ঢালি পাকি ৪৯৮—ঢালধারী সৈনিক, পাইক সৈন্য, পদাতিক>পাইক >পাকি
ঢুলাঅ ৪৬—ঢুলায়, ব্যজন করে
ঢেমচা ১২৮—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
ঢের কর্যা ১০১—অধিক পরিমাণে
ঢেঁকিয়ে চাপিয়ে—ঢেঁকিতে চাপিয়া

তড়িল্লতা ৮২—তড়িৎ+লতা
তথাপিহ ৫৩—তথাপি
তথি ১০৬—তথায়
তদন্তিকে ২৫—তাহার কাছে
তপসী ২৯২—তপস্বী, তাপস
তবক ৫২৫—মোড়া, আচ্ছাদন
তবলে ৫৪৩—আস্তাবলে
তমস্বিনী ৫৪৬—তমসা, অন্ধকার
তম্বুরা ৫৭৩—তানপুরা
তরসিয়ে ৪২—আকস্মিক ভাবে, ত্বরান্বিত হইয়া
তরয়ার ১১৯—তরবারি
তরালের ৩৪১—তরবারির
তরুণীয়ে ৯৫৫—তরুণী
তরোয়ার উর্য্যা ৪১—তরবারি খুলিয়া
তলপ ৫৮২—খোঁজ, সংবাদ
তশ্‌কির ২৯৬— ?

তসলা ৫২১—খিল
তস্কর ৫৮৮—প্রবঞ্চক, ঠক
তস্কির ২৮৫—দ্র° তশ্‌কির
তাই ৯৩—তাহা
তাজি ৩০২—তাজিকদেশের ঘোড়া
তাজ্যা ৩৪০—তাজা
তাতের ৬৪—পিতার
তামরসে ৩৪৪—পদ্মে
তায়াতাই ২০৯—পরস্পর আক্রমণ প্রতীক্ষা
তিগাঁ ৪১৮—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
তিমিঙ্গিলা ৪২৬—তিমি অপেক্ষা বৃহৎ মাছ
তিয়াগিয়া ৩০৬—ত্যাগ করিয়া
তেজা ২—তেজস্বী, অধিক
তীর্থ ১৩৪—তীর্থ
তীরণ ৪৯২—স্থান নাম (?)
তুটি ৪২—ত্রুটি, হীনতা
তুটে ৫৩০—টুটে, ভাঙ্গে
তুড়া ৩৪১—তুড়িয়া, নষ্ট করিয়া
তুণ্ড ৫৬৪—মুখ
তুণ্ডে ৬৩—মুখে
তুবঙ্ক ৫৭৩—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
তুরগী ৩০২—তুরস্কদেশীয় (ঘোড়া)
তুরগীর ৫১৭—দ্র° তুরগী
তুরিতে ২০—ত্বরিতে, শীঘ্র
তুষে ১২৬—তুষ্ট করে
তুয়া ৭২—তোমার
তৃষ্ণাএ ২৪—তৃষ্ণাতে
তেওড়া ৫৭৩—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
তেকারণে ২৪—সেই কারণে
তেকে ১১৯—তাক করিয়া, লক্ষ্য করিয়া
তেখন ২২৫—তখন
তেঘাই ৫৭৩—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
তেঞি পাকে ৯৯—সেই হেতু

দুর্বোধ ২৩—অবোধ, নির্বোধ, দুর্বোধ্য (?)
দুসতি কপাট ৫২২—দুই জোড়া কপাট
দুসর ১১৬—দুই সারি
দুসর ৫৪২—দোসর, সঙ্গী
দুস্থিত ৫২—দুঃখিত
দুস্থে ৩১—দুঃখে
দুয়া ভুয়া ১০০—সংশয়, দ্বিধা
দুয়্যা ৩৫৫—দুর্ভাগ্য
দুহাই ৩৭২—দোহাই
দুহে ৫৮—দুজনে
দুঃগেয়ের ১০০—দুই গাইয়ের
দৃষ্টে ৭৫—দৃষ্টিতে
দেক—দিক
দেবেশী ৩৯৫—দেব+ঈশ+ঈ (প্রত্যয়)
দেয় ১৩০—দেও
দেহজের ৫৫০—আত্মীয়স্বজনের
দেহারা ১৯৯—দেবগৃহ> দেহর> দেহারা
দৈত্যারি ৫৭৯—দৈত্যের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ
দ্বিকর ৬৮—দুই হাত
দ্বিসূত ৫৮৮—দুই সুতা (দড়ি) পাকানো
দ্রড় ১৩৩—দৃঢ়

ধনাধিক ১২০—ধনে অধিক
ধন্দ ৫৪৬—ধাঁধা, সংশয়
ধর্মের বরাবর ৮১—ধর্মের সম্মুখে
ধবা ৩৭৭—ধোবা, রজক
ধরামর ৫৪—ব্রাহ্মণ, ফকির
ধাকা ধোকা ১০৫—ধাক্কাধাক্কি
ধাতা ১৫০—বিধাতা
ধানুস্কানেক ১৯৩—ধনুকধারী সৈনিক
ধায়া জরি ৫০২—জরির কাজ করা
ধারাধর ৮৩—মেঘ
ধিয়রে ১৯৩—বেগে
ধিয়ানে ২৪১—ধ্যানে
ধীষণাবান্ ১১৪—বুদ্ধিমান্
ধুনাচুর ৭৭—ধুনাচূর্ণ
ধুমল ৫৮১—ধূপধুনার ধোঁয়া

নকুল ৫৪৭—বেজি
নঙ্গুড়ে ১৬৪—লেজ, লেজের মত দড়ি
ননৎকারে ১৭৩—অহঙ্কার করিয়া (?)
নপন ২২২ : শুদ্ধ পাঠ "তপন" ?
নবতি ১০৫—শুভবার্তার পুরস্কার (?)
নমস্কিয়া ৩০৮—নমস্করিয়া, নমস্কার করিয়া
নস্ব ১৫৫—দরিদ্র
নয়ন কবন্ধে ৬৬—নয়নজলে
নয় হয়্যা ৩৩০—নত হইয়া, বিনয় করিয়া
নহলি ৪৩৩—নূতন
নাছে ২৫৫—রথ্যা>লচ্ছা>নচ্ছা> নাছ; দুয়ারে
নাড়ে নাই কর ৯৬—হাত নাড়ে না
না দেই ৩২১—দেয় না
না দেহু ১৩৭—না দিলেন ; না দিল
না দেখিএ ২২—না দেখিয়া
না পাইএ ২৪—না পাইয়া
নাপান ২৫০—নারীর বিলাসসজ্জা
না পালাম ৬৯—পাইলাম না
না পাসুরে ৩৬—না ভুলিয়া
না পেলাম ৭০—পাইলাম না
নাবড় ২৮৭—ধৃষ্ট, দুষ্ট
নাবুড়ি ১০৪—ধৃষ্টতা, দুষ্টতা
নাম্বিলেন ৩০৮, ১৩০—নামিলেন

নারাচলে ১৯১, ২০৭—জোরে (লাফ দেওয়ার সম্পর্কে)
নারিব ৯৯—পারিব না
নারে ২৩—পারে না
নাস ৯১—গন্ধ
নাস দিলা নাকে ৯১—নাকে গন্ধ দিলেন
না হয় ৬—হইও না
নিকটিয়ে দন্ত ১৯২—দাঁত খিঁচাইয়া
নিকলে ৩৬১, ৮৩—নির্গত হয়, বাহির হয়
নিকাড়ি ৩২৩—ঘোড়ার মুখের ভিতর লাগামের সঙ্গে যাহা থাকে (bit)
নিকুর ৩৯—জড়, সংহত
নিগ্রহ ৫১৩—ধ্বংস, পরাভব
নিঙ্গুড়ে ১১৯—নিঙড়াইয়া; নিষ্কাশিত করিয়া
নিচোলাচলে ৬৭—অঞ্চলের দ্বারা
নিদাটী ৫১৮—নিদ্রাযুক্ত, নিদ্রাবেশ
নিপ্সরূপ ১০৯— (?)
নিবর্ত ৫৬০—নীচু (?)
নিবেশিয়া ৫২—নিবেশ করিয়া
নিম্নাপের ৪১—নীচুদিগে গড়ানো জল
নিবমিয়া ৫৩—নির্মাণ করিয়া
নিরশনে ৫৫৩—নিরাহারে
নিরাগসে ১০৫—নিরাপদে
নিরাতঙ্কে ১০২—নির্ভয়ে
নিরাহিত ২০৭—শক্র
নির্জর ২৩৬—দেবতা
নির্জরের রাজা ২৯—দেবরাজ
নির্জল ৩৩২—শুষ্ক
নির্জিত ৪১২—নিযুক্ত
নিবুংশির ২৩০—নির্বংশের
নিবুংশে ২২৭—নির্বংশ
নিশা ৫৮৭—নিশানা, সংবাদ
নিশান্ত বাট ৫৩৮—নিশ্চিত শান্ত ভাবে (?)
নিষেধিলাম ৪৩৩—নিষেধ করিলাম
নিসত্যা ৩৯৪—সত্যহীন
নিস্কিস ৫২৩— ?
নিয়ড়ে ৫৮২—নিকটে
নিয়রে ৩০৯—দ্র° নিয়ড়ে
নিয়োজে ৩৮৭—নিয়োগ করে
নিহবে ৫৪৬—যুদ্ধে (?)
নিহরে ৪৩৯—দূর হয়
নিহালি ৬৭—দেখিয়া
নিহালিয়া ৩৬১—দেখিয়া
নুকাই ১৬০—লুকাইয়া
নুকাল ২২২—লুকাইল
নুকায়ে ৬৩—লুকাইয়া
নুএগ ৩৭৬—নুইয়া, নত হইয়া
নুটী কর‍্যা ২৭৬—লুট করিয়া
নুতি ৫৪—নতি
নুনিচোরা ১৪৫—ননীচোরা
নুনী ২৭৯—ননী, নবনী
নুল্যা ৩৭২—লোল হইয়া (তু° ঝুল্যা —ঝুলিয়া)
নৃপান্তিকে ১৫৭—রাজার নিকটে
নেউটিয়া ৩২০—ফিরিয়া
নেড়্যা ৩২৭—মুণ্ডিত, কর্তিত
নেটে ৫৬—নাটুয়া, নেটো, লেটো
নেতের ৫৫২—বস্ত্রের
নেতের আচল ৩৭৯—পাটের আঁচল
নেরাগসে ৪৪০—দ্র° নিরাগসে
নেরেচ ২১—পার নাই
নেস্ত ৩৬—ন্যস্ত
নেয় ১৭১—নাও (তু° দেয়—দাও)
নেহ ১৫০—লও
নৈ ১৪২—নয়
নৈরাশ ৪৪—নিরাশ

নোতন ১১৬, ৫৬—নবতন>নোতন ; নূতন
নৌকতা ২৯৯—লৌকিকতা
ন্যক্কার ১০৫—ঘৃণা

পক্ষজ ৫৫৬—পাখী হইতে জন্মে যে অর্থাৎ পক্ষীবিশেষ
পক্ষা ৫৪৫—পক্ষে (মিল: 'রক্ষা')
পক্ষে ২৯০—পক্ষী
পগড়ি ৩৬৬—পাগড়ি
পগারে ১৪৬—প্রাকার>পগার
পঞ্জর ১৯—পিঞ্জর, আশ্রয়
পঞ্জর ৫৫৬—পাঞ্জার, মোহরের
পটকা পামরি জাদ ১০৫—উত্তম বস্ত্রের কোমরবন্ধ
পটুকা ৫৭৭, ১৫৪—কোমরবন্ধ
পন্নগ ৫৩৪—সাপ
পণ্ডিতা বিটি ২৪—পণ্ডিত বেটি
পতাণ্ড ১২৮—পতাকা দণ্ড (?)
পথুক ১৭৫—পথিক
পদারদ্বন্দ্বে ১৭—পদযুগলে, পদার+দ্বন্দ্ব ; (পদারবিন্দের সাদৃশ্যে)
পদ্ধতি ২২৫—পথ
পনসের বীচি ১০১—কাঁঠালের বীচি
পরমেষ্ঠী ২৩৬—ব্রহ্মা
পরস্ত্রীয়ের ১৩৭—পরস্ত্রীর
পরানা ৩২১—পরোয়ানা
পরায়নে ৫৪৪—প্রয়াণে (?)
পরিক্রমি ৬—পরিক্রম করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া
পরিজ্ঞান ৫৫৪—সম্যক্ জ্ঞান
পরিশাল ৩০১—পুরস্কার (?)
পরেশী ১৪১—পরমদেবী
পর্বতো ১২৭—হিমালয়
পর্যাসন ৩৭২—বসিবার আসন, পর্যঙ্ক আসন
পস্থ ৪২৭—প্রস্থ, চওড়া
পয় দল ৫৪৬—পদাতি
পয়ফেন ২৩১—দুধের ফেনা
পয়মাল ৫৪৭—ধ্বংস, নষ্ট
পয়সি ৫৭১—জল
পয়ান ৪৩৫—প্রয়াণ
পয়ান ৪৯—প্রস্থান
পাএ ৩৮—পায়ে
পাখালিয়া ৩৩০—প্রক্ষালন করিয়া, ধুইয়া
পাগে ৫১৬—শিরে
পাছু ৩৮১—পাছে
পাছুয়ান ৩২৬—পশ্চাদ্‌বর্তী
পাটিকাল ৫৫০—পাটকেল, ঢিল, ইটের টুকরা
পাটিকেল ২৫১—পাটকেল
পাত ৩২—অতিবাহিত
পাতকালে ২২৯—পক্ষীবিশেষ
পাতর ১৫৫—পাত্র
পাতলি ৫৮৩—পাতাল
পাতাল পদ্ধতি ৪০১—পাতালের পথ
পাত্যা ৩৭২—পাতিয়া
পাথালি ৪৩৯—আছাড়
পাদাঙ্গদ ১৩২—পদালঙ্কার বিশেষ, মল
পান্থ ১১৪—পাইনু, পাইলাম
পান্ত ১০—উপান্ত, প্রান্ত, শেষ
পারখণ্ডে ৫১৪—নদীতীরে (?)
পারা ২২—মত
পারা ৩৫৩—বোধ হয়
পার্যা ৪২—পারিয়া
পালো ৯৯—পাইল
পাষাণের বিনি ৫২২—পাথরের আগল
পাসরেচ ২৭২—ভুলিয়া গিয়াছ
পাসুরেছ পারা ৬১—ভুলিয়া গিয়াছ বোধ হয়

পাঁজ পেঁজে ৫৮৭—পাঁজ পাঁজিয়া, দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া
পাশু ৩৬৫—পাঁশ, ছাই
পিঠালি ১০১—পিটুলি, চাউলের গুঁড়ির গোলা
পিতাবধি ১৫৮—পিতা অবধি
পিন্ধিয়া ৩৪০—পরিধান করিয়া
পিপীলা ২৮১—পিপীলিকা
পিলু ৯—পীতবর্ণ
পিশিত ৬৪—মাংস
পিঁঠিয়া ১৯৩—?
পীযূষলহর ৫৩—অমৃতের ধারা, দুগ্ধের ধারা
পীরিতি ৫৬৫—প্রীতি, প্রেম, স্নেহ
পুছিল ৩৭২—জিজ্ঞাসা করিল
পুছে ৬৭—জিজ্ঞাসা করে
পুটপাণি ৭২—যুক্ত করে
পুড়া ১১৭—পুটক, বীজধান রাখিবার গোলা
পুতুনাকে ৯৪—পূতনাকে
পুরটের পেটি ৫২৬—সোনার বাকস
পুরটের সোনা ১০২—সোনার মাকড়ি
পুরাহ ৮৯—পূর্ণ কর
পুলক্যা ২৭৭—পুলকিত হইয়া, পুলকে
পুহাল ৩৫৭—পোহাইল
পূজ্যা ৫৮—পূজা করিয়া
পূরহ ৫—পূর্ণ কর
পূর্ণতমে ৩৫৪—পুণ্যতম
পূর্বজন্ম্যা ৩০৪—পূর্বজন্মের
পৃতনাপতি ১৯৩—সেনাপতি
পেএ ২২—পাইয়া
পেখাজ ৪০১—পাখোয়াজ
পেখ্বাজ ৩৭৫—পাখোয়াজ
পেচ্চা ২৪৬—পেঁচো (ব্যক্তিনাম)
পেটি ৫১৬—কোমরে জড়ানো কাপড়
পেতি ৩৯৬—পেত্নী (মিল : 'রথী')
পেথ্যা ৩১০—ডালা, ছোট চুপড়ি
পেলেক ২৮৭—পাইল
পেল্যা ৩৭৬—ফেলিয়া
পেয়া ৫৫৭—পাইয়া
পেয়্যা ৩১৩ পাইয়া, পাইলে
পোকে ১৮২—পুত্রকে
পোড়া ৮৩—পড়া, পটহ, ঢাকবিশেষ
পোড়ামুণ্ডা ৩৮৪—পোড়ামুখা, মুখ-পোড়া (তিরস্কার অর্থে)
প্রজ্ঞ ১৪৯—প্রাজ্ঞ (মিল : 'যজ্ঞ')
প্রচিত্ত ৩৬৬—প্রচিত্র, বিচিত্র
প্রচেতে ২৯৮—জাগিয়া উঠে
প্রতক্য ১৩৭—প্রত্যক্ষ
প্রতিকূলাচারে ৪৪—প্রতিকূল আচরণ করে
প্রতীতি ৭৪—বিশ্বাস
প্রত্যাগার ৭২—প্রতি+আগার, প্রতি গৃহে (?)
প্রণসে ২৪১—প্রণাশে (?)
প্রবন্ধ—নির্বন্ধ
প্রবন্ধনে ২৭৬—প্রকৃষ্ট বন্ধনে
প্রবেষ্ট ৩৩—বাহু
প্রবেষ্টির ২০২—বাহুর
প্রমাণ্য ২৮—পরিমাণ
প্রসক ৬৫—ক্রীড়াসমাপ্তি (?)
প্রসীদ ৮১—প্রসন্ন
প্রসুখী ৫২৩—অত্যন্ত সুখী
প্রয়বোধ ৪৬৬—প্রবোধ
প্রাধ্ব ১২১—অগ্রসর
প্রাভঞ্জনি ৮৪—হনুমান্ (প্রভঞ্জনের পুত্র)
প্রিয়ঙ্ক ৫৭৪—নদীনাম
প্রেতার্থ ৫৬০—প্রেতলোকের জন্য
প্রেষিত ৩৬৬, ৯৮—পাঠানো, প্রেরণ করা, প্রেরিত
প্লক্ষডালে ৪৯৯—পাকুড়ের ডালে

ফটা ১২৯—ফোঁটা
ফতে ৪১৭—বিজয়
ফলঙ্গ ৫৩৩—লাফ
ফলাবাপ্তি ১৬৬—ফললাভ
ফার ৪৫২—ফাঁক
ফাঁতুনি ৪২৯—বন্দী
ফিকির—উপায়, ফন্দি
ফিকে ১১৯—ছুঁড়িয়া
ফিরে নাই শুল ৯৭—ফিরিয়া শয়ন করিল না
ফির্যা ৩০৯—ফিরিয়া
ফিঁক দিয়া ৮৩—ফিন্‌কি দিয়া
ফিঁকে ৩৯৭—ছুঁড়িয়া ফেলে
ফুলাল ৭৭ঃ শুদ্ধ পাঠ "কুলাল"
ফুঁসি ফুঁসি—ধিকি ধিকি (?)
ফেন্দ্যা ৩২৫—ফাঁদ পাতিয়া (মিল : 'বেন্ধ্যা')

বচ্ছ ৩১৫—বৎস
বজ্জর ৩৯৪—বজ্র, বজ্রবৎ অভেদ্য
বজ্জাকাশ ২৪—বজ্র এবং আকাশ
বজ্রমান ঠোনা ২৫৮—বজ্রের ন্যায় চড়
বঞ্চিলেক ৫৭—কাটাইলেন
বটি ২৯১—বটে
বড় ১৫৩—শুদ্ধ পাঠ "ওড়"—জবা ফুল
রড় ৯০—চীৎকার
বড়ি ৪৭—বড় (মিল : 'দাড়ি')
বদনারবিন্দে ১১৪—বদনকমলে
বদরি ১১৮—কুল
বদাবদ ১৭২—তর্ক, কথাকাটাকাটি
বধিএ ২১—বধিয়া, বধ করিয়া
বনান ১৪৭—তৈয়ারী করেন, নির্ম্মাণ করেন
বনায়ে ১৪৫—বানাইয়া
বনালেন ৩৩৭—তৈয়ারী করিলেন
বনি ৪১০—বোন
বন্দানিয়া ৩২২—বন্দিয়া
বন্ধ্যাবাদ ৪৯—বন্ধ্যা (অপুত্রক) অপবাদ
বরট ৩৪০—বর্ম
বরাটিকে ১৪৩—বরাটিকা, কড়ি
বরাসনে ৩৭৩—শ্রেষ্ঠ আসনে, সিংহাসনে
বরিষয়ে ৩৭৩—বর্ষিত হয়
বর্জসম—বজ্রসম
বলন ২০০—বিস্তার, বল
বল পক্ষা ৩৯৩—বলবান্ পক্ষ
বলাহক ১৬১—মেঘ
বলিপুর ১২১—পাতাল
বল্যা ২৬—বলিয়া
বল্লকী ১৩৯—কোকিল
বসু পাল্যে ৫০২—ধন পাইলে
বস্কিশ ২৮৫—বকৃশিস
বয়্যা ২৫৭—বহিয়া
বাইতি ৭৭—বাদ্যকর
বাউ বেগে ২৪১—বায়ুবেগে
বাওন ৩৭৯—বামন
বাক ৫০৩—বাক্য
বাগডোর ৫৪২—বল্গার দড়ি, বন্ধন বল্গ>বগ্‌গ>বাগ
বাগুনি ৩৭৭—ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ
বাঘছালা ২৯—ব্যাঘ্রচর্ম, বাঘছাল (মিল : 'মালা')
বাঙ্গালপাস ৩৫৭—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই নাম
বাঁচায়ে ২৯৫—বাঁচাইয়া
বাছলার ৪৮৫—বাছার (?)
বাজি ৫৫৮—মায়া
বাঝে ৪৫২—বাধা পায়
বাট ৪২৩, ১০৬—(বর্ত্ম>বট্ট >বাট) পথ
বাড়বাড়া ২১৬—অত্যন্ত অধিক বাড়া

বাড়া ৪৪—অধিক
বাড়্যায়াছি ৪৩৯—বাড়াইয়াছি
বাদাবাদে ২০৩—বাদ প্রতিবাদে
বাধাই ৪০৮, ৩০৭—বাঁধায়
বান্দে ৩৬২—বাঁধে
বাপা ৩২৮—বাপু
বাপার ৩২৬—পিতার
বার ৪৯৮—দরবার, উপস্থিতি
বারত ৪১৬—বার্তা, সংবাদ
বার দিয়া ৪৬—দরবার করিয়া
বারমতি ৪৬১—ধর্মপূজার অনুষ্ঠান
বিশেষ
বারদৃশার ৩৯০ : শুদ্ধপাঠ
"বারভুঞা" (?)
বারব আক্ষ ২১০ : শুদ্ধ পাঠ "বাড়ব
আখ্য"—নাম বাড়ব
বারান ৪১৬—ঘোড়ার পরিচারক
বারামে ৪৫—সভাতে
বারি করে ১০১—বাহির করে
বালাই ৫২৫—আপদ-বিপদ
বাহে ২৫৭—বাহুতে
বিক্রোধ ৩৭৭—বিশেষ ক্রোধ
বিখেড়ে ২২—বিঘোরে, অপঘাতে
বিগতি ২৩—দুর্গতি, বিপত্তি
বিঘাতনে ১৪৬—বিনাশে
বিগ্রহ ৮৭—দ্বন্দ্ব
বিঙ্গ ৫৬৫—বিজ্ঞ
বিচে ৩৯৫—বিক্রয় করে
বিচ্ছ ৩৯৭—বিছা, বৃশ্চিক > বিছা
বিছায়্যা ১০০—বিছাইয়া
বিজটা ৩৬৭—করাভরণ বিশেষ (?)
বিজুরি ১৩৫—বিদ্যুৎ
বিজোগ ১৯—বিয়োগ
বিটঙ্ক ৫২৬—উজ্জ্বল, কমনীয়
বিড়া ২৮৫—পানের খিলি
বিতথা ৫৫৩—বিপর্যয়
বিতণ্ডা ৫৩১—মিথ্যা
বিতল ২৪—সপ্ত পাতালের একটির
নাম
বিদম ৪৩৯—বে-দম, শ্বাসহীন
বিদাই ১২৩—বিদায়
বিধু ৫৪১—চন্দ্র
বিনতি ৯৮—বিজ্ঞপ্তি, মিনতি
বিনির্জিতে ৪২৯—বিজয়ে
বিন্ধেচে ৩০৫—বিঁধিয়াছে
বিপত্ত্যে ২৩৬—বিপদে
বিবুধে ৩৩৭—দেবতাকে
বিবুধের রাজা ১২৮—দেবতাদের
রাজা
বিভচ্ছবিনিজে ১৪০— ?
বিভা ৪৭—বিবাহ
বির্ভতসে ৭৪— ?
বিমিশাল ৪১৭—বিমিশ্রিত
বিমুক্তি ২৬৯—মুক্তি
বিমৃজ্যে ১২৪—বিবেচনা করিয়া (?)
বিয়ঙ্গ ৪১৮—বিকলাঙ্গ, বিকৃত শরীর
বিরানই ২৫০—বিরানব্বই
বিলগ্না ৫৫০—কুলগ্ন
বিশ ঘুটা ৩০২ : শুদ্ধ পাঠ "বিশঘুটা"?
—উৎপাতকারী (?)
বিশাশয় ৫১৭—অনেক, প্রচুর
বিশাশয় হেটে ৩৭২—একশত বিশের
(কিছু) কম
বিশেষিয়ে ১৭২—বিশেষ করিয়া,
বিশেষ ভাবে
বিষধরে ৫৪৭—সাপ
বিষ্ণুপদতলে ৪৬১—আকাশে
বিসকবৈনসে ১৮২—?
বিসরে ১৪৪—দ্র° বিসার
বিসার ৭—বিস্তার, বিশাল,
বিস্তীর্ণ
বিস্মরাগ ৩৬১—বিরাগ + স্বরাগ ?

বিয়োগভাবে ৫৬—বিষাদভাবে
বিয়োজ ৭৭—?
বিহর ৫১৫—?
বিহানে ৩১৫—সকালে
বিঁধ্যাচি ৫০৭—বিঁধিয়াছি
বীচকে ৩৬৬—বীজের নিমিত্ত
বীতহোত্র ৫৪৮—দ্র° বীতিহোত্র
বীতিহোত্র ৪২৯—অগ্নি
বীরধটী ১১৯—যোদ্ধার পরিধেয় কটিবস্ত্র
বীরবৌলী ১৫৪—কানবালা
বুড়াইব ২৭২—ডুবাইব
বুড়্যা ২৭৭—ডুবিয়া
বুলি ১৯—ভ্রমণ করি, ঘুরিয়া বেড়াই
বুলিবে ২২৫—ভ্রমণ করিবে
বুলে ১৪৪—ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে
বৃষস্যন্তী ২৩০—পুরুষাভিলাষিণী নারী
বেওরা ৫৪—ব্যক্ত করিয়া
বেকায়দ ৪১৬—বেকায়দা
বেগতি ৪২১—দুর্গতি
বেগত্যা ৫৬৬—বেগতি
বেচ্যা ৬১০—বেচিয়া, বিক্রয় করিয়া
বেছ্যা ৭৭—বাছিয়া
বেটে ১২৫—বাঁটিয়া
বেট্যা ৩৩৭—দ্র° বেটে
বেথা ২০৭—বৃথা
বেথায় ১৬২—ব্যথায়
বেনে ৬৫—(অনর্থক শব্দ)
বেন্ধে ছিলা ৩৬২—বাঁধিয়াছিল
বেন্ধ্যা ৩২৫—বান্ধিয়া
বেপহারা ২৯৫—হতভম্ব
বেপুহারা ১৯২—দ্র° বেপহারা
বেভোগ ২৩৫—বৈভব
বেরাইল ৮১—বাহির হইল
বেরাল্য ৯১—বাহির হইল
বেরিজ ৩২১—শীঘ্র ?
বেরিতে ৭২—বেরিজে ?
বেরয়া ৩৬০—বাহির হ
বেলিক ৫৯২—পাজি, বদমায়েস
বেহার ৬৩—ব্যবহার
বৈদেশী ২৮২—বিদেশী
বৈদ্যাগধি ৭৪—বৈদগ্ধ্য ?
বৈমুখ ৩০—বিমুখ
বৈলজ্জ ২০১—লজ্জাযুক্ত, অবমানিত
বৈলজ্জে ১৪১—লজ্জাযুক্ত হইয়া
বৈস্যা ৩৪—বসিয়া
বোঝনে ১২৪—বোঝা
ব্যাকুলি ১৫১—ব্যাকুলতা
ব্যাকোশ ৩৬২—বিমুক্তকোষ, বিকশিত
ব্যাক্রোশ ১২২—ব্যাকুলতা
ব্যাজ ৫৬১—বিলম্ব
ব্যানন্দে ১১৭—বিশেষ আনন্দে
ব্যালিশ ৫৭৩—বিয়াল্লিশ
ব্যালোন ৫৫০—?
ব্যালোল ৯—ব্যাকুল ও চঞ্চল
ব্যাহার ১৩৩—বিহার

ভকতা ৭৭—ভক্ত
ভকতবচ্ছল ৮৯—ভক্তবৎসল
ভকিত্যা আমিনী ৫৬৪—ধর্মের সেবাদাসী বা ব্রতী
ভক্তিয়ে ১২৫—ভক্তিতে
ভঞ্জিত ৩১৩—ভাঙানো (টাকা)
ভনে ৬২—বলে
ভবিক ৮৪—উপযুক্ত
ভবভয়হরা ৫৪৪—সংসারের ভয় হরণ করেন যিনি
ভব্যরতি ১২১—ভদ্রভাব
ভব্যা ১০০—ভদ্রা
ভম ৩৪১—ভ্রম
ভরম ৩৩৭—ভ্রম

মায়ে পোয়ে ৯০—মাতা পুত্রে
মিশরে ১৯৫—?
মিসে ১৬১—?
মুখ-দূষী ১৮—যাহার মুখ দুষ্ট
মুখানি ৩০৫—মুখখানি
মুচঙ্গ ৫৬—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
মুচড়এ ৪৭—মোচড়ায়
মুঞে ৩৭৩—মুখে
মুনাম ১৬৮—খাদ্যবিশেষ
মুনিস্যা ২৫৭—মনুষ্য
মুলান ২০২—মৃণাল
মুষল্যার ৩৪১—মুষলের
মুয়াড়ে ২০৮—মুখে
মূর্তিটাক ২৮৮—এক মুহূর্ত পরিমাণ
মেঘভব ৮৫—মেঘ হইতে জাত, জল
মেটিয়্যা ৫৪৮—লাগাইয়া
মেলাপাড়া ১১৭—দ্বন্দ্বযুদ্ধ (?)
মেলে ১৬৫—মারিলে
মেয়্যা ৩৫৪—মেয়ে
মৈল ৩০৫—মরিল
মোখাদিম ৩২০—ভদ্র মুসলমান
মোটুকু ১২৬—মুকুট
মৌলি ৫৪৩—মস্তক
মৃগাঙ্কমুখী ৫৫৮—চন্দ্রমুখী
যজিয়া ১৪৯—উপাসনা করিয়া
যদিপি ১৫০—যদ্যপি
যাগু ১২১—যাউক
যাচকা ১৩৪—যে যাচিয়া আসে
যাচিমুঞা ৩৮—?
যাবকে ১৩৫—আলতায়
যাবন্ত ৫২, ৩৭—যাবৎ, যে পরিমাণ
যাম্য ২২৫—দক্ষিণ
যাম্যবক্তে্র ৩৮৬—দক্ষিণ মুখে
যায় ১৪১, ১৭১—যাও
যুঞ্জ ৪২—যুক্ত
যুবত্ব ২০—যুবকত্ব, যৌবন
যূথে যূথে যুবতীর মেলা ১৯০—দলে দলে যুবতীর সমাবেশ
যেতে বাসি ভয় ৯৯—যাইতে ভয় করি
যেত্যে ৩২২—যাইতে
যোএ ৪৭, ৯১—সুযোগ
যোগাভ্যক ১৮৩—অধিক যোগযুক্ত
যোষিতের ১০২—নারীর
রই ঘর ৪৯০—নৌকার উপরে থাকিবার ঘর
রঙ্ক ১৪৭—মৎস্যরঙ্ক, মাছরাঙ্গা
রঙ্কিণী ৪—দুর্গার নামান্তর
রঙ্গের বেলা ২৫০—রসের কালে
রচন ৫৮—রচনা (মিল : 'জন')
রজত কড়্যালি ৪১৬—রূপার কড়া দেওয়া
রভস ৭৬—আনন্দ
রমতিয়ে ৩১০—রমতী (স্থান নাম) তে
রসঙ্গ ১৩২—রসাঙ্গ, রসময়-অঙ্গ
রসালে ৮১—সুরস
রা ১৬২—রব, বাক্য
রাকা ৪১৬—রেকাব (ঘোড়ার)
রাকা ৫২৫—পূর্ণিমা, লাল বর্ণ
রাউটি ৪৯৩—মূল্যবান্ প্রস্তর
রাউতি ৪০১—অশ্বারোহী সেনা
রাখয়ে ৩৭—রাখে
রাখালি সাধিত ৪৫১—রাখালের কাজ করিত
রামকানু ৩০৬—কৃষ্ণবলরাম
রামরাত্রি ১৬৬—শুভরাত্রি
রায় ৫৫—রাজা > রাআ > রাঅ > রায়
রায় বার ৩২০—রাজদ্বার, রাজদ্বার বিষয়ক কাহিনী
রীতে ৫৯—রীতিমত
রেকটাক ৩৭১—সের খানেক মাপ
রেলা ১৭৬—শ্রেণী

রোমাঞ্চন ১৪০—রোমাঞ্চ
রাঁগা ধুলা ১১৯—রাঙ্গা ধুলা
রেঁধ্যা ১০২—রন্ধন করিয়া

লএ ৩৬—লইয়া
লগু ২৮৩—লউক
লঘ্‌ঘি ১৫৩—প্রস্রাব
লঙ্ঘি বাসে ভার—পার হইতে বাধা
লজ্জায়ে ২২২—লজ্জায়
লড়ে ১১৮—নড়ে
লপর ৫০৮—চাপন
লপিত ১১৭—বাক্য
লাউসেনি দাঁড়া ২২—লাউসেনের প্রচলিত কাহিনী
লাঙ্গুড় ২০৫—লেজ
লাজল ৪৬১—লজ্জিত (?)
লাট ৫৪০ : শুদ্ধ পাঠ "নাট"—নাট্য, লীলাবিলাস
লাথালোথা ১০৫—লাথালাথি
লায়সেনে ১১৮—লাউসেনে, ব্যক্তিনাম
লেখনীয়ে ৪—লেখনীতে, কলমে
লেচ্যা ২৫৪—নাচিয়া
লেট্যা ৫৬—লেটো, নেটো, নাটুয়া
লোচ্ছা ২৪৬—পাজি, বদমায়েস
লোটা ৪২৮—ঘটি
লোটাএ ৩২—লোটাইয়া
লোটন ৯৩—কবরী
লোমাঞ্চ ৭৬—রোমাঞ্চ
লোহ ৩৩—অশ্রু
লোহে ৩১০—অশ্রুতে
লোহের ১২০—লোহার
লৌকতা ৪৭—দ্র° নৌকতা

শক ৩২১—বৎসরাঙ্ক, তারিখ
শক্তসাদ ২৬৪—?
শঙ্করীমানিতা ৫১৮—শঙ্করীর আশ্রিতা
শরভ ৩৩২—অষ্টপদবিশিষ্ট কাল্পনিক প্রাণী
শরভ্রষ্টপদ ৩৩১ : শুদ্ধ পাঠ "শরভ অষ্টপদ"
শর্ম ১৩৮—লজ্জা
শর্মবান ১০৫—লজ্জিত
শর্মমান ২৯—লজ্জাযুক্ত
শর্মী হয়ে ৭৫—লজ্জিত হইয়া
শল্লকীর ৫১৩—শজারুর
শাতনি ৪৩১ : শুদ্ধ পাঠ "সাত তিন" —একুশ
শাস্তা ২৯—শান্ত
শিলিহার ৩৭৩—মুক্তাহার
শুচি কাবাই ৫০২—শুভ্র (অথবা সেলাই করা) জামা
শুণ্ড ৫২৯—শুঁড়
শুদ্ধা ৩৮১—শুদ্ধ, সমেত (মিল : 'যোদ্ধা')
শুন্যাছি ৩২৬—শুনিয়াছি
শেজে ২২৭—শয্যায়
শোকাকুলি ৬৮—শোকে আকুলা
শোকান্তর ৩৬১—শোকযুক্ত
শোভাঞ্জনি ফুল ১০১—সজ্‌নে ফুল
শ্বসনসুত ১১৮—হনুমান্‌
শংসন ১১৮—কথন, বাক্য

ষোল সাঙ্গের ১১৮—ষোল জন লোকে যাহা বহিতে পারে

সঅলে ১৭—সকলে
সই ২২৫—সখী
সক্রোধিয়ে ১৭৬—সক্রোধে
সঙ্কুলহৃদয় ২০৫—ব্যাকুলহৃদয়

সঙ্কুলিয়া ২০৫—ধুইয়া
সচেল ৮০—সবস্ত্রে
সতৃণদশন ৭—দাঁতে কুটা করিয়া
সদত ১৬—সতত, সর্বদা
সদাগতি-সুতে ১১১—বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে
সদাতন ৪০১—সনাতন, চিরন্তন
সদ্ম ১৫—আলয়
সনাল পটুকা ৪১৭—ডোরযুক্ত কোমরবন্ধ
সন্তাড়নে ৫২২—তাড়নায়, যন্ত্রণায়, জ্বালায়
সন্তত ৪১—সতত
সন্তাপন ৫৮৪—অনুতাপ
সন্নিধি ২৪—সন্নিকট
সপদি ১১৭, ১৯৪—একেবারে, তখনি, সমকালে
সর্পিষে ৫৫২—ঘৃতে
সর্প্যা—১৫৪—সর্প
সব্যে ১৫৯—সবে
সমগ্না ৪৩৩—মগ্ন
সমরল ২৯৮—যুদ্ধ করিল
সমাজ্ঞা ৪৮১—সম্যক্ আজ্ঞা
সমাধিয়া ১৩১—সমাধা করিয়া, সমাপন করিয়া
সমিভ্যারে ১৫—সমভিব্যাহারে
সমদ্রত ১২৯—সমাদৃত, আদরণীয়, তুল্য
সমূহ ৭—সমগ্র
সম্পাতন ১৫১—আধান
সম্পত্ত্য ৩৭৯—সম্প্রতি
সাম্প্রতিক ৭৭—সম্প্রতি
সম্বরারি ৫৪৬—কামদেব
সম্বসে ৯৫—অচেতন
সম্বায় ১৪৪—সমবায়, যুক্ত
সম্বেস ১৯৪—অচেতন
সম্ভাষ ৯২—প্রবেশ করে
সয়চান ২৮০—বাজ বাখী
সয়মড়া ৫৪৫—শবমৃত
সয়াল ৫৬০—সংসার
সয়াল সুখ ২৬১—সংসারসুখ
সহরূপ ৭৩—সহর্ষ, আনন্দিত
সহি ৪২—সহ্য
সংকৃতা ৩১—সম্মানিতা
সংকুল ২০৪—সঙ্কট
সংকুল্য ৫৬৯ : শুদ্ধ পাঠ "সংফুল্ল" —প্রফুল্ল
সংফুল্য ৯৬ : শুদ্ধ পাঠ "সংফুল্ল"—প্রফুল্ল
সংসত্য ৪৩৬—সম্যক্ সত্য
সাচ ৩৯২—সত্য > সচ্চ > সাচ
সাজবাজ ৪০১—সাজগোজ
সাজাহ ৪০—সাজাও, সজ্জিত কর
সাজ্যা ৪১—সাজিয়া
সাথ ৫৮—সাথে, সঙ্গে
সাধবের ৭৬—সাধুর
সানি কাঁশি ৮৩—সানাই কাঁসি
সানুর ৪৯৩—পর্বতক্রোড়ের
সাপরাহ্ণ ৬৫—অপরাহ্ণের পরক্ষণ
সামিক ৩২৪—সাময়িক, সর্বাঙ্গীণ (?)
সামুয্য ৫০৪—?
সাম্বার ৫১৩—উপকরণ, রন্ধনের মশলা
সাংযাত ৫৫৭—ধর্মপূজার উদ্দেশ্যে যাত্রীদলের সমাবেশ
সাংযুগীন ৪১—যোদ্ধা
সাংস্থর ভক্তা ৮০—ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে বিশেষ একপ্রকার ব্রতধারী
সাঁগা ১৪৭—কাঁধ, স্কন্ধবাহু
সাঁচা ২৯৫—সত্য
সাঁজুয়া ১৭৭—বর্ম
সাঁজা ৩৭৬—সাঁজোয়া

সিকাপ ৫১৬—?
সিদারি ৫৮৬—সিঁধেলের কাজ
সিফাই ৫২৯—সিপাই, সৈনিক
সিরল ভাগ ৫৩৯—মাথালো অংশ, প্রধান অংশ
সিঁদাল ৫৭৮—সিঁধেল চোর
সুক্ ১৩৮—সুখ
সুখজ ১২৩—আনন্দ
সুগতচিত্ত ৩১—ভদ্রভাবিনী
সুজ্ঞানীর ১৮—কাব্যরসিকের
সুতযুজ্ঞে ১১৪—পুত্রদ্বয়কে
সুতিথিএ ৫৮—শুভ তিথিতে
সুদতী ৩৬৫—যে নারীর দন্ত সুন্দর
সুদিনে ১১৩—শুভদিনে
সুধর্মা ১৭২—দেবসভা
সুনাদিতে ১২৪—সুনাদিত ভাবে
সুনাদে ১২৬—সুন্দর শব্দে
সুপর্ণ ৫৩০—গরুড়
সুপন্থ ৩৫৪—সুন্দর ছাঁদে
সুযুগ ৩৯৬—শোভনভাবে সংলগ্ন
সুরঙ্গ ৫৩৮—সুরঞ্জিত
সুশস্ত ৫৭—প্রশস্ত, উত্তম
সুসম্পিত ১৫৪—সুসম্প্রীত
সুসার ৫১৩—মঙ্গল, সচ্ছল
সুতি মাস ৫৭—প্রসবের মাস
সুরন ৬৮—?
সেজ্যা আল্যা ৩৭৪—সাজিয়া আসিল
সেরেক ৩৭—সের এক, এক সের
সেঁগাতিন ২২৫—সখী
সোর্চ্চিসে ৩৩৯—সবেগে, সতেজে (?)
সোর ৩৩৪—চীৎকার
সোয়ার ৫১৭—আরোহণকারী
স্নানাশুদ্ধ ৫৭—স্নানশুদ্ধ, শুদ্ধস্নান
স্নেহা ৭০—স্নেহ (মিল : 'ইহা')
স্বতন্তরে ৩০৫—স্বতন্ত্রভাবে
স্বধবে ৪৩৫—নিজের স্বামীতে

স্বপ ১০৪ : শুদ্ধ পাঠ "সব" (?)
স্বসম্মত ১৫৭—সুসম্মত
স্বঃশ্রেয়স্ ৭৭—স্বশ্রেয়ঃ, নিজের ভাল
স্বান্তরে ৩০৮—নিজ অন্তরে
স্বান্তে ৬৫—স্বহৃদয়ে
স্বাপ ২০১—নিদ্রা
স্মরশরে ৯৬—মদনের বাণে, কামার্তিতে
স্থান ১৩৪—সেন (পদবী)

য়েগায় ১৮৯—অগ্রসর হয়

হইএ ২১—হইয়া
হইলা ১১৩—হইল (মিল : 'খেলা')
হএ ২৪—হইয়া
হগ ২৯৯—হউক
হর্জ্জত ৫৮২—ঝামেলা
হট ৩৭৯—সরিয়া যাও
হটে ৫৪৫—বিবাদে
হঠাংকার ৫১১—জোর করিয়া
হঠে ৩৯০—কোপে, জোরে
হৃদ্য ১০৯—হার্দ্য, আন্তরিকতা
হরিষ ৩৭৫—হর্ষ
হলান ২৬৯—হইলেন
হল্যান ২৬৬—হইলেন
হল্য ২১—হইল
হল্যা ২৩—হইলা, হইল
হয়গতি ৩২৫—অশ্বের গতি
হয়গ্রীবে ৫৮৪—অশ্বের গলাতে
হাইবাসে ৪৬৭—অভিলাষে, প্রত্যাশায়
হাকুনি ৫১৬—হুঙ্কারের শব্দ
হাকু পাকু ৪৯৬—ব্যাকুলতা
হাজুত ৬৯২—হাজত
হাটক ৩৬—স্বর্ণ
হাতে তালে ৫—সঙ্কেত
হার্দ্য ২৩৬—হৃদ্যতা

হাপুতির বাছা ১১৩—অপুত্রক নারীর সন্তান
হাস্যা ২৯—হাসিয়া
হাঁকার ২৮৫—চীৎকার
হিতের ১৭৭—হাতিয়ার
হিঁসরে ১৭৮—হ্রেষা রব করে
হুক ৯৪—অঙ্কুশবিদ্ধ হওয়ার মত জ্বালা
হুগলের ৫০৬—হোগলের
হুজুত ৩২২—নিকট
হুড় ৪৫০—নির্বোধ, জেদী
হুড়া ৫৭৭—আঘাত
হুতভুক ৫২৬—অগ্নি
হুলি ২৮৯—সাড়া, গোলমাল
হুলে ৫০৮—ধনুকের দুই প্রান্তে
হেক্যা ৪০১—হাঁকিয়া
হেতা ১৫০—হেথা, এখানে
হেতের ৩৯—হাতিয়ার
হেনচ্ছার ১৮৮—দ্র° হেনছার
হেনছার ১৮৮—এমন তুচ্ছ ব্যক্তি
হেলন ৬১—অবহেলা
হেসরে ৫৪৩—হ্রেষা ধ্বনি করে
হেয়ত্ব ১৮৮—তুচ্ছতা, অবজ্ঞা
হেঁটা ৩০২—নিরেশ, কম, হীন
হৈরং ২৮১—?
হ্যাদে ২৯—সম্বোধনসূচক
হৃদয়কন্দরে ৭—অন্তরের অন্তঃস্থলে
হোঁহে ১৬১—হইয়া, হয়

পাঠান্তর

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১	৬	তোমার আগমন	তান রূপ মান
২	৯	বল্লুকার তীরে	বগুসার তীরে
২	১২	হরিশ্চন্দ্র	হরিচন্দ্র
২	২২	বলরাম কানাই	বাল্লার সখাই
৩	৩	দুরাত্মার	দ্বৈমাতুর
৩	২২	উর	উরহি
৪	৪	চরণ উপরি	জিনি চরণ দুখানি
৫	১৭	আভিঘাত	অভিঘাত
৬	৬	কি না মন্ত্র	কিনামাত্র
৬	২৭	পড়ে	বহে
৮	১	ভক্তিভেদে লেখিলেন	যুক্তিভেদে দেখিলেন
৯	৬	শিখা তায়	হল প্রায়
৯	১০	গবস্থিত	হাবস্থিত
৯	১৪	শশধর	লম্বোদর
৯	২৫	কৃপালোকনেতে	কৃপা লেশ হতে
১০	৬	অচলায়	অবলায়
১০	১০	সহিতং	সহিতে
১০	১১	কুন্দেন্দু···	ধৌতকুন্দেন্দু···
১০	১৮	আর্য সনাতন	অর্যমা অনল
১১	১১	ঔদধি	উদধি
১১	১৩	ধরিলে	তরিলে
১১	১৫	হেতু	হ'তে
১১	১৫	তথি	উথি
১১	১৯	অধ নিলে	অধমিলে
১৩	২৫	ফুলুয়ের	ফুল্লরের
১৪	১২	আলগুচিন্যার	আলগুড়চিন্নার
১৪	১৩	আকুটি কুলেমালার	আকুটিকুল্লামাল্লার

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১৪	১৫	জাড়াগ্রামের	জাড়…
১৪	১৬	দেহারা	দেহারে
১৪	২০	সীহড়ের	সেয়ড়ের
১৪	২১	ফুলুয়ের	ফুল্লরের
১৪	২২	নেড়াদেউল	নেড়াদৌল
১৫	৪	ঘর্ম	ধর্ম্ম
১৫	১৭	সাঅড়া কোণের	সাংতা কোণে
১৫	২০	ঠাকুরানী	চাঁদরাণী
১৫	২৩	বোড়র	বেড়ের
১৫	২৭	স্বতান্তরে	মতান্তরে
১৫	২৮	বালসীর	বালাসীর
১৬	৪	মনাইচকের	মোলাইচকের
১৬	৭	ফুলুয়ের	ফুলায়ের
১৬	৭	বৈতলের ঝকড়াই	বৈতালের ঝকভাই
১৬	৮	ক্ষেপুতে	খপুতে
১৬	১১	মৌলার	সৌলার
১৬	২৫	হিংগুলাটে	হিংগুলাট্টে
১৭	১	শ্যামরূপায়	সাপরূপায়
১৭	৬	বাণেশ্বরী	নানেশ্বরী
১৭	৭	দণ্ডেশ্বরী	দন্তেশ্বরী
১৭	৯	মানসরূপে	মানপুরের
১৬	১৩	শানিঘাটে	শালাঘাটে
১৭	১৫	ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী	ভাণ্ডারগড়ে ভাতারচণ্ডী
১৭	১৬	সর্মিঙ্কীর	সর্ম্মিখীর
১৭	২০	চালতার তলে	চল দল তলে
১৭	২৬	সঅলে ভুবনে	…
১৮	১	মুখ-দূষী	মূর্খ-দূষী
১৯	১৪	ভুড়াড়ি	তুঙ্গাড়ি
১৯	২৬	হবেক রাখ	হবে করগে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
২০	১	আম্মি	আসি
২০	৩	বেতালনে	বেতানলে
২০	২৮	হেতু	আশে
২১	১২	তাঅ	তোয়ে
২১	১২	তুলি পদ্ম হইএ আকুতি	তামরস তুলিলাম কতি
২১	১৩	সজ্ঞান	সচেল
২১	২২	তারাজুলি	তারামুনি
২২	৩	বিখেড়ে	বিঘোর
২৩	১০	ভক্তি ব্রহ্ম	ভক্তি ব্রস্ত
২৪	৬	বজ্জাকাশ	...
২৫	৯	কৃপা	জপে
২৬	২৬	হইএ স্বর	...
২৬	২৭	কারণে	বচনে
২৭	১১	তবে	সপ্ত
২৭	২০	কমঠ	কূর্ম
২৮	৭	শয়নে স্বপনে	অশনে শয়নে
২৮	১০	তাহে	হেলে
৩১	৮	ঋত	ধাত
৩১	১৮	রসাভাসে	তখন রভসে
৩১	২৬	স্বগতচিত্ত	সততচিত্তা
৩২	২	সং	সত্য
৩২	২৩	কন পন (?)	...
৩২	২৪	কালিন্দীর বেশ	কালের দিবেশ
৩২	২৬	বাড়িল	জন্মিল
৩৫	১৬	আস্তিকে	তবাস্তিকে
৩৫	১৭	শাস্তমূর্তি	শাস্তমতি
৩৬	৩	নেস্ত	মস্ত
৩৬	৪	আজ্যগ্য (?)	...
৩৬	২৩	অম্বুগত	তলগত

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৮	১২	রানা	বালা
৩৮	২৭	কত ঝুরে	কেঁউঝুড়া
৩৮	৩০	তিগেতিনী ডিমি ডিমি ডম্ফ	ডিগি ডিগি ডিগি
৪০	১	(অস্ত্র)	...
৪০	৯	ছাম্বালে	ছাওলে
৪০	১৪	আজ রণে	আয়োধনে
৪১	২	ছাড়ে বক্ষে	শোভে বাঘে
৪১	৫	মোজা	মজা
৪১	৯	থর	ঘর
৪১	১৫	অবংসে	অরুষে
৪২	১	জটে	লগে
৪৪	২	পালন করিবে শেষে	...
৪৫	২১	গুণে বুঝে	...
৪৬	১৮	মনে কিছু	...
৪৬	২১	কহ না ইবে আদেশ	কব না লইবে আগস
৪৭	৩	থলের	...
৪৭	৯	ভাষি এক উক্তি	ভাবিয়া কটূক্তি
৪৭	১৪	এবে	বেল
৪৭	২৪	করবশে	কর বসে
৪৮	৮	নচ্ছার	তু ছার
৪৮	১৪	বিবাহ করিলে ভেড়া যুক্তি না জিজ্ঞাসে	বিবাহ করিলে বেটা ভেড়া যুক্তি করি না···
৪৯	১০	শোক শেল	সে কেবল
৪৯	১৭	বাক্য	বাগ
৫০	২৬	ঢাকয়ে	আচ্ছাদে
৫২	২	দয়াধর্ম	মার্কণ্ড
৫২	২২	দান	ধ্যান
৫২	২৮	সত্তার	সবার
৫৩	৭	দান	দেন

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৫৩	১০	কাঁদে	...
৫৪	৫	বেওরা	বৈরা
৫৫	১২	বর	কর
৫৭	৭	স্নানাশুদ্ধ হয়ে রাণী চতুর্থ	স্নানাদূর্ধ বৈষ্ঠাধি নিষেক
৫৭	২৪	সুশস্ত	...
৬০	১	ব্যগ্র	রুগ্ন
৬০	২৩	মাননা	মনে না
৬১	২১	প্রাসাদে পুরে	প্রসাদে পুর
৬৩	২৫	প্রবাল	মুকুতা
৬৫	৩	ফুরাল	পুরাণ
৬৫	৩	প্রসক	প্রসপ
৬৫	৫	যাইব গৃহেতে	যাই দৈবথিতে
৬৫	৮	বেনে	...
৬৫	২২	রাজা	পিতা
৬৫	২৮	অপরাহ্ণ	পরাহ্ণ
৬৫	২৯	এতক্ষণ সাপরাহ্ণ	এত ক্ষমাস্বা পরাঞ্চ
৬৬	১৪	লোটায় ভূতল	হইয়া বিকল
৬৭	৫	আছাড়	কাছাড়
৬৭	১৬	ভোজন	কারণ
৬৮	১৫	কটিল্লক	কটিল্লক
৬৮	১৬	ডক	টক
৬৮	২৬	বিনে	...
৬৮	২৭	ধার্য	ধাও
৬৯	১২	থাকুক	...
৬৯	১৪	যারে	...
৬৯	২৬	মুখবিধু	সুখ বিধি
৭০	১২	গুণিতে	...
৭০	১৯	মন স্নেহা	মনস্থ হা
৭১	১৪	পুন	...

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৭১	১৪	ভক্ষণ	পারণ
৭১	৩০	আলুম	আমু
৭২	১৮	অহাস	অহস
৭৩	৮	অস্যুক্ষন	অথুক্ষণ
৭৪	১১	বির্ভৎসে	বিভৎসে
৭৫	৫-৬	—	...
৭৬	৩	আমনুষ্য	অমানুষ্য
৭৬	১২	লোমাঞ্চ	রোমাঞ্চিত
৭৬	১৩	শর্মী হয়ে সমুভুতি	সবি হয়ে সোম ভূতি
৭৭	২	পদ্মদলে	পক্ষদলে
৭৭	১২	জাত	জাতজ্ঞ
৭৭	১৫	প্রবীণা সধবা	পৃবিলাসধব
৭৯	২৭	রাকৃশা	রাখলো
৮০	৫	কুশদ্বীপে	কসদ্বীপে
৮০	৭	তোয়ের	তোড়ের
৮০	১৪	বোলে	বনে
৮০	২০	জয়যাত্রী	জয়
৮৩	২২	ফিঁক	জিক
৮৩	২৯	সামুলা	সামুত্তা
৮৪	২	নাথ	...
৮৪	১২	অতঃপর এই লাইনটি পুথিতে নাই—'অতেব তাহাকে যুক্ত হয় ভগবান'	
৮৮	১০	মঙ্গল	মর্দন
৯১	২	সভার	অভাগার
৯১	২০	অরবিন্দ	আরিন্দ
৯২	৫	রস্‌করা	বঙ্করা
৯৫	১৮	বিভোল	বিভোর
৯৫	২৩	সম্বসে সম্বিত মাত্র নাই	সম্বেসে সম্বিত মা যে মায়ই
৯৬	২২	নিলয়	আলয়

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৯৭	৪	নিমর্ম	নির্মম
৯৮	১৮	লেয়ে	নেম্বাই
৯৯	৮	পাষণ্ড	পণ্ড
৯৯	২৫	ল্যায়্বাই	নেম্বাই
			[অধিকাংশস্থলে ল্যায়্বাই স্থলে নেম্বাই]
১০০	১৩	আনি	ছানি
১০১	১	ফুটে	ফাটি
১০১	১৫	চাঁদ কুড়া	কুচানি
১০১	১৯	চড়বড়ি	চড়চড়ি
১০৩	১	সামুলা	মাহুত
১০৩	৬	তড়িৎ	অরুণ
১০৩	১৪	অবিলম্ব	অভিনব
১০৩	২৭	চাঁদপুর গাঁ	চাঁদ গাঁ
১০৩	২৮	উচালন	উপনল
১০৪	২৯	করিয়া নাবুড়ি	করি আনা বুড়ি
১০৫	৪	পটকা পামরি	পট্ট কাপাস ইজার
১০৫	২৩	ডিদা	ডিদা (প্রায়শ 'ডিদা')
১০৬	১০	পদ্মাবতী	রমাবতী
১০৬	১৩	জালন্দা	ডহানন্দা
১০৬	১৯	আল্যায়া	আশ্চর্য
১০৬	২০	তুলা	গুলা
১০৬	২৪	নিমর্ম	নির্মম
১০৬	২৮	ডিদে	ইন্দা
১০৭	৩	দীপ বিনে শিশুরূপে	দিক বিন্যাসী স্বরূপে
১০৭	৮	বাকি	...
১০৭	১৫	নিমর্ম	নিশর্ম
১০৮	১৮	অমানস্থ	আম্মনস্ক

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্ম্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১০৯	৭	নিষ্প্ররূপ	নিস্পুপ
১০৯	২৭	ত্বরিত	চোর তো
১১০	২৫	আলাভুলা	আলাভুলা না
১১১	১৮	লাগি পাড়াইব	নাকি পাতাইব
১১৩	১৭	হাপুতির	ভূপতির
১১৩	২৫	একান্ধ	একান্ত
১১৪	৯	তপস্যার	জন্মের
১১৪	২৩	ডিম্রয়ে	...
১১৫	২০	তুমি	অমিয়
১১৬	১০	ভুপাশে	ভুপাকে
১১৭	১০	নিষ্ঠাস্ত লপিত	নিষ্ঠাস্তন পিত
১১৭	২০	পুড়া	বুড়া
১১৭	২২	বিশাপের	বিনাশের
১১৮	১৬	অ্যা	এ
১১৮	২৫	মুটকীয়ে	মুস্কটীয়া
১১৯	৭	বীরধটী	বীর ঘাটী
১১৯	১৭	সত্য সত্য সত	শত শত শত
১১৯	১৮	মানকাট	মারকাট
১১৯	২৮	ঘুরায়	উড়ায়
১২১	৪	বলিপুর	চলি পুর
১২১	১৪	কাঞ্চী কান্তি	কান্তি কাঞ্চী
১২১	১৬	নাই	লয়ে
১২১	১৮	ভব্যরতি	ভব্যঅতি
১২১	২২	রামস্মরণ	স্মরণ
১২২	৮	যুগ	ভুই
১২৪	২১	অজ্ঞলোকে	অষ্টলোকে
১২৫	২	আশাপূর্তি	আসাপুত্রী
১২৫	৭	চায়	জায়
১২৫	১৬	নেয়রের	নেবরের

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১২৮	৭	আলাম	আলয়ে
১২৮	৯	পতাগু	প্রত্যন্ত
১২৮	১০	জর্ জর্	দূর দূর
১২৯	১৭	সে ঈষৎ	সেই শত
১৩০	২৭	সাগরি	নাগরি
১৩১	২১	সজ্জ	শব্দ
১৩৩	১৮	রাত্রি	রতি
১৩৪	১১	বন্ধন	চন্দন
১৩৪	২২	বিলাপ	বিলাস
১৩৫	২৩	জাস্য পাল্য	আস্য পানে
১৩৭	৪	বিপুলে	বিশালে
১৩৭	১৭	প্রতক্য	প্রত্যক্ষ
১৪০	১৮	শিবের	সর্বের
১৪০	২৭	বিভচ্ছবিনিজে	বিভচ্ছবিমিজে
১৪১	৪	বৈ	রৈ
১৪১	১১	সাগর সুক্	স্বর্গের সুখ
১৪১	২৩	কৈশোদরী	কৃশোদরী
১৪২	১	ত্রিলোক	নিলোক
১৪২	৬	নৈ মোন	নয় মণ
১৪৩	৮	কমস্তরে	কক্ষান্তরে
১৪৪	১১	মাধবলতা	মাধবী
১৪৪	২৪	কলার	ফলার
১৪৫	২	নুনিচোরা	ননীচোরা
১৪৫	৮	ফুলে	ফলে
১৪৫	১৬	উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
১৪৭	৭	অপনীত	অপনিয়
১৪৭	১৯	ওথা	তথা
১৪৭	২৬	রক্ষ	বৃক্ষ
১৪৮	১	কুবা	থুব

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১৪৯	৪	কৈল সত্য	কৌশল্যা
১৪৯	১৩	চেপে	চড়ে
১৫৭	৬	আঁধলার নড়ি	আঁধুনির নড়ি
১৫৭	১০	মল্ল সারেঙধরে	মল্লদারে ধরে
১৫৯	১২	দামুর নাএ	দামোদর নায়ে
১৬০	১০	ধায়	ঠায়
১৬১	১৫	উভারিল	উতারিল
১৬২	১৭	আন্দাজ	আন্দাজ
১৬৪	১৭	করিসি	করিলি
১৬৪	১৮	বসি	বলি
১৬৫	১২	কতি	অতি
১৬৬	২	বলে	বেনে
১৬৬	১৪	ফলাবাপ্তি	ফল ব্যাপ্তি
১৬৮	১২	জয়খড়্গা	জয়খণ্ড
১৬৮	২৬	মুনাম	মুলামে
১৬৯	১০	গনমার্গে	গগন মার্গে
১৭০	২৬	উচালন	উচানল
১৭১	১	মোটম্যাট নেয়	মঠ মাঠ নেই
১৭২	২১	গৌরের	সৌরের
১৭৩	১	সুন্দর	সুযন্ত্র
১৭৩	২	গৌণসে	গোণসে
১৭৭	২৪	নস্কর কয়গুলা	লস্করক অগুলা
১৭৯	২	বিকল	পীড়িত
১৭৯	১৫	নির্লয়ে	নীর লয়ে
১৮০	১১	প্রবোধিল	প্রবীণ
১৮০	১২	দুঃগেয়ের	দুই গাইয়ের
১৮০	১৬	কাঁচ সোনা	কাঙ সোনা
১৮৪	১৪	তারিল্যে	তার অন্যে
১৮৯	১	বকাসুর	বৃকাসুর

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্ম্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
১৮৯	১০	য়েগায়	এগুয়ে
১৯০	১০	যে চাহিবে অভিমত	যে চাহিবে বর অভিমত
১৯১	৩	ব্যবধান	ব্যবধা
১৯৪	৬	গর্জ্জে	গেজ্জে
১৯৪	২৩	বেলা পেয়ে	বান্যা পেয়ে
১৯৫	৬	শক্ত	সুক্ত
১৯৭	২	তথা	তথ্য
১৯৮	২১	ধাতু	বৃতু
১৯৮	২৪	বহুত	তবু
২০১	২	সংকুলে	সজ্ঞানে
২০২	৩০	শুনিতে	গুণিতে
২০৫	১৭	জসরে	সরেঙ্গে
২০৫	২৭	লাঙ্গুড	লাঙ্গুল
২০৬	১১	রোস	রসি
২০৬	১২	মল্লকোস	মল্লকসি
২০৬	২৬	জাঁকানে	জাঁকনে
২০৮	৮	জগতজননী	জগতচিন্তামণি
২১২	১৪	এলাইয়ে	ওলাইয়া
২১৫	১৮	বাগান	বাঁধান
২১৫	২৩	সরালি	সরারি
২১৫	২৮	বিরস বেশরে	বিসরে কিশরে
২১৮	২৬	বিরস কেশর	বিসর কিশর
২২২	২৩	বিল্ববাটি	বিশ্ববাটি
২২২	২৪	গয়াসোল	গয়াসোন
২২৫	১৫	পার	বার
২২৫	৩০	ঝাঁপিয়ে	কাঁপিয়ে
২২৮	৩	সায়	যায়
২২৮	১৩	করিকর	কারিকুরি
২২৯	৪	ভ্রমণ	ভম

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
২২৯	৭	ফুলটুসি	ফুলটুকি
২২৯	১১	তেয়ড়া	তৌড়া
২২৯	১৭	দালুহ দলুহ	দালু হদ লুই
২২৯	২১	পাতকালে	পাতকুয়া
২৩০	২৬	ডাকিস নারে	ডাকিলি রে
২৩২	১৩	ধর্মের তপস্বী	ধর্মে রত পশি
২৩৩	২৩	আসমুসি	অসেক্ষসি
২৩৯	২৩	ধর্মপুত্র	ধন পুত্র
২৪১	১	মলে	মন্থা
২৪৩	১১	দামোদর	জমাদার
২৪৪	৩	ঝাই	ধাই
২৪৫	১৩	মিথ্যা	নিদা
২৪৬	৯	পেচ্বা	পেচা
২৪৬	১০	লোচ্ছা	লোছা
২৫১	৫	লোটন	নোটন
২৫১	৯	অলঙ্কার	আভরণ
২৫১	১০	পিচাশি যেমন ঘর হতে চলে যায়	ঘর হতে বাহির হল পিশাচী যেমন
২৫২	১৩	গমন	মগন
২৫২	২০	অভিষেক	অতিসক
২৫৩	৪	শমনে	সঘনে
২৫৩	১৮	মুনি	শুনি
২৫৩	২৭	মনোজসঙ্গিনী	মনজ মর্দ্দিনী
২৫৩	৩০	চণ্ডিকা	চণ্ডী মা
২৫৭	১৬	কোণে	কোলে
২৫৭	২৮	মাণ্ডকে	মাস্তকে
২৫৯	৩-৬	...	—
২৬১	২	শ্বেত	সেত
২৬১	৩	শুন আন	সুনয়ান

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
২৬১	২০	সয়ালসুখ	সয়ানসুখ
২৬১	৩০	রয়	বয়
২৬২	১২	বাসুলী	বাসুকি
২৬৩	১২	ছপার	ছপরে
২৬০	২৬	পদাম্বুযুগল	পদাব্জজুগল
২৬৫	২১	শীঘ্র	সিদ্ধি
২৬৬	১৬	বিয়ত	বিষম
২৬৭	৬	চেটী	ঢেকি
২৬৭	৭	রণ	হল
২৬৭	১৪	বকুল	বল্কল
২৬৭	৩০	অনলে	জ্বলনে
২৭০	২৮	মোক্ষধাম	মোক্ষকাম
২৭৪	১১	কতেক	কাতর
২৭৫	১৮	কবে	রবে
২৭৬	৪	বয়	রয়
২৭৬	২৫	যায়	জয়
২৭৭	২৪	কূলে	তীরে
২৭৭	২৯	পুলক্যা	পুলকে
২৭৮	২	কল্পনা	কম্পনা
২৮০	১৩	রাজপাত্র	রাজপুত্র
২৮১	৯	ওড়ের মালা	বড়ের মালা
২৮১	১৬	পিপীলা পালক মরিবার	পিপীলা পালক বাঁধে···
২৮২	৩০	সরকারে	সবকারে
২৮৩	১০	তরুলতা	তরুতলা
২৮৩	১৪	রাজ্যে ঘর	রাজ্যেশ্বর
২৮৩	২৮	পেল	গেল
২৮৪	১৩	মূল	কূল
২৮৫	২৮	নিব গারিঘর	নব সারিঘর
২৮৭	৯,১০	—	···

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
২৮৮	১	টোডর	টেঙর
২৮৮	১০	রাজার	বাজার
২৮৮	১৫	তুঞি	তুঞ্চি
২৮৯	১৭	মারে	ঘাড়ে
২৮৯	২৩	নাঞি	পাই
২৯০	২০-২৩	...	—
২৯১	১৩	সজ্ঞান	অজ্ঞান
২৯২	১	গুড়ের	বড়ের
২৯২	২৬	বাস্থড়্যায়	বাঁকুড়ায়
২৯৩	২৪	মহাশূর	মহীশ্বর
২৯৪	১৪	ফলাখান	কতখোন
২৯৪	১৫	অসি	আসি
২৯৪	২	পার	আর
২৯৬	৬	ভুবন	সলিল
২৯৬	২৭	মন্ত	মদ
২৯৭	১৫	খরতর	ঘোরতর
২৯৭	২৪	জঙ্গ	সাঙ্গ
২৯৮	৬-২৩	—	...
২৯৮	২৪	প্রচেতে	প্রেবধে
২৯৯	৯	আরতি	মত্ত হাতী
২৯৯	১৬	পারে	ধরে
৩০০	৩	ধর্মচিত	ধর্মবিৎ
৩০০	৬	স্থান	ধ্যান
৩০২	৫	ভাব	তার
৩০২	২৭	জন্ম	যোগ্য
৩০৩	১০	আর্দ্দাসি	আত্মা গিয়া
৩০৩	২৬	অশ্বপানে	অম্বুপানে
৩০৩	২৮	তপ্ত	অণ্ড
৩০৪	২	প্রযত্নে	পূজে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩০৫	৫	প্রবেশ করে	প্রবেশে ঘোড়া
৩০৫	৬	ভুবনে	ভবনে
৩০৫	৭	গন্ধবারের	গন্ধবাহের
৩০৫	৮	বিলম্ব	কিঙ্কর
৩০৫	২৩	এলেন	আসেন
৩০৬	২	সুধীর সজ্জান	সুবির সমান
৩০৬	১৭	শালবাণে	শালবনে
৩০৭	২	মাসির	রাণীর
৩০৭	১৯	হরষ বিষাদ দুই	হরিষে বিষাদ তাই
৩০৭	২৫	বিদায়	অবিদায়
৩০৮	১৩	রথভার	রথোপরে
৩০৮	২৪	রাখেন	রেখে
৩০৯	১০	সাওনি সামলি ধনি	সামুলি সামুলি বলে
৩০৯	১৫	বিপর্যয়	বিপক্ষ অপক্ষ
৩০৯	১৫	বিষ্টু	বিষ্ণুরায়
৩০৯	১৬	রাবণে	বারণে
৩০৯	২৫	গুণ	শুন
৩০৯	২৬	বস্কিস	বস্কির
৩১০	৭	কিঙ্কর	কি ছার
৩১০	৮	অবনী	বলি
৩১০	১৮	হাণ্ডা	হাতা
৩১১	১৫	মমত্বে	মমাত্বে
৩১১	২৫	এত	বড়
৩১১	৩০	বেড়িয়া যেন আছয়ে	বেড়িল যেন যতেক
৩১২	৪	কেমন কর‍্যা	কেমনে মোরা
৩১২	৮	ছাড়নে	ছাগল
৩১২	১৩	লালু	নালু
৩১২	২৪	আখগুল	অখগুন
৩১২	২৬	ধায়	যায়

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩১৩	৫	নতুবা	অথবা
৩১৩	৬	না হল্য আমার তরে যাবা	আমার তরে নাহি হল যাওয়া
৩১৩	১৫	বল	কন
৩১৩	১৬	বনশূকরের	বনে···
৩১৪	১০	অস্তু অস্তিক	অণ্ড অণ্ডিক
৩১৪	১৯	পূর্ণিত	পণ্ডিত
৩১৪	২৪	হতে	হাতে
৩১৪	২৮	অঝোর	অপোর
৩১৫	১২	প্রত্যূয	প্রত্যহ
৩১৫	২১	বড়	ঝড়
৩১৬	৩	জালন্দা	আনন্দ
৩১৬	২৫	লয় হল্য	নয়ন···
৩১৭	২৬	সত্ত্ব	সত্য
৩১৮	১৩	আমিয়া	আসিয়া
৩১৮	১৭	জাথ্য	জার্থ্য
৩১৮	২৪	আনন্দময়	রতনময়
৩১৯	১৮	ধরামর	ধরমের
৩১৯	২৬	নাগনর	নাগপর
৩২০	২০	দিয়া হিত্	দিয়াছিত
৩২১	৪	কত টাকা	কতটা
৩২১	১৩	সায় দিয়া	সাত দিনে
৩২২	৮	স্থানে	টানে
৩২৩	১২	যুঝিব	বুঝিব
৩২৪	১	থোপ	খোপ
৩২৪	১	থর কাচমুনি	থরবাচ মুনি
৩২৫	১	সে সবে	মেসোর
৩২৫	৮	সামিক	স্বামীক
৩২৫	২৫	অরুণ	যুগল
৩২৬	১	পাছুয়ান	পাছু আল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩২৬	১১	সোম	যম
৩২৭	২৩	অর্থ	অথর্ব
৩২৭	২৬	অভেদ	প্রভেদ
৩২৮	১০	ঝাপ .	বাঁধ
৩৩১	৫-৮	...	—
৩৩১	১৯	অল্পদিন	অনুদিন
৩৩২	১৪	পীতবাস	বীতবাস
৩৩২	১৫	আপে	পেয়ে
৩৩২	২২	রাধামুখী	রাকামুখী
৩৩৩	২০	বাউনের	বাউলের
৩৩৩	২৫	বাসে	বামে
৩৩৪	১	লক্ষ	পঞ্চ
৩৩৪	২০	অভিজ্ঞ	অসিদ্ধ
৩৩৫	১	হস্তী	হরি
৩৩৫	২০	স্বরগণ পদ্য	স্বরাগ স্বপদ
৩৩৫	২৭	আর্তজন	আয়োজন
৩৩৬	৩	রণে	বলে
৩৪০	২৭	দ্বার	দূরে
৩৪০	১২	আগু	পাঁও
৩৪০	১৫	খনক	খন খান
৩৪০	২১	অভিভূক	অবিভূক
৩৪০	২৬	মন	ঘন
৩৪১	৪	বিমত	দ্বিমত
৩৪১	২০	তরালের	চারালের
৩৪২	২৭	শুন	গুণ
৩৪৩	২৮	বন্ধন	তখন
৩৪৪	১	পুন	শুন
৩৪৪	৬	মনে	দিনে
৩৪৫	৩	বাম	রাম

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৪৫	৭	মনের	মুনির
৩৪৫	২৪	দনুজ	দ্বন্দ্বজ
৩৪৫	২৯	বন্ধন	নন্দন
৩৪৬	৫	প্রবেষ্টে	প্রকোষ্ঠ
৩৪৬	২১	পূষন্	পুষ্প
৩৪৬	২৬	দগড়	ছাপড়
৩৪৭	১৩	অন্নপূর্ণা	অপর্ণা
৩৪৭	১৫	স্নকি	ছকি
৩৪৮	১৭	ভূত	যুত
৩৪৯	৮	কালিনি পাথর ঘুড়ি	বালিনি পাথর যুড়ি
৩৪৯	১৬	অমিথিয়া	আলথিয়া
৩৪৯	১৯	বটে	বর্ষে
৩৫০	২১	প্রায়	যায়
৩৫১	১৯	শূলে	ছালে
৩৫১	২৫	আগ্র	অগ্রে
৩৫৩	১৮	মোর	যার
৩৫৫	২	সাধ	সঙ্গে
৩৫৭	১৪	অমিথিয়া	আমলিয়া
৩৬১	২	শিরে জটা বান্ধি রাম	..
৩৬১	১২	পাখালি নায়	পাখালিলাম
৩৬১	১৯	শোকান্তর	সকাতর
৩৬২	২৯	যমল অর্জুন বৃক্ষ	জল লয়ে অর্জুন কৃষ্ণ
৩৬৩	৬	সুচঙ্গ	মুগধ
৩৬৩	১০	মঙ্গল	মর্দল
৩৬৩	২৩	নটিনীরূপে	লোচনরূপে
৩৬৪	৩	যে বলি	কেবলি
৩৬৪	১৫	চলে	বলে
৩৬৫	২০	দেড়ি (ডেড়ি)	ঢেড়ি
৩৬৬	৫	এ কুলে	একুনে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৬৬	৯	সেনা কোটি	শেল ঝাটী
৩৬৬	১৮	রায়	রাম
৩৬৬	২৩	যাবেন	পাবেন
৩৬৭	১১	আরোহণে	আর ছলে
৩৬৭	১৭	কাঁটাহি জলহাটি	হিজল হাটি
৩৬৮	৫	মুখ্যাদি	মোখাদিম
৩৬৯	৪	রসঙ্গ	রসকু
৩৭১	৯	জগতপালন	জগত পাগল
৩৭২	৬	সদ্য	হৃদ্য
৩৭৩	১৩	রগড়	সে গত
৩৭৩	১৬	শিলিহার	সিনি হার
৩৭৪	১৭	অতঃপর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে এই চার ছত্র আছে	

পাত্র বলে মহারাজা পূর্ণ অভিলাষ।
দুঃখ নিবারণ কর আমি আছি দাস॥
অধিবাস করে চল হাতে বেঁধে সুতা।
বলে ধরে বিভা দিব কত বড় কথা॥

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৭৫	১৬	পড়া	পাড়া
৩৭৫	১৯	সূর্যাদি	গূর্জাদী
৩৭৭	৪	সবঙ্গে	শবদে
৩৭৭	১০	প্রণয়	প্রলয়
৩৭৭	২০	তেলি বাগুনি	ভেলি বাসুরি
৩৭৯	৪	বাওন	বামন
৩৭৯	২৭	মনে	ঘনে
৩৮১	২	পদ্মের কমল ফুলে	পাথার কমল কুলে
৩৮১	৬	শুদ্ধা	শুদ্ধ
৩৮১	২৩	কল্যাণে থাকিবে	কোন খানে
৩৮১	২৮	ফুঁসি ফুঁসি	কুসি কুসি
৩৮২	২৭	তিন	যেন
৩৮৩	১০	দামাই	দাবাই

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৮৩	১৭	পালে	কপালে
৩৮৩	১৮	মেয়্যার	সেষার
৩৮৩	২০	লঙ্কাকে	ন লঙ্কাকে
৩৮৪	২৯	কক্ষা	ব্যাখ্যা
৩৮৫	২০	লম্ফ	লক্ষ
৩৮৫	২২	না	...
৩৮৫	২৮	বিখেড়ে	বিঘোরে
৩৮৬	২৮	নারে	মারে
৩৮৬	২৯	কিসের	কি মোর
৩৮৬	৩০	বেরিজ	খেরাজ
৩৮৭	৫	অদনে	সদলে
৩৮৮	৩	আসে যায়	ক্রমে পায়
৩৮৯	৬	তাকে	ডাকে
৩৮৯	২৭	সভাসদ্	শতাশত
৩৯০	৬	আকার	অপার
৩৯০	৮	শ্রবণে	সঘনে
৩৯০	১২	বারদৃশার	বারভুঞার
৩৯১	৪	দুইখান	চারিখান
৩৯২	২	ছুটিয়া	চুটীয়া
৩৯২	৩	তিল	তিন
৩৯২	২০	উপর	গোচর
৩৯৩	৬	আলোকরথে	অলপরথে
৩৯৪	২৪	বিশুদ্ধা	বিসদা
৩৯৪	২৫	মহাকাল	মহীকাল
৩৯৪	২৮	হুঙ্কার ঘন	হুঙ্কার হাঁকার ঘন
৩৯৫	১০	বিধু ঢল ঢল	বিধুচল চল
৩৯৫	১৪	অভিসার	আগুসার
৩৯৫	২০	বার মণ	বারমহল
৩৯৬	৪	গিয়ে	মায়ের

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৩৯৬	১১	মহাকাল	মহীকাল
৩৯৭	১	বিফল	বিকল
৩৯৭	১২	দেখায়	যা পায়
৩৯৭	১৮	মাতঙ্গ	পতঙ্গ
৩৯৭	২৬	গাদা	কাদা
৩৯৮	১৩	কদর্থনে	কদত্তনে
৪০০	১১	জয়যোগে	জয়করে
৪০০	১৭	রসোদ্ধার	রণে ঘোর
৪০০	১৯	মিশাল	নিশান
৪০০	২০	প্রবাল	প্রধান
৪০০	২৭	মিশাল	বিশাল
৪০১	৭	সমুচিত	সঙ্কুচিত
৪০১	১৩	কেমন বলে	কমল বনে
৪০২	৩	কড়মড়	করে খড়
৪০২	১৪	তিন বাণ	ছাড়িল
৪০৩	৭	কৃপাযুত	কোপযুক্ত
৪০৩	১১	পদাঙ্ক	পদাম্বু
৪০৪	৩	সম্ভবে	সম্ভোগে
৪০৪	১৫	কাঁপে	কোপে
৪০৫	২	মঙ্গলধ্বনি	মঙ্গল যথা
৪০৫	৪	যত ধনী	কল্পলতা
৪০৫	৫	তান	তার
৪০৫	২০	আদরী	অঙ্গুরি
৪০৬	৮	রামরাত্রি	কালরাত্রি
৪০৭	২১	মরয়ে	মরার
৪০৭	২৮	প্রবাল	প্রধান
৪০৮	১	নিশি দিবা গান	নিশিদিবাগণে
৪০৯	৯	সচেষ্টিত	সবেষ্টিত
৪১০	১৮	শেল	সেন

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৪১১	১১	করতার কাহন	কর তার কহেন
৪১১	১৭	দমন	দবন
৪১২	৯	কীর্ণ	জীর্ণ
৪১২	১৩	ঠোকা	ধাঁকা
৪১২	২১	বসতি	রমতি
৪১৩	১	ইজলবাটি	ইজনবাটি
৪১৩	১৬	দুপাশে	দুপায়ে
৪১৪	১৮	প্রবঞ্চনা ছলে	প্রবন্ধনা শুনে
৪১৪	১৯	কায়	কায
৪১৫	৮	অজিত	আজি তার
৪১৬	৫	সনে	সইল
৪১৬	১১	মৌউথন	মৌউখন
৪১৬	১৯	চারি	চাপে
৪১৬	২৪	পাতঙ্গ শান	পতঙ্গ মান
৪১৬	২৬	সুরালয়	সুরনর
৪১৭	২০	জয়	জাব
৪১৭	২৬	সনাল	সোনালু
৪১৭	২৭	কায়াই	কাবাই
৪১৭	৩০	ঝলকে	বালকে
৪১৮	১৪	বারি	ধারি
৪১৮	২৩	ফরিকাল	কবিকান
৪১৯	৮	অজ্ঞান	আকুলি
৪১৯	১৫	যায়	জয়
৪১৯	৪	মোক্ষ	লক্ষ্য
৪২১	২০	রাম	...
৪২১	২২	কুথে	কোঁথে
৪২২	৮	ইছার	ইহার
৪২২	২১	জায়া	জয়ে
৪২৪	৩	নিসহ্	নিশ্চহ

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৪২৪	২০	ই বার	ইহার
৪২৫	৮	ধিয়রে	ধিবরে
৪২৫	১৬	গজেন্দ্রমথনে	গজেন্দ্রমথমে
৪২৫	২৩	পাছুয়ান	পাছু এল
৪২৫	২৬	নাড়িচায়	নাঙিচায়
৪২৫	২৭	রামগঞ্জ	রাজগঞ্জ
৪২৫	২৭	নিয়ড়ে	সিওরে
৪২৬	৩	তাঁবুঘর	তার ঘর
৪২৬	৪	তেওড়া	তেওতা
৪২৬	১১	সার	পার
৪২৬	২১	পল্বল	প্লাবন
৪২৬	২৪	বৌ	কেউ
৪২৬	৩০	শম্বর	শঙ্কর
৪২৭	১৩	তরল	তবল
৪২৭	১৪	ধঙ্গিম	ধিম ধিম
৪২৭	২১	বেটিচোদ	...
৪২৭	২৭	নায় মারে	গায়ে মায়ে
৪২৮	১৩	ইবে	হবে
৪২৮	২০	কয়দিন	কেন দিগ
৪২৮	২৩	তোর	চোর
৪২৮	২৫	ততক্ষণ	সত্য মূল
৪২৯	২০	সমবল	সববল
৪৩০	৬	বাজিল ঘোর জঙ্গ	বাজিল রণ ঘোর জঙ্গ
৪৩০	৭	চর চলবৃত্তে	ঢ'ল চল
৪৩০	৮	চরণদ্বন্দ্ব	চরণ বন্দ
৪৩১	১৬	মুক্তি	মূর্তি
৪৩২	১৬	পার হয়	পায় নয়
৪৩৩	১৫	নহলি	লহরি
৪৩৩	২২	বিখেড়ে	বিষেতে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৪৩৩	২৬	কে না	কিনা
৪৩৪	৬	সত্য	সৎ
৪৩৫	১	সবিনয়	পরিণয়
৪৩৫	৫	চয়	ছয়
৪৩৬	১	পুড়িতে	পড়িতে
৪৩৭	৩	শুভ	স্থত
৪৩৯	১১	বলে	অশ্ববলে
৪৩৯	২৮	পাথালি	পাথানি
৪৪০	৮	বাহনশালে	বাহনসনে
৪৪০	১৩	মহাদক্ষ	মহাদুঃখ
৪৪৩	১৫	ঠেসে	বৈসে
৪৪৩	১৭	সারে	স্বরে
৪৪৩	২৮	উরণ	উর
৪৪৪	২	দক্ষিণাব্রত	দক্ষিণে দ্রুত
৪৪৪	১০	যথা ক্রম	জন্মক্রম
৪৪৫	১৩	ছপাল	ছপনে
৪৪৫	২৮	ত্রাণ	দয়া
৪৪৬	১১	ব্রহ্মময়ী	ব্রহ্মাই
৪৪৭	৪	বাজিবর-বিমানে	বাজি বরবিমানে
৪৪৭	১৬	অমর	সমর
৪৪৭	২১	রাম	বাণী
৪৫০	২২	দু বার	ছ বার
৪৫১	২৪	ঝাড়	কাড়ে
৪৫২	১৭	দলুই	দনুই
৪৫৩	২৪	গোবৎসলাঞ্ছন	শ্রীবৎসলাঞ্ছন
৪৫৪	৬	বাহনে	বিমানে
৪৫৪	১৪	ভবানীর	অনিত্যার
৪৫৪	১৫	সমনে	সঘনে
৪৫৫	১১	সিংহসম	সিংহসমান

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৪৫৬	৭	সভাসদ্	সভাগত
৪৫৭	২৩	রুক্মিণী বাসুলী	রক্ষিবা আপুনি
৪৫৭	২৯	তুণ্ড	মুণ্ড
৪৫৮	১৩	বায়ু	নয়
৪৫৮	১৬	বাশুলী	বামুনি
৪৫৯	৫	প্রলয়	...
৪৫৯	২৫	শুন্যা	ক্ষণ
৪৬০	১৫	বুদ্ধে	যুদ্ধে
৪৬১	১	নিয়োগ মায়া	নিজ যোগমায়া
৪৬১	৯	লাজল রুধির হল্য	কর পদ কেবল
৪৬১	১২	বন পথে	বল সাথে
৪৬২	১৫	দশভুজা	দশ ভুঞে
৪৬৩	১০	দেশত্যাগী	দোষভাগী
৪৬৪	১২	এর পর এই ছত্রটি পুথি এবং শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে আছে কোথা গেলে রে রাম মায় ছেড়ে কোথা গেলে	
৪৬৫	১৪	আর	যার
৪৬৬	২৩	পরব্রহ্মা	পাবে ব্রহ্মা
৪৬৭	৮	চতুর্দ্ধা	চতুর্থ
৪৬৭	২৪	শোকে	শুনে
৪৬৮	২৬	রক্ষ	রঙ্ক
৪৬৯	১২	অনন্ত	জলন্ত
৪৬৯	১৯	নিয়ড়ে	নিবরে
৪৬৯	২৬	শুভক্ষণে	শুভ কালে
৪৭১	১০	যার	বার
৪৭২	১০	মেগে	যোগ
৪৭৪	২২	অতঃপর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে এই চার ছত্র আছে বর মাগে বিনতি বিনয় জোড় করে। লাউসেন ভাগিনা যেন রক্ত উঠে মরে॥ বারে রবি মঙ্গল অথবা বারে শনি। বাছা বাছা বলে যেন কেঁদে বলে ধনি॥	

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৪৭৬	৩	সাত তাল	সাওয়াল
৪৭৬	১৬	বান	বাম
৪৭৮	১	কংস	কুশ
৪৭৮	১৩	পৃথ্বীশে	পৃথ্বী সে
৪৭৮	১৮	ইন্দ্রজাল	ইন্দ্রনাল
৪৮০	৭	সেবনে	সে বনে
৪৮৩	১৩	নিগূঢ়	নিগড়
৪৮৩	১৭	পৃথিবীতে	প্রতিহিতে
৪৮৫	১৬	আগ্বায়্যা	আগিয়ে
৪৮৫	১৫	বাছলার	বাছার
৪৮৮	২৫	রাণী	দাসী
৪৯০	৩	মানাব মায়াবীরে	মানবী মায়াধরে
৪৯০	১৭	ভাজা	ভাজ
৪৯১	২৪	যামিনী	জৈমিনি
৪৯২	২	দিশারু	দ্বিশারি
৪৯২	২	কাঠে	ছোটে
৪৯২	৩	রাক্সা	রাক্সরা
৪৯২	১৬	কটকর্ণ	কটক
৪৯৩	১৪	দেবঋষি	দেব ধামি
৪৯৩	২১	সালসির্জ	মানসিজ
৪৯৩	২১	আসদ	আঁকদ
৪৯৩	২৩	বাকস নিম	বাকনিম
৪৯৪	৮	সিনানে	দিনানে
৪৯৫	২	খাউই	খাড়ুই
৪৯৭	১৭	কালিনীকুলে	কলিঙ্গ কুলে
৪৯৮	১৪	ফণি মণি	ফলি মণি
৪৯৯	২	মুস্তকিম সেকজাদা	মুস্তফি মসেক জাদা
৪৯৯	১০	গাঁটকাটা	গাঁটে ফোটে
৪৯৯	২৮	হানই রিপুকুল দাপং	হান হরি পুকুল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৫০০	২৮	প্রচয়	প্রচর
৫০১	২	পানে	দানে
৫০১	৪	অশ্বরাকা	অশরা কাপায়
৫০১	১৭	আসতাড়া	আমতাড়া
৫০২	৯	কার্য	কও
৫০২	১১	নারি	পারি
৫০২	২৩	ধায়্যা জরি	বাঁধা লরি
৫০৩	২৬	ধীর	বীর
৫০৪	৫	সামুয়্য	সাম্হয়
৫০৫	৪	এসব শুনিল লখ্যা	এল বস্থ নিলা শঙ্খ
৫০৫	৪	অন্তঃপুরে	অন্তস্বরে
৫০৫	১৩	সকুন্তার	সকুণ্ডার
৫০৮	১১	ঘরে তোলা	পুরে ভোলা
৫০৮	২৭	লপর	উপরে
৫১০	৬	আই কাল	অহিকান
৫১০	২২	নিম্পথে	নিল পথে
৫১১	৬	জলধর	যমধর
৫১১	১৪	পার	ফার
৫১২	৮	সাদা বাঁধা	সদা রাঁধা
৫১৩	৫	ক্রিয়াযোগশালী	ক্রিয়া ভোগমালি
৫১৩	১৩	খণ্ডন	আগুন
৫১৩	২৫	কে রে	ফেরে
৫১৫	৬	স্থপট্টের ভুনি	লম্পটের মণি
৫১৬	৮	ফালি	কানি
৫১৬	৯	অস্ত্রমনি	অস্ত্র মুষলি
৫১৬	১৩	বিহর	বিহার
৫১৬	২৮	সিকাপ	শিকার
৫১৭	১৫	অসি দড়মসা	অসিদড় মসা
৫১৭	২৩	বড় বড়	কড় কড়

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৫১৮	১৩	শুনি	গুণি
৫১৮	২১	কামধন	কাল ধন
৫২০	১২	উড়াইল ধুলা	পুড়াইল ধুনা
৫২০	২০	ছুটি	কুটি
৫২২	৩	দুসতি	দুখতি
৫২২	১৩	শেলের	সেনের
৫২৪	১	অনীত ব্যভার	আনি তব্য
৫২৬	৫	সমুটা	সমুর্চা
৫২৬	১০	আবির্ভাব	আভিভব
৫২৮	১৩	রহি রহি ঠাট	বহিবাট
৫২৮	২৩	স্বআখ্যান	সে আক্ষুনি
৫২৮	২৫	প্রসন্ন হবে ধাতা	প্রসন্নই বেধাতা
৫২৯	৯	রাজমুণ্ডে	বাজ মুণ্ডে
৫২৯	২১	মহিষাসুর	মহিসুর
৫৩৩	২৮	লহমায়	লহ নাই
৫৩৫	৩	আন্যা মন্যা	এলাম
৫৩৫	১৪	ওড়ের	জোড়ের
৫৩৯	১১	ধর্মপথে	ধর্মপায়
৫৩৯	২৪	সিরল	বেশীর
৫৪০	৩	অর্জ্যা	অজ্জা
৫৪০	১৫	শেলের	সেনের
৫৪২	১১	আমি	আমিয়
৫৪৩	১৪	তবলে	ভবনে
৫৪৪	৫	হেতার লইল	হেতা রণ হল
৫৪৪	৭	পাছু আসি	পাদুখানি
৫৪৫	১৬	রেবতীরমণ	রেবতীর মন
৫৪৫	২৭	সয়মড়া	সয়মতা
৫৪৮	১৬	পেলালাথি	ষোল লাথি
৫৪৮	২২	তোর ছার	তোছার

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৫৪৮	২৩	অচ্ছুং নরস্কন্দে	অযুত নর মুণ্ডে
৫৪৮	২৭	ওড়ের	বড়ের
৫৫১	৬	মুখ	সুখ
৫৫১	২৮	বনিতার	বলে তার
৫৫৪	২৯	ধর্ম পরায়ণ	আরহে ধর্মপরায়ণ
৫৬০	১২	নিবর্ত্ত	নিবস্ত
৫৬০	২৯	যোগেন্দ্রজ রূঢ়	যোগেন্দ্র জজুড়
৫৬১	৯	ঈশানে	ইংশালে
৫৬২	৩০	আত্থের	আঁখের
৫৬৩	৪	অম্বুবতী	অম্বুবরতী
৫৬৩	৮	কাতি	কাড়ি
৫৬৩	২৭	কাতি	কাটি
৫৬৫	২০	হব বিঙ্গ	অরবিন্দ
৫৬৬	১৪	নিরুপাম	বিরূপম
৫৬৬	২৭	অনিলআত্মজ	অনিল আতুজ
৫৬৮	২	দশম	দশন
৫৬৮	৫	মহিমা	...
৫৬৮	২৭	বিরচিত	বিরহিত
৫৬৯	৫	অনন্ত	অন্তে
৫৬৯	১১	ওড়	তর
৫৬৯	২০	ল্যায়্বাই	লে যাই
৫৭১	২৪	সই	নাই
৫৬২	১১	দেশে	দেখে
৫৭২	১৩	কর্ম	কথা
৫৭২	২৭	গৃহচর্চা	গ্রহচর্চা
৫৭৩	১২	ব্যালিশ	বেনিস
৫৭৩	১৩	তুবঙ্ক	তুরঙ্গ
৫৭৪	১৫	সুচারু	সঞ্চার
৫৭৭	১০	বিঁনতি	মিনতি

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৫৮১	১১	বাইতির	পুরোহিতের
৫৮১	২২	বস্তু	বস্থ
৫৮৯	২৮	নিয়ড়	ঘর
৫৯০	৬	নিয়ড়	উপর
৫৯০	৭	ঘাটে	তটে
৫৯০	২২	শূলী	শুনি
৫৯১	২	শূলে	শুনে
৫৯১	১৯	শক্র হল্যে সবত শরীরে	শক্র হঞে সব ভাবিবে
৫৯৩	২	আনিবি তৎকাল	আনি বিত্তকাল
৫৯৬	৩	পালকির	পক্ষীর
৫৯৬	১২	পশ্চিম	পঞ্চম
৫৯৬	১৩	বাবুরকপুর	বাবুর কর্পূর
৫৯৬	১৭	ধুলাডাঙ্গি	ধুলে জাগি
৫৯৭	৪	সম্পূর্ণ	সপূর্ণ
৫৯৭	৮	পাই উঠে	পাইয়া অতি
৫৯৯	১৮	অমরের	আমাদের
৫৯৯	২৪	সয়াল	ময়না
৬০০	২০	ঘাস	খাস
৬০০	২৭	কাম ন্যাহি	কাল অহি
৬০১	৯	লয়	নয়
৬০১	১০	তরণে	ওরনে
৬০১	১৩	মহীশ্বর	মাহিস্থর
৬০১	১৫	ফুকদত্ত	কুবা দত্ত
৬০১	১৬	তবে	তার
৬০২	২১	লভ্য	গত্য
৬০৩	১৭	শুনিয়া তখনে	...
৬০৩	৩০	সফল	সকল
৬০৪	৩০	ল্যায়্যাই	নাচায়
৬০৫	৫	ল্যায়্যাই	নোয়াইয়া

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
৬০৫	১৬	বলাহকে	হলাহলে

পাঠান্তর (খ)

		পুথির পাঠ	আমাদের পাঠ
২৫	৯	জপে	রূপা
৩১	৪	নাহি জানে	পায় ধ্যানে
৩১	২০	গীত	গাথ
৩৬	৩	নিবেদিয়া	নিরবধি
৫৭	২৭	আলয়াল	আলয় আলো
৭৭	১২	বিজ্জ	বিয়োজ
১০৩	১	মান্থও	সামুলা
২০০	২৮	নিদ্রাভঙ্গগত	নিদ্রাগত
২৫০	১	গরগণ্ড	গলগণ্ড
২৫১	২৭	অঁঠ্যা	এঠ্যা
২৬৬	২১	বিষম	বিসময়
২৭৩	২৯	পরমিষ্টি	পরমেষ্টী
২৭৭	১৯	যুগন্ধার	যুগন্ধার
২৮১	১০	ধিয়রে	শিয়রে
২৮২	৯	জাঙ্গ	যাকু
২৮৫	৫	গান্ধার	গঙ্গার
২৯৮	১৫	হস্তীর	অস্থির
২৯৯	১৯	বুড়ায়ে পাল	বুড়া হয়্যা পাল
২৯৯	২০	মজা কর্যা শুন	মজাবে সকল
৩০৬	২১	ই বেশে	হইবে সে
৩১১	২০	হে দেবাকরের	হেদে ঝকরের
৩২৮	১২	লাফ দিয়ে দর্প কর্যা পাড়িলে	এই মোর প্রতিজ্ঞা···
৩৫১	১৪	খল	মল

পৃষ্ঠা	ছত্র	পুথির পাঠ	আমাদের পাঠ
৩৫১	২৯	হকি	একি
৩৫২	১৩	পার হয়্যা	পারিয়া
৩৫২	১৮	মধ্য অনে	মধ্যগনে
৩৬০	৮	কুতুকথা	কৃষ্ণকথা
৩৬২	২২	তু পূজাতে	লুব্ধ যাতে
৩৬৫	১৯	জ্যোতিঃসার	জ্যোতিষ
৩৬৬	৪	রুজু	ঋজু
৩৭৫	১৯	গূর্জাদী	সূর্য্যাদি
৩৯৫	২৪	পরিরোষে	পরিবেশে
৩৯৭	১৯	অভিসার	আগুসার
৪০৭	৫	অত্যাদ	আদেশ
৪১২	২৪	আনন্দা	জলঙ্গী
৪২৮	২১	চঁগুনি	চাগুনি
৪৪৮	১২	সাজুস্বা	সাজোয়া
৪৬৩	১০	দেশভাগী	দেশত্যাগী
৪৬৪	১৮	জীবত্যে	জীবত্তে
৪৭৮	২১	নড়ানেড়ি	ত্বরাত্বরি
৪৮৪	১৪	তুলবন্দী	তুহুঁ বন্দী
৪৮৭	১৮	ভাগুরি গঙ্গাজল ভূপতির	ভুঞ্জিয়া দুর্যোধন···
৫২৮	১০	পদ্ম	পদ্য
৫৪৩	১৬	ইসরে	হেসরে
৫৪৬	১৩	গজে ধরে	দিগে দিগে
৫৬০	৫	সমর	মমত্ব
৫৬১	২২	বিহরে	নিহরে
৫৭২	২৩	নির্ত্তি	নৃত্যে

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	২৮	রণ	বন
২১	৩০	আমি কি বুঝাব আমি	আমি কি বুঝাব তুমি
৮২	২৮	তনুরাগে	অনুরাগে
১২২	২৪	নবারণ	নিবারণ
১২৭	২৪	পরিল	পড়িল
১৩৩	২১	আন্ নানা কারিহ্ শুন	আন নানা কারি শুন
১৩৩	২৯	মোহিনী স্থান	মোহিনী কহেন স্থান
১৫৩	১৩	তোমা	ডোম
১৫৮	২৩	বাড়ি	বারি
১৬৩	৪	শুভাস্থভ	শুভাশুভ
১৬৪	২৬	জিঙ্গাসা	জিজ্ঞাসা
১৬৮	১৩	চরণারবৃন্দে	চরণারবিন্দে
১৭৭	২৫	টাল নয়্যা	ঢাল লয়্যা
১৮১	১২	গায়ে	গাত্র
১৮৩	১৫	লক্ষমণ	লক্ষণ
১৮৪	১৭	পড়ে	পরে
১৯৪	২৫	আনি	আলি
১৯৫	২০	পলাইবে	পলাইল
১৯৭	২	তথা	তথ্য
২০৭	২৩	শান্ত	শ্রান্ত
২০৯	৭	শান্ত	শ্রান্ত
২০৯	১০	পড়ে	পাড়ে
২১৪	৪	দন্তে	দণ্ডে
২৪০	২	বুড়ানে	বুড়ালে
২৫০	৯	দেরী	ডেড়ি
.২৫০	১৯	দেরী	ডেড়ি
২৫৬	১৭	দেরি	ডেড়ি

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৭	১৪	কুহু পাহু বহে	কুলপা হু বাহে
২৬৭	১৩	চালে	ঢালে
২৭৮	১২	কথা	যথা
২৮১	৭	কানু	কালু
২৯২	১৩	বড়ের	গুড়ের
৩০২	২৭	আসি	আমি
৩০৪	৫	মামাকে	আমাকে
৩০৭	২১	কুন্তল	কুণ্ডল
৩০৯	২১	তাল	ডাল
৩১৯	৮	সমাজ	সসাজ
৩২০	৭	চাল	ঢাল
৩২০	২৯	কর্পূরধল নাই দেই	কর্পূরধল কর নাই দেই
৩২৬	১৬	রামদাস রথী	রাম দাশরথি
৩৩১	২৮	শরভ্রষ্ঠপদ	শরভ অষ্টপদ
৩৪০	১	চাল	ঢাল
৩৫৬	১১	ভারা	তারা
৩৫৭	২৭	আসি	আমি
৩৫৯	১	খঞ্জরিতে যাই	খঞ্জরি তেঘাই
৩৬৭	১০	আশা	আলা
৩৭১	২৭	ধরে	দূরে
৩৭৪	৯	শিথিল	শিমুল
৩৮২	৫	চাল	ঢাল
৩৮৩	৭	চাল	ঢাল
৪২৮	১৮	জগর	নগর
৪২৯	২৮	অমনি	অশনি
৪৪৭	৪	সার	পার
৪৫৭	১২	মরে	নরে
৪৬৫	১৭	কন্যা	কয়ে
৪৮৪	৩	শর নিয়ে	সরণিয়ে

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯৮	২৩	মন্ত্ররাজা	মল্লরাজা
৪৯৯	৭	ভিত্যা	ভিত্যা
৫৪০	৫	নাট	নাট
৫৯০	১০	পলায়	গলায়